সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

পঞ্চম ভাগ।

কলিকাতা,

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৭।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

IMPERIAL LIBRARY
6 AUG. 3.
B
764
V5

PRINTED BY H. D. GHOSH AT THE HINDU MACHINE PRESS,
64, AKHIL MISTRY'S LANE, CALCUTTA.

NATIONAL LIBRARY
Imp 04305
DATE 7/10/09
CALCUTTA

RARE BOOK

বিজ্ঞাপন।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ ভাগ প্রকাশিত হইল। চারি ভাগে এই ইতিহাস সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। পঞ্চম ভাগ উহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা বড় হইল। যে সকল ঘটনা স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের যথারীতি বিশ্লেষণ ও বর্ণনা না করিলে, ইতিহাস, পাঠকের আমোদলাভের সহায় হয় না। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীযুদ্ধ ঘটনাবৈচিত্র্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইতিহাসবর্ণিত ঘটনার সহিত তুলনীয়। এইরূপ ঘটনাবৈচিত্র্যের বর্ণনা গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধির কারণ।

পৃথিবীর এই প্রধান ঘটনার অভিঘাতে ইংরেজ এক সময়ে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেও, উহা অপরের সমক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে রাখেন নাই। ইংরেজ লেখকগণ সিপাহীযুদ্ধের বিস্তৃত, সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক উদ্যম তিরোহিত হয় নাই। প্রতিবর্ষে তাঁহারা এই মহাঘটনার সংসৃষ্ট দুই এক খানি গ্রন্থ জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা গম্ভীরভাবে মানবের মনোগত ভাবের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, এবং ঐ পরিবর্ত্তন-জনিত ভয়াবহ ঘটনাবলীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহারা উহার বিস্তৃত ইতিহাসরচনায় নিরস্ত থাকেন নাই। যাঁহারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উহার অসামান্য প্রচণ্ডভাব, উহার অভাবনীয় শক্তি, উহার অচিন্ত্যপূর্ব্ব অতিবিস্তৃতি দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, আপনাদের দুর্গতি, অধিকারচ্যুতি, প্রাধান্য-পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণ অপরকে জানাইতে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহাদের কুলমহিলাগণ? যাঁহারা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহাস্পদ ধনের সহিত সুখে ও শান্তিতে থাকিবার আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সকল প্রাণাধিক ধন হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া, আপনাদের শোচনীয় দুরবস্থার কথায় অপরের হৃদয়ে করুণরসের সঞ্চার করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। আর এই সময়ে যাঁহাদের উপর সুবিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনের ভার সমর্পিত ছিল, তাঁহারা এই ঘটনাপ্রসঙ্গে বিবিধ বিজ্ঞাপনী

লিপিবদ্ধ করিয়া, আপনাদের কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতেও ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। সিপাহীযুদ্ধ অপেক্ষা ভারতবর্ষসংক্রান্ত আর কোন ঘটনা বোধ হয়, ইংরেজ লেখকদিগের অধিকতর মনোযোগের বিষয়ীভূত হয় নাই।

এই প্রচণ্ড বিপ্লব-বহ্নির নির্ব্বাপণে ইংরেজের অসামান্য শক্তির নিদর্শন পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুখের বিষয়, ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং ইংরেজ রাজ-পুরুষদিগের অনেকে এই শক্তিতে আত্মহারা হয়েন নাই। তাঁহারা এবিষয়ে যেরূপ সংযতভাবে আত্মশক্তির প্রমাণ দেখাইয়াছেন, সেইরূপ উদারভাবে অনিবার্য্য ঘটনাস্রোতে পরিচালিত বিজিত জাতির প্রতি সমবেদনার পরিচয় দিয়াছেন। প্রধানতঃ ভারতবাসীর সাহায্যে এই ঘোরতর বিপত্তি হইতে ইংরেজের নিষ্কৃতিলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া, সমবেদনাপর ইংরেজ লেখকগণ সাহায্যকারী ভারতবাসীদিগের গুণগৌরবের ঘোষণাতেও বিমুখ হয়েন নাই।

যে বিষয়ের বর্ণনায় ইংরেজ এরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় তাহার একখানিও ইতিহাস নাই। আমি বহুকাল হইল, এই ইতিহাসপ্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলাম। বহুকাল পরে, এখন আমার ব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

মহামতি কে সাহেব প্রভৃতির ইতিহাস উপস্থিত গ্রন্থের অবলম্বস্বরূপ। ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের প্রয়োগকালে, আমিও সেইরূপ আমাদের জাতীয় ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমি জানি যে, এবিষয়ে আমার প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। বিপত্তিময়, পিচ্ছিল পথে আমাকে অনেক স্থলে স্খলিতপদ হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, স্বদেশীয়দিগের সংগৃহীত বিবরণে আমি অনেকপরিমাণে উপকৃত হইয়াছি। কুমার সিংহ, লক্ষ্মী বাঈ প্রভৃতির বিষয় প্রধানতঃ ঐ বিবরণের অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। আরায় অবস্থিতিকালে আমি অনুসন্ধান করিয়া, কুমার সিংহ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় জানিয়াছিলাম। তৎপরে এক জন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু এসম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ দিয়া, আমায় উপকৃত করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌয় মৌলবীর বিবরণ সম্বন্ধে আমি এই রূপে অপর বন্ধুজনের নিকটে উপকৃত

আছি। অন্য এক জন মহারাষ্ট্রীয়ভাষাভিজ্ঞ বন্ধু আমায় মরাঠীভাষায় লিখিত লক্ষ্মী বাঈর জীবনীর সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালাভাষায় "বাই" শব্দ হ্রস্বইবর্ণান্ত। কিন্তু মরাঠীভাষায় উহা দীর্ঘঈ-বর্ণান্তরূপে লিখিত হয়। এই ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডে উপস্থিত বিষয়ে হ্রস্ব ই বর্ণের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবার আমার পূর্ব্বোক্ত প্রীতিভাজন বন্ধুর অনুরোধে মহারাষ্ট্রীয় লিপিপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু এইরূপ বর্ণবিন্যাসপ্রণালী অস্মৎপ্রদেশের ভাষায় চলিবে কি না, সন্দেহের বিষয়।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা আছে। উহা প্রস্তুত হইলে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

এই ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে (২০৬-২০৭ পৃষ্ঠে) কাণপুরের ঘটনায় একটি ফিরিঙ্গী শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য একটি দরিদ্র হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উপস্থিত গ্রন্থের ২১৯-২২০ পৃষ্ঠে ফৈজাবাদের ঘটনায় পলাতক ইউরোপীয় কুলকামিনীদিগের প্রতি এতদ্দেশীয় রমণীদিগের অপরিসীম সদয় ব্যবহারের কথার উল্লেখ করা গিয়াছে। এই দুইটি বিষয় ডাক্তার নাইটন্ সাহেবের লিখিত "হিন্দু ললনা" প্রবন্ধ (Journal of the National Indian Association, August, 1878) হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। যথাস্থলে ইহা স্বীকার করা হয় নাই।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পরিসমাপ্ত হইল। এত দিন পরে সাহিত্যক্ষেত্রে, সহৃদয় পাঠকের সমক্ষে আমি একটি গুরুতর বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলাম।

কলিকাতা,
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ—লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন্ সাহেব—আগরা—আলীগড়—ইটোয়া—ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মদক্ষতা—মৈনপুরী—আগরার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের আতঙ্ক—কলবিন্ সাহেবের ঘোষণাপত্র—এ বিষয়ে গবর্ণর-জেনেরলের অভিমত—মথুরা—আগরার সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ ১-৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অবস্থা—মীরাট ও রোহিলখণ্ডবিভাগ—মুজঃফরনগর ও সাহারাণপুর—মোরাদাবাদ—বেরিলী—শাহজাহানপুর—বদায়ুন ৪২-১০৪

তৃতীয় অধ্যায়।

গোয়ালিয়র—ইন্দোর—রাজপুতনা।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের দুশ্চিন্তা—মহারাজ জয়াজীরাও শিন্দে—তাঁহার সৈন্য—তাঁহার রাজধানীর ঘটনা—তাঁহার সৈনিকদলের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণ—ইংরেজদিগের পলায়ন—মহারাজ তুকাজীরাও হোলকর—ইন্দোরের ঘটনা—রাজপুতনা ১০৫-১৫১

চতুর্থ অধ্যায়।

আগরা।

[illegible]—নীমচের সিপাহী—কলবিন্ সাহেবের অসুস্থতা—শাসনকার্য্যের বন্দো-[illegible]ীর সিপাহী—আগরার নিকটে যুদ্ধ—ইংরেজসৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন—সৈনিক-[illegible]ের ধ্বংস—আগরার দুর্গবাসীদিগের অবস্থা—কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ ১৫২-১৭৯

পঞ্চম অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা।

অযোধ্যার অবস্থা—লোকের দুশ্চিন্তা—ভূস্বামিসম্প্রদায়—নবাববংশীয়দিগের দুর্দ্দশা—সৈনিকদল—জনসাধারণের অবস্থা—লক্ষ্ণৌরক্ষার বন্দোবস্ত—সৈনিকনিবাসে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণ ১৮০-২০৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অযোধ্যা।

বিপ্লবের প্রকৃতি—সীতাপুর—মূলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহরইচবিভাগ—সিক্রোরা—মোল্লাপুর—দরীয়াবাদ—পলাতকদিগের দুর্দ্দশা—লক্ষ্ণৌ—স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের স্বাস্থ্যহানি—লক্ষ্ণৌরক্ষার বন্দোবস্ত—চিনহাটে ইংরেজসৈন্যের পরাজয়—মচ্ছিভবনের কিয়দংশের বিধ্বংস—লক্ষ্ণৌর অবরোধ—স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দেহত্যাগ—সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের উপস্থিতি ২০৫-২৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

দিল্লী।

দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের সৈন্যের সমাগম—নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত—সেনাপতির ঘোষণাপত্র—নগর আক্রমণ—সিপাহীদিগের পরাক্রম—ইংরেজসৈন্যের উচ্ছৃঙ্খলভাব—রাজপ্রাসাদ অধিকার—মোগল ভূপতির স্থানান্তরে প্রস্থান—তাঁহার অবরোধ—শাহজাদাদিগের নিধন—কাপ্তেন হড্‌সনের কার্য্যের সমালোচনা—দিল্লীর অধিবাসীদিগের ফাঁসী—নিকল্‌সনের দেহত্যাগ ২৫৯-২৮৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইংরেজসেনাপতির লক্ষ্ণৌতে যাত্রা।

সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার লক্ষ্ণৌতে যাত্রার আয়োজন—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে উপস্থিতি—উনাও এবং বসিরথগঞ্জের যুদ্ধ—হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ—সেনানায়ক নীলের বিরক্তি—হাবেলকের পুনর্ব্বার লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা—বসিরথগঞ্জের দ্বিতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের আবার কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন—লক্ষ্ণৌর পথে পুনর্ব্বার যাত্রা—বসিরথগঞ্জের তৃতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন—বিঠূরের যুদ্ধ—আউট্রামের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার বিজ্ঞাপনপত্র—হাবেলক, আউট্রাম এবং নীলের লক্ষ্ণৌতে যাত্রা—তাঁহাদের আলমবাগে উপস্থিতি—চারবাগের সেতুপথে যুদ্ধ—ছত্রমঞ্জিল ও ফরিদ বক্স—খাসবাজার—নীলের নিধন—হাবেলক ও আউট্রামের রেসিডেন্সিতে উপস্থিতি ২৮৭-২৯৭

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যা।

সেনাপতি গ্রিথেডের দিল্লী হইতে যাত্রা—গাজীউদ্দীন নগর—বুলন্দ সহর—মালথর—খুর্জ্জা—মৌনী সন্ন্যাসী—আলীগড়—আকবরাবাদ—আগরা—মৈনপুরী—সেনাপতি আউ-

ট্রামের পত্র—কালীনদীর তীরে যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা—কাজোয়ার যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতির অযোধ্যায় প্রবেশ—জঙ্গ বাহাদুর—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে প্রবেশ—তাঁহার সহিত সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের সম্মিলন—সেনাপতি হাবেলকের দেহত্যাগ—আউট্রামের আলমবাগে অবস্থিতি—প্রধান সেনাপতির কাণপুরে যাত্রা ২৯৮-৩২৫

চতুর্থ অধ্যায়।

তাত্যা টোপে।

তাত্যা টোপে—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—পাণ্ডুনদীর তীরে তাঁহার সহিত ওয়াইণ্ডহামের যুদ্ধ—তাঁহার জয়লাভ—তাঁহার কাণপুরে অবস্থিতি ও ব্যূহরচনা—স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার সহিত যুদ্ধে তাত্যা টোপের পরাজয় ... ৩২৬-৩৩৯

পঞ্চম অধ্যায়।

ফতেগড় অধিকার—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌযাত্রার উদ্‌যোগ।

ফতেগড় অধিকার—স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের বেরেলীতে যাত্রার ইচ্ছা—গবর্ণর-জেনেরলের ভিন্নমত—স্যার্ কোলিনের লক্ষ্ণৌতে যাত্রার উদ্‌যোগ—তাঁহার সৈনিকদলের উনাওতে অবস্থিতি—ইংরেজসৈন্যের শিবিরে চরের উপস্থিতি—তাহার অবরোধ—তাহার বিচিত্র আত্মবিবরণ—তাহার ফাঁসী ৩৪০-৩৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ অধিকার—রোহিলখণ্ড ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের শান্তি।

লক্ষ্ণৌ অধিকার—ফৈজাবাদের মৌলবী—তাঁহার সহিত যুদ্ধ—তাঁহার মৃত্যু—রুইয়া—রোহিলখণ্ড—সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সি—দক্ষিণাপথ ... ৩৬৪-৩৮৪

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

ঝাঁশী—লক্ষ্মী বাঈ।

ঝাঁশীর সংস্থান—লক্ষ্মী বাঈ—তাঁহার বাল্য-বিবরণ—তাঁহার বিবাহ—তাঁহার স্বামীর দেহত্যাগ—ঝাঁশীতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারস্থাপন—ঝাঁশীর বিপ্লব—এ সময়ে লক্ষ্মী বাঈর কার্য্য—ইংরেজ সেনাপতির ঝাঁশীতে যাত্রা—তাঁহার সহিত লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধের উদ্‌যোগ—ঝাঁশীর দুর্গ আক্রমণ—লক্ষ্মী বাঈর বীরত্ব ও পরাক্রম—তাঁহার ঝাঁশীপরিত্যাগ—ঝাঁশীর দুর্গে ইংরেজ সেনাপতির অধিকারস্থাপন—রাও সাহেব ও তাত্যা টোপের সহিত লক্ষ্মী বাঈর সম্মিলন—কূঁচের যুদ্ধ—ইংরেজসৈন্যের কাল্পী অধিকার—রাও সাহেব প্রভৃতির গোয়ালিয়রে গমন—মহারাজ সিন্ধের পলায়ন—

গোয়ালিয়রের রাও সাহেবের অধিকারস্থাপন—ইংরেজসেনাপতির গোয়ালিয়রে যাত্রা—গোয়ালিয়রের যুদ্ধ—লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধস্থলপরিত্যাগ—তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার দেহত্যাগ—গোয়ালিয়রে মহারাজ শিন্দের পুনর্ব্বার অধিকারস্থাপন—দামোদর রাও ৩৮৫-৪২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঝাঁশীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান।

নওগাঁর সিপাহীদিগের উত্তেজনা—তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের পলায়ন—তাঁহাদের সহিত বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের গমন—পথে তাঁহাদের দুর্দ্দশা—তাঁহাদের প্রতি ছত্রপুরের রাণী এবং চিরকারির রাজার সদ্ব্যবহার—বাঁদার ঘটনা—নাগোদের বিশ্বস্ত সিপাহী—পলাতকদিগের নাগোদে উপস্থিতি ৪২৭-৪৩০

তৃতীয় অধ্যায়।

তাত্যা টোপে।

তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার নানাস্থানে গমন—তাঁহার অবরোধ—তাঁহার ফাঁসী ৪৩১-৪৪২

চতুর্থ অধ্যায়।

সিপাহীযুদ্ধের শেষভাগের ঘটনা—সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অবসান—উপসংহার ... ৪৪৩-৪৫০

পরিশিষ্ট ৪৫১-৪৫৫

☞ প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ১৮০ পৃষ্ঠের সূচীতে সীতাপুর, মুলাওন প্রভৃতির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বিষয়গুলি উক্ত সূচী হইতে পরিত্যক্ত হইবে। ঐ সকল জনপদের বিপ্লবের বিবরণ পরবর্ত্তী অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস।

পঞ্চম ভাগ।

CENTRAL LIBRARY
12. APR. 02.

প্রথম অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ—লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কলবিন্‌ সাহেব—আগরা—আলীগড়—ইটোয়া—ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মদক্ষতা—মইনপুরী—আগরার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের আতঙ্ক—কলবিন্‌ সাহেবের ঘোষণাপত্র—এ বিষয়ে গবর্ণর-জেনেরলের অভিমত—মথুরা—আগরার সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ।

গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড উত্তরপশ্চিম প্রদেশ নামে কথিত হয়। সরকারি কাগজপত্রে উহা এই নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ভৌগোলিক বিষয়ের সহিত এই নামের কোন সংস্রব নাই। যেহেতু ভারতের সর্ব্বোত্তরবর্ত্তী ও সর্ব্বপশ্চিমবর্ত্তী ইংরেজাধিকৃত ভূভাগ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ নামে কথিত বিস্তৃত জনপদের অন্তর্ভুক্ত নয়। পঞ্জাবে আধিপত্যস্থাপনের পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রদেশকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই এখন ঐ নামে অভিহিত হইতেছে। যাহা হউক, এই প্রদেশ যেরূপ বিস্তৃত, সেইরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট লোকালয়ে পরিপূর্ণ। বর্ণনীয় বিপ্লবের সময়ে ইহাতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল।* উত্তর ভারতের যে সকল নগর ইতিহাসে সবিশেষ

* *Raikes, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India, p. 4.* কে সাহেব অধিবাসীর সংখ্যা ৩৩ লক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—*Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 194.*

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ এই প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী। এক সময়ে মহিমান্বিত মোগল এই প্রদেশে সমৃদ্ধি ও প্রতাপের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইংরেজ এই প্রদেশে আপনাদের রণকৌশল এবং রাজনীতির পরিচয় দিয়া, আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধেই হউক বা রাজনীতির কৌশলেই হউক, ব্রিটিশ কোম্পানি একটার পর একটী জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন, ক্রমে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য অব্যাহত হইয়াছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে এবং ঘটনা-পরম্পরার আবির্ভাবে ও তিরোভাবে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। অধিকাংশ স্থানের অধিবাসিগণ আচারে, ভাষায়, মুখশ্রীতে, পরিচ্ছদে পরস্পর একতাসম্পন্ন ছিল; সকলেই এক ভাষায় আপনাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিত, সকলেই একরূপ রীতিনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত এবং সকলেই এক উৎসবে আমোদিত বা একবিধ সামাজিক শাসনে পরিচালিত হইত। ইহারা যেরূপ সাহসী ও তেজস্বী, সেইরূপ রণকৌশল-সম্পন্ন ছিল। ইহাদের উন্নত দেহ, বিশাল স্কন্ধ, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ বাহু ও দীপ্তিময় মুখমণ্ডল দেখিলে ইহাদিগকে সামরিক কার্য্যে অভ্যস্ত বলিয়া বোধ হইত। পরস্পর সমবেদনাসূত্রে আবদ্ধ থাকাতে ইহাদের এক শ্রেণীর সহিত আর এক শ্রেণীর সদ্ভাব ছিল। এই প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোন অংশে যুদ্ধকুশল সৈনিক ও শান্তপ্রকৃতি কৃষকগণ পরস্পর একতাসম্পন্ন ছিল না; সুতরাং আর কোন অংশে সৈনিকদিগের উত্তেজনাপ্রযুক্ত কৃষকগণের প্রশান্তভাবের অন্তর্ধানের অধিকতর সম্ভাবনাও ছিল না। অধিকন্তু এই প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোন অংশে লোকবসতি অধিকতর ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল না। এইরূপ সমবেদনাপর, এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট এবং এক ভাষায়, এক পরিচ্ছদে, এক গঠনভঙ্গীতে, এক আচারে পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিবাসিগণ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। তাহারা শান্তভাবে আপনাদের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ দেখিয়া, নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল। তাহারা কোম্পানির অধিকারে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হয় নাই। পুলিশের কার্য্যপ্রণালীতে তাহারা বিরক্ত ছিল।

দেওয়ানি বিভাগের কার্য্যেও তাহাদের অসন্তোষ জন্মিয়াছিল।* কিন্তু অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতেও তাহারা প্রশান্তভাব বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও শান্তি অব্যাহত ছিল।

এই সুবিস্তৃত ও জনবহুল প্রদেশের শাসনের জন্য এক জন লেফ্টেনেণ্ট্-গবর্ণর ছিলেন। যে সকল এতদ্দেশীয় সৈন্য এই প্রদেশে ছিল, তাহারা সরকারী কাগজপত্রে সাধারণতঃ বাঙ্গালার সিপাহী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। সৈনিক-বিভাগের মধ্যে—মীরাট, কাণপুর এবং সাগর বিভাগ এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মীরাটবিভাগে মীরাট, দিল্লী, রোহিলখণ্ড এবং আগরায় সৈনিক-নিবাস ছিল। কাণপুরবিভাগে এলাহাবাদ, বারাণসী এবং নবাধিকৃত অযোধ্যায় সৈনিকগণ অবস্থিতি করিত। জব্বলপুর এবং ঝাঁসী সাগরবিভাগের সৈন্যসংক্রান্ত ষ্টেশন ছিল। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্য স্থানে দেওয়ানি বিভাগের ষ্টেশন ছিল। কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ বিভিন্ন স্থানের কার্য্যসম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন। দিল্লী, মীরাট, রোহিলখণ্ড, আগরা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, ঝাঁসীতে এক এক জন কমিশনর অবস্থিতি করিতেছিলেন। আগরা সদর ষ্টেশন ছিল। সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনেণ্ট্-গবর্ণর এই স্থানে থাকিয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন।

এই সময়ে জন কলবিন্ সাহেব উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনেণ্ট্-গবর্ণর ছিলেন। রাজ্যশাসনবিষয়ে ইঁহার দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি যখন গবর্ণর-জেনেরল লর্ড অকলণ্ডের খাস মুন্সী ছিলেন, তখন আফগানিস্তানের যুদ্ধে ইংরেজদিগের দুর্গতির একশেষ হয়। কলবিন সাহেব এই দুর্গতিজনক যুদ্ধে গবর্ণর-জেনেরলের পক্ষে সমর্থন করাতে সাধারণের বিরাগভাজন হয়েন। এজন্য ইঁহার প্রতিপত্তি কিয়ৎকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িতভাবে থাকে। যাহা হউক, অনতিবিলম্বে ইনি রাজ্যশাসনবিভাগে স্বকীয় কর্ম্ম-ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার জন্য আবার প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ১৮৫৩ অব্দে তমাসন

* *Raikes, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India. p. 7.*

সাহেবের স্থলে এই প্রতিপত্তিশালী রাজপুরুষ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কলবিন সাহেব উপস্থিত সময়ে বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন না। কিন্তু আপনাদের ক্ষমতার উপর তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি কোন বিষয়ে তাদৃশ বিপদের আশঙ্কা করিতেন না। লর্ড কানিঙের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রান্তভাগে যে মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া প্রচণ্ড ঝড়ের উৎপত্তি করিবে। কিন্তু ইহাতে যে, সহসা তাঁহাদের ক্ষমতা অন্তর্হিত হইবে, তাঁহাদের গৌরবস্তম্ভ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, এবং যে যে স্থানে তাঁহাদের প্রাধান্য দীর্ঘকাল অপ্রতিহত ছিল, সেই সেই স্থানেই তাঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিবে, ইহা তিনি ভাবেন নাই। সুতরাং মে মাসে যখন মীরাটের সংবাদ সহসা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তিনি উহার ভাবী ফল কিরূপ বিপদজনক হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মীরাটের উত্তেজিত সিপাহীরা দিল্লীতে উপস্থিত হইলে যে, তাহারা দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ মোগলের নামে একাধিপত্য করিতে থাকিবে এবং সর্ব্বত্র ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল বলিয়া, জনসাধারণকে অধিকতর বিচলিত, শৃঙ্খলাশূন্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার উপর হতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিবে, তিনি ইহার অনুধাবন করিলেন না। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা দীর্ঘকাল একভাবে থাকিল না। যখন দিল্লীর সংবাদ তাঁহার নিকটে পহুঁছিল, যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, সিপাহীরা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, দিল্লীতে ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে, দিল্লীস্থিত ইংরেজেরা স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন, কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিপদাক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা এক শত বৎসর কাল অপ্রতিহতভাবে যে ক্ষমতার পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহা সহসা অতর্কিতকারণে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণর জন কলবিন এই ঘোরতর বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। এখন রক্ষণীয় স্থান নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহার যথোচিত যত্ন ও উদ্যম পরিস্ফুট হইতে লাগিল। গঙ্গার উভয় তীরে যে সকল প্রধান নগর ছিল এবং যে সকল স্থান গঙ্গার তটদেশ হইতে দূরে অবস্থিত

ছিল, তৎসমুদয়ে ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই স্থানে থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিতেছিলেন। এখন এইরূপ অশান্তির সময়ে ইহাদের কি দশা ঘটিবে, লেফ্‌টেনেন্ট্‌-গবর্ণর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, যে সকল সিপাহী এই সকল স্থান নিরাপদ করিবার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহারাই এখন ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে বিপন্ন করিবে। বারাণসী ও এলাহাবাদে ইউরোপীয় সৈনিকবল ছিল না; সিপাহীগণই তত্রত্য রাজপুরুষদিগের বিপত্তিনিবারণের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিল। কিন্তু বিপত্তিকালে এই অবলম্ব কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসী ও এলাহাবাদ ব্যতীত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক জনবহুল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরে দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারিগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন, শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার ভার ইঁহাদের হস্তে সমর্পিত ছিল। উপস্থিত বিপদের সময়ে ইঁহারা কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, ইঁহাদের রক্ষণীয় স্থানে শৃঙ্খলা ও শান্তি কিরূপ ছিল, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

মে মাসে মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে আগরার ইউরোপীয়গণ যেরূপ শঙ্কিত হয়েন, আগরার অধিবাসী জনসাধারণও সেইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে। মোগলের প্রাধান্যকালে আগরা সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। উহা সমৃদ্ধিতে দিল্লীর অব্যবহিত নিম্নে স্থান পাইলেও, সৌন্দর্য্যগৌরবে এক সময়ে দিল্লী অপেক্ষাও প্রধান ছিল। উহার অতুলনীয় তাজমহল জগতে আজ পর্য্যন্ত আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছে। সুনীল যমুনা পূর্ব্বের ন্যায় উহার পাদদেশে প্রবাহিত হইতেছে। যখন যমুনা হইতে তাজের অনুপম সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, তখন দর্শক ভাবস্রোতে অতীতের দিকে নীয়মান হইয়া, সেই সমৃদ্ধিময় দৃশ্য মানসপটে চিত্রিত করিতে থাকেন। চিরস্মরণীয় আকবর যেখানে থাকিয়া আপনার তেজোমহিমায় ও গুণগৌরবে লোকের মধ্যে দেবভাবে পূজিত হইয়াছিলেন এবং চিরপ্রসিদ্ধ মতিমস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া যে স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, শাহ্ জাহান যে স্থানে আপনার প্রণয়িনীর অন্তিম বাসনার অনুরূপ কর্ম্ম করিবার জন্য বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়া, শিল্পচাতুরীর একশেষ দেখাইয়াছিলেন, সে স্থান পূর্ব্বতন সময়ের ন্যায় বর্ত্তমান কালেও আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছিল। তাজের দিকে ইংরেজের সৈনিকনিবাস

অবস্থিত। এই স্থানে ইউরোপীয় সৈন্য ও সিপাহীদিগের আবাসগৃহ রহিয়াছিল; সৈনিকনিবাসের নিকটে আফিসারদিগের বাঙ্গালা, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপাসনামন্দির ছিল। সহরের বহির্ভাগে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের আবাসগৃহ, গবর্ণমেণ্টের আফিস, কারাগার, কলেজ, রোমানকাথলিকদিগের উপাসনা-মন্দির এবং প্রধান প্রধান সিবিল কর্ম্মচারীর বাসগৃহসমূহ রহিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের আফিস এক প্রান্তে, সিপাহীদিগের আবাসগৃহ অপর প্রান্তে ছিল। দুর্গ এবং সহরের মধ্যে যমুনার উপর সেতু নির্ম্মিত ছিল। এই সেতু অতিক্রম করিলেই কাণপুর এবং আলীগড়ের পথে উপনীত হওয়া যাইত।

এই সময়ে আগরার সৈনিকদলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় শ্রেণীর সৈনিকই ছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মধ্যে ৩ সংখ্যক পদাতি ও এক দল গোলন্দাজ এবং সিপাহীসৈন্যের মধ্যে ৪৪ ও ৬৭ সংখ্যক দল অবস্থিতি করিতেছিল। ব্রিগেডিয়ার পোলহোয়েল্ সমগ্র সৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন।

মীরাট এবং দিল্লীর সংবাদ ১২ই ও ১৩ই মে আগরায় উপস্থিত হয়। সংবাদপ্রাপ্তির পূর্ব্বদিন ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হয়েন। এক দল ইউরোপীয় সৈন্য দুর্গে থাকিতে আদিষ্ট হয়। ইংরেজেরাও আপনাদের পিস্তলগুলি কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখেন। আগরায় দুই দল সিপাহী ছিল। পক্ষান্তরে একদল ইউরোপীয় পদাতি এবং গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। কেবল আগরার সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদের ক্ষমতারোধে বোধ হয়, অসমর্থ হইত না। কিন্তু যদি জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, অধিকন্তু আগরার পার্শ্ববর্ত্তী নগরে যে সকল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা যদি দলে দলে আগরায় উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তত্রত্য ইংরেজদিগের বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল।

যখন মীরাটের সিপাহীগণ উত্তেজিতভাবে দিল্লীতে গমন করিয়াছে, দিল্লী যখন তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, তখন ইংরেজের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী যে, মীরাট বা অপরাপর স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদিগের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবে না, তাহা কোন ইংরেজ সে সময়ে ভাবেন নাই।

যাহার উপর জনবহুল সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসন ও পালনের ভার ছিল, তিনিও সিপাহীদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন। এ সময় আগরা রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই গুরুতর কর্ত্তব্যসম্পাদনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য তিনি ১৩ই মে আগরাবাসী প্রধান প্রধান ইংরেজকে আহ্বান করিলেন।* দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী, খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রণাগৃহে সমবেত হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর উপস্থিত বিপদের সময়ে সমুদয় খ্রীষ্টানকে দুর্গে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের মন্ত্রণাদাতারা সহসা এইরূপে ভয় প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহারা সাতিশয় বিরোধী হওয়াতে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের অভিমতানুসারে কার্য্য হইল না। মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাতিশয় উত্তেজনার সহিত আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আহূত হয়েন নাই, তাঁহারাও ঐ স্থানে আসিয়া ঐরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এক জন কহিলেন যে, এ সময়ে সকলেরই দুর্গে যাওয়া কর্ত্তব্য। অন্য জন কারাগার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা করিলেন। অপর জন খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিতে কহিলেন। আর এক জন সৈনিকনিবাসস্থিত সিপাহীদিগের বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিতে কহিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই আপনভাবে আপনার কথা কহিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই আপন মতপ্রকাশের সময়ে আগ্রহ ও উত্তেজনার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত লোকের অস্থিরতায় নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। বহু গোলযোগের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, সমগ্র সৈনিকদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইবে। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর সৈনিকদিগকে সময়োচিত উপদেশ দিবেন। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগকে লইয়া সৈনিকদল সংগঠন করিতে হইবে। শাস্ত্রীগণ নগরের নানা স্থানে যাইয়া, অধিবাসীদিগের উদ্বেগ দূর করিবে, এবং তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিবে।

* *Raikes, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India, p. 9.*

মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হইল। এদিকে কাওয়াজের আয়োজন হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে সমুদয় সৈন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। দেওয়ানি বিভাগের সমুদয় প্রধান কর্ম্মচারী ঐ স্থলে উপস্থিত হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন সাহেব শকটারোহণে আগমন করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলাগণ যখন আপনাদের আবাসগৃহে থাকিয়া তোপের শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা সিপাহী ও ইংরেজদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে আশঙ্কা করিয়া, একান্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর শকটে দণ্ডায়মান হইয়া, সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের সহযোগী সিপাহীদিগের প্রতি অবিশ্বাস না করে। কিন্তু যে সকল দুর্ব্বৃত্ত দিল্লীতে পাদরির কন্যাকে নিহত করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখীন হইলে, তাহারা যেন ঐ বিষয় ভুলিয়া না যায়। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ইউরোপীয় পদাতিগণ উত্তেজনার সহিত দৃঢ়-মুষ্টিতে আপনাদের বন্দুক ধরিতেছিল। তাহাদের তদানীন্তন ভাব দর্শনে বোধ হইয়াছিল যে, লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর যাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, তাহারা সেই বিশ্বাসভাজনদিগকেই গুলি করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর কলবিন সাহেব সিপাহীদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন যে, তাহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে। যদি কাহারও কোন বিষয়ে অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহারা সে বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। অথবা যদি কেহ কোম্পানির প্রদত্ত যুদ্ধভূষণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহারা অগ্রসর হইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের কথা শেষ হইল। কোন সিপাহী অভিযোগপ্রকাশ বা সামরিক বেশপরিত্যাগের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইল না। তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিতেছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষবহ্নিতে তাহাদের হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছিল। তাহারা সে সময়ে আশঙ্কায় অধীর ও বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইল না বটে, কিন্তু উপস্থিত ইউরোপীয়গণ তাহাদের অপ্রসন্নভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গী দর্শনে পূর্ব্বের ন্যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া রহিলেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর অতঃপর দিল্লী ও আগরার পথ নিরাপদ রাখিতে উদ্যত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইলেন। কর্ম্মচারীর প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইল যে, তিনি পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের উত্তেজনা দূর করিবেন; সিপাহীগণ দিল্লী হইতে আগরার অভিমুখে ধাবিত হইলে, আগরার সৈনিকদল তাহাদের গতিরোধের জন্য বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন; এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যখন যাহা ঘটিবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে যত্নশীল হইবেন। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, কলবিন সাহেব বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময়ে ভারতের মিত্ররাজগণের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের রাজ্যে সমরকুশল লোকের অধিবাস ছিল। ইঁহাদের অধীনে অনেক সাহসী সৈনিক যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিত। ইঁহাদের আদেশে অনেকে অনেক দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে উদ্যত হইত। এইরূপ সঙ্গতিপন্ন, এইরূপ সহায়সম্পন্ন, এইরূপ ক্ষমতাপন্ন অধিপতিদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে ইংরেজ উপস্থিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এই সকল অধিপতি রাজ্যরক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য রাখিতেন, তৎসমুদয়ের উপর প্রধানতঃ এতদ্দেশীয় অধিনায়কগণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন কোন ভূপতিকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের রাজ্যে আপনাদের এক এক দল সৈন্য রাখিতেন। অধিপতিদিগকে এই সকল সৈনিকদলের ব্যয়-ভার বহন করিতে হইত। এই সকল সৈন্য ইউরোপীয় সেনানায়কদিগের অধীনে থাকিয়া ইউরোপীয় সামরিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষা লাভ করিত। মহারাজ শিন্দের রাজধানীতে এইরূপ সুশিক্ষিত সৈনিকদল ছিল। কোটা রাজ্যেও এই শ্রেণীর একদল সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ভরতপুর রাজ্যে তেজস্বী ও দৃঢ়কায় জাঠগণ সৈনিকশ্রেণীতে নিয়োজিত ছিল। ভরতপুর আগরার নিকটবর্ত্তী ছিল। গোয়ালিয়রের উপরেও আগরার বিষয় অনেকাংশে নির্ভর করিতেছিল। এই দুই রাজ্যের সৈনিকবল আগরার ইংরেজদিগের শক্তিবৃদ্ধি অথবা শক্তিনাশ করিতে পারিত। সুতরাং কলবিন আত্মশক্তিবৃদ্ধির জন্য ভরতপুরের ভূপতি ও গোয়ালিয়রের রাজার নিকটে সাহায্য

প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনা উভয় ভূপতির নিকটেই গ্রাহ্য হইল। উভয় ভূপতি কালবিলম্ব না করিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের সাহায্যের জন্য সৈনিকদল পাঠাইলেন। ভরতপুরের একদল সৈন্য ১৫ই মে কাপ্তেন নিকৃসন নামক এক জন ইউরোপীয় সেনানায়কের অধীনে মথুরায় উপনীত হইল। পর দিন গোবালিয়র হইতে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য আগরায় পদার্পণ করিল। মহারাজ শিন্দে আপনার শরীররক্ষক সৈনিকদিগকেও লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের অধীনে রাখিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে অপরের সাহায্যগ্রহণ গবর্ণ-মেণ্টের শক্তিহীনতার পরিচায়ক হইতে পারে। লোকে ইংরেজের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ভিন্ন ভিন্ন ভূপতির সৈনিকদিগের সমাগম দেখিয়া, গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতাশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর লোকের এইরূপ ধারণার পর্য্যালোচনা করেন নাই। লোকে গবর্ণমেণ্টকে শক্তি-শালী বা শক্তিহীন ভাবুক, তিনি তদ্বিষয়ে কোনরূপ বিচারবিতর্ক না করিয়া, মিত্ররাজগণের সাহায্যগ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি ভারতের ভূপতিগণ এ সময়ে তাঁহাদের বিপক্ষ হয়েন, তাহা হইলে কোনরূপ পার্থিব ক্ষমতা তাঁহাদিগকে সর্ব্বধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং এ সময়ে মরাঠা, জাঠ ও রাজপুতদিগের উপর বিশ্বাসস্থাপন এবং তাহাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করাই তাঁহার অবলম্বনীয় নীতি ছিল। উপস্থিত বিপত্তি-কালে তিনি এই নীতি শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, আগরায় আপাততঃ কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। সপ্তাহ কাল এইরূপ বিনা গোলযোগে অতীত হইল। রাজ্যশাসনের জন্য যে যে কার্য্য আবশ্যক, তৎসমুদয়ের সম্পাদনে কোনরূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিল না। সাধারণেও নিত্যকর্ত্তব্যসম্পাদনের সময়ে আপনাদের প্রশান্তভাবে বিসর্জ্জন দিল না। বিচারক যথাসময়ে বিচারগৃহে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজস্বসংগ্রাহক রাজস্বকার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট নিয়মিতরূপে নিরুদ্বেগে আপনার কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিশনারিস্কুলে পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্র-সমাগম হইতে লাগিল। অধ্যাপকগণ পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কোমলমতি শিক্ষার্থিগণও পূর্ব্বের ন্যায় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে লাগিল।

দেওয়ানিবিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী এ সময়ে স্থানান্তরপ্রবাসী আত্মীয়-দিগের বিপদের আশঙ্কা করিয়া বিপক্ষ সিপাহীদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইতে-ছিলেন; কেহ কেহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া একান্ত ভীত হইয়া উঠিতে-ছিলেন। কিন্তু এরূপ ভয় ও দুর্ভাবনার নিদর্শন সৈনিকবিভাগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। সৈনিকবিভাগের তরুণবয়স্ক আফিসারগণ পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রশান্তভাবে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যথানিয়মে বিলিয়ার্ড খেলিতে লাগিলেন, নদী-সন্তরণে আমোদিত হইতে লাগিলেন, রাত্রিকালে সিপাহীদিগের আবাসগৃহের সম্মুখে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ যে, এ সময়ে তাঁহাদের ক্ষমতা বিনষ্ট, তাঁহাদের আধিপত্য বিলুপ্ত, তাঁহাদের সমুদয় কার্য্য বিশৃঙ্খল করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা যেন তাঁহাদের মনেও স্থান পাইতেছিল না। ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্তভাবে থাকিলেও, কর্ত্তৃপক্ষ আকস্মিক বিপ্লবের নিবারণ জন্য যথোপযুক্ত উপায়ের অবলম্বনে উদাসীন থাকেন নাই। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ সখের সৈনিকদলে প্রবেশ করে। যাহাদের স্ত্রীপুত্র নাই, কোনরূপ পার্থিববন্ধনে যাঁহারা আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করেন, তাঁহারা কেবল নগরের পরিদর্শনকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। নগরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের শান্তপ্রকৃতি অধিবাসী-দিগকে অভয়দান করা, এবং উদ্ধতস্বভাব লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করা, ইঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল।

২১শে মে পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ প্রশান্তভাব ছিল। কিন্তু ঐ দিন সহসা নগরে গোলযোগ ঘটিল। আলীগড় হইতে সংবাদ আসিল যে, তত্রত্য সিপাহীগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে।

আলীগড় আগরার ৫০ মাইল দূরে ~~যমুনার অপর তটে~~ অবস্থিত। যেখানে আদালত, বাজার, সৈনিকনিবাস প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহা কোয়েল নামে প্রসিদ্ধ। যেস্থানে দুর্গ অবস্থিত, তাহাই আলীগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোয়েল

আলীগড়ের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত। উপস্থিত সময়ে কোয়েল সহরের সৈনিক-নিবাসে ৯ সংখ্যক পদাতিদলের কতকগুলি সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। এই দলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মইনপুরী, ইটোয়া, বুলন্দসহর প্রভৃতি স্থানে ছিল। মে মাসের মধ্যভাগে আলীগড়ে গোলযোগের নিদর্শন লক্ষিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে নানারূপ আতঙ্কজনক সংবাদ উপস্থিত হইতে থাকে। এক জন ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সিপাহীকে সঙ্গে লইয়া, ঐ সংবাদের সত্যতা-নিরূপণ, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তেজনা লক্ষিত হইলে উহার নিবারণের জন্য গমন করেন। দেওয়ানিবিভাগের এক জন তরুণবয়স্ক কর্ম্মচারী ও কতিপয় সওয়ার ইঁহাদের সঙ্গে যায়। ইঁহাদের নিকটে উপস্থিত সংবাদ অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইঁহারা যখন সহরের কসাইখানার নিকটে গমন করে, তখন অনেক উত্তেজিত লোক ইঁহাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। কিন্তু লোকের এই উত্তেজনা হইতে তখন কোনরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং সৈনিকদল কোন বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া, যথাস্থানে প্রস্থান করে।

কিন্তু গোলযোগের শান্তি হইল না। নগরে, বাজারে, সৈনিকনিবাসে, লোকালয়ে, গভীর উত্তেজনামূলক অশান্তির আবির্ভাব না ঘটিলেও, স্থানান্তর হইতে একটী স্ফুলিঙ্গ উথিত হইল। এই স্ফুলিঙ্গ হইতে শেষে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়া, জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত করিল। সৈনিকনিবাস বা কসাইখানা হইতে ঐ স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব হয় নাই। নিকট-বর্ত্তী একটী পল্লী হইতে উহার উদ্ভব হয়। এই পল্লীতে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আবাসপল্লী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইঁহার সম্মান, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। কথিত আছে, কারারক্ষকদিগের এক জনের সহিত ব্রাহ্মণের সম্পর্ক ছিল, উক্ত সম্পর্কের অনুরোধে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই সময় আলীগড়ের ধনাগারে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ছিল। এই টাকার বিষয় লোকের অবিদিত ছিল না। উহা উক্ত পল্লীবাসী ব্রাহ্মণেরও গোচর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন যে, সিপাহী ও পল্লীবাসিগণ যদি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, তাহা হইলে সিপাহীদিগের ন্যায় পল্লীবাসীদিগেরও কালেক্টরির টাকা লাভ হইবে। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তিনি দুই জন সিপাহীর নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তাহারা আপনদলের সিপাহীদিগকে গবর্ণ-

মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা হইলে তাঁহার কথায় ২,০০০ হাজার পল্লীবাসী সিপাহীদিগের সহযোগী হইবে। ব্রাহ্মণকে গোপনে সিপাহীদিগের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়া, এক জন এতদ্দেশীয় আফিসার সন্দিহান হয়েন। ঘটনা জানিয়া, তিনি সবিশেষ কৌশলের সহিত ব্রাহ্মণকে কহেন যে, উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শ কোন গোপনীয় স্থানে করা উচিত। ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয়ে পরামর্শ স্থির হইতে পারে। ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। গোপনীয় স্থানে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিকটে স্বকীয় প্রস্তাবের উল্লেখ করিলেন। অমনি আফিসারের সঙ্কেতমাত্র সিপাহীগণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল।* সিপাহীগণ সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়াই ইংরেজ অধিনায়ককে ঐ বিষয় জানাইয়াছিল। অধিনায়ক ব্রাহ্মণকে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সিপাহীগণ এইরূপে অধিনায়কের আদেশপালন করিল। সেই দিনই সৈনিকবিচারালয়ে এতদ্দেশীয় আফিসারদিগের নিকটে ব্রাহ্মণের বিচার হইল। বিচারকগণ ফাঁসির আদেশ দিলেন। সেই দিনই গোধুলিসময়ে সমবেত সিপাহীদিগের সমক্ষে ব্রাহ্মণ ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইলেন। এ পর্য্যন্ত সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। যাহারা ষড়যন্ত্রের কথা অধিনায়ককে জানাইয়াছিল, অধিনায়কের আদেশানুসারে যাহারা ষড়যন্ত্রকারীকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা যে, সহসা উত্তেজনায় অধীর হইবে এবং অধীরতাসহকারে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত করিতে দলবদ্ধ হইয়া উঠিবে, তাহা কর্তৃপক্ষ কখন ভাবেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু দেখিয়া, হিন্দু সিপাহীগণ স্তম্ভিত হইল, সহসা তাহাদের এক জন অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"দেখ, আমাদের ধর্ম্মের জন্য এক জন কেমন অম্লানভাবে দেহত্যাগ করিলেন।" বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে যেরূপ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়, সিপাহীর এই কথায় সেইরূপ ভয়াবহ গোলযোগ ঘটিল। উহাতে সিপাহীদিগের সমস্ত শৃঙ্খলা, সমস্ত আনুগত্য, সমস্ত বিশ্বস্তভাব যেন অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে বিলীন হইল। সিপাহীদিগের আকস্মিক উত্তেজনায়

* *Chambers, Indian Revolt. p. 112.*

ইউরোপীয়গণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহারা আপনাদের স্থানে স্থির-ভাবে থাকিতে পারিলেন না। ইংরেজ সেনানায়কগণ পলায়নে বাধ্য হইলেন। দেওয়ানিবিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য অধিবাসিগণ আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সৈনিকবিভাগ ও দেওয়ানিবিভাগের কর্ম্মচারিগণ, এবং স্বাধীন ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গিগণ সকলেই আলীগড় হইতে তাড়িত হইলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ আগরার অভিমুখে গমন করিলেন। কেহ কেহ মীরাটের দিকে ধাবিত হইলেন। যাঁহারা আগরার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়েন। যাঁহারা মীরাটের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পথে বিপত্তিকর ঘটনাজালে পরিবেষ্টিত হইতে হয়। কিন্তু আলীগড় হইতে যাত্রাকালে কেহই আক্রান্ত বা আহত হয়েন নাই। সিপাহী-গণ তাহাঁদিগকে সদয়ভাবে বিদায় দিয়াছিল। এতদ্দেশীয় আফিসারগণ রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয়গণ আলীগড় হইতে এইরূপে তাড়িত হইলে, সিপাহীগণ ও পল্লীবাসিগণ আপনাদের নির্দ্দিষ্টকার্য্য সম্পাদনে উদ্যত হইল। এখন তাহাদের এই উদ্যম কোন অংশে ব্যাহত হইল না। তাহারা বিনা বাধায় কালেক্টরির ৭ লক্ষ টাকা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের অধিকৃত, যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের ব্যবহৃত, সংক্ষেপে যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের সহিত সংসৃষ্ট, তৎসমুদয়ই বিলুণ্ঠিত বা বিনষ্ট হইল। আলীগড়ে ইংরেজের প্রাধান্য, ইংরেজের ক্ষমতা বা ইংরেজের আধিপত্যের কোন নিদর্শন রহিল না। সিপাহীগণ টাকা লইয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। পল্লীবাসিগণ ও নগরের জনসাধারণ অর্থ এবং বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া, আপনাদের বাসস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। উপস্থিত সময়ে ইহাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন বা আধিপত্যবিস্তারের জন্য কোন ব্রিটিশ রাজপুরুষের আবির্ভাব হইল না। যখন এই স্থানে ইংরেজের ক্ষমতা পুনর্ব্বার কিয়দংশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহার অবস্থা দর্শনে ইংরেজগণ বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে এক জন ইংরেজ এই স্থানে পদার্পণ করিয়া

লিখিয়াছিলেন—"আমাদের সমক্ষে আলীগড় বিস্ময়কর দৃশ্যের বিস্তার করিল। বাঙ্গালা, কারাগার প্রভৃতি সমস্তই বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। আমাদের উপস্থিতিতে স্থানীয় লোকে অনুসন্ধানের আশঙ্কায় বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এদিকে ওদিকে ফেলিয়া দিয়াছিল। কয়েক মাইল পর্য্যন্ত পথের উভয়পার্শ্বে, জঙ্গলে, কূপে তৈজসপত্রাদি এবং শামপেন্ হইতে হলওয়েলের বটিকা পর্য্যন্ত ও বহুমূল্য কিংখাপ হইতে পুরাতন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্য বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছিল"।*

২০শে মে আলীগড়ে এইরূপ আকস্মিক গোলযোগ ঘটে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৯ সংখ্যক সিপাহীদলের কতক অংশ বুলন্দসহর, ইটোয়া এবং মইনপুরীতে ছিল। আলীগড়ের ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে ঐ সকল স্থানে পঁহুছিল। ঐ সকল স্থানের সিপাহীগণও আপনাদের সহযোগীদিগের উত্তেজনায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। বুলন্দসহরে তাদৃশ গোলযোগ ঘটে নাই। সিপাহীগণ কেবল ধনাগার লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রস্থান করে, কিন্তু ইটোয়া এবং মইনপুরীতে অনুরূপ ঘটনার আবির্ভাব হয়।

ইটোয়া মীরাটের পথের পার্শ্বে আগরার প্রায় ৭৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসিগণ শান্তভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছিল। উপস্থিত সময়ে ঐ স্থানে নানারূপ উন্নতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছিল। মে মাসের প্রারম্ভে এই বিভাগের সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলভাবে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উপদ্রব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। বিনা গোলযোগে রাজস্ব সংগৃহীত হইতেছিল। বহুসংখ্য পাঠাগার ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের অভিনব পথ খোলা হইয়াছিল। খালের জলে বহুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রসমূহের উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। অধিবাসিগণ সাধারণতঃ প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট ছিল। এইরূপ সন্তোষ, এইরূপ প্রফুল্লতার মধ্যে সহসা মহাবিপ্লবের আবির্ভাব হইল। উহার সংঘাতে সমুদয় শৃঙ্খলা, সমুদয় সুনিয়ম বিনষ্ট হইয়া গেল।

যখন আগরা হইতে মীরাট এবং দিল্লীর সংবাদ ইটোয়াতে উপস্থিত হয়,

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 217, note.*

তখন মাজিষ্ট্রেট হিউম সাহেব, বিপ্লবকারী সিপাহীদিগের অবরোধে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। যেহেতু এই সকল সিপাহী আপনাদের আবাসবাটীতে গিয়াই হউক, অথবা চারি দিকে বেড়াইয়াই হউক, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগকে সমুত্তেজিত করিতে পারিত। এই উদ্দেশ্যে শান্ত্রীগণ সাধারণের গন্তব্য পথের পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হয়। ১৬ই মে রাত্রিকালে ইহারা মীরাটের ৩ সংখ্যক অশ্বারোহী দলের ৭ জন সওয়ারকে অবরোধ করে। অবরুদ্ধ সওয়ারদিগের পিস্তল ও তরবারি ছিল। ইহারা যখন ইটোয়ার সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হয়, তখন অবরোধকারীদিগকে বাধা দিয়া, এক জন ইংরেজসেনানায়ককে গুলি করে, এবং আর এক জনের নিধনসাধনে উদ্যত হয়। ৯ সংখ্যক দলের এক জন সিপাহী এবং নগরের কোতোয়াল আক্রমণকারী সওয়ারকে নিহত করে। ইহার মধ্যে শান্ত্রীগণ আক্রমণকারী অপর সওয়ারদিগের সম্মুখীন হয়। এক জন সওয়ার গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, দুই জন তরবারির আঘাতে গতাসু হয়। দুই জন পলায়ন করে। ইহাদের এক জন পুলিস কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। ইহারা সকলে ফতেহপুরবিভাগের অধিবাসী পাঠান।

ইহার কয়েক দিন পরে উক্ত ৩ সংখ্যক অশ্বারোহী দলের কয়েক জন পলাতক সওয়ার ইটোয়ার সদর ষ্টেশনের প্রায় ১০ মাইল দূরবর্ত্তী যশোবন্তনগর-নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহারাও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ইহারা যে গোরুর গাড়ীতে যাইতেছিল, শান্ত্রীগণ তাহা অবরুদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহে। সওয়ারগণ অস্ত্রাদির উন্মোচনের ভাণ করিয়া সহসা অবরোধকারীদিগকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করে। অতঃপর তাহারা একটি হিন্দু-দেবালয়ে যাইয়া আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়। দেবালয়টী যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি সুদৃঢ় ছিল। উহার সম্মুখে একটী প্রাচীরবেষ্টিত বৃক্ষবাটিকা রহিয়াছিল।

সওয়ারদিগের উক্ত দেবালয়ে গমনের সংবাদ পাইয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার বগি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। আদেশানুসারে অবিলম্বে বগি প্রস্তুত হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া, আপনার সহকারীর সহিত শকটে আরোহণপূর্ব্বক যশোবন্তনগরে বেলা ৯টার সময় যাত্রা করিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সওয়ারগণ যে স্থলে অবস্থিতি

করিতেছে, তাহা সহসা হস্তগত করা সুসাধ্য নয়। নিম্নশ্রেণীর মুসলমান অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া চারি দিকে ছিল। কথিত আছে, ইহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোনরূপ সাহায্য করে নাই। যে সকল সিপাহী ইটোয়া হইতে আসিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা পথ ভুলিয়া যাওয়াতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে পুলিশের অস্ত্রধারী লোক ছিল। ইহারাও তাদৃশ কার্য্যপটুতা প্রদর্শন করে নাই। একজন প্রহরী দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হয়। কিন্তু হতভাগা আপনার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, সওয়ারদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহকারী আহত হয়েন। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্য উপায় না দেখিয়া, আহত বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ইটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে সওয়ারগণ রাত্রিকালে প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যে দেবালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করে।

এই ঘটনার পর দিন আলীগড়ের সিপাহীগণ ইংরেজদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করে। এই সংবাদ তৃতীয় দিনে ইটোয়াতে পৌহুঁছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইটোয়ার সিপাহীদিগের অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করেন। আলীগড়ের সৈনিকদলের যে সকল সিপাহী ইটোয়াতে ছিল, তাহারা সহযোগীদিগের বিপক্ষতাচরণের সংবাদ জানিতে না পারে, এজন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সংবাদ দীর্ঘকাল গোপনে রাখার সম্ভাবনা ছিল না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্যকারী সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সাহায্যকারী সৈনিকের সমাগম সময়সাপেক্ষ ছিল। এই সকল কারণে ইটোয়ার সিপাহীদিগকে বরপুরানামক স্থানের পুলিশ ষ্টেশনে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। সিপাহীগণ প্রথমতঃ প্রফুল্লচিত্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। কিন্তু দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই তাহাদের অনেকের ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা অধিনায়কের আদেশ না মানিয়া, ইটোয়ায় ফিরিয়া গেল। কতিপয় সিপাহী এবং তাহাদের এতদ্দেশীয় আফিসারগণ প্রশান্তভাবে রহিলেন। ইহারা ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের বালক বালিকা ও মহিলাদিগের সহিত নিরাপদে বরপুরায় লইয়া গেল। এদিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ ইটোয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ

তাহাদের সহযোগী হইল। ইহারা বিপ্লবের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিল না। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল, কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করিল, গবর্ণমেণ্টের আফিস এবং ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ (মাজিষ্ট্রেটের আবাসবাটী ব্যতীত) ভস্মীভূত হইয়া গেল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন।* তিন চারি দিনের জন্য ইটোয়াতে ইংরেজশাসনের সমুদয় চিহ্ন অন্তর্হিত হইল।

ইটোয়ার বিপ্লবপ্রসঙ্গে মহামতি হিউম সাহেব বিশদভাবে ভারতবাসীদিগের মহৎ গুণের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠ করিলে, এক দিকে যেমন ভারতবাসীদিগের প্রগাঢ় বিশ্বস্ততা ও অপরিসীম প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে সেইরূপ রাজ্যশাসনোচিত দক্ষতা, বীরোচিত নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগের নিদর্শন লক্ষিত হয়। হিউম সাহেব আপনার পলায়নের কথা এই ভাবে লিখিয়াছেন—"আমি রাত্রিতে পলায়ন করি, চারি দিক চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমার পরিচ্ছদ ও পাগড়ীর উপর এক খানি চাদর ছিল। পেণ্টালুন খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। পায়ে দেশী জুতা ছিল। গয়াদীন নামক এক জন চাপরাসী এবং এক জন নগরবাসী আমার সঙ্গে যাইতেছিল। সিপাহীরা যদি আমাকে কালেক্টর বলিয়া জানিতে পারিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমার প্রাণ যাইত। আমার সঙ্গীদ্বয়ও নিহত হইত। কিন্তু যাইবার সময়ে বিশ্বস্ত চাপরাসী ও নগরবাসী সিপাহীদিগের সহিত নানা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল। এইরূপ কথাবার্ত্তায় সিপাহীরা আমাকে চিনিবার অবসর পায় নাই। ৯ সংখ্যক পদাতিদলের অধিকাংশ সিপাহী দিল্লীতে গিয়াছিল। ইহারা বেশী টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। যেহেতু আমি আমার বন্ধু কুমার লক্ষ্মণ সিংহ এবং কুমার জয়সিংহের (ইঁহারা প্রতাপনের নামক স্থানের চৌহানবংশীয় রাজপুত। লক্ষ্মণ সিংহ শেষে রাজা হয়েন।) সাহায্যে অধিকাংশ টাকা পূর্ব্বেই আগরায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

* মার্টিন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মাজিষ্ট্রেট মহিলার বেশে পলায়ন করেন। কিন্তু হিউম সাহেব স্বয়ং অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—*Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 192.* মাজিষ্ট্রেট হিউম্ সাহেবের ক্রমে পদোন্নতি হয়। ইনি ন্যাসনাল কঙ্গ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির প্রধান পরিপোষক। ইনি যেরূপ সদাশয়, সেইরূপ ভারতহিতৈষী। ভারতবাসীদিগের মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদা ইঁহার একাগ্রতা ও অধ্যবসায় পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

কিন্তু ৯ সংখ্যক সিপাহীদলের সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠে নাই। এই দলের কয়েক জন এতদ্দেশীয় আফিসার এবং কুড়ি জন সিপাহী এক জন আহিরীজাতীয় সুবাদারের অধীনে থাকে। ইহাদের বিশ্বস্ততা বিচলিত হয় নাই। ইহারা আমার পলায়নের সময়ে অন্য যে সকল ইউরোপীয় পলাইতেছিলেন, তাহাদিগের সকলকেই রক্ষা করে”।

যখন গোবালিয়রের সৈনিকদল উপস্থিত হয়, তখন যে সকল ভারতবাসী কালেক্টর হিউম সাহেবের পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন যে, এই সিপাহীরা নিঃসন্দেহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিবে। এই সঙ্কটকালে ত্রিশটী কুলমহিলা ও বালকবালিকা হিউম সাহেবের নিকটে ছিল। হিউম সাহেব ইহাদিগকে আগরায় পাঠাইতে উদ্যত হয়েন। উত্তেজিত লোকে চারি দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পল্লীর পর পল্লী বিলুণ্ঠিত, গৃহের পর গৃহ ভস্মীভূত হইতেছিল। সশস্ত্র সিপাহীগণ ফিরিঙ্গীর প্রাণবিনাশের জন্য একাগ্রতার পরিচয় দিতেছিল। এই সময়ে রাজা লক্ষ্মণসিংহ, তাঁহার ভ্রাতা অনুপসিংহ এবং জয়সিংহ, অসহায় ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া আগরায় উপনীত হয়েন। ইহা জুন মাসে ঘটে। জুলাই মাসে হিউম সাহেব আপনার বিভাগে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। এই সময়ে ইটোয়া-বিভাগের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনেকেই হিউম সাহেবকে অনুরোধ করে। হিউম সাহেব সমগ্র বিভাগ পাঁচটী বড় তহশীলে বিভক্ত করেন। প্রতি তহশীলে এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হয়েন। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়। ইঁহাদের নাম কুমার জয়সিংহ, রাজা যশোবন্ত সিংহ (ইনি ব্রাহ্মণ), কায়স্থজাতীয় চৌধুরী গঙ্গাপ্রসাদ, লালা লায়েক সিংহ এবং মথুরানিবাসী বৈশ্যজাতীয় এক জন প্রাচীন তহশীলদার। এইরূপে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়স্থের উপর ইটোয়া বিভাগের শাসনভার সমর্পিত হয়। ইঁহারা যথারীতি আপনাদের কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছিলেন। ঘোরতরবিপ্লবের সময়ে ইঁহাদের সুশাসনশৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল। পাঁচ মাস কাল, ইঁহারা আপনাদের অধীন জনপদ শাসন করেন। প্রতি সপ্তাহে ইঁহারা আপনাদের কার্য্যবিবরণ হিউম সাহেবের গোচর করিতেন। ইঁহাদের শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে কেহই কোন কথা বলে নাই। কেহ ইঁহাদিগকে ক্ষমতার

অপব্যবহার বা ন্যায়পরতার অবমাননা করিতে দেখে নাই। ইঁহারা অপর স্থানে কি ঘটিতেছে, তাহারও সন্ধান লইতেন। ইঁহাদের নিকট হইতে স্থানান্তরের ইউরোপীয়গণ কাণপুরের সেনাপতি নীলের সংবাদ অবগত হয়েন। ইঁহাদের যত্নে ইংরেজ সৈনিকদিগের জন্য সাত শত উষ্ট্র সংগৃহীত হয়। এই সকল বাহন পাওয়াতে তাহারা সহজে লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে অগ্রসর হয়। এইরূপ বিপত্তিকালে, এইরূপ উত্তেজিত লোকের মধ্যে কোন ইংরেজ রাজপুরুষ ইঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সুশাসনক্ষমতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে পারেন কি না, সন্দেহ। হিউম সাহেব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোন ইংরেজ ইঁহাদের ন্যায় দক্ষতার সহিত জনপদ শাসন করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু ওরিয়া তহশীলের বর্ষীয়ান্ বৈশ্যের ন্যায় কেহ নির্ভীকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েন নাই।

এই বর্ষীয়ান্ বৈশ্যের অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততার কথা এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনীয়। ঝাঁসীর উত্তেজিত সিপাহীগণ যখন ইঁহার তহশীলের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন ইনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও টাকা স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। ইঁহার দুই একটী বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত কেহই এ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে কয়েকটা দুরাচার লোক এ বিষয় অবগত হইয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে কহে যে, বৃদ্ধ তহশীলদার সমস্ত টাকাকড়ি স্থানান্তরে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। যদি দুরাচারেরা সিপাহীদিগকে না বলিত, তাহা হইলে সিপাহীরা কিছুই করিত না। যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, অন্যান্য তহশীলের ন্যায় এই তহশীলও বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এখন সিপাহীরা সন্ধান পাইয়া বৃদ্ধ তহশীলদারকে ধরিল এবং তাঁহাকে টাকা বাহির করিয়া দিতে বলিল। কিন্তু রাজভক্ত বর্ষীয়ান্ পুরুষ কিছুতেই গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলেন না। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহাকে ফাঁসি দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কিন্তু ইহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। অবশেষে তাহারা একটী পিত্তলের কামানের সহিত তাঁহাকে বাঁধিল। বৃদ্ধ তহশীলদার এই কামানের সহিত আবদ্ধ রহিলেন। তথাপি তিনি রক্ষণীয় অর্থ ও কাগজপত্র কোথায় আছে, বলিলেন না। সিপাহীরা বৃদ্ধকে কামানের সহিত টানিয়া ইটোয়ায় আনিল। বৃদ্ধ এই অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইটোয়াবাসিগণ তাঁহার বার্দ্ধক্য,

Imp 4303 dt- 21/01/07

তাঁহার সৌম্যাকৃতি, তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল। লোকে বর্ষীয়ান্ রাজকর্ম্মচারীকে সিপাহীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া মথুরায় তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া গেল। এইরূপে কঠোর পীড়নে তথায় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ইংরেজ যে বৈশ্য মহাজনদিগকে কাপুরুষ বলিয়া অবজ্ঞার ভাবে দেখেন, এই বর্ষীয়ান্ বৈশ্য তাহাদেরই মধ্যে এক জন। বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া, কিরূপ নির্ভীকচিত্তে দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। পৃথিবীর কোন দৃঢ়ব্রত পুরুষ ইঁহা অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্তি ও বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দিয়াছেন কি না, ইতিহাস তাহা আজ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারে নাই।

পূর্ব্বে রাজা লক্ষ্মণ সিংহের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে উত্তেজিত সিপাহীগণ আগরা আক্রমণের উদ্যোগ করে। ইহারা কিরূপ বলসম্পন্ন ছিল এবং অস্ত্রাদি কি পরিমাণে সঙ্গে আনিয়াছিল, ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হয়েন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে চর প্রেরণ করেন। কিন্তু চরগণ প্রয়োজনীয় সংবাদলাভে কৃতকার্য্য হয় নাই। তাহাদের কেহ কেহ ধৃত ও ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হয়, কেহ কেহ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, কর্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। এই সময়ে রাজা লক্ষ্মণ সিংহ সংবাদ আনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই কার্য্য যেরূপ বিপত্তিজনক, সেইরূপ অসংসাহসিক ছিল। রাজা লক্ষ্মণ সিংহ আগরার অধিবাসী। আগরার লোকে তাঁহাকে চিনিত। আগরার প্রায় ২,০০০ হাজার দুর্বৃত্ত লোক উত্তেজিত সিপাহীদিগের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিল। যদি কেহ চিনিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু লক্ষ্মণ সিংহ কিছুতেই পশ্চাদ্পদ হইলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সিপাহীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন; দুই তিন দিন সেখানে থাকিয়া, সমুদয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক আগরার কর্তৃপক্ষের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ এই অসংসাহসিক ক্ষত্রিয়ের নিকটে সমুদয় বিবরণ অবগত হইলেন।

এই স্থলে অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের আর দুইটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। উপস্থিত ইতিহাসে অনেক স্থলে দেওয়ানিবিভাগের ইংরেজ কর্ম্মচারীর সাহসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ আরার

উদ্ধারে কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত কেবল ইংরেজের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। দেওয়ানিবিভাগের ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীও এ বিষয়ে ইংরেজের পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছেন, এমন কি ইংরেজ অপেক্ষা অধিকতর সাহসের পরিচয় দিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। উজীর আলি নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান দেরার দেওয়ানি আদালতের উকীল ছিলেন। শেষে ইনি ওকালতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মাজিষ্ট্রেট হিউম সাহেব ইঁহাকে ক্রমে রাজস্ববিভাগের সহযোগী সেরেস্তাদার করিয়া দেন। যখন ইটোয়াতে বিপ্লব ঘটে, তখন দুরাচার গুজরগণ জেলার সকল স্থানে দৌরাত্ম্য করিতেছিল। উজীর আলি এই দস্যুদমনে নিয়োজিত হয়েন। তিনি যে বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন, সেই বিভাগে দস্যুদিগের উপদ্রব নিরাকৃত হইয়াছিল। একটী দুর্গ দস্যুদিগের অধিকৃত ছিল। উজীর আলি উহা অধিকার করিতে গেলে, দস্যুগণ বাধা দেয়। আক্রমণকালে তাঁহার কতিপয় লোক নিহত হয়। কিন্তু উজীর আলি ইহাতে নিরস্ত হয়েন নাই। দস্যুদিগের অস্ত্রাদি উজীর আলির লোকের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। ইহাতেও উজীর আলি হতোদ্যম হইয়া পড়েন নাই। তিনি সর্ব্বপ্রথম মই দ্বারা দুর্গে আরোহণ করেন। তাঁহার উদ্যমে, সাহসে, সর্ব্বোপরি অপরিসীম বীরত্বে গুজরগণ পরাজিত ও দুর্গ অধিকৃত হয়।

হিউম সাহেব যখন আলীগড়ের মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেন, তখন রামপুর-নিবাসী এক জন পাঠান তত্রত্য কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পালোয়ান বলিয়া ইনি সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। হিউম সাহেব সর্ব্বদা কারাগারে যাইতেন, কয়েদীদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সমস্ত বিষয়ের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে কারাধ্যক্ষ পাঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা জন্মে। মইনপুরী ও দিল্লীর পথে সর্ব্বদা ডাক চুরি যাওয়াতে হিউম সাহেব ঐ চৌর্য্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয়েন। তিনি এই সময়ে কারাধ্যক্ষ পাঠানকে চৌর্য্যের অনুসন্ধানার্থে প্রেরিত গুপ্তচরদিগের অধিনায়ক করেন। পাঠানের চেষ্টায় অপহারকগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ উক্ত কর্ম্মচারী মজঃফরনগর জেলার একটী বিভাগের তহশীলদার হয়েন

যখন সিপাহীবিপ্লব ঘটে, তখন হিউম সাহেব তাঁহার নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাবে থাকেন। তাঁহার যত্নে যে, তদীয় পদোন্নতি হইয়াছে, ইহা যেন মনে থাকে। এই সময়ে গন্তব্যপথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। পত্রাদি যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, ঘটনাক্রমে পাঠান কর্ম্মচারীর এক খানি পত্র হিউম সাহেবের হস্তগত হয়। তাহাতে লেখা ছিল, "আমি কখনও নিমকহারাম হইব না। আমার চেষ্টায়, যতদূর হইতে পারে, তাহা করিব। ইহার পর ভগবানের উপর নির্ভর।" সাহসী তহশীলদার এই সময়ে আপনার তহশীল সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তদীয় আত্মীয়স্বজন ও অনুচরগণ এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। উত্তেজিত সিপাহীগণ দুই তিন বার তহশীল আক্রমণ করে, সাহসী পাঠান তহশীলদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করেন। ইহার পর বহুসংখ্যক সিপাহী সমাগত হইয়া এই স্থান অবরোধ করে। অবরোধকারীদিগের মধ্যে ৩ সংখ্যক অশ্বারোহীদলের মুসলমান সৈনিকগণ ছিল। পাঠান তহশীলদার ইহাদের অপরিচিত ছিলেন না। ইহারা তাঁহার মল্লযুদ্ধকৌশলের বিষয় অবগত ছিল। এজন্য মুসলমান সৈনিকগণ তাঁহার জীবনরক্ষা করিতে আগ্রহযুক্ত হয়। তাহারা তহশীলদারের নিকটে যাইয়া কহে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে, এখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তিনি পূর্ব্বে যেমন কোম্পানির নামে আপনার তহশীল রক্ষা করিতেছিলেন, এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে সেইরূপ করুন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাদের চেষ্টায় দিল্লীর একটী প্রধান রাজকার্য্য পাইতে পারেন, অথবা তিনি যদি নির্ব্বিবাদে তাহাদের হস্তে আপন তহশীলের ভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহারা আত্মীয়স্বজন ও সম্পত্তির সহিত তাঁহাকে নিরাপদে রামপুরে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাহসী পাঠান তহশীলদার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সিপাহীদিগের বাক্‌চাতুরী, সিপাহীদিগের প্রতিশ্রুতি, সিপাহীদিগের ক্রোধ সমস্তই তাঁহার নিকটে ব্যর্থ হইল। তিনি ইংরেজের অধীনতাপরিত্যাগে সম্মত হইলেন না, দিল্লীর মোগল ভূপতির অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, বা স্বকীয় সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে স্বদেশে যাইতেও উদ্যত হইলেন না। তিনি কর্ত্তব্যপালনের জন্য

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিছুতেই সেই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। সাহসী পাঠান যখন সিপাহীদিগের প্রস্তাবে কিছুই সম্মত হইলেন না, তখন সিপাহীগণ তাঁহার রক্ষণীয় স্থান আক্রমণ করিল। ক্রমে বহুসংখ্যক সিপাহী আক্রমণকারী-দিগের দলে মিশিল। দৃঢ়ব্রত তহশীলদার আক্রান্ত স্থান রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্রমণকারীর সংখ্যাধিক্যে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কামানের গোলায় তাঁহার প্রবেশদ্বার উড়িয়া গেল। সাহসী পাঠান অসি-হস্তে সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল। বহুসংখ্যক আক্রমণকারী তাঁহার জীবন-হরণে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে সাহসী তহশীলদারের ভ্রূক্ষেপ নাই। তহ-শীলদার অসির আস্ফালন করিতে করিতে সেই বিপক্ষদলের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না। তথাপি তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন না। সেই মুক্তদ্বারপথে সেইরূপ বীরত্ব ও তেজস্বিতা সহকারে অসি-হস্তে করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ তহশীলদার আপনার আত্মীয়দিগের সহিত দেহত্যাগ করিলেন। চাপরাসী প্রভৃতি অনুচরগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল। কেবল কয়েক জন মাত্র এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। সাহসী তহশীলদার এইরূপ আপনার অলোকসামান্য কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিলেন। তিনি আপনার রক্ষণীয় স্থান সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলেও, আক্রমণকারীদিগকে কয়েক বার তাড়িত করিয়া-ছিলেন। শেষে আক্রমণকারীদিগের সংখ্যাধিক্যে তাঁহার শক্তি পর্য্যুদস্ত হইল। তথাপি তিনি সম্মুখসংগ্রামে বিমুখ হইলেন না। কিছুতেই তাঁহার অসামান্য প্রভুভক্তি ও অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততা কলঙ্কিত হইল না। তিনি কর্ম্মস্থলে আপনার কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় প্রশান্তভাবে আত্মত্যাগ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে তদীয় অনুচরগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা সেই স্থানে তাঁহার ন্যায় প্রশান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিল। বোধ হয়, কোন সাহসী কার্য্যকুশল ইংরেজ ইহা অপেক্ষা মহত্তর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন নাই! এবং এই প্রভুভক্ত ও দৃঢ়ব্রত তহশীলদারের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন নাই।

এই অত্যুজ্জ্বল সুকীর্ত্তির পার্শ্বে একটী অপকীর্ত্তির ছায়া আছে। যখন

পূর্ব্বোক্ত তহশীলের বিধ্বংস এবং তহশীলরক্ষাকারীদিগের নিধনের সংবাদ মজঃফরনগরে উপস্থিত হয়, তখন কালেক্টর সাহেব ভয়ে এরূপ অভিভূত হয়েন যে, তিনি অবিলম্বে গাড়িতে চড়িয়া মীরাটের অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার ভৃত্যেরা এই সংবাদ সেরেস্তাদার ও তহশীলদারকে জানায়। সেরেস্তাদার ভাবিলেন যে, কালেক্টর সাহেবের পলায়নের কথা শুনিলেই নগরের দুর্বৃত্ত লোকের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে। গৃহাদি বিলুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইবে। সমুদয় স্থানে অরাজকতার নিদর্শন দেখা যাইবে। সুতরাং তাঁহারা তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে কালেক্টর সাহেবের পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন এবং তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নগরে লইয়া আইসেন। কালেক্টর যাহাতে আবার পলাইতে না পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, এই রাজভক্ত সাহসী কর্ম্মচারিদ্বয় নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কালেক্টর সাহেবের নামে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, এবং অবিলম্বে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া এক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর জন্য সাহারাণ-পুরের কালেক্টরের নিকটে দূত পাঠাইয়া দেন। এই কর্ম্মচারীর উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা যথোচিত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত নগরের শান্তিরক্ষা করেন। অন্য ইংরেজ কর্ম্মচারী আসিয়া জেলার ভার লইলে, পূর্ব্বোক্ত ভীরু কালেক্টর সাহেবকে মীরাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কালেক্টর সাহেব নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। ভারতবাসিগণ আর তাঁহার কোনরূপ সংবাদ লইতে উৎসুক হয় নাই। এক সময়ে ভারতবাসিগণ ইংরেজের জন্য অকাতরভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর ইংরেজ তাঁহাদেরই সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বিষয় বিস্মৃত হইয়া, কাপুরুষতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সদাশয় হিউম সাহেব স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মানবোচিত গুণে ভারতবাসী ও বৃটনদিগের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে উভয় জাতিই সমান দক্ষতা ও সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। উভয় জাতিই গুণবাহুল্যে গৌরবের অধিকারী, এবং সুশিক্ষার অভাবে পাপপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া থাকে। যদি অপক্ষপাতে বিচার করা যায়, তাহা হইলে উভয় জাতিতেই গুণ ও দোষের অস্তিত্ব দেখা গিয়া থাকে। যদি সুশিক্ষিত ও সদ্গুণসম্পন্ন ভারতবাসীর সহিত অশিক্ষিত,

সামান্য ইংরেজের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে শেষোক্তটীকে প্রায় বানর বলিয়া বোধ হইবে। আর যদি কর্ম্মক্ষেত্রে দীর্ঘ-কালব্যাপী পরিশ্রমে দূরদর্শী এবং প্রগাঢ় দায়িত্বজ্ঞানে প্রশান্তচিত্ত ভারতপ্রবাসী ইংরেজের সহিত অদূরদর্শী ভারতবর্ষীয়দিগের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে প্রথমোক্তটী সাধারণ মর্ত্ত্যগণের পার্শ্বে দেবতার ন্যায় উদ্ভাসিত হইবেন। কিন্তু যদি প্রত্যেক জাতির অত্যুৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পরস্পর তুলনা করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। * * * ভারত-প্রবাসী ইংরেজেরা সর্ব্বদা ভারতবর্ষীয়দিগের দোষভাগই দেখিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সজাতির গুণভাগই তাঁহাদের চক্ষুতে পড়িয়া থাকে। এই জন্য তাঁহাদের এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা হইয়াছে যে, ভারতবাসী নিরতিশয় নিন্দনীয় চরিত্রের এবং ইংরেজ সাতিশয় উৎকৃষ্ট প্রকৃতির আদর্শ।*

এইরূপ ভ্রান্তিময় ধারণাপ্রযুক্ত ইংরেজ উপস্থিত বিপ্লবকালে সমগ্র ভারত-বাসীকে নরশ্বাপদ ভাবিয়াছিলেন। এই নরশ্বাপদদিগের শোণিতপাতে তাঁহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহারা যদি মহামতি হিউম সাহেবের ন্যায় ভারতবাসীদিগের অন্তস্তলদর্শী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্পষ্ট উদ্বোধ হইত যে, ভারতের বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের পার্শ্বে নরদেবগণ রহিয়াছেন। এই নরদেবদিগের গুণে তাঁহাদের জীবন রক্ষিত, প্রাধান্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত এবং সৌভাগ্য পুনরুদিত হইয়াছে।

২৪ মে রাত্রিকালে গোবালিয়র হইতে সাহায্যকারী সৈন্য বরপুরায় উপস্থিত হইল। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সৈনিকদলের সমাগমে নিরাপদ হইলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এই সৈনিকগণ ইটোয়ায় যাইয়া, ঐ স্থান পুনরধিকার করিল। কিন্তু এই জনপদে বিনা রক্তপাতে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেওয়ানি আদালতের বিচারে যে সকল প্রাচীন জমীদার স্বত্বভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ে আপনাদের পূর্ব্বতন অধিকাররক্ষায় অগ্রসর হয়েন। একটী পল্লীতে এইরূপ এক জন জমীদার গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট

* *A. O. Hume, A good word for the Indian, quoted in the Statesman, June 28, 1891.*

অধিকারীকে সম্পত্তিচ্যুত করেন। ইনি সাহসসহকারে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয়েন। কিন্তু ইঁহার ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকৃত ও ভস্মীভূত হয় এবং ইঁহার দল বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এইরূপ নরহত্যার পর ইটোয়াবিভাগে ইংরেজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আলীগড়ের সিপাহীদলের এক অংশ মইনপুরীতে অবস্থিতি করিতেছিল। মইনপুরী আগরার ৭১ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ২২শে মে সন্ধ্যাকালে আলীগড়ের সংবাদ মইনপুরীতে উপস্থিত হয়। সংবাদপ্রাপ্তি-মাত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব অবিলম্বে কমিশনর সাহেবের সহিত উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শ করেন। কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে আগরায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে সিপাহীদিগকে ভাওগাঁ নামক স্থানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতে থাকে। ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাগণ সহকারী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে আগরায় যাত্রা করে। সহকারী মাজিষ্ট্রেট কিয়দ্দূর গিয়া, এক জন বিশ্বস্ত মুসলমানের উপর ইহাদের রক্ষার ভার সমর্পণ করেন। মুসলমান রক্ষক ইহাদিগকে নিরাপদে আগরায় লইয়া যায়। এদিকে সহকারী মাজিষ্ট্রেট মইনপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট ক্রফোর্ড এবং ডি কাণ্টজ মইনপুরীস্থিত সিপাহীদিগের অধি-নায়ক ছিলেন। ইঁহারা সিপাহীদিগকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিতে সবিশেষ অনুরোধ করাতে সিপাহীগণ ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের কাওয়াজের ক্ষেত্রের সীমায় উপস্থিত হইয়াই যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং সবিশেষ উত্তেজনার সহিত অধিনায়কদিগকে পলাইতে কহে। সিপাহীদিগের এইরূপ আকস্মিক উত্তেজনায় গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে ডি কাণ্টজ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন। লেফ্‌টেনেণ্ট ক্রফোর্ড তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন যে, তিনি নিহত হইয়াছেন। ক্রফোর্ড আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ক্রফোর্ড উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মাজিষ্ট্রেট কমিশনর প্রভৃতি একত্র রহিয়াছেন। ইংরেজ সেনানায়ক তাঁহাদিগকে সিপাহী-দিগের উত্তেজনার বিষয় জানাইলেন এবং আপনার সহযোগীর পরিণামসম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে তাড়াতাড়ি আগরায়

যাইতে চাহিলেন। কমিশনর সাহেবও মইনপুরীতে থাকিতে চাহিলেন না। তিনি এইরূপ বিপদের সময় এস্থানে থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া, এক জন পাদরীর সহিত শকটারোহণে আগরায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অনুগমন করিলেন না। তিনি উপস্থিত সঙ্কটকালে আপনার গুরুতর কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য মইনপুরীতে রহিলেন। তাঁহার এইরূপ সাহস উপস্থিত সময়ে অকার্য্যকর হইল না। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সহকারী ছিলেন। এখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থে মইনপুরীতে থাকিলেন। আরও তিন জন ইউরোপীয় এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। এতদ্ব্যতীত এই বিপদসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে আর এক জন সাহসী পুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি স্বদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য ইংরেজের সহকারী হইলেন।

মইনপুরীরাজের আত্মীয় রাও ভবানী সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতি সৈনিক লইয়া উপস্থিত হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বল বৃদ্ধি হইল। এদিকে অন্যতর সেনানায়কের কি দশা ঘটিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। উক্ত সেনানায়ক নিরতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তিনি অধিষ্ঠিত অশ্ব হইতে নামিলে উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করে। ইহার পর যখন তাহারা নগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেনানায়ক কিছুতেই তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে পারেন নাই। সিপাহীগণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে নগরে উপস্থিত হয়, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, এবং কাহারও নিষেধ না মানিয়া চারি দিকে গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। সেনানায়ক তাহাদিগকে বারণ করেন, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া, যথোচিত সাহসের পরিচয় দেন, শেষে তাহাদের যথোচিত অনুনয় করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহেন যে, তাহারা তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখন পরাজিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু সিপাহীগণ সেনানায়কের প্রাণনাশ করিল না। তাহারা আপনাদের অধিনায়কের অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয়সূচক নিষেধবাক্যে বশীভূত না হইয়া, কারাগারের নিকটে উপস্থিত হইল। সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহীদিগের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তিন ঘণ্টা কাল

এইরূপ বিপদে দৃক্‌পাত না করিয়া, আপনার অবিচলিত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার বিপদের সংবাদ পাইয়া, স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইলে, সিপাহীগণ তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উক্ত সেনানায়ক তাঁহাকে আসিতে দেন নাই। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহীদিগের মধ্যে থাকিয়া, কেবল আপনার জীবনই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহাকে লইয়া কোম্পানির অর্থ লুণ্ঠনের মানসে ধনাগারে উপস্থিত হইল। ধনাগারের রক্ষকগণ তাহাদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সেনানায়ক তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিষেধ করিলেন। সেনানায়কের এইরূপ ধীরতা উপস্থিত সময়ে সবিশেষ কার্য্যকর হইল। ধনরক্ষকগণ সিপাহীদিগকে দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, হয় ত ঐ সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে সেনানায়কের প্রাণবিয়োগ হইত। সেনানায়কের আদেশে ধনাগারের রক্ষকগণ যখন সিপাহীদিগের প্রতি অস্ত্রসঞ্চালনে নিরস্ত থাকিল, তখন সিপাহীরা অস্ত্রচালনায় উদ্যত হইল না। কিন্তু তাহারা এইরূপ উদ্যম প্রকাশ না করিলেও, গবর্ণমেণ্টের অর্থরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সঙ্কটকালে উক্ত সেনানায়ক পূর্ব্বের ন্যায় অটলতা ও নির্ভীকতা দেখাইতে লাগিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সিপাহীদিগকে এইরূপ অন্যায় কার্য্যে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ধীরতা ও কার্য্যতৎপরতার সহিত গবর্ণমেণ্টের অর্থরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যে সিপাহীরা শান্ত হইল না দেখিয়া, তিনি প্রায় হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রাও ভবানী সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি সিপাহীদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। সিপাহীগণ তাঁহার সৌম্য আকৃতি, প্রশান্ত প্রকৃতি ও বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইল। তাহারা কহিল যে, রাও ভবানী সিংহ তাহাদের সঙ্গে থাকিলে, তাহারা ফিরিয়া যাইতে সম্মত আছে। রাও ভবানী সিংহ সিপাহীদিগের কথায় সম্মত হইলেন। সিপাহীগণ তাঁহার সঙ্গে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। সুতরাং ধনাগারের কোনরূপ ক্ষতি হইল না। সিপাহীগণ মইনপুরী হইতে প্রস্থান করিল। ধনাগার পূর্ব্ববৎ

অবস্থায় রহিল। তরুণবয়স্ক সেনানায়ক পূর্ব্ববৎ অক্ষতশরীরে থাকিলেন। রাও ভবানী সিংহের সাহসে ও কর্ম্মদক্ষতায় মইনপুরীতে শান্তি স্থাপিত হইল। পূর্ব্বোক্ত তরুণবয়স্ক সেনানায়ক আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, সিপাহীদিগের উত্তেজনার নিবারণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য গবর্ণর-জেনেরল তাঁহার নিকটে পত্র লিখিয়া তদীয় সাহস ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংসা করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর সংবাদ আগরায় পহুঁছিলে, তত্রত্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যে সকল গৃহ তাঁহাদের নিকটে আত্মরক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল, তাঁহারা ব্যাকুলভাবে সেই সকল গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে এক জন ইংরেজ তদীয় ভ্রাতার নিকটে যে পত্র লিখেন, তাহাতে আগরাবাসী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ব্যাকুলতার এই ভাবে বর্ণনা ছিল—"সন্ত্রাসের মাত্রা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এরূপ কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঘরের আসবাব, বিছানা, তৈজসপত্র, মুরগীপূর্ণ বাজরা বোঝাই গাড়ি, এক্কা, বগিতে চড়িয়া মহিলাগণ ও বালকবালিকারা নগরের সমুদয় ভাগ হইতে দুর্গের অভিমুখে যাইতেছিল। ইউরোপীয়গণ আলীগড় হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেনাপতি আউট্রামের সহধর্ম্মিণী কতক পথ অশ্বারোহণে, এবং কতক পথ পদব্রজে অতিবাহন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। * * * দুই এক জন সিবিলিয়ান নিরতিশয় লজ্জাজনক কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন মলিনবদনে আপনার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া, সমুদয় কেরাণীকে বলিয়াছেন যে, যে উপায় তাহাদের নিকটে সমীচীন বোধ হয়, তাহারা সেই উপায়েই যেন আপনাদের জীবনরক্ষা করে।"*

অন্য এক জন ইংরেজও এইরূপ সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসের বর্ণনা করিতে বিমুখ হয়েন নাই। ইনি এইরূপে আগরার তদানীন্তন অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন—"প্রত্যেক ইংরেজই তরবারি বা পিস্তল হস্তে করিয়াছিলেন; পথ গাড়িতে সমাবৃত হইয়াছিল। লোকে কান্দাহারীবাগে তাড়াতাড়ি যাইতেছিল। সহরের

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III, p. 227-228.*

ইতর শ্রেণী লোকে বিদ্রোহীরা আলীগড় হইতে নদী পার হইয়া আসিতেছে, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে প্রাণরক্ষার জন্য দৌড়িতেছিল। বদমায়েসেরা গোঁফে তা দিতে দিতে আপনাদের গর্হিতকার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। মিশনারীদিগের কলেজের বহির্ভাগে সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসজনিত গোলযোগ হইতেছিল। অন্তর্ভাগে মিশনারীগণ প্রশান্তভাবে বসিয়া এতদ্দেশীয় শত শত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন * * যে সকল এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী অধিকতর বেতনভোগী, গবর্ণমেণ্টের অধিকতর বিশ্বাসের পাত্র, তাঁহারা এ সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের শত্রুদলে মিশিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্কুলের অধিকন্তু মিশনারী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আপনাদের শ্রেণীতে ধীরভাবে বসিয়া উপদেশ শুনিতেছিল। যখন অপরে উপস্থিত বিপ্লবে নানারূপে সন্দিগ্ধ হইতেছিল, এবং পলায়ন করিতেছিল, তখন ইহারা তাহাদের শিক্ষকদিগের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, এবং প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টানদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছিল।"*

এইরূপ সন্ত্রাস, এইরূপ গোলযোগ, এইরূপ আশঙ্কার সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী সুরক্ষিত করা, নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর এই আবশ্যক বিষয়ে অমনোযোগী হয়েন নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নগরবাসীদিগের আশঙ্কানিবারণ এবং নগরের চারি দিক পর্য্যবেক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত লোক নিয়োজিত হইয়াছিল। এখন অন্যান্য বিষয়েরও বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। আগরার দুর্গরক্ষার জন্য ইউরোপীয়গণ নিয়োজিত হইয়াছিল। ছয় মাস কাল চলিতে পারে, এরূপ খাদ্যদ্রব্যাদি উহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যদি সিপাহীরা যুদ্ধের উদ্যোগ করে, তাহা হইলে, সহরের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ইতর লোকে তাহাদের সহযোগী হইতে পারে। অপরাপর স্থানের উত্তেজিত লোকে যাহা করিয়াছে, এ স্থানেও সেই সকল কার্য্য—ধনাগারবিলুণ্ঠন, কয়েদীদিগের বিমুক্তিসাধন, ইউরোপীয়দিগের সম্পত্তিহরণ প্রভৃতি—অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ প্রভৃতি পরস্পর

* *Raikes, Notes on the revolt in the North-Western provinces of India. p. 14-15.*

বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। এই বিচ্ছিন্ন গৃহগুলি সহজে রক্ষা করা যাইতে পারিত না। এদিকে মিশনারীদিগের স্কুলে ও খৃষ্টানদিগের আশ্রমে, বিবাহিত সিবিলিয়ান-দিগের বাসগৃহে কুলমহিলাগণ ও বালকবালিকারা অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদিগের রক্ষার উপায় করা, কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় ছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর বহিরাক্রমণের নিবারণ জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। এক জন কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীর উপর এ বিষয়ের ভার সমর্পিত হইল।

নিয়োজিত কর্ম্মচারী অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনের এইরূপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন। নগরের অন্তর্ভাগে, আত্মরক্ষার স্থান নিরূপণ এবং বহির্ভাগে ঘাঁটী স্থাপন করিতে হইবে, এতদ্দ্বারা স্থানান্তর হইতে আগত সিপাহীদিগের আক্রমণের সংবাদ পূর্ব্বে জানা যাইবে। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র যুদ্ধকার্য্যে অনভ্যস্ত লোকে আত্মরক্ষার স্থলে সহজে উপস্থিত হইতে পারিবে। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের বাসগৃহ, ডাকঘর, আগরা ব্যাঙ্ক, মেডিকেল কলেজ, কান্দাহারীবাগ (এই ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ বাটী, ভরতপুরের রাজার সম্পত্তি। উপস্থিত সময়ে এই বাটীতে এক জন ইংরেজ সিবিল কর্ম্মচারী বাস করিতেন।) প্রভৃতি বৃহৎ গৃহগুলি আশ্রয়স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। এক দিকে তাজ, অপর দিকে গবর্ণমেণ্টের কাছারি, এই সীমার মধ্যে এই সকল গৃহ রহিয়াছে। এজন্য উক্ত গৃহ রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। রাজকর্ম্মচারী এইরূপে আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী সর্ব্বাংশে পরিগৃহীত হইল না। বিপদের সময়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মন্ত্রণাকারীদিগের সংখ্যাধিক্যে উদ্ভাবিত উপায়ও নানাবিধ হয়। উপস্থিত সময়ে আগরাতে ইউরোপীদিগের আত্মরক্ষার নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছিল। এইরূপ নানা প্রণালীর সংঘর্ষে নিয়োজিত কর্ম্মচারীর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অংশতঃ পরিগৃহীত এবং অংশতঃ পরিত্যক্ত হইল। এদিকে আগরার মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশের প্রহরীদিগকে সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত করিলেন। ইহাদের একাংশ অশ্বারোহী এবং অপরাংশ পদাতি হইল। এইরূপে পুলিশের লোকেও প্রয়োজনানুরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইউরোপীয়দিগের রক্ষায় ব্যাপৃত রহিল।

যখন আগরার ইউরোপীয়গণ শঙ্কিত হইয়া, আত্মরক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন, তখন লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর আপনাদিগকে অধিকতর নিরাপদ করিবার মানসে আর এক উপায়ের অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। এই সময়ে সিপাহীদলের এক জন প্রাচীন ও দূরদর্শী অধিনায়ক তাঁহার নিকটে লিখিলেন যে, তিনি ৩৬ বৎসরকাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল সিপাহীদিগের সংস্রবে থাকাতে তাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি তাঁহার বিদিত হইয়াছে। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সিপাহীরা কেবল আশঙ্কাপ্রযুক্ত উপস্থিত সময়ে এইরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছে। যদি আপনি এই ভাবে ঘোষণাপ্রচার করেন যে, সিপাহীদিগের অতীত অপরাধ মার্জ্জনা করা যাইবে, এখন যাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব দেখাইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সেই বিশ্বস্ততার বিষয় কখনও ভুলিবেন না, একটী বিচারকসমিতি দ্বারা সিপাহীদিগের অভাব ও অভিযোগের কারণ নির্ণয় করা যাইবে, ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়, এই উভয় শ্রেণীর আফিসারগণ উক্ত সমিতিতে থাকিবেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অধিকার ও স্বত্বের উপর অনিষ্টকারী ব্যক্তিদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে এই ঘোষণাপত্র দশ সহস্র ইউরোপীয় সৈনিক অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর হইতে পারে। কিন্তু যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে আপনার নামে এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ফললাভ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দূরদর্শী সেনানায়ক কলিন্‌ট্রূপের এই কথা লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের সাতিশয় মনঃপূত হইল। তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল যে, প্রাচীন সেনানায়ক যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। প্রতিহিংসা অপেক্ষা ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কাতে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, মেষপালের ন্যায় দলে দলে আপনাদের সর্ব্বনাশের স্থলে একত্র হইতেছে, যে কোনরূপে হউক, তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ ও নিঃশঙ্ক করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উদারনীতিসম্মত কার্য্য। কলবিন সাহেব এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আপনার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ২৫শে মে নিম্নলিখিতভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন :—

"যে সকল সিপাহী গত হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল। তাহারা যদি আপনাদের বাড়ী যাইতে চাহে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটবর্ত্তী দেওয়ানি বা সৈনিক ষ্টেশনে অস্ত্রাদি সমর্পণ করে, তাহা হইলে নিরুপদ্রবে ও অক্ষতশরীরে আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিবে।

"অনেক বিশ্বস্ত সৈনিক গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণে বাধ্য হইয়াছে। কারণ তাহারা আপন দলের লোকের হাত এড়াইতে পারে নাই। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্মনাশ ও জাতিগত সম্মানের বিলোপসাধন করিতেছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে অপসারিত হয় নাই। তাহাদের এইরূপ ধারণা নিরতিশয় ভ্রান্তিপূর্ণ হইলেও উহা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সম্প্রতি গবর্ণর-জেনেরল যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই সন্দেহ দূরীভূত হইবে। দুষ্টবুদ্ধি চক্রান্তকারিগণ এবং লোকের বিপক্ষে গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এরূপ অপকারকগণ শাস্তিভোগ করিবে। এই ঘোষণা-পত্রপ্রচারের পর যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, শত্রুর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাদের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা যাইবে"।

কিন্তু এই ঘোষণা-পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইল না। লর্ড কানিঙের স্পষ্ট বোধ হইল যে, এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইলে, অনেক দণ্ডার্হ ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবে। সুতরাং লর্ড কানিঙ এইভাবে আর এক-খানি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিলেন—"কোন রেজিমেণ্টের যে কোন সৈনিক যদি গুরুতর অপরাধ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপনার কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করিলেও, অব্যাহতি পাইবে, এবং সেই ব্যক্তি যদি দেওয়ানি বা সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অস্ত্রাদি সমর্পণ করে, তাহা হইলে আপনার বাড়ীতে যাইবার অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে সকল সৈনিক আপনাদের আফিসার বা অন্যান্য ব্যক্তিকে নিহত বা আহত করিয়াছে, অথবা অন্যরূপ নৃশংসতাজনক অত্যাচারে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে এইরূপে বিমুক্তি দেওয়া হইবে না। এইরূপ লোক গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাদের বিষয়ে কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ থাকিবেন না।"

গবর্ণর-জেনেরল যে ভাবে ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার

সহিত লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণরের প্রণীত ঘোষণাপত্রের মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণরের মতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনেরলের মতে সমগ্র সৈনিকদলই দণ্ডার্হ হইয়াছিল। যাহারা স্বকীয় দলের আফিসারদিগকে বা অপরাপর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে নিহত করিয়াছে, তাহারা কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে না পারে, ইহাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল। গবর্ণর-জেনেরল এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণরের লিখিত ঘোষণাপত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে সবিশেষ কঠোরভাবের অভিব্যক্তি হইল না। লর্ড কানিঙ এ স্থলে কলবিন সাহেবের সম্মান রক্ষা করিয়াই কার্য্য করিলেন। কিন্তু কলিকাতার গবর্ণর-জেনেরল প্রাসাদে এবং অন্যান্য স্থানে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ বিতর্ক হইতে লাগিল। উচ্চ শ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় পর্য্যন্ত এজন্য কলবিন সাহেবের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। কলবিন সাহেব এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদে নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। সুস্থ ও সবল ব্যক্তি যখন শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ করিতে সবিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তখন যদি তিনি ঘোরতর সঙ্কট-কালে স্বদেশীয়দিগের নিন্দার পাত্র হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার বিরক্তির এক-শেষ ঘটে। অসুস্থতাপ্রযুক্ত দেহ অবসন্ন হইলে, এরূপ অবস্থায় মানুষের যেরূপ মনোযাতনা উপস্থিত হয়, তাহা বলিবার নহে। লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণর কলবিন সাহেব এ সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার শারীরিক স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল ; তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার শ্রমাসক্তি, উৎসাহ, উদ্যমও কিয়দংশে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে তৎপ্রকাশিত ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বদেশীয়গণ চীৎকার আরম্ভ করাতে তিনি যারপরনাই বিরক্ত হইলেন। এ দিকে তিনি যে বিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকল স্থানেই অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রতিদিনই নানা স্থান হইতে নানারূপ গোলযোগ ও দুর্ঘটনার সংবাদ উপস্থিত হইয়া লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে অধিকতর বিরক্ত, অধিকতর অবসন্ন ও অধিকতর উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি

যে সকল মন্ত্রীতে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের সহিত তদীয় মতের একতা ছিল না। মতবৈপরীত্য প্রযুক্ত তাঁহার মানসিক অশান্তির একশেষ ঘটিয়াছিল। এইরূপ নানা বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইলে, মানুষের কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। ফলতঃ কলবিন সাহেবের এ সময়ে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাঁহার দেহ ও মন, উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাঁহার সামর্থ্যের তুলনায় তদীয় কার্য্যের ভার অধিকতর হইল। তিনি এই গুরুতর ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল। কিন্তু তাঁহার দায়িত্বের অনুরূপ উৎসাহ বা উদ্যম ছিল না। অসুস্থ অবস্থায় কার্য্যভারে প্রপীড়িত হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্ক একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন তাঁহাদের বোধ হইল যে, তদীয় কর্ম্মক্ষেত্রে বিঘ্নবিপত্তিনিবারণের ও অধীন কর্ম্মচারীদিগের পরিচালনের জন্য তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন না।

ক্রমে প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে আপাততঃ কোনরূপ বিপদ রহিল না। সিপাহীগণ অধিনায়কদিগের আদেশানুসারে প্রশান্তভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। বাহিরে তাহাদের কোনরূপ উদ্ধতভাব বা বিরুদ্ধাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হইল না। সেনানায়কগণ প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিলেন। লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণর সিপাহীদিগের শান্তভাব দর্শনে আশ্বস্ত হইলেন। আগরা পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাসম্পন্ন এবং পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ অধিবাসীদিগের প্রমোদক্ষেত্র হইল।

কিন্তু এ সময়ে সমস্ত বিষয়ই যেন মায়াখেলা বলিয়া বোধ হইতেছিল। এক সময়ে যে স্থান সর্ব্বপ্রকার বিপত্তির বহির্ভূত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, অন্য সময়ে সেই স্থান ঘোরতর বিপদের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছিল। মে মাস অতীত হইতে না হইতেই আগরায় আবার গোলযোগের সূত্রপাত হইল। আগরার ৩৫ মাইল দূরে মথুরা অবস্থিত। হিন্দুরাজগণের অধিকারকালে

মথুরার অসামান্য সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি ছিল। উহার সুদৃশ্য অট্টালিকা, উহার সুশোভন দেবমন্দির, উহার সুসজ্জিত রাজপথ দর্শকদিগের হৃদয়ে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সহিত অপরিসীম প্রীতির উৎপত্তি করিত। মথুরার এইরূপ শোভা-সমৃদ্ধিই অর্থলোলুপ আক্রমণকারীদিগের উদ্দাম ভোগাভিলাষ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। সুলতান মাহমুদ উহার শোভায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং উহার সম্পত্তিতে আপনি সম্পত্তিশালী হইবার জন্য উহাকে একবারে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এক সময়ে উহার হর্ম্ম্যরাজির আদর্শে তাঁহার রাজধানীর প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং উহার বহুমূল্য মণিমাণিক্যে তাঁহার রাজধানী সমৃদ্ধিময়ী বলিয়া সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে মথুরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। অতি প্রাচীন-কাল হইতে হিন্দুগণ উহার বিভিন্ন দেবমন্দিরে সমবেত হইয়া, আরাধ্য দেবের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে মথুরার এই প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। আক্রমণকারীদিগের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তিতে শ্রীভ্রষ্ট হইলেও উহা হিন্দুদিগের মধ্যে আপনার গৌরব রক্ষা করিতেছিল।

মে মাস শেষ হইতে না হইতেই মথুরায় গোলযোগ ঘটিল। আগরার ৪৪ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিল। ঐ দলের আরও কতকগুলি সিপাহীকে মথুরায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত হয়। উহাদের সঙ্গে ৬৭ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহীকেও পাঠাইবার আয়োজন হয়। মথুরায় যে সৈনিকদল ছিল, তাহাদের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবার, এবং মথুরার ধনাগারের অর্থ আগরায় আনিবার জন্য ইহাদিগকে পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে মথুরার ধনাগারে ৬ লক্ষেরও অধিক টাকা ছিল। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে আলীগড় ও মথুরার যাবতীয় অর্থ আগরায় আনিবার জন্য আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে গবর্ণমেণ্টকে সকল বিষয়েই সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হইতে ছিল। যাহাতে সিপাহীদিগের মনে কোনরূপে সন্দেহের সঞ্চার বা উত্তেজনার আবির্ভাব হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। সহসা ধনাগারের অর্থ স্থানান্তরিত হইলে, সাধারণে সন্দিগ্ধ হইতে পারে। যাহাদের উপর অর্থরক্ষার ভার রহিয়াছে, তাহারা, কোম্পানি বাহাদুর অবিশ্বাস

করিতেছেন মনে করিয়া, বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে সবিশেষ সতর্কভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে মথুরাস্থিত সিপাহীদিগের ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। সাধারণও ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। দিল্লী ও অন্যান্য স্থানের সিপাহীগণ কোম্পানি বাহাদুরের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আগরার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, ইহারা শীঘ্রই মথুরা দিয়া যাইবে, এইরূপ সংবাদ মথুরায় প্রচারিত হইয়াছিল। মথুরার ইউরোপীয়গণ এজন্য মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে আগরায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মে মাসের মধ্যভাগে কাপ্তেন নিক্‌সন ভরতপুরের সৈনিকদল লইয়া মথুরায় উপস্থিত হওয়াতে, ইউরোপীয়গণ কিছু আশ্বস্ত হয়েন। সিপাহীগণও কিছু ভীত হইয়া উঠে।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ মথুরার ধনাগারের অর্থরাশি আগরায় লইয়া যাইতে উদাসীন রহিলেন না। ৩০শে মে যখন দুই দল সৈন্য মথুরা হইতে আগরায় যাত্রা করে, তখন তথাকার সিপাহীদিগের সংখ্যা এরূপ ছিল যে, তাহারা সহজে ধনাগার বিলুণ্ঠন করিতে পারিত। যাহা হউক, মথুরার কর্ত্তৃপক্ষ মথুরারক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ধনাগারের অর্থ স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে গোরুর গাড়ী সকল সজ্জিত হইল। সমুদয় টাকা গাড়ীগুলিতে রাখা হইল। লেফ্‌টেনেণ্ট বোল্টন্ নামক এক জন অধিনায়ক অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক গাড়ী চালাইবার আদেশ দিলেন। এক জন এতদ্দেশীয় আফিসার এই সময়ে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে?" বোল্টন্ কহিলেন—"অবশ্য আগরায়"। আফিসার এই কথা শুনিয়া বলিল—"না না দিল্লীতে"। আফিসারের কথা শুনিবামাত্র বোল্টন্ উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"তুমি বিশ্বাসঘাতক।" এই কথা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র বোল্টন্ অশ্ব হইতে ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। এক জন সিপাহী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ছিল, সে বোল্টনের শেষ কথা শুনিয়াই গুলির আঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া দিল।*

সিপাহীরা অতঃপর প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল।

* *Thornhill, Indian Mutiny, p. 83.*

দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ আর কোন উপায় না দেখিয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীরা টাকার থলিয়া সকল হস্তগত করিল এবং ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। মথুরার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ আবাসগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে আত্মগোপন করিলেন। এদিকে উন্মত্ত সিপাহীরা সরকারি কার্য্যালয়ের টেবিল চেয়ার প্রভৃতি একত্র করিল এবং উহার উপর খড়ের গাদা রাখিয়া আগুন দিল। যখন অগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা টাকার থলিয়া লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। যাইবার সময়, তাহারা নিম্নশ্রেণীর দলবদ্ধ লোকের মধ্যে পয়সা ছড়াইয়া দিল। মথুরার জেলখানা সুদৃঢ় ও অংশতঃ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রহরীগণও বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মুখে কারাগার রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এই আবশ্যক কর্ত্তব্যসম্পাদনে তাহাদের অভিরুচি হইল না। সিপাহীগণ উপস্থিত হইলে তাহারা কারাগারের দ্বার খুলিয়া দিল। সিপাহীরা বিনা বাধায় প্রবেশ করিল। বিনা গোলযোগে অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ বিমুক্ত হইল।

এই সময়ে ভরতপুরের সৈনিকদল হুড়ল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রথমে ইহাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় নাই। ভরতপুররাজ মিত্রতার সম্মানরক্ষার্থে ইহাদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। কমিশনর হার্ব্বি সাহেব ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। ৩১শে মে প্রাতঃকালে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মথুরার সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তিনি উহাদের গতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভরতপুরের সৈনিকদিগের সঙ্গে যে সকল কামান ছিল, তৎসমুদয় দিল্লীর পথের পার্শ্বে স্থাপিত হইল। কিন্তু কমিশনরের আশা ফলবতী হইল না। কামানপরিচালকদলে যে সকল পুরুবিয়া সিপাহী ছিল, তাহারা এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের পদাতি সৈনিকদলে কার্য্য করিত। এক্ষণে তাহারা স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধভাব দেখিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদনে উদাসীন হইল। তাহাদের পরিচালকগণ ইংরেজ আফিসারদিগকে কহিলেন যে, এই সময়ে এই সকল সৈন্য তাদৃশ বিশ্বাসের পাত্র নহে। ভরতপুরের সৈনিকদিগের শিবিরও ইউরোপীয়দিগের

পক্ষে তাদৃশ নিরাপদ নহে। এজন্য ইউরোপীয়গণ স্থানান্তরে প্রস্থান করা সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সহসা শিবির পরিত্যাগ না করিয়া ভরতপুরের সিপাহীদিগকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অভিনিবিষ্ট করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যথোপযুক্ত পারিতোষিক দিবার অঙ্গীকার করিতে বিমুখ হইলেন না। আফিসারেরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন যে, ভরতপুররাজ এই সঙ্কটকালে ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে তাহাদিগকে পঠাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ। তাহারা যদি এইরূপ বিপত্তিকালে কর্ত্তব্যসম্পাদনে উদাসীন হয়, তাহা হইলে মহারাজের অখ্যাতি হইবে। মহারাজকে অনর্থ কলঙ্কভাজন করা তাহাদের কখনও কর্ত্তব্য নহে। তাহারা মহারাজের নিমক খাইয়াছে, এখন নিমকহারাম হইলে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। কিন্তু এইরূপ পুরস্কারদানপ্রতিশ্রুতি, এইরূপ উপদেশবাক্য, এইরূপ যুক্তিবিন্যাস কোন কার্য্যকর হইল না। ভরতপুরের কামানপরিচালক সৈন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে আপনাদের কামান সজ্জিত করিল। আফিসারগণ আপনাদের উপদেশবাক্যের এইরূপ ফল দেখিয়া অবাক্ হইলেন। এখন ইংরেজদিগকে শীঘ্র শীঘ্র ভরতপুরের শিবির পরিত্যাগ করিতে হইল। ৩০ জন কালবিলম্ব না করিয়া, অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। অস্ত্র ও পরিধেয় ব্যতীত তাঁহারা আর কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিলেন না। ইউরোপীয়েরা প্রস্থান করিবামাত্র ভরতপুরের সৈন্য প্রকাশ্যভাবে বিরোধী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজদিগের তাম্বু প্রজ্বলিত অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইল। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের বাঙ্গালার দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ যে সকল দ্রব্য ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, মিত্র রাজার উত্তেজিত সৈনিকেরা তৎসমুদয় লুঠিয়া লইল। ভরতপুরের সৈনিকগণ এইরূপে আপনাদের কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইল। আগরার কমিশনার হার্বি সাহেবের চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

ভরতপুরের সিপাহীরা এক সময়ে আগরার সিপাহীদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাছে আগরার সিপাহীগণ ইহাদের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ নিরতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,

ভরতপুরের সৈনিকদিগের অভ্যুত্থানসংবাদে আগরায় গোলযোগ ঘটিবে। সম্ভবতঃ আগরার সিপাহীগণ তাহাদের অগ্রবর্ত্তী সতীর্থদিগের পথানুসরণ করিবে। নিশীথকালে উটের ডাকে ভরতপুরের সিপাহীদিগের সংবাদ আগরার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পঁহুছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর এই সময়ে মাজিষ্ট্রেটের গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জাগাইয়া, দুর্ঘটনার বিষয় বলিলেন, এবং প্রত্যূষে আগরার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কলবিন সাহেব সহসা ড্রমণ্ড সাহেবের এই প্রস্তাব শুনিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। কিন্তু এখন ভাবিবার সময় ছিল না। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর মাজিষ্ট্রেটের আগ্রহ দর্শনে তদীয় প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে আদেশ যথাস্থানে উপস্থিত হইল। ৩১শে মে উষাকালে ৩ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইল। গোলন্দাজ সৈন্য যথাস্থানে কামান সকল স্থাপন পূর্ব্বক অধিনায়কের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সিপাহীগণ যখন আপনাদের সম্মুখে কামান সজ্জীকৃত এবং সশস্ত্র ইউরোপীয় পদাতিগণকে শ্রেণীবদ্ধ দেখিল, তখন তাহারা কোনরূপ আপত্তিপ্রকাশে সাহসী হইল না। ব্রিগেডিয়ার অশ্বারোহণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে, সিপাহীরা ধীরভাবে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈনিকনিবাসের অভিমুখে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের বাটীতে গেল, কেহ কেহ বিদায় না লইয়াই, দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল। এইরূপ ব্রিটিশ কোম্পানির আরও দুই দল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত ও দূরীভূত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অবস্থা—মীরাট ও রোহিলখণ্ড বিভাগ—মুজঃফরনগর ও সাহারাণপুর—মোরাদাবাদ—বেরিলী—শাহজাহানপুর—বদায়ুন।

মে মাস অতীত হইল। জুন মাসের প্রচণ্ড আতপতাপের সহিত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের জনসাধারণের প্রচণ্ড প্রকৃতি ও গভীর অশান্তভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। যে সকল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে দিল্লীতে না গিয়া, আপনাদের বাসগ্রামে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা যাইবার সময়ে নানারূপ অনিষ্টজনক ও অপ্রকৃত গল্পে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসীদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিতে ক্রটী করে নাই। তাহাদের কল্পনাবলে ইংরেজদিগের কু অভিসন্ধি অথবা তাহাদের রাজত্বের অবসানসম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হওয়াতে বিলুণ্ঠনপ্রিয় দুঃসাহসী লোকে সর্ব্বত্র আত্মক্ষমতাবিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইতেছিল।

উদ্ধত লোকের এইরূপ গভীর উত্তেজনা এবং তন্মূলক অশৃঙ্খলা ও অরাজকতার বিষয় কর্তৃপক্ষের অবিদিত ছিল না। মে মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণর মহোদয় গবর্ণর-জেনেরল বাহাদুরের নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন,—"সমগ্র জনপদ বিশৃঙ্খলভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। উত্তেজিত লোকে নানা স্থান অশান্তিময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। এই বিশ্বাস প্রযুক্ত তাহারা আমাদের কর্ম্ম ছাড়িয়া অপরের অর্থ বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মীরাটের উত্তর দিকের জনপদ নিতান্ত দুঃসাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ লোকের পদানত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল স্থানে অনেক নিরীহপ্রকৃতি ভাল মানুষ আমাদের পক্ষে থাকিলেও, কুচরিত্র ও অসংসাহসী লোকের জন্য শান্তি স্থাপিত হইতেছে না। আলীগড় এবং ইটোয়া নানা অত্যাচারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের অধ্যুষিত স্থানের ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে নিরীহ প্রজালোকে উৎপীড়িত হইয়াছে। যাহাদের মঙ্গলের জন্য আমরা সাতিশয় পরিশ্রম

করিয়াছি, এবং অনেক সময়ে যাহাদের জন্য ভাবিয়াছি, তাহাদের এইরূপ দুরবস্থা, নিরতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তিন মাস পূর্ব্বে, যে সকল জনবহুল ভূখণ্ডের উন্নতি করিয়াছি বলিয়া, আমি গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছি, তৎসমুদয়েরই এই দশা ঘটিয়াছে।” কলবিন্ সাহেবের এই নির্ব্বেদকর কথা পরবর্ত্তী বিবরণে অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী, সেই সকল স্থানে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজনার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সমগ্র প্রধান ষ্টেশনে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার ও অন্যান্য সম্পত্তি-রক্ষার জন্য এতদ্দেশীয় পদাতি সৈন্য নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে নানা স্থান হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক ধনাগারের সিন্দুকগুলি মুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিল। এই অর্থ যে, শেষে অনর্থের মূল হইয়া উঠিবে, ইহা মে মাসের পূর্ব্বে কোন ইংরেজেরই মনে হয় নাই। তাঁহারা স্বদেশীয় ধনাগারের অর্থের ন্যায় এই সকল ধনাগারের অর্থও সুরক্ষিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। কিন্তু মে মাস অতীত হইতে না হইতেই তাঁহাদের ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সিপাহীগণ যখন কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল, কোম্পানির শক্তিনাশ হইয়াছে বলিয়া সাধারণে যখন সিদ্ধান্ত করিল, তখন ইংরেজ স্বকীয় সম্পত্তি রক্ষা করা দূরে থাকুক, আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যাহারা বিশ্বস্তভাবে ধনাগার ও গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষা করিতেছিল, তাহারাই এখন অবিশ্বস্ত হইয়া উহার হরণে বা অপচয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। উদ্ধতপ্রকৃতি লোকে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইতে বিমুখ হইল না। উত্তেজিত সিপাহীগণ যেমন সংহারকার্য্যে ব্যাপৃত হইল, উদ্ধত লোকেও সেইরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলার মঙ্গলময় বিধি বিপর্য্যস্ত করিয়া সমগ্র জনপদ অরাজকভাবে পরিপূর্ণ করিল। মুজঃফর-নগর, সাহারাণপুর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপ্লবের বিকাশ হইল।

মুজঃফরনগর, মীরাটের উত্তরে অবস্থিত। মীরাটের যে ২০ সংখ্যক সিপাহী-দল গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দলেরই কতিপয় সিপাহী মুজঃফরনগরের ধনাগাররক্ষায় নিয়োজিত ছিল। মীরাটের সংবাদে ইহারা

যে, নিশ্চেষ্টভাবে থাকিবে, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলার বিপর্য্যয় ঘটিল না। মীরাটের সংবাদ মুজঃফর-নগরে প্রচারিত হইল। ধনাগাররক্ষকেরা আপনাদের দলভুক্ত সৈনিকদিগের সমুত্থানবার্ত্তা শুনিল। কিন্তু সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তাহারা সহযোগীদিগের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল না। তাহারা তিন দিন পর্য্যন্ত প্রশান্তভাবে রহিল। কিন্তু তাহাদের এইরূপ প্রশান্তভাবেও শান্তি অব্যাহত হইল না। এই সময়ে যাঁহার প্রতি শান্তিরক্ষার ভার ছিল, তিনি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সাহস ও একাগ্রতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মুজঃফরনগরের ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট স্বজাতির অভ্যস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন না। মীরাটের সংবাদ শুনিয়াই, তিনি যাবতীয় কার্য্যালয় বন্ধ করিয়া নগরের প্রান্তভাগে আত্মগোপন করিলেন। যাহারা ধনাগার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা মাজিষ্ট্রেটের দেহরক্ষার নিয়োজিত হইল। বর্‌ফোর্‌ড্‌ সাহেব এইরূপে আপনাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে শান্তিরক্ষকের আত্মগোপনের সহিত সমগ্র স্থানে অশান্তির আবির্ভাব হইল। যাহারা কোন কারণে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কোন বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, অল্পশিক্ষায়, অসৎসংসর্গে, কোন অংশে দুরাচারের প্রশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদের সম্মুখে এখন আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কার্য্যসাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা যখন কোম্পানির আফিসগুলি অবরুদ্ধ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নির্জ্জন জঙ্গলে লুক্কায়িত দেখিল, তখন তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরেজেরা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে। তাহারা এই বিশ্বাসে সাহসী হইয়া, অভীষ্ট কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইল। ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা যখন প্রশান্তভাবে ছিল, তখন এই সকল অস্ত্রধারী উদ্ধত লোকে প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। এদিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগরের প্রান্তবর্ত্তী জঙ্গলে রক্ষকগণে পরিবৃত হইয়াও, ভয়শূন্য হইতে পারিলেন না। তিনি আপনাকে অধিকতর নিরাপদ করিবার জন্য কারাগাররক্ষকদিগকে আহ্বান করিলেন। সুতরাং কারাগার রক্ষকশূন্য হইল। কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করিল। শান্তিরক্ষক ইংরেজ রাজ-পুরুষের কর্ত্তব্যসম্পাদনের চূড়ান্ত হইল। প্রধান রাজপুরুষ যখন নগরের কোলাহলে শশব্যস্ত হইয়া, নগরের প্রান্তবর্ত্তী স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন, সশস্ত্র

রক্ষকগণ যখন তাঁহার আবাসগৃহের চারি দিকে অবস্থিতি করিতেছিল, এইরূপে তিনি যখন সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট বিষয়—জীবনের মমতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইল; গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র বিনষ্ট হইয়া গেল; কারাগার কয়েদীশূন্য হইয়া পড়িল। উদ্ধতলোকে উহার দ্বারজানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। জেলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, কোম্পানির আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে। ফিরিঙ্গীরা প্রাণের দায়ে পলায়ন করিয়াছে। এখন যাহার ক্ষমতা আছে, সে-ই যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পারে। প্রত্যেকেই কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং প্রত্যেকেরই ইচ্ছানুসারে কর্ম্মসাধনে ও অভীষ্ট দ্রব্যগ্রহণে অধিকার জন্মিয়াছে। উত্তেজিত লোকে যখন এইরূপে স্বপ্রধান হইয়া উঠিল, তখন ধনরক্ষক সিপাহীরা নিশ্চেষ্ট থাকিল না। ১৪ই মে ধনাগারের অর্থ অধিকতর নিরাপদ স্থলে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু সিপাহীরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহারা টাকার বাক্স স্থানান্তরিত করিতে না দিয়া আপনারাই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং ঐ অর্থরাশির মধ্যে যে যত পারিল, লইয়া, মোরাদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিল। এইরূপে কোম্পানির ৮৫,০০০ হাজার টাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সিপাহীদিগের হস্তগত হইল। অবশিষ্ট অংশ উত্তেজিত নগরবাসী ও মাজিষ্ট্রেটের ভৃত্যবর্গ অধিকার করিল। কেহই এই অরাজকতার নিবারণে অগ্রসর হইল না। কেহই ৩৫ জন মাত্র সিপাহীর ক্ষমতারোধে ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের দূরীকরণে চেষ্টা করিল না। প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি হইল। প্রত্যেকেই সর্ব্ববিষয়ে শান্তি ও সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইল দেখিয়া, ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

মুজঃফরনগরের অধিবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সাহারাণপুরের অধিবাসীদিগেরও সেইরূপ বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু মুজঃফরনগরে যে দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, সাহারাণপুরে তাহার আবির্ভাব হইল না। এই স্থানের ইংরেজ মাজিষ্ট্রেটের প্রকৃতি মুজঃফরনগরের মাজিষ্ট্রেটের প্রকৃতির অনুরূপ ছিল না। মাজিষ্ট্রেট স্পাঙ্কি সাহেব সজাতির স্বভাবসিদ্ধ গুণগ্রামে বিসর্জ্জন দেন নাই। বর্‌ফোর্‌ড্ সাহেব মীরাটের সংবাদে ভীত হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। স্পাঙ্কি সাহেব মুজঃফর-

নগরের সংবাদ পাইয়াই রক্ষণীয় স্থান দুর্দান্ত পরস্বলোলুপ অধিবাসীদিগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে যত্নশীল হয়েন।

সাহারাণপুর মুজঃফরনগরের উত্তরে এবং মীরাটের ৭০।৮০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার জলপ্রবাহে এই বিভাগের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক বিধৌত হইতেছে। উত্তরে জনবসতিশূন্য পর্ব্বতশ্রেণী থাকাতে, উহা যেমন শৈত্যগুণসম্পন্ন, সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উত্তরপূর্ব্বে শিবালিক পর্ব্বতমালা হিমালয় হইতে জাহ্নবীর নির্গমনস্থল হিন্দুর পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সাহারাণপুর সহর একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তটে অবস্থিত। বর্ণনীয় সময়ে উহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫,০০০ হাজার হইতে ৪০,০০০ হাজার পর্য্যন্ত ছিল। অধিবাসীদিগের অধিকাংশ মুসলমান।* বহু পূর্ব্বে সাহারাণপুর ইংরেজাধিকৃত রাজ্যের সীমান্তবিভাগের একটী প্রধান ষ্টেসন ছিল। এজন্য উহার উত্তরাংশে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে ইংরেজাধিকারের সীমা প্রসারিত হইলে, ঐ দুর্গকে জেলখানা করা হয়। ক্রমে উহার পরিখা শুষ্ক ও প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়। যখন মীরাটে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়, তখন সাহারাণপুরের ৬।৭ জনের অধিক ইউরোপীয় ছিলেন না। ফিরিঙ্গীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। মোরাদাবাদের ২৯ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদলের ৭০।৮০ জন সিপাহী ধনাগার রক্ষা করিতেছিল। এক জন এতদ্দেশীয় আফিসার ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। প্রায় ১০০ জন অস্ত্রধারী রক্ষক জেলখানা ও ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের গৃহে প্রহরীর কর্ম্ম করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত সমগ্র বিভাগে যথোপযুক্ত পুলিশ সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত ছিল।†

মুজঃফরনগরের ন্যায় সাহারাণপুরে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইয়াছিল। ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল বটে, কিন্তু অধিবাসীদিগের মধ্যে শান্তি দেখা যায় নাই। এক শ্রেণীর লোকে আর এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। সবল ও সহায়সম্পন্ন লোকে দুর্ব্বল ও অসহায়ের নিপীড়নে দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে

* *Robertson, District Duties during the revolt in India, p. 11.*

† *Ibid, p.14.*

প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সংক্ষেপে সকলেই সর্ব্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা পদদলিত করিয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনারই কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

এইরূপ অশৃঙ্খলা, এইরূপ অশান্তি, এইরূপ স্বেচ্ছাচারের মধ্যে আর একটী বিষয়ে উদ্ধত লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহেবদিগের কোন ক্ষমতা নাই। যেখানে শ্বেতকায়দিগকে পাওয়া যাইবে, সেই খানেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইবে। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহারা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিমুখ হয় নাই। সাহারাণপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট রবার্টসন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু শান্তপ্রকৃতি পল্লীবাসীদিগের প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা ভাবা যায় নাই। ২০শে মের কয়েক দিন পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল যে, কতিপয় বৃহৎ পল্লীর অধিবাসিগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে।* রবার্টসন্ যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সাহারাণপুরের নিরীহ অধিবাসীদিগের কার্য্যে তদ্বিষয় অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছিল। নগরের দোকানদারেরা আপনাদের দোকান সকল বন্ধ করিয়াছিল, এবং অপরের অজ্ঞাতসারে অর্থাদি মূল্যবান্ পদার্থ মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। যে সকল রাজপথে প্রতিদিন অবিচ্ছেদে জনস্রোত প্রবাহিত হইত, তৎসমুদয় জনসমাগমশূন্য হইয়াছিল। বিপুল বাণিজ্যের ক্রমে বিলোপদশা ঘটিয়াছিল। লোকে আপনাদের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিল। বিচারকের বিধিব্যবস্থা, শান্তিরক্ষকের ক্ষমতা, সমস্তই যেন অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েও সিপাহীদিগের স্বভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে ধনরক্ষা করিতেছিল। ইহাদের অধিনায়কও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। কারাগাররক্ষকেরাও পূর্ব্বের ন্যায় ধীরতাসহকারে আপনাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিল।

কিন্তু এইরূপ অশান্তির সময়ে রাজপুরুষগণ আপনাদের দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্য-

* *Robertson, District duties during the revolt in India, p. 32.*

নিষ্ঠার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৩ই মে মীরাটের সংবাদ সাহারাণপুরে উপস্থিত হয়। তাহার পর দিন দিল্লীর সংবাদ পঁহুছে। সংবাদ পাইয়া, মাজিষ্ট্রেট স্পাঙ্কি সাহেব সহযোগিবর্গের সহিত কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শ অনুসারে মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে মৌসুরীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আত্মবলবৃদ্ধি ও নগররক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে এক গৃহে সমবেত করিবার প্রস্তাব হয়। কেরাণী ও ফিরিঙ্গিগণ প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। শেষে ইহাদের মত পরিবর্ত্তিত হয়। এদিকে রবার্টসন্ সাহেব নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। যে সকল পল্লীতে অধিকতর অশান্ত ও উদ্ধত লোকের বাস ছিল, তিনি সেই সকল পল্লীতে যাইতে ইচ্ছা করেন। এজন্য ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগের সুবাদারের নিকটে কতিপয় সৈনিক পুরুষ প্রার্থনা করা হয়। সুবাদার সামান্য আপত্তি করিয়া শেষে রবার্টসনের সাহায্যার্থে ২০ জন লোক দেন। রবার্টসন্ এই সিপাহী ও পুলিশের লোক লইয়া, উদ্ধত পল্লীবাসীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য যাত্রা করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে অধিকাংশ পল্লীবাসী ইতস্ততঃ পলায়ন করে। এদিকে এক জন ক্ষমতাশালী জমীদার তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েন। রবার্টসনের উদ্যম বিফল হয় নাই। তাঁহার সঙ্গে ৫ সংখ্যক ও ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ছিল। ইহারা শেষে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলেও, * রবার্টসন্ উদ্ধত লোকদিগের শাসনে যথোচিত চেষ্টা করেন।

এদিকে রোহিলখণ্ডবিভাগে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ যেরূপ অশান্ত হইয়াছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আপনাদের অনিষ্টকারী বলিয়া যেরূপ উদ্ধতভাবের পরিচয় দিয়াছিল, এবং আপনাদের প্রাধান্যরক্ষা বা সমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্য যেরূপ দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, রোহিলখণ্ডেও তাহার সূচনা দেখা যাইতেছিল। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা অন্য কোন প্রদেশ কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর চিন্তার

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 300.*

বিষয়ীভূত হইয়া উঠে নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোহিলখণ্ড বিভাগে তেজস্বিতাসম্পন্ন ও স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলমানের বসতি। রোহিলা পাঠানেরা এক সময়ে বীরত্বে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ স্বাধীনভাবে উত্তেজিত হইয়া, সমরক্ষেত্রে বিপক্ষের সমক্ষে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। পূর্ব্বতন গৌরবের কথা এখনও ইহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ম্মক্ষেত্রে যে সাহস, একাগ্রতা ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার উদ্দীপনাময়ী কথা এখনও ইহাদিগকে অসংসাহসিক কার্য্যসাধনে উৎসাহসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছিল। ইহারা বিলুণ্ঠন বা বিধ্বংসব্যাপারে অগ্রসর না হইলেও, সিপাহীদিগকে আপনাদের পক্ষে আনিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে পারিত।

রোহিলখণ্ডের মধ্যে বেরেলী একটী প্রধান স্থান। বেরেলীর ৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে মোরাদাবাদ অবস্থিত। এই স্থানে ২৯ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদল এবং এতদ্দেশীয় গোলন্দাজ দলের কতিপয় সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। অন্যান্য জেলার ন্যায় মোরাদাবাদে জজ, মাজিষ্ট্রেট এবং সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। জজ ক্রাক্রফট্ উইল্সন্ সাহেব দীর্ঘকাল মোরাদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোরাদাবাদের সমুদয় শ্রেণীর লোকের বিষয় তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। মোরাদাবাদের অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ ছিল না। এই শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ কর্ম্মচারী কেবল বিচারকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। শান্তিস্থাপন ও বিপ্লবনিবারণ প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যের সহিত ইঁহার সংস্রব ছিল না। উপস্থিত সময়ে তিনি আপনার ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা অবিলম্বে গ্রাহ্য হইল। ক্রাক্রফ্ট উইল্সন্ এই রূপে বিচারসংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত শান্তিস্থাপন প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতালাভ করিয়া, একাগ্রতা ও ধীরতার সহিত অভীষ্ট কার্য্যসাধনে উদ্যত হইলেন। মীরাটের শোচনীয় সংবাদ ১৬ই মে মোরাদাবাদে পঁহুছিল। সংবাদ পাইয়াই, উইল্সন্ সাহেব সৈনিককর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে সিপাহীদিগের বাসস্থানে গমন করিলেন, এবং তত্রত্য এতদ্দেশীয় আফিসারদিগের সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন যে, তাঁহাদের সহযোগিগণ অযথাকারণে অযথাপথে পদার্পণ করিয়াছে। ঐ সহযোগীদিগের

পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাঁহারা যেন পূর্ব্বেই এ বিষয়ে সাবধান হয়েন। উইল্‌সনের কথায় সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্যসাধনে যত্ন করিতে লাগিল। নগরের বিরক্ত, উত্তেজিত মুসলমানদিগের চেষ্টাতেও আপাততঃ তাহাদের এইরূপ প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় দেখা গেল না। গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী (ইনি হিন্দু; মোকদ্দমার কাগজপত্রের অনুবাদ করা ইঁহার কার্য্য ছিল) উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—নবাব নিসতুল্লা খাঁ পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। মুন্সেফী কর্ম্ম করিয়া, উপস্থিত সময়ে ইনি পেনসন্ পাইতেছিলেন। এই শুক্লকেশ, বর্ষীয়ান পুরুষ মোরাদাবাদের সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বাসঘাতক নবাব নগরবাসীদিগের সমক্ষে বলেন যে, তিনি পূর্ব্বতন নবাববংশীয়ের লোক। এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে মোরাদাবাদের শাসনকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার শাসনে মোরাদাবাদে কোনরূপ অন্যায় বা অশান্তভাব ঘটিবে না। এইরূপ ঘোষণা করিয়া, তিনি সিপাহীদিগকে আপনার পক্ষে আনিবার জন্য তাহাদের মধ্যে রুটী ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেন। সিপাহীরা ধন্যবাদ দিয়া ঐ দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদের আবাসস্থল হইতে যাইতে কহে, নচেৎ তাঁহার যে, মৃত্যুদণ্ড হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করে। বিশ্বাসঘাতক নবাব এইরূপে নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া সমুচিত পুরস্কার লাভ পূর্ব্বক স্বকীয় আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। গভীর নৈরাশ্যে তাঁহার এরূপ বিরক্তি ও মনঃকষ্ট হয় যে, তিনি প্রকাশ্যভাবে গাজী হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। এই স্থানে প্রতিপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁহার যাবতীয় মনঃকষ্টের অবসান হয়।*

মে মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত মোরাদাবাদের সিপাহীগণ বিশ্বস্ত, রাজভক্ত ভৃত্যের ন্যায় প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল। এই সময়ে রোহিলখণ্ড বিভাগের অনেক পথ বিলুণ্ঠনপ্রিয় গুজরগণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত সিপাহীগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোরাদাবাদের ২৯ সংখ্যক সিপাহীদল এই সকল উপদ্রব-

* *Kaye, Sepoy War Vol. III., p. 253, note.*

নিবারণে অমনোযোগী হয় নাই। পরিশেষে তাহাদের সমক্ষে উৎকট পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। এই পরীক্ষায় তাহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ দিয়াছিল, তাহা ক্রমে লিখিত হইতেছে।

১৮ই মে সন্ধ্যাকালে মোরাদাবাদের কর্তৃপক্ষ সংবাদ পাইলেন যে, ২০ সংখ্যক দলের সিপাহীরা বিলুণ্ঠিত অর্থাদি লইয়া নগরের পাঁচ মাইল দূরে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়াছে। এই দল মীরাটে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। মুজঃফরনগরে এই দলের সৈনিকেরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এই বিপক্ষ সৈনিকদিগের উপস্থিতিসংবাদে মোরাদাবাদের কর্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। দুই জন সাহসী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আফিসার ৩০ জন অশ্বারোহী এবং কতিপয় পদাতি লইয়া, রাত্রি ১১টার সময় পূর্ব্বোক্ত সিপাহী-দিগের আশ্রয়স্থলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উইল্‌সন্ প্রভৃতি রাজপুরুষেরা ইহাদের সঙ্গী হইলেন। চারি দিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। এই অন্ধকারময় নিশীথে আফিসারদ্বয় নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, সওয়ারদিগকে বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্য যথাস্থলে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পদাতিদিগকে লইয়া, বিপক্ষের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষ সিপাহীগণ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিল। ইংরেজপক্ষের সৈনিকেরা শিবিরের শান্ত্রীদিগকে হস্তগত করিল। এদিকে গোলযোগে সিপাহীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সিপাহীগণ অসময়ে অতর্কিতভাবে আপনাদিগকে আক্রান্ত দেখিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। এরূপ ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল যে, আগ্নেয় অস্ত্রের অগ্নিস্ফুরণে কোনরূপে আত্মপর নির্দ্ধারণ করা যাইত। অন্ধকারের সাহায্যে বিপক্ষ সিপাহীদিগের অধিকাংশ আত্মগোপনে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু তাহাদের সমস্ত অস্ত্র, বাহন ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। এক জন সওয়ারের গুলিতে বিপক্ষদলের একটী সৈনিক দেহত্যাগ করিল। এদিকে বিপক্ষদিগের ৮,০০০ হাজার টাকা অধিকৃত এবং ৮।১০ জন সৈনিকপুরুষ বন্দী হইল।

এই অভিযানের সময়ে ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা কর্ত্তব্যবিমুখ হয় নাই। তাহারা এ পর্য্যন্ত বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কার্য্য করিতেছিল। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এ সময়ে তাহাদের বিশ্বস্তা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট

হয় নাই। তাহারা হৃদয়ের সহিত আপনাদের কর্ত্তব্যপালন করে নাই। কিন্তু এ সময়ে যে সকল আফিসার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন নাই। ঘোরতর অন্ধকারপ্রযুক্ত সিপাহীগণ বিপক্ষদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে নাই। বিপক্ষেরা এই অন্ধকারের সাহায্যে অনায়াসে পলায়ন করিয়াছিল।

২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগকে এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিতে দেখিলেও ২০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ তাহাদিগকে আপনাদের প্রতি অবিশ্বস্ত ভাবে নাই। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ২৯ সংখ্যক দলের লোক তাহাদের ন্যায় আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাদের কেহ কেহ পর দিন প্রাতঃকালে সহসা মোরাদাবাদের সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সময়েও ২৯ সংখ্যক দলের সৈনিকগণ নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এই দলের এক জন শিখ সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে আগন্তুক সৈনিকদিগের এক জন হত ও অবশিষ্ট বন্দী হয়। বন্দিগণ কারাগারে অবরুদ্ধ থাকে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বিপদের শান্তি হইল না। এইরূপ সাবধানতাতেও উহা নিরাকৃত না হইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে অধিকতর বিব্রত করিয়া তুলিল। নিহত ব্যক্তির এক জন নিকট আত্মীয় ২৯ সংখ্যক দলে ছিল। দলের মধ্যে এই ব্যক্তির কিয়দংশে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। এই ব্যক্তি যখন জানিতে পারিল যে, তাহার আত্মীয় নিহত হইয়াছে; তখনই সে আপন দলের অপেক্ষাকৃত উদ্ধত ও অশান্ত-প্রকৃতি লোকদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া তুলে, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কারাগারের অভিমুখে গমন করে। ২০ সংখ্যক দলের কতিপয় বন্দীর সহিত ৬০০ শত কয়েদী মুক্তিলাভ করে।

বিচারপতি উইল্‌সন্ এই সংবাদ পাইয়াই অশ্বারোহণে কারাগারের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। বিমুক্ত কয়েদিগণ উল্লাসে উৎফুল্ল এবং উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চারি দিকে ধাবমান হইয়াছিল। এইরূপ দুরন্ত ও উত্তেজিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া তাদৃশ নিরাপদ বোধ হয় নাই। মোরাদাবাদের ১৮ মাইল পূর্ব্বে রামপুররাজ্য অবস্থিত। রামপুরের নবাবের কতকগুলি সওয়ার এই সময়ে মোরাদাবাদের নিকটে অবস্থিতি

করিতেছিল। উইল্‌সন্ সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া, ইহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সওয়ারেরা তাঁহার প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইল না। যাহা হউক, ২৯ সংখ্যক দলের কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে বিপক্ষতা-চরণ করিলেও এ পর্য্যন্ত সমগ্র দল তাহাদের অনুবর্ত্তী হয় নাই। ইহারা এখনও কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিতেছিল, এখনও ইহাদের বিশ্বস্তভাবে কর্ত্তৃপক্ষ আপনাদিগকে সহায়সম্পন্ন ও নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেছিলেন। ইহাদের কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া, এক জন ইউরোপীয় অধিনায়ক পলাতক কয়েদাদিগের অনুসরণ করিলেন। এদিকে উইল্‌সন্ সাহেবও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি আর এক দল লইয়া ঐ কার্য্যসাধনে উদ্যত হইলেন। ইহাদের উদ্যম অনেকাংশে সফল হইল। দেড় শত কয়েদী অবরুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কারাগারে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় স্থাপিত হইল। বিচারপতি উইল্‌সন্ এক ঘণ্টা পরে নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে নগর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি যেমন স্তব্ধীভূত হয়, মোরাদাবাদও যেন সেইরূপ নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। উহার দোকান সকল অবরুদ্ধ, পথসমূহ জনশূন্য, এবং পল্লী সমুদয় যেন লোকসম্পর্কশূন্য হইয়াছিল। অধিবাসিগণ নানাপ্রকার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর কি ঘটিবে কেবল ইহাই লোকে ভাবিতেছিল। যাহারা শান্তির প্রত্যাশী ছিল, তাহারা যেমন ভবিষ্যতের বিভীষিকার কল্পনা করিয়া বিচলিত হইয়াছিল, যাহারা অশান্তির উৎপাদন করিয়া, আপনাদের অসংগত ভোগলালসার তৃপ্তিসাধনের জন্য অপরের সম্পত্তিহরণের চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের নিমিত্ত ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য স্থানের ন্যায় সৈনিকনিবাসে গভীর আশঙ্কার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। কেহই সেদিন খাদ্য সামগ্রীর আহরণ বা রন্ধনের আয়োজন করে নাই এবং কেহই এক মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্তভাবে থাকে নাই। গভীর বিষাদ ও সন্ত্রাসের চিহ্ন যেন সকলের মুখেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। উইলসন্ সাহেব এই অশান্তি-ময়—এই সন্ত্রাসজনিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে উদাসীন রহিলেন না। তিনি প্রথমে প্রধান প্রধান নগরবাসীকে শান্তিরক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে কহিলেন। অনন্তর ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি

অশ্বারোহণে সৈনিকনিবাসে গমন করিলেন। সিপাহীদিগকে শান্তভাবে সদুপদেশ দিলেন। গোলন্দাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। তাহাদের সমক্ষেও আপনার দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিলেন। এই সৈনিকেরাই অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। মারাত্মক কার্য্যসাধনের জন্য ইহারা আপনাদের কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু উইল্‌সনের নির্ভীকতায় ইহারা আপনাদের অনিষ্টকর উদ্যমে নিশ্চেষ্ট হইল। উইল্‌সন্ অতঃপর সিপাহী-দিগের অমূলক আশঙ্কার নিরাকরণ এবং তাহাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত-ভাব প্রদর্শনের জন্য টোটা বিতরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। তাহারা এই আদেশানুসারে অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইল। উইল্‌সন্ তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যথোচিত ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিলেন। যাহারা দীর্ঘকাল কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যসাধনে বিশ্বস্তা দেখাইয়াছে, কতিপয় উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল বালকের ব্যবহারে তাহাদের যেন সেই বিশ্বস্ততা কলঙ্কিত, সেই সদাচার ও প্রভুভক্তি দূরীভূত এবং তাহাদের পলিত কেশ ও শ্বেত শ্মশ্রুর সম্মান যেন সেই সকল অজাতশ্মশ্রুর সমক্ষে অধঃকৃত না হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তাহারা যদি ভবিষ্যতের জন্য রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের যাবতীয় অপরাধের মার্জ্জনা করিতে গবর্ণর-জেনেরল বাহাদুরকে অনুরোধ করা হইবে, তদ্বিষয়েও প্রতিশ্রুত হইলেন। উইল্‌সন্ সাহেবের কথায় এতদ্দেশীয় আফিসারগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করিয়া প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য শপথ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। উইলসন্ সাহেব তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে সম্মত হইলেন। আফিসারগণ আর কোন বিষয়ে সন্দিহান হইলেন না। উভয় পক্ষই উভয়ের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইবার নিমিত্ত শপথ করিলেন। কিয়ৎকালের জন্য পরস্পরের মধ্যে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইল। মোরাদা-বাদে আবার প্রশান্তভাব পরিস্ফুট, সন্ত্রাস দূরীকৃত এবং বিশৃঙ্খলতা নিরাকৃত হইল। দোকানের দ্বার উন্মুক্ত হইল। রাজপথ জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল। অধিবাসিগণ প্রফুল্লভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ইউ-রোপীয় কুলাঙ্গনাগণ আপনাদের নির্জ্জন আশ্রয়স্থল হইতে বহির্গত হইলেন।

প্রত্যেকের মন হইতে যেন কোন একটী দুর্ব্বহ ভার অপসারিত হইল, এবং প্রত্যেকেই যেন উহাতে অনির্ব্বচনীয় সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে মোরাদাবাদ বিভাগে গোলযোগের সূত্রপাত হইল। তুষানল এক দিকে আবির্ভূত হইলে, ক্রমে অলক্ষ্যভাবে সমস্ত দিকে উহা পরিব্যাপ্ত হয়, এক এক সময়ে জ্বালাময়ী শিখায় উহার সংহারিণী শক্তিরও পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। লোকসমাজের এক দিকে কোন বিষয়ে কার্য্যতৎপরতার শক্তি সঞ্চারিত হইলে, উহার সংঘাতে ক্রমে সমগ্র সমাজ আলোড়িত হইয়া উঠে। এই সময়ে একে অপরের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হয়। এক জনের কার্য্যপ্রণালী অন্য জনের কার্য্যপ্রণালীর সহিত একসূত্রে গ্রথিত হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট বিষয় যেমন সমাজের উৎকর্ষসাধক হয়, অপকৃষ্ট বিষয়ও সেইরূপ সমাজের অশৃঙ্খলাদ্যোতক ও অপকর্ষসাধক হইয়া উঠে। উপস্থিত সময়ে নিত্যসন্দিগ্ধ ও কৌতূহলপরতন্ত্র সিপাহীগণ যে কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে লোকসমাজ যেরূপ অশান্তিময়, রাজ্যশাসনতন্ত্রও সেইরূপ বিশৃঙ্খল হয়। এই অশান্তি ও শৃঙ্খলাহানি, সমাজের অন্য শ্রেণীর চিরপোষিত বাসনাসিদ্ধির সহায় হইয়া উঠে। যাহারা পরস্বলোলুপ ছিল, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা যাহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহারা স্বপ্রধানভাবে আত্মপ্রাধান্যের বিস্তারে উদ্‌যোগী ছিল, তাহারা এই সুযোগ সহজে পরিত্যাগ করে নাই। এক দলকে চিরন্তন শৃঙ্খলার মূলদেশ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া, তাহারা আপনাদের অভীষ্টসাধনে অগ্রসর হয়, এবং আপনাদের অভ্যস্ত, মারাত্মক কার্য্যে সমগ্র প্রদেশে সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলার চিহ্ন বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

মোরাদাবাদ বিভাগে এইরূপ দৃশ্য অপ্রকাশিত থাকে নাই। বিলুণ্ঠন-প্রিয় গুজরের দল চারি দিকে উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছিল। ২০শে মে ৮০ জন গুজর অবরুদ্ধ হয়। ইহার পর দিন উইল্‌সন্ সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, একজন মৌলবী রামপুরের কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল মুসলমানকে দলবদ্ধ করিয়াছে। ইহারা নীলবর্ণের পতাকা উড়াইয়া নগরলুণ্ঠনের জন্য আসিতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র উইল্‌সন্ সাহেব কতিপয় সিপাহী সওয়ারকে সঙ্গে লইয়া ইহাদের গতিরোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি সৈনিকদিগের সহিত বেরিলীর ঘাটে রামগঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, মুসলমানদিগের গতিরোধ করিলেন।

এক জন দারোগার অসির আঘাতে মুসলমানদলের অধিনায়ক মৌলবী দেহত্যাগ করিল। তাহার কতিপয় প্রধান অনুচর অবরুদ্ধ হইল। অপর সকলে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। এই কার্য্যেও ২৯ সংখ্যক সিপাহীগণ বিশ্বস্তভাব হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যতৎপরতা এবং পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম ও মনোযোগের সহিত অধিনায়কের আদেশ পালন করে।

ইহার দুই দিন পরে ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীগণের সমক্ষে আর একটী গুরুতর বিষয় উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে ইহাদের রাজভক্তি এবং বিশ্বস্ততা প্রমাণ করিবার সুযোগ ঘটে। যে সকল সৈনিক অভিযানের পথ প্রস্তুত করে, দুর্গনির্ম্মাণ বা শিবিরসন্নিবেশ কার্য্যে নিয়োজিত থাকে। তাহাদের দুই দল মীরাটের সংবাদে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ইহারা রুড়কী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া মোরাদাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সংবাদ ২০শে মে মোরাদাবাদে পঁহুছে। অবিলম্বে দুই দল সিপাহী এবং ৬০ জন সওয়ার প্রস্তুত হইতে আদিষ্ট হয়। কাপ্তেন হুইস্ ইহাদের পরিচালক হয়েন। তিনি ঐ সৈনিকদল ও দুইটী কামান লইয়া, বিপক্ষদিগের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে না হইতে তদীয় অভিযানের সংবাদ বিপক্ষদিগের মধ্যে প্রচারিত হয়। বিপক্ষগণ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তেরাই অভিমুখে প্রস্থান করে। কিন্তু এদিকে স্থানীয় রাজপুরুষ কতিপয় সওয়ার লইয়া, ইহাদের গতিরোধ করেন। ইহার মধ্যে কাপ্তেন হুইসের সৈনিকদল উপস্থিত হয়। বিপক্ষগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। তাহারা যাবতীয় দ্রব্যাদি হইতে বিচ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হয়। অনেকে বেরিলীর দিকে পলায়ন করে।

এই ঘটনার পর মোরাদাবাদের সৈনিকনিবাসে আপাততঃ কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিলেন যে, ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীগণের রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কালক্রমে ঘটনাচক্র অন্যদিকে আবর্ত্তিত হইল। মোরাদাবাদবিভাগে উদ্ধতপ্রকৃতি লোকের বসতি ছিল। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া পরস্বহরণের জন্য চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোরাদাবাদের সিপাহীগণ ইহাদের দৌরাত্ম্যনিবারণে উদাসীন থাকে নাই। কিন্তু যখন কোন গুরুতর অনিষ্টকর সংবাদ প্রচারিত হয়, তখন অদূরদর্শী, কৌতূহলপর,

লোকের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। যাহারা অধিকতর কল্পনাপ্রিয়, তাহারা উহা রঞ্জিত করিয়া, অপরকে অধিকতর ব্যাকুল করিয়া তুলে। দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে ইহারা আপনাদের মানসপটে সর্ব্বনাশের ভীষণ দৃশ্য অঙ্কিত করিতে থাকে। ধর্ম্ম, জাতি ও সম্মাননাশের আশঙ্কা অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় লোকের অধিকতর উদ্বেগের বিষয় আর কিছুই নাই। ইহারা আপনাদের ধর্ম্ম, এবং আপনাদের জাতি ও সম্মান রক্ষা করিতে আত্মবিসর্জ্জনেও বিমুখ হয় না। মোরাদাবাদে যখন ধর্ম্ম ও জাতিনাশের জনরব উঠিল, তখন লোকে স্থির থাকিতে পারিল না। প্রত্যেকেই আপনাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং জাতিগত সম্মানের বিলোপ হইবে ভাবিয়া, একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে আপনার আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে এই সর্ব্বনাশের কথা অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। কোম্পানির মুলুকে চিরাচরিত ধর্ম্ম ও চিরন্তন জাতীয় গৌরব বিলুপ্ত হইবে, ইহা যেন লোকের হৃদয়ে তাড়িত-বেগে প্রবেশ করিল। যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ও সন্দিগ্ধ ছিল, তাহারা এই কথায় মোরাদাবাদের সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে বিমুখ হইল না। ২৯সংখ্যক দলের সিপাহীগণ এই আতঙ্কজনক কথায় বিচলিত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর পরস্পরকে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বেরেলীর সংবাদ কি ?

ক্রমে বৈশাখ মাস সমাগত হইল। বৈশাখের আতপতাপের সহিত মোরাদা-বাদের ইয়ুরোপীয়দিগের উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেরেলী রোহিলখণ্ডবিভাগের সদর স্থান ; সুতরাং উহার উপর অন্যান্য স্থানের শান্তি নির্ভর করিতেছিল। মোরাদাবাদের কর্ত্তৃপক্ষ বেরেলীর সংবাদ জানিতে নিরতি-শয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বেরেলী যদি শান্তিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা মোরাদাবাদে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, কিন্তু বেরেলীতে যদি উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়, তত্রত্য লোকে যদি উন্মত্তভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করে, তাহা হইলে মোরাদা-বাদও শান্তি ও শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হইয়া, সেই ঘোরতর তরঙ্গাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এইরূপ বিশ্বাস প্রযুক্ত তাঁহারা বেরেলীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের উদ্বেগ দূরীভূত হইল না ; প্রশান্তভাব স্থায়ী হইল

না; আশঙ্কা ও আতঙ্ক অপসারিত হইল না। ১লা জুন সহসা বেরেলীর ডাক বন্ধ হইল। সেই দিন প্রাতঃকালে বেরেলী হইতে কোন চিঠি পত্র মোরাদাবাদে পঁহুছিল না। মোরাদাবাদের সৈনিকনিবাসে এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ে জনরব উঠিল যে, বেরেলীর সিপাহীগণ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর রামপুরের নবাবের প্রেরিত এক জন দূত বেরেলীর সংবাদ লইয়া মোরাদাবাদে উপস্থিত হইল। এই দূতের আগমনে উইল্‌সন্ সাহেব জাগরিত হইলেন। দূত সুপ্তোত্থিত বিচারককে কহিল যে, বেরেলীর সিপাহী-গণ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। ইয়ুরোপীয়দিগের অনেকে নিহত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আপনাদিগের এরূপ স্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। উইল্‌সন্ গম্ভীরভাবে দূতের কথা শুনিলেন। নিদ্রা আর তাঁহার শান্তিসুখবিধানে সমর্থ হইল না। তিনি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইলেও প্রশান্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অবিলম্বে মোরাদাবাদের সৈনিকদলের অধিনায়কের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ২রা জুন উষাকালে ইয়ুরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় আফিসারগণ সমবেত হইলেন। উইল্‌সন্ সাহেব বেরেলীর যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা সরলভাবে তাঁহাদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এখন পতাকা, কামান ও ধনাগারের অর্থ লইয়া মীরাটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এতদ্দেশীয় আফিসারেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু সৈনিকনিবাসের সিপাহীরা ইহার বিরোধী হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল যে, মীরাটে গেলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাদিগকে হয় ত ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে, অথবা কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং মোরাদাবাদ পরিত্যাগ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না।

পর দিন প্রাতঃকালে সিপাহীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা সর্ব্বপ্রথম ধনাগার হাতে রাখিতে চেষ্টা করিল। কর্ত্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না দেখিয়া, টাকার থলিয়া, গোলাগুলি লইয়া যাইবার গাড়িতে উঠাইয়া, উহা ধনাগাররক্ষকদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। উইল্‌সন্ সাহেব যখন ধনাগারে গিয়া টাকার থলিয়া বাহির করিতে লাগিলেন, তখন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সণ্ডার্স্ সাহেব গোপনে ষ্ট্যাম্প কাগজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বসমেত পঁচাত্তর হাজার টাকা ধনাগার হইতে বাহির করিয়া

সিপাহীদিগকে দেওয়া হইল। সংখ্যার এইরূপ অল্পতায় সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর নৈরাশ্যের সহিত নিরতিশয় উত্তেজনা ও বিরক্তির সঞ্চার হইল। উত্তেজনা ও বিরক্তির আবেগে তাহারা খাজাঞ্চিকে ধরিয়া কামানের নিকটে লইয়া গিয়া কহিল যে, যদি অবশিষ্ট অর্থ কোথায় আছে, বলিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অবিলম্বে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কাপ্তেন ফাডিনামক একজন সৈনিক পুরুষ এই বিপত্তিকালে অগ্রসর হইয়া খাজাঞ্চির উদ্ধার করিলেন। জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সময়ে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, চারি জন অল্পবয়স্ক সিপাহী ইহার মধ্যে তাঁহাদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুবাদার ভবানীসিংহ এবং হাবিলদার বলদেব সিংহ এই সময়ে তাহাদিগকে কঠোর ভাষায় কহিলেন যে, তাহারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ইংরেজদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না, এখন সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় ভুলিয়া ইংরেজদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইতেছে। এই কথায় সিপাহীরা আপনাদের বন্দুক নামাইল। উইল্‌সন্ ও সণ্ডার্স্ সাহেব অক্ষতশরীরে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ইউরোপীয় সিবিল কর্ম্মচারিগণ মোরাদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মীরাটে যাত্রা করিলেন। সৈনিকদলের আফিসারগণ সপরিবারে নৈনীতালে গেলেন, যেহেতু নৈনীতাল মীরাট অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং উহার পথও অধিকতর নিরাপদ ছিল। দেওয়ানি ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণ স্থানান্তরে গিয়া আত্মরক্ষার উপায় করিলেন বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারিগণ এই ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইল না। ইহারা ভাবিয়াছিল যে, খাস ইউরোপীয়গণ যেরূপ উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণের বিষয়ীভূত হইবে, তাহারা সেরূপ হইবে না। সিপাহীগণ ফিরিঙ্গীবোধে তাহাদের বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাহারা অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের ন্যায় পলায়ন করিলে ভাল হইত। কিন্তু ইহা না করিয়া, তাহারা আপনাদের সর্ব্বনাশের পথ করিয়া দিল। কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিল; কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্মপরিগ্রহ করিয়া বন্দিভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হইল। বোধ হয়, ইহারা দিল্লীতে এই অবস্থায় নিহত হইয়াছিল।

বেরেলী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেরেলী রোহিলখণ্ডের প্রধান সহর। উহা যেমন দেওয়ানিবিভাগের সদর স্থান, সেইরূপ সৈনিকবিভাগেরও সদর স্থান। বাণিজ্য ও অপরাপর বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য, এই স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক অবস্থিতি করে। রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বতন ঘটনাবলীর বিষয় ভাবিলে, উহার রাজধানীর অধিবাসীদিগের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম হয়। মোগল-রাজত্বের অধঃপতনকালে রোহিলখণ্ড যুদ্ধপ্রিয় আফ্‌গানদিগের অধিকৃত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হাফেজ রহমতের অধীনে পাঠান রোহিলারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে থাকে। অযোধ্যার নবাবের চক্রান্তে এবং ইংরেজদিগের সৈনিকবলে কিরূপে এই সুগঠিত, সুশ্রী, স্বাধীনতাপ্রিয় আফ্‌গানদিগের অধঃপতন হয়, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। ১৭৭৪ অব্দের এপ্রেল মাসে কাত্রার যুদ্ধে হাফেজ রহমত নিহত হয়েন। ইহার পর লর্ড লেকের সহিত যুদ্ধে রোহিলখণ্ড ইংরেজের পদানত হয়, এবং উহা ইংরেজাধিকৃত উত্তরপশ্চিম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠে। রোহিলা আফ্‌গানদিগের এই বীরোচিত ভাব এখনও বেরেলীর অধিবাসিগণের মধ্যে পরিস্ফুট হইতেছিল। ১৮১৬ অব্দে যখন রোহিলারা করভারে নিপীড়িত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়, তখন ইহাদিগকে দমন করিতে গবর্ণমেণ্টকে সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বেরেলীর অধিবাসীদিগের অধিকাংশ এইরূপ বীরোচিত ভাবের পরিচয়স্থল ছিল। বেরেলীর ব্যবসায়িগণ প্রধানতঃ হিন্দু হইলেও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প ছিল না। ইহাদের স্থূলোন্নত কলেবর দেখিলে, ইহাদিগকে পূর্ব্বতন সমরকুশল বীরবংশীয়দিগের অনুরূপ সন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইত।

উপস্থিত সময়ে বেরেলীতে কোন ইউরোপীয় সৈনিকদল ছিল না। এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের মধ্যে ১৮ ও ৬৮ সংখ্যক পদাতিদল, ৮ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদল এবং এক দল গোলন্দাজ সৈন্য বেরেলীতে ছিল। ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড্ সমগ্র সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কমিশনর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কার্য্যবিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্য্যপ্রসঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্ব্বসমেত প্রায় ১০০ শত খৃষ্টান বেরেলীর বিদেশীয়

প্রবাসীদিগের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় কুলমহিলা এবং বালক-বালিকা তাহাদের অভিভাবকবর্গের সহিত বেরেলীতে ছিল।

মে মাসে যখন মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ প্রথমে বেরেলীতে উপস্থিত হয়, তখন তত্রত্য সৈনিকদলের ব্যবহার তাদৃশ অসন্তোষজনক বোধ হয় নাই। অশ্বারোহিগণ বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইতেছিল। কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাদের করধৃত তরবারির ন্যায় ইহাদের প্রভুভক্তিও দৃঢ়তর রহিয়াছে। এই দলের মধ্যে রোহিলখণ্ড ও দিল্লীর পাঠানেরাই অধিক ছিল। তথাপি মে মাসে ইহাদের প্রশান্তভাবের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই। ক্রমে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। নানারূপ বাজারগল্প ক্রমে চারি দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী লোকের কল্পনায় যাহার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা এ সময়ে প্রকাশিত হইয়া, সন্দিগ্ধ লোকের হৃদয় নানারূপ বিভীষিকায় অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। সিপাহীদিগের এইরূপ অস্থিরতা দর্শনে ইংরেজ সেনাপতিও অস্থির হইয়া উঠিলেন। ২১শে মে সিপাহী-গণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। সেনাপতি তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিবার জন্য নানা উপদেশ দিলেন। সেনাপতির উপদেশে সিপাহীগণ সন্তুষ্ট হইল, এবং সেনাপতিকে প্রকাশ্যভাবে কহিল যে, অদ্য হইতে তাহারা যেন নবজীবন লাভ করিল। ৮ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলই এই ভাব প্রকাশ করে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট ইহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করিবার আদেশ দেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ ২০।২৫ জন নূতন লোক এই দলে প্রবিষ্ট হয়। কর্তৃপক্ষ ইহাদের সাজসজ্জা এবং ঘোড়ার জন্য টাকা দেন। সেনাপতি সিপাহীদিগের এইরূপ সন্তোষ ও প্রশান্তভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে প্রকাশ্যভাবে সিপাহীদিগের প্রতি বিশ্বস্তভাব প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর ব্রিগেডিয়ারের নিকটে লিখিলেন—লোকের হৃদয় উত্তেজিত হওয়া অবধি এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহাতে সিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা ও সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে লেফ্‌টে-নেণ্ট-গবর্ণরের পূর্ব্বতন বিশ্বাস বিচলিত হইতে পারে। এই লিপি ৩০শে মে লিখিত হয়। কিন্তু ইহা বেরেলীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে তত্রত্য সৈনিকদল গবর্ণ-মেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠে, এবং ইউরোপীয়দিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

যে দিন সিপাহীদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হয়, সৈন্যাধ্যক্ষ যে দিন সিপাহীদিগকে অমূলক আশঙ্কায় অধীর হইতে নিষেধ করেন, তাহার পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত সৈনিকনিবাসে কোনরূপ গোলযোগের নিদর্শন লক্ষিত হইল না। সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কার্য্য করিতে লাগিল। সৈনিকনিবাসে, বাজারে, লোকালয়ে প্রশান্তভাব বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ শান্তি দীর্ঘকাল থাকিল না। তুষানল অপরের অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে গতি বিস্তার করিতেছিল। কিছুতেই উহার গতি অবরুদ্ধ হইল না। ২৯শে মে এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের আফিসারেরা বেরেলীর অন্যতম সেনানায়ক কর্ণেল ট্রুপ্‌কে জানাইলেন যে, তাহারা যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন ১৮ ও ৬৮ সংখ্যক পদাতিদলের লোককে শপথ করিয়া, বলিতে শুনিয়াছেন যে, তাহারা অদ্য দ্বিপ্রহরের সময়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবে। কর্ণেল ট্রুপ্ এই কথা শুনিবামাত্র কাপ্তেন মেকেঞ্জির নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। অবিলম্বে তাঁহার অধীনে অশ্বারোহিদল সজ্জিত ও সুব্যবস্থিত হইয়া, ঘোরতর বিপত্তির সময়ে ইউরোপীয়দিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে কৃতনিশ্চয় হইল।*

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠের মার্ত্তণ্ড গগনের মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া অধিকতর প্রচণ্ডভাবের পরিচয় দিতে লাগিল। আতপতাপের সহিত ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কাও বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু সেদিন কোন গোলযোগ ঘটিল না। মার্ত্তণ্ড ক্রমে আপনার প্রখর রশ্মিজাল সংযত করিল। ইউরোপীয়দিগের মানসপট হইতে বিভীষিকার করাল দৃশ্যও ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। কিন্তু বেরেলীর সিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইলেও ঘটনান্তরে অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। ফিরোজপুরের উত্তেজিত সিপাহীরা দলে দলে বেরেলীতে উপস্থিত হইয়া, নানারূপ কথায় লোকের হৃদয় অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিল। বেরেলীর সিপাহীগণ যখন ইহাদের মুখে শুনিল যে, অশ্বারোহী, পদাতি, গোলন্দাজে বহুসংখ্যক

* কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ৩১শে মে বেলা ১১টার সময় এই ঘটনা হয়। অশ্বারোহিদলের এক জন হিন্দু রেসেলাদার এই বিষয় উক্ত দলের অধিনায়ক কাপ্তেন মেকেঞ্জির গোচর করেন।—*Malleson, Indian Mutiny Vol. I. p. 311.*

ইউরোপীয় সৈন্য, সিপাহীদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য অদূরে সজ্জিত রহিয়াছে, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। এই জনরবে বেরেলীর সৈনিকনিবাস যেন কোন অপরিদৃষ্ট আকস্মিক শক্তিতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সকলেই শশব্যস্ত হইয়া মনঃকল্পিত দশাবিপর্য্যয় হইতে আপনাদের উদ্ধারসাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সকলেই ইউরোপীয়দিগকে আপনাদের পরম অনিষ্টকারী মনে করিয়া, তাহাদের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সিপাহী-দলের এইরূপ অস্থিরতায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালাতে গভীর দুশ্চিন্তার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাসের পাত্র ছিল। বেরেলীর সেনানায়ক ভাবিয়াছিলেন যে, বিপদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা অশ্বা-রোহীদিগের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ক্রমে আশা অন্তর্হিতপ্রায় হইল। একটী মুসলমান ভদ্রলোক এই সময়ে কমিশনার আলেক্‌জাণ্ডার সাহেবকে কহিলেন যে, সিপাহীরা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধা-চরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। অতএব এখন তাঁহাদের প্রাণরক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত। ইউরোপীয় অধিনায়কগণ ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ পদাতিদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলেও, উদাসীনভাবে থাকিবে। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, যখন পদাতিগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিবে, তখন তাঁহারা অশ্বারোহীদিগের আবাসস্থলে উপস্থিত হইবেন।

৩০শে মে বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ৩১শে মে রবিবার প্রশান্তভাবে সমাগত হইল। উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধের অবসানে অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই তারিখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমগ্র সিপাহীদল এক সময়ে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এইরূপ সর্ব্ববিধ্বংসের সাক্ষীভূত দিনের প্রাতঃকালে কোনরূপ অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইল না। প্রধান অধিনায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈনিক-গণ কোম্পানির প্রবর্ত্তিত শাসনশৃঙ্খলার বিপর্য্যয়সাধনে বা কোম্পানির অধি-কারস্থ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের জীবননাশে উদ্যত হইবে না। এইরূপ আত্ম-প্রত্যয়প্রযুক্ত তাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩১শে মে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস অবিচলিতভাবে রহিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভয় একবারে দূর হইল না। বেলা ১১টার সময়ে সহসা

গোলন্দাজ সৈনিকনিবাসের দিকে কামানের শব্দ হইল। ইউরোপীয়গণ এইরূপ আকস্মিক শব্দে চমকিত হইলেন। এই শব্দ দ্বারা যে, সিপাহীদিগকে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইবার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। ইউরোপীয়দিগের অনেকে আশঙ্কায় আত্ম-হারা হইলেন। যাঁহারা আত্মপ্রত্যয়প্রযুক্ত মানসপটে প্রশান্তভাবের সম্মোহন দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছিলেন, তাঁহারা সহসা এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার আবির্ভাবে যেরূপ বিস্মিত ও স্তম্ভিত, সেইরূপ শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। তোপ হইবার পূর্ব্বে অনেক সাহেব উপস্থিত বিপদ বুঝিয়া অশ্বারোহীদিগের ছাউনির পশ্চাৎ কোন এক আম্রবাগানে গিয়া সমবেত হন। অশ্বারোহিদল ইহাদের নিকটেই থাকে। এদিকে দেখিতে দেখিতে ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। ৬৮ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত বাঙ্গালার দিকে গুলি চালাইবার জন্য ছুটিয়া গেল। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপে বাঙ্গালার চালগুলি নিরতিশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং অগ্নিসংযোগ হইবামাত্র উহা মুহূর্ত্তমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। এদিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রজ্বলিত পাবকের গতিবিস্তারের সহায় হইল। ধূমস্তূপের সঙ্গে সঙ্গে করাল অনলশিখার প্রভাবে গৃহগুলি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। উত্তেজিত সিপাহীরা অতঃপর ইউরোপীয়দিগের জীবন-নাশে অগ্রসর হইল। যে সকল শ্বেতকায় তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, তাহারা বিচারবিতর্ক না করিয়াই, তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড্ সিপাহীদিগের সমুত্থানসূচক তোপধ্বনি শুনিয়াই, অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অশ্বারোহী সৈনিকদিগের আবাসগৃহের অভিমুখে যাইতে-ছিলেন। দুই জন অশ্বারূঢ় আরদালি তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। ইহার মধ্যে কতিপয় সিপাহী তাঁহাকে দেখিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে গুলি নিক্ষেপ করিল। ব্রিগেডিয়ার আহত হইয়াও অশ্বারোহী সৈনিকদিগের আবাসস্থলে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বকীয় অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইবা মাত্র বর্ষীয়ান্ সেনাপতি গতাসু ও অশ্ব হইতে ভূপাতিত হইলেন।

ব্রিগেডিয়ার দেহ ত্যাগ করিলে, কর্ণেল টুপ সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এ পর্য্যন্ত কেবল ৬৮ সংখ্যক পদাতিদল এবং গোলন্দাজ সৈনিকেরা প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপরাপর সৈনিকদল, কি করিতে

হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। তাহারা যখন দেখিল যে, তাহাদের সতীর্থগণ ইউরোপীয়দিগের জীবননাশে উদ্যত হইয়াছে, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত এবং ইউরোপীয়দিগের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহারা উদাসীনভাবের পরিচয় দিতেছিল। তাহারা সহযোগীদিগের আকস্মিক সমুত্থানে চমকিত ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের প্রদত্ত রণশিক্ষায় তাহারা বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছিল, যাঁহাদের অর্থে তাহারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে-ছিল, যাঁহাদের শাসনে তাহাদের আত্মীয়স্বজন আবাসপল্লীতে শান্তিসুখে পরিতৃপ্ত হইতেছিল, সহসা তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এবং তাঁহাদের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। পক্ষান্তরে যাহাদের সহিত তাহারা একত্র অবস্থান করিতেছিল, যাহাদের সহিত এক অধিনায়কের উপদেশে শিক্ষিত এবং এক অধিনায়কের আদেশে পরি-চালিত হইতেছিল, সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে যাহারা তাহাদের সহায় ও সহচরের মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহাদিগকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে দেখিয়া, তাহারা কর্ত্তব্যনির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। এক দিকে প্রভু-ভক্তি যেমন তাহাদিগকে প্রভুর দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; অপর দিকে বন্ধুপ্রীতি, সজাতিস্নেহ ও স্বজনমমত্ব তাহাদিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত এক সূত্রে সম্বদ্ধ করিবার কারণ হইয়া উঠিল। এই সঙ্কটকালে তাহারা প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিলেও, সজাতিপ্রীতি ও বন্ধুস্নেহের আতিশয্য প্রযুক্ত অধিনায়কের আদেশপালনে দোলায়মানচিত্ত হইতে লাগিল। এদিকে কর্তৃপক্ষ অশ্বারোহীদিগের বিশ্বস্তভাবের পরীক্ষা করিতে উদ্যত হই-লেন। এই অশ্বারোহিদল সাহসে, বীরত্বে এবং অপরিসীম প্রভুভক্তিতে সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৫২ অব্দে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময়ে ৩৮ সংখ্যক দলের পদাতিগণ যখন জাতিনাশের ভয়ে সমুদ্রপথে যাইতে অসম্মত হয়, তখন এই দলের অশ্বারোহিগণ প্রফুল্লচিত্তে প্রভুর কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রহ্ম-দেশের যুদ্ধে ইহারা যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। এই সাহসী, বীরত্বসম্পন্ন, প্রভুভক্তিপরায়ণ সৈনিকদিগের প্রতি অধিনায়কগণের প্রভূত বিশ্বাস ছিল। উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে আফি-

সারেরা নৈনীতালে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত আম্রবাগান হইতে নৈনীতালের অভিমুখে ঘোড়া ছুটাইলেন। অশ্বারোহিদল কিছুক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে মহম্মদ সফি বলিলেন, সাহেবদিগের সঙ্গে পাহাড়ে কোথায় যাইবে। ইহাতে আমাদের কাজ নাই, আমরা সজাতির সঙ্গে যাইয়া মিশি; তাঁহার কথামত অনেকেই ফিরিল। কেবল ২২।২৩ জন আফিসার-দিগের সঙ্গে গেল। আফিসারেরা সর্ব্বপ্রথম ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইবে। বস্তুতঃ অশ্বারোহীদিগের প্রশান্তভাব ও প্রভুর কার্য্যসাধনে অভিনিবেশ স্থায়ী হইল না। তাহারা যখন ৬৮সংখ্যক পদাতি-দলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুসলমানদিগের সবুজ পতাকা উড্ডীন দেখিল, তখন তাহাদের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত এবং প্রভুভক্তি বিলুপ্ত হইল। তাহারা আপনাদের অধিনায়কদিগের অনুবর্ত্তী না হইয়া উত্তেজিত সিপাহীদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। অধিনায়কগণ তাহাদিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিতে সমর্থ হইলেন না। আপনাদের জাতীয় প্রাধান্যের নিদর্শনজ্ঞাপক পতাকা পরিদৃষ্ট হওয়াতে তাহারা উত্তেজিত সিপাহীদলের সহিত মিশিল; কিন্তু তাহাদের স্বদেশীয় আফিসারগণ বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা পলায়নে উদ্যত ইংরেজদিগের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহাদের এইরূপ কার্য্য কত দূর প্রশংসনীয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ সদাশয়তা, এইরূপ প্রভুভক্তি, এবং এইরূপ বিশ্বস্ততার জন্য তাঁহারা সহৃদয় ঐতিহাসিকবর্গের নিকটে যথোচিত সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া, ভিন্নদেশীয় ভিন্নজাতীয়দিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হওয়া অল্প গৌরবের বিষয় নহে। সিপাহীদলের মধ্যে ২৩টী সৈনিক পুরুষ ইংরেজদিগের পক্ষে ছিল। ইহাদের মধ্যে ১২ জন আফিসার। রিসেলাদার মহম্মদ নিজাম খাঁ আপনার সমুদয় সম্পত্তি ও ৩টী সন্তান ছাড়িয়া, পলায়নপর ইংরেজদিগের সহিত গমন করেন। কাপ্তেন মেকেঞ্জি সাহেবের আরদালি অশ্বারূঢ় হইয়া ৬ মাইল তাঁহার প্রতিপালক প্রভুর অনুগমন করে। যখন মেকেঞ্জি সাহেবের অধিষ্ঠিত অশ্ব গতাসু হয়, তখন বিশ্বস্ত আরদালি আপনার অশ্ব মেকেঞ্জি সাহেবকে দিয়া পদব্রজে যাইতে থাকে। মুসলমান সৈনিকগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইলেও এই সকল প্রভুভক্তিপরায়ণ মুসল-

মান তাহাদের সজাতির অনুবর্ত্তী না হইয়া, বিশ্বস্তভাবের একশেষ প্রদর্শন করে।

ইংরেজেরা আত্মরক্ষার জন্য নৈনীতালে পলায়ন করিলেন। এদিকে উত্তেজিত সিপাহীরা সমবেত হইয়া আপনাদের অভিলষিত কার্য্যসম্পাদনের জন্য যত্নপর হইয়া উঠিল। তাহারা ইহার জন্য সমুদয় সিপাহীকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮সংখ্যক সিপাহীদল এ পর্য্যন্ত প্রশান্তভাবে ছিল। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের দিকে কামান স্থাপন পূর্ব্বক তীব্রভাবে কহিল যে, যদি তাহারা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে কামানের গোলায় তাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হইবে। উত্তেজিত সিপাহীদিগের এই উত্তেজনাময় বাক্য যেন তাড়িত বেগে ১৮সংখ্যক সিপাহীদিগের হৃদয়ে আঘাত করিল। এ বিষয়ে আর কোনরূপ যুক্তির প্রয়োজন হইল না। কোনরূপ বিতর্কের আবশ্যকতা দেখা গেল না। সমগ্র সিপাহীদল যেন অপূর্ব্ব মন্ত্রশক্তিতে পরিচালিত হইয়া তাহাদের জাতীয় পতাকার আশ্রয়ে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং আফিসারদিগের সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা এতক্ষণ ১৮সংখ্যক সিপাহীদলের উপর নির্ভর করিতেছিলেন। এখন তাহাদের এই শেষ অবলম্বন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের সৈনিকদল যদি ইহার পূর্ব্বে বিরোধী হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অপরাপর ইংরেজের ন্যায় নৈনীতালে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ ঘটিল না। আফিসরেরা এখন প্রাণের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেরেলী পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু সকলের অদৃষ্ট সমান হইল না। কেহ কেহ উত্তেজিত পল্লীবাসিগণকর্ত্তৃক নিহত হইলেন, কেহ কেহ বহু বিঘ্নবিপত্তি ও দুঃসহ কষ্টভোগের পর মোরাদাবাদের জজ উইল্‌সন সাহেবের চেষ্টায় প্রাণরক্ষা করিলেন।

বেরিলীর অপরাপর ইউরোপীয় অতঃপর ভীষণ বিপ্লবসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ইঁহাদের অদৃষ্টফলও সমান হইল না। কেহ কেহ অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করিলেন, কেহ কেহ বিপ্লবকারীদিগের হস্তে নিহত হইলেন। বিপ্লবের অন্যান্য অঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিল না। ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত ও ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল। কারাগাররক্ষকেরা আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে যথোচিত

পরিচয় দিয়া অবশেষে বিপ্লবকারীদিগের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিল। কয়েদীগণ অবরোধগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। বেরেলীর উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল অধিবাসিগণ সিপাহীদিগের অনুবর্ত্তী হইতে বিমুখ হইল না। ইহাদের হস্তে অনেক ইউরোপীয় নিহত হইল। ইংরেজের প্রাধান্য ও ক্ষমতার নিদর্শন বেরেলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এখন মুসলমান রোহিলখণ্ডে প্রাধান্যস্থাপনে অগ্রসর হইলেন। রোহিলখণ্ডের শাসনদণ্ড কাহার হস্তগত হইবে, তৎসম্বন্ধে বিচারবিতর্ক হইতে লাগিল। দুই ব্যক্তি এই পদ পাইবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। দুই জনই রোহিলখণ্ডের প্রাচীনপাঠানবংশসম্ভূত। অযোধ্যার নবাব এক সময়ে যাহাদের চিরসমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস নবাবের পরিতোষ ও আপনাদের অর্থলালসার পরিতৃপ্তির জন্য যাহাদের সর্ব্বনাশসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশমর্য্যাদা ও বীরোচিত গৌরবে দুই জনই আপনাদের জনপদে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহাদের এক জনের নাম খাঁ বাহাদুর খাঁ, অপরের নাম মোবারিক শাহ। শেষোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বংশগৌরবে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং কার্য্যকুশলতায় ও চরিত্রগৌরবে সজাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত ছিলেন। বার্দ্ধক্যজনিত অবসাদে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী তাদৃশ কার্য্যকুশল না হইলেও অন্য বিষয়ে সজাতির মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ছিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ রোহিলখণ্ডের প্রথম ও প্রধান শাসনকর্ত্তা হাফেজ রহমৎ খাঁর বংশসম্ভূত ছিলেন। কাত্রার যুদ্ধক্ষেত্রে সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈনিকগণের সমক্ষে হাফেজ রহমৎ কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিরূপ সাহসের সহিত পুনঃ পুনঃ হস্তসঞ্চালন দ্বারা সহযোগীদিগকে আপনার অনুবর্ত্তী হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, শেষে আপনার অনুরোধ, আপনার আগ্রহ এবং আপনার তেজস্বিতার পরিচয়সূচক অপূর্ব্ব উৎসাহ সমস্তই বৃথা হইল দেখিয়া, কিরূপ নির্ভীকভাবে সুশ্রী ও সুগঠিত অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া একাকী ইংরেজের সঙ্গিনের দিকে গমনপূর্ব্বক গুলির আঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা রোহিলখণ্ডের অধিবাসীদিগের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। বহু বৎসর অতীত হইলেও, এবং বহুবিধ ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিলেও, হাফেজের এই স্বদেশপ্রেম ও স্বার্থ-

ত্যাগের কথা যেন রোহিলখণ্ডে সর্ব্বক্ষণ নবীনভাবে বিরাজ করিতেছিল। এক বংশের পর আর এক বংশের অভ্যুদয় হইলেও ঈদৃশ বিবরণ কখন পুরাতনভাবে জড়িত ও অন্তর্হিত হয় নাই। সুতরাং রোহিলারা খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্যস্বীকারে বিমুখ হইল না। বেরেলীর অধিকাংশ মুসলমান হাফেজ রহমতের বংশধরের সম্মানরক্ষায় উদ্যত হইল। মোবারিক শাহ সিপাহীদিগের সমুত্থানবার্ত্তা শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, বেরেলীর লোকে তাঁহাকে সুবাদার করিবে। কিন্তু শেষে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি দেখিয়া বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু অভীষ্ট বিষয়লাভে হতাশ হওয়াতে তাঁহার হৃদয় খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রতি বিদ্বেষভাবে পূর্ণ ছিল। সুতরাং এইরূপ বন্ধুতা তদীয় সরলভাবের নিদর্শনজ্ঞাপক হয় নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নবীন সুবাদার খাঁ বাহাদুর খাঁ যেরূপ সাধারণের সম্মানিত ছিলেন, বয়সের আধিক্যে তাঁহার দেহ যেমন গাম্ভীর্য্যের পরিচায়ক, সেইরূপ শ্রদ্ধার উদ্দীপক ছিল। তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় জাতিরই সম্মানাস্পদ ছিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ রোহিলখণ্ডের প্রথম ও প্রধান শাসনকর্ত্তার বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে কালযাপন করেন নাই। তিনি সদর আমিনের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কার্য্য যথারীতি সম্পাদনপূর্ব্বক অবশেষে পেন্সন লইয়াছিলেন। সুতরাং হাফেজ রহমতের বংশীয় বলিয়া তিনি যেমন বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন, সেই রূপ সদর আমিনের কার্য্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ এইরূপে বৃত্তিলাভ পূর্ব্বক সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি প্রত্যহ কমিশনার, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেন। গবর্ণমেণ্টের এই বৃত্তিভোগী দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, জীবনের শেষদশায় যে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের উৎসাহদাতা হইবেন, তাহা রাজকর্ম্মচারিগণের কেহই ভাবেন নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন তাঁহার সমক্ষে কহিতেন যে, দিল্লী এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের হস্তগত হইবে, লোকে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করিবে, অশ্বারোহী সৈনিকদল তাঁহাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে, তখন বৃদ্ধ খাঁ বাহাদুর খাঁ সহাস্য-

যদনে তাঁহার কথা শুনিতেন।* ইহাতে বোধ হয়, উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে এই বর্ষীয়ান পুরুষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কথিত আছে, খাঁ বাহাদুর মহম্মদ খাঁ নামক এক জন রেসেলাদারের সাহায্যে অশ্বারোহী সৈনিকগণকে আপনার পক্ষে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।†

গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ মুসলমান, সুবাদারের পদ পাইয়াই, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিধনে উদ্যত হইলেন। যাঁহারা নির্জ্জন স্থানে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নবনিয়োজিত শাসনকর্ত্তার সমক্ষে আনীত হইলেন। ইংরেজের প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসারে তাঁহাদের বিচারের কোনরূপ অঙ্গহানি হইল না। খাঁ বাহাদুর খাঁ স্বয়ং বিচারকের পদ গ্রহণ করিলেন। হতভাগ্য পলায়িতগণ কারাগারের সমক্ষে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। খাঁ বাহাদুর খাঁ কাহারও প্রতি দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ হইলেন না। যে সকল ইউরোপীয় তাঁহার সমক্ষে আনীত হইল, তাহাদের সকলেরই অদৃষ্টে এক দশা ঘটিল।

এইরূপে ইউরোপীয়দিগের অস্তিত্ববিলোপের পর খাঁ বাহাদুর খাঁ রাজকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঘোষণাপত্র দ্বারা আপনার আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার সংবাদ সাধারণকে জানাইলেন, এবং স্বয়ং সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক বেরেলীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিলেন। এই সময়ে অনুচরেরা ছত্র, দণ্ড, চামর প্রভৃতি বিবিধ রাজলক্ষণ লইয়া, তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সুবার প্রত্যেক ভাগে কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত হইলেন। দিল্লীর মোগল সম্রাটের নামে রাজস্ব সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু নবীন সুবাদারের শাসনে কোথাও শান্তি বা শৃঙ্খলা রহিল না। দুর্ব্বলের উপর নিপীড়ন হইতে লাগিল, প্রবলেরা যে কোনরূপে হউক, আপনাদের ভোগবিলাসের তৃপ্তিসাধনের উপায় দেখিতে লাগিল। শান্তিপ্রিয় লোকে ইংরেজের শাসনশৃঙ্খলার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

খাঁ বাহাদুর খাঁ উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের অত্যাচারনিবারণে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং রোহিলখণ্ডে ভয়াবহ অত্যাচারের নিদর্শন পূর্ণমাত্রায়

* *The Mutiny of the Bengal Army, p. 98.*

† *The Mutiny of the Bengal Army, p. 198.*

লক্ষিত হইতে লাগিল। ভীষণ বিপ্লবের সংঘাতে শান্তি ও শৃঙ্খলার সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইংরেজের দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহারে অনেকের সর্ব্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল। দেনার দায়ে অনেকে পূর্ব্বপুরুষানুগত সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। যাঁহারা ভূস্বামী বলিয়া এক দিন সাধারণের মধ্যে সম্মানিত ছিলেন, তাঁহারা আদালতের ডিক্রীতে সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হইয়া, অসহনীয় মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। আদালতের বিচারে তাঁহাদের এইরূপ দশান্তর ঘটিলেও পূর্ব্বতন অধিকার ও সম্মানের বিষয় তাঁহাদের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই সকল সম্পত্তিচ্যুত ও অধিকারভ্রষ্ট লোক এখন সুযোগ বুঝিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরোধীদিগের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বে এক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজকর্ম্মচারী প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার এবং তৎপ্রযুক্ত ভাবী অনিষ্টের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তখন কেবল আশঙ্কাকারী বলিয়াই তৎপ্রচারিত মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছিল।*

যাহা হউক, এক দল সিপাহী বেরেলীতে থাকাতে খাঁ বাহাদুর খাঁ নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। এই সিপাহীদল তাঁহার আধিপত্য অব্যাহত রাখিতে তাদৃশ যত্নশীল হয় নাই। সুতরাং তাহারা বেরেলীতে থাকিলে, খাঁ বাহাদুর খাঁর অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। এদিকে ব্রিগেডিয়ার বখত্ খাঁ† বাহাদুর খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মোবারিক শাহের পক্ষপাতী ছিলেন। মোবারিক শাহ বখত্ খাঁকে সৈনিকদল লইয়া দিল্লীতে যাইবার পরামর্শ দিলেন, এবং সম্রাটের সমক্ষে আপনাকে রোহিলখণ্ডের সুবাদার করিবার প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদনপত্র একজন বন্ধু দ্বারা পাঠাইয়া আপনি বেরেলীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

শাজাহানপুর।

রবিবার প্রাতঃকালে বেরেলীতে যখন এইরূপ ভয়াবহ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন শাজাহানপুরেও ঐরূপ মারাত্মক শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হয়। শাজাহানপুর বেরেলীর ৪৭ মাইল

* *Edward', Personal adventures during the Indian rebellion, p. 14.*

† বখত্ খাঁ গোলন্দাজদলের সুবাদার ছিলেন। এই সময়ে ইংরেজের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপ্লবকারীদিগের সহিত মিশিয়া ব্রিগেডিয়ারের পদগ্রহণ করেন।

দূরে অবস্থিত। এই স্থানে ২৮ সংখ্যক সিপাহীদল অবস্থিতি করিতেছিল। কাপ্তেন জেমস্ এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, সহকারী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন। মীরাটের সংবাদ ১৫ই মে শাজাহানপুরে উপস্থিত হয়। ঐ সংবাদে শাজাহানপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দর্শনে সর্ব্বপ্রথম বিচলিত হয়েন নাই। সিপাহীদিগের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, নগরের উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল লোকে বিরোধী হইয়া উঠিলে, সিপাহীগণ তাঁহাদের পক্ষে থাকিবে। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে ছিলেন। ৩১শে মে রবিবার শাজাহানপুরের অধিকাংশ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ও আফিসার আপনাদের উপাসনা-মন্দিরে গমন করেন। তাঁহারা যখন উপাসনায় নিবিষ্ট ছিলেন, তখন সিপাহীগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। উপস্থিত বিপ্লবে অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, শাজাহানপুরেও তাহাই.ঘটে। সেই পুরাতন কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন এবং বৈচিত্র্যের অভাবে বিশদভাবে বর্ণনার অযোগ্য হইলেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইউরোপীয়-দিগের বাঙ্গালা বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়, ধনাগার আক্রান্ত ও উহার অর্থরাশি উত্তেজিত লোকের হস্তগত হয়। কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, কারারুদ্ধগণ মুক্তিলাভ করে, নগরের লোকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর অধিবাসিগণ প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। একজন ইংরেজের চিনি পরিষ্কার করিবার কারখানা এবং রম নামক মদের ভাঁটি উত্তেজিত পল্লীবাসিগণ কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হয়। রাত্রিসমাগমের পূর্ব্বেই শাজাহানপুরে অভিনব শাসনকর্ত্তা, শাসনসংক্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং শ্বেতকায়ের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শাজাহানপুরের ইংরেজেরা এই বিপ্লব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিলেন না। অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। অশিক্ষিত অদূরদর্শী ও দুর্দ্ধর্ষ লোকে যখন আপনাদের চিরন্তন ধর্ম্ম ও চিরাগত রীতিনীতির বিলোপের আশঙ্কায় একান্ত

উত্তেজিত হয়, তখন তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। তাহারা স্বধর্ম্মনাশক ও স্বদেশীয় রীতিনীতির বিলোপকারী বলিয়া, যাহাদের প্রতি সন্দেহ করে, উন্মত্তভাবে তাহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষীয়গণ আপনাদের ধর্ম্ম ও চিরপ্রচলিত আচারব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা ইহার জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতেও কাতর হয় না এবং অপরের প্রাণনাশেও সঙ্কোচ প্রকাশ করে না। অধিকন্তু পরস্বাপহারক দুর্বৃত্তগণ এই সময়ে অপরের ধনে আপনাদিগের দুর্নিবার ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহযুক্ত হয়। তাহারা এই সূত্রে ভীষণ বিপ্লবের বিস্তার করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হয় না। প্রধানতঃ এই সকল কারণে ইউরোপীয়দিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যেখানে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই খানে ইউরোপীয়গণ উত্তেজিত সিপাহীদিগের ও বিলুণ্ঠনপ্রিয় দুর্বৃত্ত লোকের অস্ত্রপ্রয়োগের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বিপ্লবের প্রারম্ভে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই। এক স্থানের উত্তেজিত লোকে সর্ব্বপ্রথম যাহা করিয়াছে, স্থানান্তরের উত্তেজিত লোকে সর্ব্বপ্রথম তাহারই সম্পাদনে আগ্রহযুক্ত হইয়াছে। সকল স্থানের অনুষ্ঠিত ঘটনা যেন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া, এক উদ্দেশ্যের অবতারণা করিয়াছে। ধনাগারবিলুণ্ঠন, কারাগারের কয়েদীদিগের বিমুক্তিসাধন, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহদাহন এবং ইউরোপীয়দিগের নিধন, উত্তেজিত লোকের প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং যেখানে সিপাহীগণ উত্তেজিত ও গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্যনাশের জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে, সেইখানে সর্ব্বপ্রথম এই সকল ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। শাজাহানপুরের উত্তেজিত সিপাহীগণও ধনাগার বিলুণ্ঠন করিয়াছিল, কারারুদ্ধদিগের অবরোধমোচন করিয়াছিল, ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল। ইউরোপীয়গণ যখন উপাসনামন্দিরে আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, তখন কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। উপাসকগণ এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ উত্তেজিত লোকের হস্তে নিহত হইলেন, কেহ কেহ উপাসনাগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শঙ্কিতভাবে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। মহিলারাও ভয়বিহ্বলচিত্তে ঐ স্থানে রহিলেন।

এই সময়ে সৈনিকনিবাসে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিল। কাপ্তেন জোন্স আপন দলের সিপাহীদিগকে শান্ত করিতে গিয়া নিহত হইলেন। এক জন ইংরেজ ডাক্তার হাস্পাতাল হইতে আবাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন হইতেছিলেন, এমন সময়ে উত্তেজিত সিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ডাক্তার আপনার স্ত্রী, একটি শিশু সন্তান ও একটি ইউরোপীয় পরিচারিকাকে গাড়িতে তুলিয়া আপনি কোচবাক্সে বসিলেন, এবং তাড়াতাড়ি আপনাদের উপাসনাগৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন। কতিপয় সিপাহী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব গুলির আঘাতে কোচবাক্স হইতে ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। তাঁহার স্ত্রী আহত হইলেও, উপাসনাগৃহে গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এই সঙ্কটকালে ইউরোপীয়দিগের এতদ্দেশীয় ভৃত্যগণ প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইল না। তাহারা বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র আনিয়া আপনাদের প্রভুদিগকে দিল। এই সময়ে যদি সিপাহীদিগের মধ্যে ঐক্য থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের কেহই তাহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সিপাহীগণ এ সময়ে এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরস্পর দলবদ্ধ হয় নাই। ঘটনাচক্রে ইহাদের মতিভ্রম হইয়াছিল। ইহারা অতীত বিষয়ের পর্য্যালোচনা না করিয়া এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলে তাহাদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করে নাই। যখন সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া ফিরিঙ্গির শোণিতে আপনাদের বলবতী হিংসার তৃপ্তিসাধনে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহাদের দলের কেহ কেহ সেই বিপন্ন ও তাহাদের সজাতিগণ কর্তৃক আক্রান্ত ফিরিঙ্গির জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। শাজাহানপুরেও এইরূপ প্রায় ১০০ প্রভুভক্ত সিপাহী তাহাদের আফিসরদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। এইরূপে হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের জীবন নিরাপদ হইয়া উঠে। এখন ইউরোপীয়গণ সহায়সম্পন্ন হইয়া আপনাদের পলায়নের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার প্রান্তবর্ত্তী পৌহায়িন নামক স্থানে যাইবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবকারীর বিশ্বাস ছিল যে, পৌহায়িনের রাজা তাঁহাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। এই সময়ে কয়েকটি অশ্ব এবং দুই এক খানি গাড়ি সংগৃহীত

ও উপাসনামন্দিরের প্রাঙ্গণে আনীত হইল। ইউরোপীয়গণ কালবিলম্ব না করিয়া পৌহায়িনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথাকার লোক পলায়িত-দিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া, আপনাদের অসামর্থ্য জানাইল। সুতরাং পলায়িতগণ অযোধ্যার প্রান্তবর্ত্তী মোহম্মদী নামক স্থানে যাত্রা করি-লেন। ইঁহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে বিবৃত হইবে।

বদায়ুন।

বেরেলীর ৩০ মাইল দূরে বদায়ুন অবস্থিত। এডওয়ার্ডস্ সাহেব এই স্থানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ছিলেন। তিনি গবর্ণর-জেনেরল লর্ড এলেনবরা এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে পররাষ্ট্রবিভাগের কার্য্য করিয়াছিলেন। দেওয়ানি আদালতের ব্যবস্থায় এতদ্দেশীয়গণ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পাতিত হইয়াছিল, তাহা ইঁহার অবিদিত ছিল না। এসম্বন্ধে ইঁহার মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলতঃ ইনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে, সুযোগ পাইলেই ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিবে। মিরাটের সংবাদ পাইয়াই ইনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানকে নৈনীতালে পাঠাইয়া দেন। এডওয়ার্ডস্ এইরূপে একটি গুরুতর দায় হইতে মুক্ত হইয়া, আপনার কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিলেন। স্বদেশের কোন ব্যক্তি এসময়ে তাঁহার নিকটে ছিলেন না। তিনি একাকী অসন্তুষ্ট, সন্দিগ্ধলোকের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

২৫ মে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, ঐ দিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুসলমানগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইবে। এই সময়ে মুসলমানগণ আপনাদের প্রধান পর্ব্ব ইদের আমোদে প্রমত্ত ছিল। মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইয়া, প্রধান প্রধান মুসলমানদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। যে পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত না হইল, সে পর্য্যন্ত তিনি আমন্ত্রিত মুসলমানদিগকে আপ-নার নিকটে রাখিয়া, শান্তিরক্ষার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমন্ত্রিত মুসলমানদিগের অনেকে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকে উদ্ধত-ভাব ও উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল। মন্ত্রণাসভায় এইরূপ উত্তেজনা প্রযুক্ত কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছিল। যাহাহউক, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইল। ঐ দিনে কোনরূপ বিপ্লবের সূচনা দেখা গেল না। মুসলমানদিগের এইরূপ

উত্তেজনা, এইরূপ উগ্রভাব, এইরূপ ঔদ্ধত্যের মধ্যে কেবল এক জন সমবেদনা-পর, সমদর্শী, সৌম্যপ্রকৃতি, শ্বেতকায় পুরুষ গুরুতর কর্ত্তব্যপালনের জন্য দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, লোকে তাঁহাদের রাজনীতির দোষে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। উপস্থিত সময়ে তাঁহাদের অসন্তোষ নিবারণ করা সহজ নহে। যখন ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন উহা চারি দিকেই আপনার গতি বিস্তার করিবে। এই বিপত্তির সময়ে তিনি যে, স্থানান্তর হইতে সাহায্য পাইবেন, এরূপ সম্ভাবনাও অল্প। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মনে এইরূপ নানা চিন্তার উদয় হইলেও, তিনি একাকী সেই বিপত্তির সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। দুই দিন নিরাপদে অতিবাহিত হইল। দুই দিন এই সাহসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ইংরেজ কর্ম্মচারী উত্তেজিত মুসলমানদিগের মধ্যে একাকী রহিলেন। তাঁহার সম-দর্শিতা ও সৎ স্বভাবের জন্যই হউক, বা এক জন নিঃসহায় ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির শোণিতপাত করিলে আপনাদের বীরত্বগৌরব বিলুপ্ত হইবে বলিয়াই হউক, মুসলমানগণ তদীয় অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইল না। যাহা হউক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিদেশে বিধর্ম্মী ও বিদ্বিষ্ট লোকের মধ্যে পূর্ব্ববৎ একাকী রহিলেন। বেরেলীর ৬৮ গণিত দলের কতিপয় সিপাহী তাঁহার নিকটে ছিল। কিন্তু ইহাদের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। পুলিসের নজীবদিগের উপরেও তিনি সর্ব্বাংশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বেরেলী হইতে ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহার রক্ষণীয় স্থানের লোকেও বিপ্লব ঘটাইবে।

এইরূপ ভাবনাগ্রস্ত হইয়া, বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট আপনার কর্ম্মস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি যখন আত্মীয় স্বজনশূন্য স্থলে একাকী ভোজন করিতেছিলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার কোন স্বদেশীয় ব্যক্তি কতিপয় সওয়ারের সহিত তদীয় গৃহের অভিমুখে আসিতেছেন। আগন্তুক ক্রমে মাজিষ্ট্রেটের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মাজিষ্ট্রেট ইঁহাকে দেখিয়াই হৃষ্ট হইলেন। ইনি এডওয়ার্ডস্ সাহেবের আত্মীয় এবং আগরাবিভাগের অন্তর্গত ইটার মাজিষ্ট্রেট ফিলিপস্ সাহেব। ইটা বিপ্লবময় হইয়াছিল। নরহত্যা, গৃহদাহ, সম্পত্তিবিলুণ্ঠন প্রভৃতি বিপ্লবের প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল। ফিলিপস্ সাহেব এই বিপ্লবে একান্ত বিব্রত হইয়া, তাঁহার আত্মীয়ের নিকটে সাহায্যের আশায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পথে ঘাটে অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইয়াছিল। ইটার ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপে অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল কতিপয় সওয়ার তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি এই অবস্থায় তদীয় আত্মীয়ের সমক্ষে সমাগত হইলেন।* এডওয়ার্ডস্ এইরূপ বিপত্তিকালে আপনার স্বদেশীয় অধিকন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সমাগমে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির কোনরূপ উপায় করিতে পারিলেন না। যেখানে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, উদ্ধত লোকে আপনাদের জিঘাংসা ও বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল, সেইখানে ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্থানান্তরে শান্তিস্থাপনের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁহারা আপনারাই আপনাদের জন্য বিব্রত হইয়া, অপর স্থান হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা করিতেছিলেন। এসময়ে অপর স্থান হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না। এডওয়ার্ডস্ তাঁহার আত্মীয়কে কহিলেন যে, বেরেলী হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা অতি অল্প। কিন্তু তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, উত্তেজিত লোকে ভিল্‌সা নামক একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন সবিশেষ আগ্রহের সহিত বেরেলীর কমিশনারের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ৩১শে মে রাত্রি ৯টার সময় কমিশনারের নিকট হইতে উত্তর আসিল যে, একদল সিপাহী এক জন ইউরোপীয় আফিসরের তত্ত্বাবধানে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যের জন্য বেরেলী হইতে যাত্রা করিতেছে। এই উত্তর পাইয়া বদায়ুন ও ইটার ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় উৎফুল্ল হইলেন।

* পথে ফিলিপস্ সাহেবকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। খাসগঞ্জ নামক স্থানে কতকগুলি উদ্ধত ও বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোক, কেহ কেহ বন্দুক, কেহ কেহ বা কেবল লাঠী লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার সমভিব্যাহারী সওয়ারগণের জমাদার এই সময়ে সবিশেষ সাহসের পরিচয় দেয়। আক্রমণকারীদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নিহত হয়। কথিত আছে, ফিলিপস্ সাহেবের হস্তে তিন ব্যক্তি দেহত্যাগ করে। এইরূপে ফিলিপস্ সাহেব ঐ সকল লোককে তাড়িত করিয়া বদায়ুনে উপস্থিত হয়েন।—*William Edwards, Personal adventures p. 7.*

এডওয়ার্ডস্ সাহেব সাহায্যকারী সৈনিকদিগের অধিনায়ককে শীঘ্র আনিবার জন্য এক জন সওয়ার পাঠাইয়াছিলেন। এদিকে রাত্রি তিনটার সময় ফিলিপস্ সাহেব ইটায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সুসংবাদে আশ্বস্ত হওয়াতে সেই রাত্রি তাঁহারা প্রশান্তভাবে সুষুপ্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিশীথ কালের অব্যবহিত পরে তাঁহাদের এই শান্তিসুখের ব্যাঘাত হইল। রাত্রি ২॥টার সময়ে বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট সাহেব শয্যা হইতে উঠিয়া ফিলিপস্ সাহেবকে জাগাইবার জন্য আপনার শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, এই সময়ে এক জন চাপরাশি সাতিশয় ব্যাকুলভাবে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল যে, তিনি যে সওয়ারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার নিকটে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বেরেলীর সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ নিহত হইয়াছেন। কারাগারের প্রায় চারি হাজার কয়েদী মুক্তিলাভ করিয়াছে। বেরেলী হইতে বদায়ুনের দিকে প্রায় ৮ মাইল পর্য্যন্ত পথ এই সকল বিমুক্ত কয়েদীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহীদিগের একদল ধনাগার বিলুণ্ঠন, কারারুদ্ধদিগের বিমুক্তিসাধন এবং ইউরোপীয়দিগের নিধনের জন্য বদায়ুনের অভিমুখে আসিতেছে।

সংবাদ পাইয়াই এডওয়ার্ডস্ সাহেব চিন্তিত হইলেন। তিনি ফিলিপস্ সাহেবকে জাগাইয়া এই নিদারুণ সমাচার জানাইলেন। ফিলিপস্ সাহেব কালবিলম্ব করিলেন না। উত্তেজিত সিপাহী ও উদ্ধতপ্রকৃতি লোককর্ত্তৃক গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি আপনার কর্ম্মস্থলে উপনীত হইবার জন্য অশ্বারোহণে ত্বরিতগতিতে গঙ্গার তটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এডওয়ার্ডস্ সাহেব গুরুতর কর্ত্তব্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মস্থলে রহিলেন। ফিলিপস্ সাহেব চলিয়া গেলে, দুই জন ইংরেজ নীলকর এবং অন্য এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এড্ওয়ার্ডস্ সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। এ সময়েও এডওয়ার্ডস্ সাহেব স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই, যেহেতু এ সময়ে তাঁহার রক্ষণীয় স্থানে বিপ্লবের কোনরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। বদায়ুনের সৈনিকদলের এতদ্দেশীয় অধিনায়ক তাঁহাকে এ সময়ে কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকগণ শেষ সময় পর্য্যন্ত ধনাগার রক্ষা করিবে। তাহারা কখনও বেরেলীর সিপাহীদিগের

কথায় পরিচালিত হইবে না, বা তাহাদের পথানুসরণ করিয়া কোনরূপ শান্তিভঙ্গ করিবে না। কিন্তু তাঁহার এই কথা শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে দিন এই অধিনায়ক আপনাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে ঘটনাচক্র অন্যদিকে আবর্ত্তিত হইল। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের বদায়ুনস্থিত সহযোগীদিগকে ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। সুতরাং অবিলম্বে মারাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। উদ্ধত লোকে দলবদ্ধ হইয়া, পরস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। প্রায় ৩০০ শত বিমুক্ত কয়েদী মাজিষ্ট্রেটের গৃহের চারি দিকে বিকটভাবে চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহীদিগের কেহ কেহ বদায়ুনে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সিপাহীদিগকে বিপ্লবের কার্য্যসাধনে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়নে উদ্যত হইলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, তিন জন ইউরোপীয় সঙ্গীর সহিত অশ্বারোহণে আপনার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথমে মোরাদাবাদের পথে তাঁহাদের যাইবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একটি মুসলমান ভদ্রলোক কতিপয় অনুচরের সহিত তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, গন্তব্য পথ উত্তেজিত সিপাহী ও কারাগারমুক্ত কয়েদীগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অতএব এ সময়ে কোথাও না গিয়া, তাঁহার গৃহে আত্মগোপন করা সঙ্গত। এই মুসলমান সর্দ্দারের বাটী বদায়ুনের প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী শেখপুরা নামক স্থানে ছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার বাটীতে যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা যখন শেখপুরার অভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন উচ্ছৃঙ্খল লোকে বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার চাপরাশিরা পর্য্যন্ত তদীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেছিল। এডওয়ার্ডস্ সাহেব চারি দিকে এইরূপ লুঠতরাজ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। বিশেষতঃ তদীয় অনুগত লোকের ব্যবহারদর্শনে তাঁহার সাতিশয় ক্রোধ হইল। কিন্তু এখন ক্রোধপ্রকাশের সময় ছিল না, অপরাধীদিগের শাস্তিবিধানেরও সুযোগ ছিল না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার প্রাণের দায়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য শেখপুরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সকলে

নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়াছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত শেখের ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাদিগকে বিনয়ের সহিত কহিলেন যে, এত লোকে এই স্থানে অবস্থিতি করিলে, উত্তেজিত সিপাহীরা নিঃসন্দেহ তাঁহাদের সন্ধান পাইবে। অতএব গঙ্গার বামতটে—এই স্থান হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে অন্য একটি পল্লীতে তাঁহাদের অবস্থিতি করাই শ্রেয়ঃ। বলা বাহুল্য যে, এই পল্লীও শেখদিগের অধিকারের মধ্যে ছিল। এডওয়ার্ডস্ সাহেব প্রথমে এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, এবং এইরূপ অনাতিথেয়তার জন্য উপস্থিতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শেখপুরার সর্দ্দারকে অনেক বলিলেন। কিন্তু শেখপ্রধান তাঁহার কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি কেবল মাজিষ্ট্রেটকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন; উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গীদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত ছিলেন না। এদিকে সঙ্গীরা মাজিষ্ট্রেটকে ছাড়িতে একান্ত অসম্মত ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে মাজিষ্ট্রেটেরও ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট বাধ্য হইয়া সঙ্গীদিগের সহিত আবার ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত পল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখন তাঁহাকে অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইল। তিনি আপনার ক্ষমতা, আপনার প্রাধান্য, আপনার পদগৌরব, আপনার সম্পত্তি—সমস্ত বিষয়েই বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার জীবন—কেবল জীবনরক্ষার জন্য জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ পরিয়া আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী অবস্থার বিষয় স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের পলায়নের পর বদায়ুনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত সিপাহীগণ কয়েদীদিগের অবরোধমোচন করিয়াছিল। বিমুক্ত কয়েদীগণ অপরের সম্পত্তিলুণ্ঠন ও ইউরোপীয়দিগের নিধনের আশায় চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উচ্ছৃঙ্খল লোকে দলবদ্ধ হইয়া, লুঠতরাজে ব্যাপৃত ছিল। গবর্ণমেণ্টের ধনাগার সর্ব্বপ্রথম ইহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বেই এ বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলেন। ভাবী বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তিনি জমীদারদিগের নিকট হইতে কিস্তির খাজানা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোকে এখন ধনাগারে অর্থের অল্পতা দেখিয়া, একান্ত হতাশাস হইল। কিন্তু তাহারা

নানাস্থানে উৎপাত করিয়া, বেড়াইতে পরাঙ্মুখ হইল না। সমগ্র জেলা শৃঙ্খলা-শূন্য, অশান্তিময় ও ঘোরতর বিপ্লবে অরাজক হইয়া পড়িল। নিম্নশ্রেণীর প্রায় সমস্ত লোকে স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের ক্ষমতাবিস্তারে উদ্যত হইল। সিপাহীরা দিল্লীতে প্রস্থান করিলেও জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘোরতর বিপ্লবের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তিরোহিত হইল না। খাঁ বাহাদুরের আধিপত্য প্রকাশ্য-রূপে ঘোষণা করা হইল। নূতন রাজকীয় কার্য্যের জন্য কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল। অভিনব অধিপতির নামে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। সমগ্র বিভাগ সহসা যেন এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব শক্তিতে ইংরেজের অধিকারভ্রষ্ট হইয়া ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিল।

এই অবসরে খাঁ বাহাদুর খাঁ আপনার প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে সচেষ্ট হইলেন। রোহিলখণ্ডে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক ছিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ সর্ব্বপ্রথম হিন্দুদিগকে যেরূপ আশ্বস্ত, সেইরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিদ্বিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যদি হিন্দুগণ এই সকল বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গিদিগকে নিহত বা দেশ হইতে তাড়িত করে, তাহা হইলে তাহাদের দেশহিতৈষিতার পুরস্কার স্বরূপ গোহত্যার প্রথা নিবারণ করা হইবে। যদি কোন হিন্দু উপস্থিত বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হইবে; এবং যদি কোন হিন্দু এই ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস কারাবাস ও জরিমানা হইবে। রোহিলখণ্ডের হিন্দুগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও, মুসলমানদিগের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় বা উদ্ধতপ্রকৃতি ছিল না। ইহাদের অনেকে প্রশান্তভাবে কৃষিকার্য্যে, শিল্পকর্ম্মে বা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। ইহা-দের আচারব্যবহারে কৃষাণজনোচিত নিরীহভাবের নিদর্শন লক্ষিত হইত। কিন্তু মুসলমানগণ ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ছিল। ইহারা যেরূপ উদ্ধত ও ভয়ঙ্করস্বভাব সেইরূপ অস্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ছিল। সুতরাং মুসলমানগণ তাদৃশ বিঘ্নবিপত্তির আশঙ্কা না করিয়া সর্ব্বত্র আপনাদের ঘোষণাপত্র প্রচার করিল।

কিন্তু খাঁ বাহাদুর খাঁ কেবল আপনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলেন না। তিনি শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া, কূট রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে চাতুরীর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে কে সাহেব স্বপ্রণীত ইতিহাসে এই

ভাবে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের উদ্বোধ হইয়াছিল যে, খৃষ্টানেরা হিন্দুদিগের নিকটে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া মুসলমানদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারে, সুতরাং তাহারা হিন্দুদিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার এইভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিল, "যদি ইংরেজেরা হিন্দুদিগের সমক্ষে আমাদের ন্যায় অঙ্গীকার করিয়া, তাহাদিগকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য উত্তেজিত করে, তাহা হইলে অভিজ্ঞ হিন্দুগণ বিবেচনা করিবেন যে, ইংরেজেরা ঐরূপ করিলে হিন্দুগণ নিঃসন্দেহে প্রতারিত হইবে। ইংরেজেরা কখন আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে না। তাহারা প্রতারক ও ভণ্ড। এই সকল প্রতারক ইংরেজগণ আমাদের স্বদেশীয়গণ দ্বারা সর্ব্বদাই আপনাদের অভীষ্ট সাধন করিয়া লইতেছে। আপনাদের মধ্যে কাহারও উপস্থিত সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এই সুযোগে আমাদের অভীষ্টকর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য"। কে সাহেব স্বপ্রণীত ইতিহাসে এ বিষয়ে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "আমাদের ইংরেজী প্রথানুসারে যে সকল ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ের ভাব নিঃসন্দেহ এই সকল ঘোষণাপত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইংরেজদিগের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয়গণ মিথ্যাবাদী। ভারতবর্ষীয়গণ যে, এই মিথ্যাপবাদের বিনিময়ে আমাদিগকে ঐরূপ অপবাদে দূষিত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের অভিযোগ করিবার কোন কারণ নাই। অধিকন্তু ভারতবর্ষীয়গণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে যে, কেবল কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই তাহাদের মনে করিয়া দিয়া থাকি, এবং নির্ব্বন্ধসহকারে বলিয়া থাকি যে, কেবল ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের উপরই তাহাদের যাবতীয় আশা ও সুখ নির্ভর করিতেছে। মুসলমানগণ যে, এবিষয়ে আমাদের পথানুসরণ করিয়া, হিন্দুদিগকে বলিবে যে ইংরেজদিগের নিষ্কাশন ও মুসলমানদিগের আধিপত্যরক্ষণের উপরই তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহা স্বাভাবিক ও মার্জ্জনীয়। আমাদিগকে বিবিধ বিষয়ে অপরাধী করা হইয়াছে। এই ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ইংরেজেরা অন্যান্য জাতির চিরন্তন রীতিনীতির বিলোপ করে। অনন্তর হিন্দুদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা হিন্দুবিধবার বিবাহের অনুমোদন করিয়াছি, জোর করিয়া সতীদাহপ্রথা তুলিয়া দিয়াছি; হিন্দুদিগকে উন্নতির

আশায় প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি; অধিকন্তু আমরা এই নিয়ম করিয়াছি যে, যখন কোন রাজার অপুত্রকাবস্থায় দেহত্যাগ হইবে, তখন তাহার বিধবা পত্নী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। তদীয় যাবতীয় সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, রাজাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি ও রাজ্যে বঞ্চিত করিবার জন্যই ইংরেজদিগের এই নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। এইরূপে ইংরেজেরা নাগপুর এবং লক্ষ্ণৌ অধিকার করিয়াছে। রাজগণ! আপনাদের ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য তাহাদের অভিসন্ধি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আপনাদের সকলেরই জানা উচিত যে, যদি এই সকল ইংরেজকে ভারতবর্ষে থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের সকলকেই নিহত করিবে। এবং আপনাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ফেলিবে।"* মুসলমানগণ এই ভাবে ঘোষণা করিয়া সজাতির লোককে যেমন উত্তেজিত করিয়াছিল, সেইরূপ হিন্দুদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহারা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সকলকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল যে, যাহারা এই কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটি পয়সা দিবে, তাহারা শেষ বিচারের দিন ঈশ্বরের নিকট হইতে ৭০০ শত পয়সা পাইবে, এবং যাহারা এই উদ্দেশ্যে এক টাকা দিবে, তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে ৭০০ সাত শত টাকা লাভ করিবে। † পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ঘোষণাপত্রসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অভিনব শাসনকর্ত্তার আধিপত্যকালে অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, ধনাগারে টাকা মৌজুদ ছিল না, সুতরাং এ জন্য ঈশ্বরের হস্ত হইতে শেষ পুরস্কারপ্রাপ্তির আশা দিয়া সাধারণকে অর্থদানের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে অভীষ্ট ফললাভ হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে হেতু, সাধারণে ইহাতে সবিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠে নাই। ধনাগারে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। যাহা হউক, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতিমাস, রোহিলখণ্ডে অভিনব শাসনপ্রণালীর অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন,

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 289-91.*

† *Ibid, p. 291.* কথিত আছে, এই ঘোষণাপত্র খাঁ বাহাদুর খাঁর দপ্তরে পাওয়া যায়। মোরাদাবাদের জজ উইলসন সাহেব উহার অনুবাদ করেন।

তাঁহারা ছদ্মবেশে এখানে ওখানে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া, এতদ্দেশীয়দিগের অসীম করুণায় আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে ফরক্কাবাদে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিল। ফরক্কাবাদ আগরাবিভাগের অন্তর্গত। জাহ্নবীর জলপ্রবাহ এই জনপদকে রোহিলখণ্ড হইতে বিযুক্ত করিতেছে। কিন্তু ভৌগোলিক সীমা অনুসারে ইহা রোহিলখণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিভাগ অনুসারে ইহা রোহিলখণ্ডের অধীন না হইলেও, সামাজিক বিষয়ে ইহা রোহিলখণ্ডেরই অনুরূপ ছিল। রোহিলখণ্ডের ন্যায় ফরক্কাবাদ মুসলমানপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, রোহিলখণ্ডের মুসলমানদিগের ন্যায় ফরক্কাবাদের মুসলমানদিগের ক্ষমতাও অধিকতর ছিল, এবং রোহিলখণ্ডের ন্যায় ফরক্কাবাদেও মুসলমানগণ সর্ব্বদা আপনাদের উদ্ধতভাবের পরিচয় দিত। যখন ইংরেজের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়, তখন এই জনপদ সাতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ও গোলযোগপূর্ণ ছিল। চুরি, ডাকাতি ও সময়ে সময়ে নরহত্যাও হইত। ইংরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল হইলে, এই সকল উপদ্রব নিরাকৃত হয়। কিন্তু অধিবাসীদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। উদ্ধত মুসলমানগণ স্বপ্রধানভাবে কার্য্য করিতে ভালবাসিত। সুতরাং তাহারা শ্বেতকায়ের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। স্বদেশ হইতে শ্বেতকায়দিগকে নিষ্কাশিত করিতে তাহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইত। তাহারা আপনাদের অভীষ্টসাধনের জন্য সুসময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। এখন সেই সুসময় উপস্থিত হইল। মে মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র বিভাগ ভয়ঙ্কর বিপ্লবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ফরক্কাবাদে প্রাচীন নবাববংশের অনেক লোক ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে ইঁহাদের দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুরবস্থায় পতিত হইলেও, বিগত সম্মান, সমৃদ্ধি ও বংশগৌরবের বিষয় ইহাদের স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হয় নাই। ইঁহারা কুলমর্য্যাদায় এরূপ আত্মহারা ছিলেন যে, কোন কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করিতেন না, এবং এরূপ দরিদ্র ছিলেন যে, কিছুতেই ইঁহাদের সন্তোষলাভ হইত না। এই সকল নিশ্চেষ্ট, নিরবলম্ব ও সর্ব্বাংশে নিষ্কর্ম্মা লোক আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধির আশায় শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। ফরক্কাবাদে ১০ সংখ্যক সিপাহীদল অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়

ফরক্কাবাদ।

নাই। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন উদ্ধত পরস্বাপহারিগণ পল্লী সকল দগ্ধ করিতেছিল, এবং সর্ব্বত্র লুণ্ঠতরাজে ব্যাপৃত ছিল, তখন সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণের এক মাস পূর্ব্বে উদ্ধত ও অশান্তপ্রকৃতি লোকে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল।

যেখানে বহুসংখ্যক অসংসাহসী ও দুর্বৃত্ত লোকের অধিবাস, সেখানে সামান্য সূত্রেই সাতিশয় গোলযোগ ঘটে। গোলযোগের সূত্রপাত হইলেই দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোকে আপনাদের কল্পনাবলে নানাবিধ অলীক বিষয়ের প্রচার পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে। যাহারা অপরের অর্থে আপনাদের উদ্দাম ভোগলালসার তৃপ্তিসাধনে ইচ্ছা করে, পূর্ব্বতন বিদ্বেষভাব বশতঃই হউক, জিঘাংসার পরিতৃপ্তির জন্যই হউক, বা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হউক, সমস্ত বিষয় উচ্ছৃঙ্খল ও সমগ্র জনপদ উপদ্রবময় করে, নানারূপ অলীক ও অদ্ভুত কথায় লোকের মন বিচলিত করাই তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। ফরক্কাবাদ এইরূপ দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম্মসাধনে কৃতহস্ত লোকের কল্পনার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে এই বিভাগের অধিবাসীদিগের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার সঞ্চার হয়, এবং এই বিভাগে নিরতিশয় অদ্ভুত জনরব প্রচারিত হইতে থাকে। অশিক্ষিত, অদূরদর্শী ও সর্ব্বদা কৌতূহলপর মানব সাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করিবার জন্য আপনাদের কল্পনায় যতদূর বিস্ময়কর বিষয়ের অবতারণা করিতে পারে, ফরক্কাবাদে ততদূর বিস্ময়জনক কিংবদন্তীর প্রচার হইয়াছিল। সিপাহীযুদ্ধের প্রারম্ভে বাজারে, পল্লীতে, সাধারণের সম্মিলনস্থানে প্রথমেই গুজব উঠিয়াছিল যে, ফিরিঙ্গিগণ সাধারণের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য লোকের প্রধান খাদ্য ময়দার সহিত অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে, এবং প্রধান পানীয় কূপোদক গোরু ও শূকরের মাংসে অপবিত্র করিয়াছে। এই অপবিত্র খাদ্য ও পানীয়ের কথা ফরক্কাবাদের দুরাচার লোকের অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে যেরূপ কার্য্যকর হইয়াছিল, সমগ্র দেশের অন্য কোন স্থানে সেইরূপ হয় নাই। অধিকন্তু ফরক্কাবাদে ইহার উপর আর একটি অদ্ভুত জনরবের প্রচার হইয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রূপার হলকরা চামড়ার টাকা বাহির করিয়াছেন। ওয়েলার-

নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ার মার্চ্চ মাসে ফতেগড়ে ছিলেন। এক জন মহাজন অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দা এবং ভারতবর্ষীয়দিগের জাতিনাশ সম্বন্ধে ইংরেজদিগের অন্যান্য কুঅভিসন্ধির বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার নিকটে গমন করেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে কহেন যে, এই সকল জনরব নিতান্ত অমূলক। কিন্তু ইহাতে মহাজনের বিশ্বাস হয় নাই। তিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত কহেন—"আপনি জানেন যে, গবর্ণমেণ্ট চামড়ার টাকা বাহির করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত রূপা সংগ্রহ করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিতেছেন"। ওয়েলার সাহেব এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন, কিন্তু মহাজন ঘাড় নাড়িয়া কহেন যে, তিনি এই টাকা নিজে দেখিয়াছেন, এবং এইরূপ কতকগুলি টাকা তাঁহার নিকটেও আছে। মহাজনের এই কথা শুনিয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কহেন—"আপনি উহা যত পারেন আনিয়া দিন। উহার প্রত্যেকটির জন্য আমি আপনাকে চৌদ্দ আনা করিয়া দিব।" মহাজন বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। চামড়ার টাকা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইল না*। এই জনরবের মূল নির্ণীত হয় নাই। ইহা যে বিপ্লবপ্রয়াসী লোকের অপূর্ব্ব কল্পনায় উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনরবের মূল যাহাই হউক না কেন, কিন্তু ইহাতে উদ্ভাবনাকারীর কল্পনাচাতুরীর প্রশংসা করিতে হয়। লোকে এইরূপ জনরব প্রচার করিয়া বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে মহাজনগণ যেরূপ ভীত হইয়াছিল, সাধারণ লোকেও সেইরূপ অপবিত্র দ্রব্যের ব্যবহারের আশঙ্কায় নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

আগরা বিভাগের অন্তর্গত আর একটি প্রধান নগরে এই সময় মহাবিপ্লবের পূর্ণ বিকাশ হয়। এই নগর শাজাহানপুরের ২১ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ-তটে অবস্থিত। ইহার ৬ মাইল দূরে পাঠাননবাবদিগের বাসস্থান ফরক্কাবাদ রহিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ফরক্কাবাদের পাঠানগণ সাতিশয় উদ্ধত ও অশান্ত ছিল। ইহাদের ঔদ্ধত্য ও অশান্তভাব প্রবল হওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী নগরে ভয়াবহ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 293.*

ফতেগড় জেলায় দশ লক্ষের অধিক লোকের অধিবাস ছিল। ইহার দশ ভাগের এক ভাগ মুসলমান। এই মুসলমানগণই প্রধানতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপত্তির কারণ হয়। এই নগর কামানের গাড়ীর কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। গোলন্দাজ দলের এক জন ইংরেজ সৈনিক পুরুষ উপস্থিত সময়ে এই কারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১০ সংখ্যক সিপাহীদল এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য ফতেগড়ে অবস্থিতি করিতেছিল। কর্ণেল স্মিথ পদাতিদলের অধিনায়ক ছিলেন। কর্ণেল স্মিথের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার সৈনিকদল জাতিভ্রষ্ট হইয়া অপরাপর সিপাহীদলের নিকটে অবজ্ঞাত রহিয়াছে। যেহেতু তাহারা ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে যাইবার জন্য "কালাপানি" পার হইয়াছিল। আপনাদের সমাজের রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করাতে ইহারা সকল বিষয়ই অপরাপর সিপাহীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে। কিন্তু অধিনায়কের এইরূপ বিশ্বাস শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এ সময়ে আচারগত কোনরূপ পার্থক্য, কোনরূপ বৈষম্য, কোন মতভেদ, পরস্পরকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখিতে পারে নাই। কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব হেতু যেন সমস্ত পার্থক্য-বন্ধনের উচ্ছেদ করিয়া সকলকে এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক মহাকেন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়াছিল। যাহারা জাতিগত, আচারগত ও ধর্ম্মানুশাসনগত বৈষম্য দেখিয়া সিপাহীদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবিয়াছিলেন, তাহারা এই বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়কে এক মহাক্ষেত্রে এক মহাদলে পরিণত দেখিয়া বিস্মিত হয়েন, এবং যে বিচ্ছিন্নভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা আশ্বস্তহৃদয়ে ছিলেন, তাহা এই অভাবনীয় কারণে পরস্পর সংযোজিত হইয়া, তাঁহাদিগকে গভীর বিপত্তিসাগরে নিমজ্জিত করে।

ফতেগড়।

১০ই মে মিরাটের ঘটনা ফতেগড়ের সিপাহীদিগের গোচর হয়। এই সংবাদ যেন তাড়িতবেগে তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। তাহারা সে সময়ে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও বাহিরে উত্তেজনার কোনরূপ নিদর্শন দেখায় নাই। মে মাস এইরূপে অতিবাহিত হয়, ৩রা জুন তাহারা বেরেলী ও শাজাহানপুরের সংবাদ অবগত হয়। এই সংবাদে তাহাদের হৃদয় ক্রমে অস্থির হইতে থাকে। এদিকে তাহাদের অধিনায়ক দেখিলেন যে, সমগ্র অযোধ্যা বিপ্লবে বিশৃঙ্খল হইয়াছে। রোহিলখণ্ডও বিপ্লবের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ফরক্কা-

বাদের আশা কোথায়? এ সময়ে নিশ্চেষ্টভাবে থাকা কোনরূপে বিধেয় নহে। এইরূপ ভাবিয়া কর্ণেল স্মিথ মহিলা, বালকবালিকা এবং যুদ্ধে অসমর্থ লোকদিগকে নৌকায় করিয়া, কানপুরের প্রধান সৈনিকনিবাসে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। জানা গিয়াছিল যে, কানপুরের সৈনিকনিবাস নিরাপদ রহিয়াছে। ঐ স্থানে ইউরোপীয় সৈনিকগণ উপস্থিত হইয়াছে এবং আরও অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ ঐ স্থলে আসিতেছে। সুতরাং কর্ণেল স্মিথ অবিলম্বে আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। ছোট বড় বিভিন্ন রকমের বার তের খানি নৌকা প্রস্তুত হইল। অধিনায়ক রক্ষণীয় লোকদিগকে ঐ সকল নৌকা দ্বারা স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ৪ঠা জুন রাত্রি ১টার সময় ১৭০ জন নৌকায় আরোহণ করিলেন। গভীর নিশীথে—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বালকবালিকা ও যুদ্ধানভিজ্ঞ নিরীহ জীব আপনাদের জীবনের জন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয়লাভের আশায় বিপত্তিময় ফতেগড় পরিত্যাগ করিল।

এদিকে ফতেগড়ের সিপাহীগণ আপাততঃ নীরবে ও নিশ্চেষ্টভাবে রহিল। কিন্তু সকল দিক দেখিয়া, তাহাদের অধিনায়ক এইরূপ নিশ্চেষ্টভাবে অসাবধান বা যথোচিত কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন রহিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্তমধ্যেই সৈনিকদিগের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইতে পারে। মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহারা ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া, সংহারিণীশক্তির পরিচয় দিতে পারে। যে দিন নৌকাগুলি পলাতকদিগকে লইয়া ফতেপুর পরিত্যাগ করে, সেই দিন কর্ণেল স্মিথ গবর্ণমেণ্টের টাকা দুর্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিপাহীগণ বাধা দেওয়াতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে এই সকল সিপাহী বাহিরে আপনাদের সৌজন্য ও বিশ্বস্তভাব প্রকাশ করে। ১৬ই জুন তাহারা আপনাদের অধিনায়কের হস্তে একখানি পত্র সমর্পণ করে। এই পত্র অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর নামক স্থানের ৪১ সংখ্যক সিপাহীদলের সুবাদার তাহাদিগের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। সুবাদার এই পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তিনি এবং তাহার সৈনিকদল কোম্পানির অধীনতার উচ্ছেদ করিয়া, ফতেগড়ের কয়েক মাইল দূরে আসিয়াছেন। এখন ১০সংখ্যক সিপাহীদল যেন আফিসরদিগকে নিহত ও ধনাগারের অর্থ হস্তগত করিয়া,

তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয়। ১০ সংখ্যক সিপাহীদলের যে অফিসার এই পত্রের বিষয় কর্ণেল স্মিথের গোচর করেন, তিনি উক্ত ইংরেজ অধিনায়ককে স্পষ্টভাবে কহেন, উপস্থিত পত্রের উত্তর এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা বহু বৎসর কোম্পানির কার্য্য করিয়াছে, এখন বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না। ৪১ সংখ্যক সিপাহীরা যদি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহারা সদলে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। ইহার পরক্ষণে কর্ণেল স্মিথ গঙ্গার নৌসেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়েন, এই সেতু দ্বারা অযোধ্যার সহিত ফতেগড়ের সংযোগ ছিল। অযোধ্যা উত্তেজিত সিপাহীদলে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং ঐ প্রদেশ হইতে ফতেগড়ের গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করাই সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। কর্ণেল স্মিথ যখন অযোধ্যার সহিত ফতেগড়ের সংযোগের প্রধান অবলম্বন নৌসেতুর ধ্বংসসাধনে উদ্যত হয়েন, তখন তদীয় সিপাহীদল তাঁহার যথোচিত সাহায্য করে। কিন্তু জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হইলেই সমস্ত আশা অন্তর্হিত হয়। মহাবিপ্লবসাগরের প্রবল তরঙ্গ ক্রমে ফতেগড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। ১০ সংখ্যক সিপাহীদল এই তরঙ্গের গতিরোধ করা অসম্ভব মনে করিয়া উহার সহিত মিশিয়া যায়। নৌসেতুর ধ্বংস হইলেই উক্ত সিপাহীদলের এতদ্দেশীয় অফিসারগণ কর্ণেল স্মিথকে কহেন যে, সময় অতীত হইয়াছে, এখন তাঁহার এবং তদীয় অধীন লোকের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

সিপাহীগণ যখন স্পষ্টভাবে আপনাদের মনোগত কথা বলিল, তখন কর্ণেল স্মিথ আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, আপনার অধীন লোকের সহিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহাকে এই দুর্গে থাকিয়াই বহুসংখ্যক লোকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু দুর্গ দৃঢ় ছিল না। যথোপযুক্ত অস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল না। খাদ্যসামগ্রীও পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত ছিল না। বহুকষ্টে ১১ সংখ্যক দলের এক জন সিপাহীর সাহায্যে চল্লিশ, পঞ্চাশটি মেষ দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইল। এক শত কুড়ি জন খ্রীষ্টান দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ অস্ত্রধারণে সমর্থ ছিল। অবশিষ্ট প্রধানতঃ মহিলা ও বালকবালিকা। কর্ণেল স্মিথ অস্ত্রধারণে সমর্থ লোকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন।

দুর্গস্থিত ইংরেজ অধিনায়ক যখন এইরূপে লোকের সন্নিবেশ, খাদ্যের আয়োজন ও অস্ত্রাদির সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ১০ সংখ্যক সিপাহীদল প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। ফরক্কাবাদের নবাব তফ্‌ফুজ্জল হোসেন খাঁ পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন ১০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। তাহারা সম্মানসূচক তোপধ্বনি করিয়া নবাবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহারা আপনাদের দল পরিপুষ্টির জন্য কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা উদ্দাম লালসার তৃপ্তির জন্য ধনাগারের অর্থরাশি আপনাদের অধিকারে রাখিল। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের মণিমুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য এই স্থানে ছিল। উহাও তাহাদের অধিকৃত হইল। এইরূপে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাহারা নবাবের প্রাধান্য ঘোষণা করিল বটে, কিন্তু ধনাগারের একটি টাকাও নবাবকে দিতে সম্মত হইল না। এদিকে সীতাপুরের ৪১ সংখ্যক সিপাহীদল নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া, ফরক্কা-বাদে উপস্থিত হইল। ১০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ ইহাদিগকে আপনাদের অধিকৃত অর্থের অংশ দিতে সম্মত হইল না। ৪১ সংখ্যক দলের সিপাহীরা এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং ইউরোপীয় অফিসারদিগকে অক্ষতশরীরে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিল। কিন্তু ১০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ এই তিরস্কারবাক্যে কর্ণপাত করিল না। তাহারা অর্থের লালসায় অধিনায়কদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এখন অর্থলাভের সহিত তাহাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিল না, অধিনায়কদিগকে আক্রমণ করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন বা ইউরোপীয়-দিগের গৃহসমূহের ভস্মীকরণেও তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উঠিল না। তাহারা টাকার জন্য ধনাগার আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল, এখন টাকা পাইয়া অনেকে সন্তুষ্টচিত্তে আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যাহারা রহিল, তাহাদের সহিত ঘটনাক্রমে কাওয়াজের ক্ষেত্রে ৪১ সংখ্যক দলের সিপাহী-দিগের যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের কতিপয় ব্যক্তি নিহত হইল। ১০ সংখ্যক দলের হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া,

৪১ সংখ্যক দলের মতানুবর্ত্তী হইল। এইরূপে উভয় দলের সিপাহীরা সম্মিলিত হইয়া, ইংরেজদিগের আশ্রয়দুর্গ আক্রমণের জন্য শুভকর দিন নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল। তাহাদের মতে ২৫শে জুন সর্ব্বাংশে শুভজনক দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। তাহারা ঐ দিনে ইংরেজদিগের দুর্গ আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ফরক্কাবাদে এখন ৪১ সংখ্যক দলেরই প্রাধান্য হইল। নবাব ইহাদের পরিপোষক হইলেন। তিনি ইহাদের বলবৃদ্ধির জন্য খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন, ইহাদের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, ইহাদের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে নবাবের ক্ষমতায় যাহা হইতে পারে, তৎসমুদয়ই সম্পন্ন হইল। কিন্তু সিপাহীরা দুর্গ আক্রমণে উদ্যত হইল না। তাহারা নির্দ্দিষ্ট শুভকর দিনের প্রতীক্ষায় রহিল। এইরূপ বিলম্ব দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের স্বকার্য্যসাধনের অনুকূল হইল। ইংরেজেরা এই সুযোগে আত্মরক্ষার জন্য যাহা কিছু হইতে পারে, তাহা সম্পন্ন করিলেন।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। সিপাহীরা আপনাদের এই শুভকর দিনে, যে সকল কুলি দুর্গের সংস্কারকার্য্যে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করিল। পরদিন প্রত্যূষে সিপাহীদিগের দুইটি কামান হইতে গোলা-বর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কোন ফল না হওয়াতে কামানের গোলা-বৃষ্টি বন্ধ করা হইল। পর দিন প্রাতঃকালে আক্রমণকারিগণ মই দ্বারা দুর্গে উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা মই দুর্গপ্রাচীরের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরদিনেও তাহারা এইরূপ চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। এদিকে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়-দিগের কামান ও বন্দুকে তাহারা যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পঞ্চম দিনে তাহারা আপনাদের কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিল। ভিন্ন ভিন্ন উপায় ব্যর্থ হইল দেখিয়া, তাহারা অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিল। দুর্গের সন্নিকটে হোসেনপুর নামক একটি পল্লী ছিল। এই পল্লীস্থিত গৃহের ছাদের উপর উঠিলে দুর্গের অভ্যন্তরভাগের একাংশ ভালরূপে দেখা যাইত। সিপাহীগণ পঞ্চম দিনে এই সকল গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া লক্ষ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক গুলি চালাইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি সবিশেষ কার্য্যকর হইয়া

উঠিল। এই সময়ে তাহাদের দলের কতকগুলি লোক দুর্গের প্রায় ৭ গজ দূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গৃহ অধিকার করিল। এই স্থান হইতে তাহারা দুর্গ-প্রাচীরের সম্মুখে আসিল এবং উক্ত প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া দুর্গস্থিত গোলন্দাজ-দিগের উপর গুলি চালাইতে লাগাইল। গোলন্দাজগণ তাহাদের গুলিবৃষ্টিতে একান্ত বিব্রত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। পরে আক্রমণকারিগণ কুল্যাখননে প্রবৃত্ত হইল। কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে সমগ্র দুর্গ কম্পিত হইল এবং উহার বহিঃপ্রাচীরের ৫।৬ গজপরিমিত অংশ উড়িয়া গেল। সিপাহীরা অতঃপর দলবদ্ধ হইয়া দুই বার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা আক্রমণকারীদিগের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদের এক জন সিপাহীদিগকে দুর্গের ভগ্নস্থানের নিম্নে সমবেত দেখিয়া গুলি চালাইতে থাকেন। এই সময়ে দুর্গস্থিত এক জন ইংরেজ যাজকের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে দুর্গাক্রমণকারীদিগের অধিনায়ক নিহত হয়। ইহার নাম মুলতান খাঁ। এই ব্যক্তি প্রথমে বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট এডওয়ার্ডস্ সাহেবের পলায়নসময়ে তাঁহার সহচর ছিল। কিন্তু ইহাতেও আক্রমণকারিগণ ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। তাহারা পুনর্ব্বার গুলিবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং পুনর্ব্বার কুল্যাখননের আয়োজন করে।

এদিকে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণ বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের সহিত আত্ম-রক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহারা সংখ্যায় কম হইলেও হতাশ্বাস হয়েন নাই, অস্ত্রাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে না থাকিলেও আত্মসমর্পণের ইচ্ছা করেন নাই। বালকবালিকা, কুলমহিলাগণ নিকটে থাকিলেও অধৈর্য্য হইয়া সাহসিক কার্য্য-সাধনে উদাসীন থাকেন নাই। দিনের পর রাত্রি আসিয়াছে। প্রতিদিন প্রতি রাত্রিতেই তাহারা সমান উদ্যম, সমান উৎসাহ, সমান পরিশ্রমের সহিত কামানের পার্শ্বে থাকিয়া, সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। জীবন যখন সঙ্কটাপন্ন হয়, প্রতি-মুহূর্ত্তে যখন নানা বিঘ্ন ঘটিতে থাকে, বিপদ যখন দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠে, চারি দিক যখন অন্ধকারময় হইয়া বিভীষিকা দেখাইতে থাকে, তখন ইংরেজ যেমন নির্ভীকতার সহিত বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, যেমন সাহসের

সহিত আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে থাকেন, যেমন তৎপরতার সহিত সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন, জগতে তাহার দৃশ্য যেমন প্রশংসনীয়, সেইরূপ মানবের মহৎগুণের পরিচায়ক। উপস্থিত সময়ে ইংরেজ যেখানে বিপদাপন্ন হইয়াছেন, সেইখানে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। ফতেগড়ের দুর্গে ইংরেজ ঘোরতর বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহাদের রক্ষণীয় বালকবালিকা ও কুলকামিনীগণ তাঁহাদেরই সমক্ষে কাতরভাব দেখাইতেছিল। তাঁহাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহাদের দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন, তাঁহাদের দুর্গদ্বার নানাস্থানে ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের দুইটি কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তাঁহারা হতোদ্যম হয়েন নাই। তাঁহাদের গুলি নিঃশেষিত হইল। তাঁহারা হাতুড়ি, স্ক্রুপ, চাকা, লোহা প্রভৃতি কামানের কারখানার যন্ত্রাদি গনি ব্যাগের মধ্যে সেলাই করিয়া গুলির কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত সৈনিকপুরুষের সংখ্যা অল্প ছিল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের উদ্যম ভঙ্গ হইল না। শান্তির সময়ে যাঁহারা সংসারের অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা এখন সৈনিকব্রত অবলম্বন করিলেন। দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বিপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মযাজক আপনার ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্মোপদেশ ছাড়িয়া, বন্দুক গ্রহণ করিলেন। অধিক কি, কুলমহিলা আপনার স্বাভাবিক কোমলতায় বিসর্জ্জন দিয়া, অস্ত্রপরিগ্রহপূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।* এইরূপে আক্রমণকারীদিগের সমক্ষে আক্রান্তগণ সাহস ও উদ্যমের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ অসামান্য উদ্যম ও সাহস দেখাইয়াও, তাঁহারা দীর্ঘকাল দুর্গে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের আত্মরক্ষার সম্বল নিঃশেষিত হইল। কামানের কারখানার যন্ত্রাদিও ক্রমে গোলাগুলির কার্য্যে নিঃশেষিত

* সৈনিকদিগের কাপড়ের কারখানার এক ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার স্ত্রী স্বামিবিয়োগে অধৈর্য্য না হইয়া যুদ্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ইঁহার গুলিতে অনেক সিপাহী নিহত হয়। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই বিধবা নারী সিপাহীদিগের গুলিতে দেহত্যাগ করেন। অপরে কহিয়াছেন যে, ইনি কাণপুরে নিহত হয়েন। ইঁহার নাম বিবি জহারণ্।—*Kaye, Sepoy War. Vol III. p. 298, note.*

হইয়া গেল। এদিকে তাহাদের সাহসী সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের গুলির আঘাতে দুর্গপ্রাচীরে দেহত্যাগ করিতে লাগিল। কর্ণেল স্মিথ সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য ফরাসি ভাষায় পত্র লিখিয়া আগ্রায় পাঠাইলেন। তাঁহার পত্র যথাস্থানে পঁহুছিল। আগ্রার সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। মেজর্ ওয়েলার এই সৈনিকদলের পরিচালনের ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। কর্ণেল স্মিথ আশান্বিতহৃদয়ে আগ্রার পথ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কোন সাহায্যকারী সৈনিক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিল না। কর্ণেল অতঃপর দুর্গরক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। তিনি ঐ স্থানে আত্মরক্ষার কোন অবলম্বন না পাইয়া, পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পলায়নের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বর্ষার আবির্ভাবে গঙ্গার জলবৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং কর্ণেল স্মিথ জলপথে কাণপুরে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিন খানি বড় বড় নৌকা সংগৃহীত হইল। ৩রা জুলাই নিশীথকালের গভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বালকবালিকাসমেত ১০০ জন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নৌকায় আরোহণ করিল। এইরূপে ফতেগড় হইতে পলাতকদিগের দ্বিতীয় দল যাত্রা করিল। প্রথম দলের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। অনেকে মনে করেন যে, কাণপুরের লোমহর্ষণকাণ্ডে ইহাদের প্রাণান্ত ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় দল ইহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী হয় নাই। এই দলের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাহা যেরূপ গভীর মর্ম্মবেদনার উদ্দীপক, সেইরূপ উপস্থিত ভয়ঙ্কর সময়ের ভয়ঙ্কর ভাবের উত্তেজক। রাত্রি ২টার সময়ে সকলে নৌকায় উঠিলে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কর্ণেল স্মিথ, কর্ণেল গোল্ডি এবং মেজর রবার্টসন্ এক এক খানি নৌকার অধ্যক্ষ হয়েন। পলাতকদলে পরিপূর্ণ তিন খানি নৌকা তিন জন ইংরেজ সৈনিকপুরুষের তত্বাবধানে ফতেগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর কর্ণেল গোল্ডির নৌকা চড়ায় আবদ্ধ হইয়া যায় এবং উহার হাল নষ্ট হয়। আরোহিগণ নৌকার উদ্ধারে বৃথা চেষ্টা করে। এই সময়ে সুন্দরপুরনামক পল্লীর অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ করে। কতিপয় ইউরোপীয়

নৌকা হইতে নামিয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কর্ণেল গোল্‌ডির নৌকার লোকে উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ণেল স্মিথের নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ভয়াতুর ও নির্ব্বাক্ জীবে বোঝাই দুই খানি নৌকা ভাগীরথীর প্রবাহবেগে অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু অদৃষ্টদোষে আরোহিগণ শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিল না। তাহারা জীবনরক্ষার জন্য ফতেগড়ের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে সহসা কালের করাল মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সিপাহীরা যখন জানিত পারিল যে, ফিরিঙ্গিগণ নৌকায় চড়িয়া ফতেগড় হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তখন তাহারা তাড়াতাড়ি খেয়াঘাটের নৌকা সংগ্রহ করিয়া পলাতকদিগের অনুসরণ করিল। এদিকে একটি কামান গঙ্গার দক্ষিণতটে স্থাপিত হইল। নদীর উভয়তীরস্থিত পল্লীর অধিবাসিগণ নিরতিশয় উত্তেজিত-ভাবে পলাতকদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমান পল্লীর লোকই এবিষয়ে অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। এই সকল আক্রমণকারীর সমক্ষে পলাতকদিগের নিষ্কৃতিলাভ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে মেজর রবার্টসনের নৌকা সিংহরামপুর পল্লীর নিকটে চড়ায় আবদ্ধ হইয়া গেল। ইহার মধ্যে অনুসরণকারী সিপাহীগণ উপস্থিত হইয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ করিল। কাণপুরের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীর ঘাটে যাহা ঘটিয়াছিল, সিংহরাম-পুরের সমীপবর্ত্তিনী জাহ্নবীর জলপ্রবাহের মধ্যে তাহাই ঘটিল। কুলমহিলা-গণ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, শিশুসন্তানদিগকে লইয়া ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইহাদের কেহ কেহ জলমগ্ন হইল, কেহ কেহ বিপক্ষ-দিগের গুলিতে দেহত্যাগ করিল, কেহ কেহ অসির আঘাতে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইল। রবার্টসন্ প্রভৃতি তিন ব্যক্তি কোনরূপে আত্মরক্ষা করি-লেন। ধর্ম্মযাজক ফিসার সাহেব ফতেগড়ের দুর্গে সবিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি গুরুতররূপে আহত হওয়াতে আপনার স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে বাহুতে লইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, এবং ঐ অবস্থায় জলমগ্ন হয়েন। তাঁহার বাহুদেশে তদীয় স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যু হয়। তিনি কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া, রাত্রিকালে লুকায়িতভাবে থাকেন, এবং প্রত্যূষে কর্ণেল স্মিথের নৌকায় উঠেন। নৌকায় উঠিয়াই তিনি প্রবলবেগে অশ্রুপাত করিতে

করিতে কহিয়াছিলেন যে, "আমার স্ত্রী ও শিশুসন্তান আমার বাহুদেশেই দেহত্যাগ করিয়াছে"। জীবনরক্ষা হইলেও রবার্টসন সাহেবের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলমগ্ন হইল। রবার্টসন স্বয়ং আহত হইয়াছিলেন। এক জন ইউরোপীয় নীলকর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আহত সহযোগীকে একটি দাঁড়ের উপর তুলিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। নিশীথকালে তাঁহারা তীরে উঠিয়া কোলহর নামক পল্লীতে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। এই স্থানের সরলপ্রকৃতি কৃষাণগণ তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নিরতিশয় দয়ার্দ্র হইয়া, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। পলাতকগণ আশ্রয়দাতাদিগের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রীতে তৃপ্তিলাভ করিলেন। রবার্টসন সাহেব সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গী নীলকর সাহেব তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। দুই মাস পরে সমুদয় শেষ হইল। রবার্টসন সাহেব গুরুতর আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার সহযোগী নীলকর সাহেব তদীয় সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কাণপুরে উপনীত হইলেন। এদিকে যে সকল আরোহী উত্তেজিত সিপাহীদিগের বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে নবাবের আদেশে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে কর্ণেল স্মিথের নৌকা, অবশিষ্ট শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে লইয়া, কাণপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। পথে দয়ার্দ্র পল্লীবাসিগণ ইহাদের যথোচিত সাহায্য করে। পলাতকগণ পল্লীবাসীদিগের সদয়ভাবে আশঙ্কাশূন্য হইয়া, তাহাদের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের প্রদত্ত খাদ্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সকল জীবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে তাহার নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা কাণপুরে অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত বিনষ্ট হয়। কথিত আছে, পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালকবালিকাতে দুই শতেরও অধিক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জুন মাসের প্রারম্ভে ফতেগড় ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ছিল। ইহাদের প্রায় সকলেই জলপথে বা যে স্থানে নিরাপদ হইবে ভাবিয়া যাইতেছিল, সেই স্থানে নিহত হয়।

এইরূপে ইংরেজেরা ফরক্কাবাদ হইতে তাড়িত হইলেন। ফরক্কাবাদে তাঁহাদের আধিপত্য, তাঁহাদের প্রাধান্য, তাঁহাদের ক্ষমতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত

হইয়া গেল। পলায়নসময়ে তাঁহাদের অনেকের প্রাণান্ত ঘটিল, অনেকে ছদ্ম-বেশে ভারতবাসীর অসামান্য দয়াশীলতায় নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। নবাব তফজ্জুলহোসেন খাঁ ফরক্কাবাদের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ গুণ বা ক্ষমতা ছিল না। অমিতাচার ও অতিব্যয় প্রযুক্ত তাঁহার বৈষয়িক কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্নে উহা সুশৃঙ্খল হয়। নবাব তখন নিশ্চিন্তমনে আপনার ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন করিতে থাকেন। ফরক্কাবাদের লোকে যাঁহাকে এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপ্রার্থী ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পেন্সনগ্রাহী ভিন্ন আর কিছুই ভাবিত না, তিনি এখন স্বাধীন নবাব হইলেন। যাঁহাদের অনুগ্রহে ও যত্নে তাঁহার সম্পত্তিরক্ষা হইয়াছিল, তিনিই শেষে তাহাদিগকে নির্জ্জিত, নিষ্কাশিত ও নিহত করিলেন। এইরূপে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া, তিনি এখন ফরক্কাবাদের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন তাঁহার নামে আদেশপত্র প্রচারিত, তাঁহার নামে রাজস্ব সংগৃহীত এবং তাঁহার নামে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। জমাদার, রেসেলাদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষেরা অধিকতর ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশাতেই হউক, বা অর্থলোভেই হউক, তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। যাঁহারা দেওয়ানি-বিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে নবাবের কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কথিত আছে, ছয় জন তহশীলদারের মধ্যে তিন জন এবং এগার জন প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীর মধ্যে ছয় জন নবাবের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। নয় জন পেস্কারের মধ্যে পাঁচ জন এবং এক জন ব্যতীত সমুদয় কাননগু নবাবের সরকারে নিয়োজিত হয়েন। এতদ্ব্যতীত মোহরের, নাজীর, বরকন্দাজ প্রভৃতিও অভিনব শাসনকর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু ফৌজদারী ও রাজস্ববিভাগের সেরেস্তাদারগণ এবং ফৌজদারীর নাজীর নবাবের সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই শেষোক্ত কর্ম্মচারী এজন্য নিপীড়িত হয়েন। তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ বিলুণ্ঠিত হয়। তিনি নিজে জরিমানা দিতে বাধ্য হয়েন।* যাহা হউক, ইংরেজেরা তাড়িত হইলেও এবং

* *Kaye, Sepoy War Vol. III. p. 305, note.*

আপাততঃ তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের কোন নিদর্শন না থাকিলেও, কোনও স্থানে দীর্ঘকাল শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। যাঁহারা পূর্ব্বতন বংশ-গৌরব বা পূর্ব্বপুরুষের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বলে স্বপ্রধানভাবে শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা সকলকে জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ করিতে পারেন নাই, সুতরাং সকলের মধ্যে একপ্রাণতা ও সমবেদনার সঞ্চার হয় নাই। অনেকে কেবল দুর্নিবার ভোগলালসার পরিতৃপ্তির জন্য অভিনব শাসনকর্ত্তার নাম মাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিয়াছিল। সংযতচিত্ত, দূরদর্শী লোকে ইহাদের অনুবর্ত্তী হয় নাই। তাহারা কেবল ভয়প্রযুক্ত অভিনব শাসনকর্ত্তাদিগের অধীন হইয়াছিল। কিন্তু এই শাসনকর্ত্তাদিগের উপর তাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্যপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় ছিল। * ইংরেজ ইহাদেরই সদাশয়তায় আত্মরক্ষা করেন এবং প্রধানতঃ ইহাদেরই সাহায্যে আপনাদের বিলুপ্তপ্রায় ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে উদ্যত হয়েন।

ফতেপুরের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট এড্ওয়ার্ডস্ সাহেবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া বদায়ুন হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান নৈনিতালে প্রেরিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তিনি হিন্দুস্থানীর বেশে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গিয়া, আত্মগোপন করিয়াছিলেন। পথে সদাশয় ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহার যথোচিত সাহায্য করে। এক দিন তিনি প্রচণ্ড আতপতাপে ও ও পথের ধূলিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া একটি পল্লীতে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে গবর্ণমেণ্টের পেন্সনপ্রা একজন বৃদ্ধ সিপাহী বাস করিতেছিল। এই ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হয়। কালেক্টর সাহেব জল চাহিলেন, বৃদ্ধ সিপাহী দুগ্ধ ও চাপাটী দিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিল। পলাতকগণ আতিথেয় সিপাহীর পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, এক ঘণ্টার পর সেই

* *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian revolt, p. 48.*

স্থান হইতে যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে কালেক্টর সাহেব সিপাহীকে কিছু টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সিপাহী উহা গ্রহণ না করিয়া, দুঃখিতভাবে বলিয়াছিল—"এখন আমার অভাব অপেক্ষা আপনাদের অভাব বেশী। আমি বাড়ীতে বাস করিতেছি, আপনারা জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইতেছেন। যদি আপনাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমাকে এবং আমার এই সামান্য কার্য্যের বিষয় মনে রাখিবেন।" * এইরূপে নানা স্থানে নানা লোকের নিকটে সাহায্য পাইয়া, তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত ধরমপুরনামক স্থানে উপনীত হয়েন। এই স্থানে হরদেব বক্স্ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। তিনি বিপন্ন পলাতকদিগকে সবিশেষ আদর ও যত্নের সহিত আশ্রয় দেন। এড্‌ওয়ার্ডস্ সাহেব ও তাঁহার সহযোগিগণ হরদেব বক্সের আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। সদাশয় ভূস্বামী আশ্রিতদিগের তৃপ্তিসাধনে ও শান্তিবিধানে কিছুমাত্র অমনোযোগী হয়েন নাই। ধরমপুরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ ইঁহাদের সুখশান্তির জন্য সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করেন। যখন ফতেগড়ের সিপাহীরা প্রবল হইয়া হইয়া উঠে; ইংরেজেরা যখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক জলপথে আশ্রয়স্থানের প্রত্যাশায় যাত্রা করেন; ফরক্কাবাদের নবাব যখন ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত বা বিনষ্ট করিবার জন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন; তখন হরদেব বক্স্ ইউরোপীয়দিগকে আশ্রয় দিয়াছেন ভাবিয়া, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপন্ন আশ্রিতদিগকে বিপক্ষদিগের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক আত্মমর্য্যাদার সহিত দয়া ও হিতৈষিতার সম্মান বিনষ্ট করেন নাই। পলাতকগণ ধরমপুর হইতে প্রতিদিন কামানের গভীর শব্দ শুনিতেছিলেন, প্রতিদিন এই গভীর শব্দে তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কা বা আশ্বাসের সঞ্চার হইতেছিল। ক্রমে কামানের ধ্বনির নিবৃত্তি হইল। পলাতকদিগের হৃদয় ক্রমে গভীর নৈরাশ্যে অভিভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে হরদেব বক্স্ বিপদের আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে অদূরবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থানে পাঠাইয়া দেন। যেহেতু, ফরক্কাবাদের নবাব শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রয়ে কতিপয় ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছে। নবাব এই

* *Edwards, Personal Adventures, p.* 37.

সংবাদ শুনিয়াই হরদেব বক্স্‌কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, ইউরোপীয়দিগকে যেন অবিলম্বে তাঁহার নিকটে পাঠান হয়। অন্যথা হরদেব বক্সের জীবন ও সম্পত্তি কখন নিরাপদ হইবে না। কিন্তু তেজস্বী হরদেব বক্স্‌ এই কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি আশ্রিতদিগের রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য এখন আপনার লোকদিগকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। যে কয়েক দিন নবাবের প্রাধান্য ছিল, পলাতকগণ সেই কয়েক দিন পূর্ব্বোক্ত দুর্গম স্থানে দুর্গতির একশেষ ভোগ করেন। তাঁহাদের বাসস্থান নিরতিশয় অপরিষ্কৃত ছিল। কুটীর প্রায়ই গোরু ও মহিষের মলে পরিপূর্ণ থাকিত। ইউরোপীয়গণ এই সকল বাক্‌শক্তিশূন্য জীবের সহিত নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে হরদেব বক্স্‌ বা তাঁহার প্রতিবাসী হিন্দুগণ নানারূপ আশঙ্কা করিয়া, ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। যাহা হউক, তিনি কাহারও নিকটে পলাতকদিগের সন্ধান বলিয়া দেন নাই। শেষে ফরক্কাবাদের সংবাদ পাইয়া, এই দয়াশীল ভূস্বামী পলাতকদিগকে পুনর্ব্বার ধরমপুরে আনয়ন করেন। এইরূপে ভারতবাসীর অসীম করুণায় ও সদাশয়তায় বিপন্নদিগের জীবনরক্ষা হয়।

ফতেগড়ের বিপ্লবে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। ইংরেজ এক সময়ে অপূর্ব্ব বীরত্বপ্রকাশপূর্ব্বক যে প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গভীর রাজনীতির পরিচয় দিয়া, যে প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, অকস্মাৎ অভাবনীয় শক্তিতে সেই প্রদেশে তাঁহারা ক্ষমতাভ্রষ্ট হইলেন। যাহারা এক সময়ে ইংরেজের পদানত ছিল, ইংরেজের সন্তুষ্টিসাধনে যত্ন প্রকাশ করিত, এবং ইংরেজের দেহরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত, তাহারাই এক্ষণে ইংরেজের বিরোধী হইয়া উঠিল, এবং অস্ত্রপরিগ্রহপূর্ব্বক ইংরেজের শোণিতপাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গাযমুনার দোয়াবের বিপ্লব, কেবল শোচনীয় নরহত্যার বা জনসাধারণের অচিন্তনীয় শক্তির জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। উহা অভাবনীয় ব্যাপকতার জন্যও ঐতিহাসিকের গভীর বিস্ময়ের উদ্দীপক হয়। ঐতিহাসিক যদি উহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও স্থিতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্বোধ হইবে যে, এই মহা-

বিপ্লব কেবল সৈনিকনিবাসে আবদ্ধ থাকে নাই, যাহারা ইংরেজ সৈনিক-প্রধানের নিকটে ইংরেজী প্রণালী অনুসারে সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত হইয়াছিল, ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ইংরেজের ইঙ্গিতমাত্রে যুদ্ধস্থলে শূরত্ব প্রকাশ করিত, তাহারাই কেবল সহসা ইংরেজকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত করিতে অগ্রসর হয় নাই। সিপাহীগণ মারাত্মক কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের উদ্যম দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং উহা ইংরেজের প্রাধান্য ও আধিপত্যের মূলদেশও ক্ষয় করিতে পারে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, সিপাহীগণ যেখানে উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছে, সেইখানেই তাহারা ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং সম্মুখে যে সকল ইউরোপীয়কে পাইয়াছে, তাঁহাদিগকে নিহত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত করিয়া, অভীষ্ট অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, অথবা দিল্লীতে গিয়া, অপরাপর সিপাহীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া ইংরেজের প্রাধান্যনাশ এবং আপনাদের আধিপত্যরক্ষার চেষ্টা করে নাই, এবং ইংরেজকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। তাহাদের অনেকে এই বিপ্লবের সময়েও ধীরতার পরিচয় দিয়াছে। বেরেলীর অনিয়মিত সৈনিকগণ সহসা তাহাদের উত্তেজিত স্বদেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হয় নাই। একদল যখন ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইয়াছে, অন্য দল তখন গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, তাহাদের পথানুসরণ করিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছে যে, ইংরেজের ক্রোধে সকলেই সমভাবে বিনষ্ট হইবে। এক দলের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, অন্য দলের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে। তাহারা হয় নিরস্ত্রীকৃত ও ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, না হয়, তাহাদের দেহ কামানে বিচ্ছিন্ন বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ গভীর আশঙ্কায় তাহারা সন্তপ্তহৃদয়ে ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্রপরিগ্রহ করিয়াছিল। মীরাটের ঘটনার পর সিপাহীদিগের হৃদয় এইরূপে বিচলিত হইয়াছিল। এইরূপ মনোবেদনায় অধীর হইয়া, তাহারা ইংরেজের প্রদত্ত অস্ত্রই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রপরিগ্রহ করিলেও তাহারা আপনাদের মনোবেদনা গোপনে রাখে নাই। ইংরেজ যখন দিল্লী

আক্রমণ করেন, দিল্লীর দুরারোহ প্রাচীর ও সিপাহীদিগের ব্যূহ যখন ইংরেজের দুশ্চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, তখন যে সকল সিপাহী ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা কহিয়াছিল যে, অদৃষ্টক্রমে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়া ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। গবর্ণমেণ্ট যখন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে যে, কিরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইবে, তাহা তাহারা জানে না।* উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর যাহাকে "দৌরাত্ম্য ও দাঙ্গাহাঙ্গামা পরিপূর্ণ" বলিয়াছিলেন, এবং গবর্ণর-জেনেরল যাহা "তাঁহাদের অধিকারভ্রষ্ট" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বিস্তৃত প্রদেশ কেবল সিপাহীদিগের উত্তেজনার জন্য তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দূরদর্শিতার অভাবেই হউক, ভ্রান্তিতেই হউক, বা অনভিজ্ঞতাতেই হউক, আর একশ্রেণীর লোক সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা কয়েদীদিগের শৃঙ্খলমোচনের বিষয় ভাবে নাই, ধনাগারের লৌহ-সিন্দুক ভাঙ্গিবার বিষয় চিন্তা করে নাই, বা ইউরোপীয়দিগের গৃহ ও দ্রব্যাদিনাশের বিষয়ও মনে স্থান দেয় নাই। ইহারা কেবল ভাবিয়াছিল যে, ইংরেজ ক্রমে ইহাদিগকে সামান্য লোকের মত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের বংশের গৌরব ও সম্মান বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাদের চিরন্তন রীতি-নীতির, আচারব্যবহারের অবমাননা করিয়াছেন। ইংরেজের সম্মুখে ভারত-বাসিগণ অপমানিত হইতেছে।† তাঁহাদের রাজনীতির কৌশলে পররাজ্য গৃহীত ও পরস্বত্ব বিনষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের আধিপত্যপ্রিয়তায় উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর অবস্থায় পাতিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের দুর্নিবার ভোগাকাঙ্ক্ষায় ক্ষমতাপন্ন ও বহুগুণবিশিষ্ট ভারতবাসী উচ্চতর রাজকীয় পদে বঞ্চিত রহিয়াছে। কোন দূরদর্শী ভারতবর্ষীয় এ সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভায় সদস্যরূপে বসিয়া, ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ও ভারতবাসীদিগের এইরূপ মনোগতভাব

* *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian Revolt, p, 53.*

† *Ibid, p. 43*, স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ লিখিয়াছেন, উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারিগণ কাছারির আমলাদিগকে আদালতের কাগজপত্র পড়িবার সময় যে, কটু কথা কহেন, তাহা অনেকেই জানেন। এ সকল আমলাদিগের অনেকে সম্ভ্রান্ত, তাঁহারা মনে মনে কহিয়া থাকেন যে, ইহা অপেক্ষা রাস্তার ধারে ঘাস কাটিয়া খাওয়া ইঁহাদের পক্ষে ভাল।

গবর্ণর-জেনেরল বা তাঁহার সহযোগিবর্গের গোচর করেন নাই। সুতরাং যাঁহার উপর সমগ্র রাজ্যের শাসন ও পালনভার সমর্পিত রহিয়াছিল, তিনি প্রজালোকের মনের কথা জানিতে পারেন নাই। শাসকের সমক্ষে শাসিতগণ অপরিচিতভাবেই ছিল।* বদ্ধমূল বৃক্ষ যেমন সহজে উৎপাটিত হয় না, জনসাধারণের এই দৃঢ়বদ্ধ ধারণাও সেইরূপ সহজে বিলুপ্ত হয় নাই। ইহা হইতে যে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নগরের পর নগরে, পল্লীর পর পল্লীতে আপনার অভাবনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছে। যাঁহারা বংশগৌরবে সম্মানিত, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের বিষয় সাধারণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে, ভারতবাসিগণ বিচারবিতর্ক না করিয়া দুর্ঘটনার সময়ে নামেই হউক, বা কার্য্যেই হউক, তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। তাহারা জানে যে, এইরূপ বংশ-গৌরব এবং এইরূপ প্রাধান্য অসময়ে শত শত ব্যক্তিকে এক উদ্দেশ্যের সাধনে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে। উপস্থিত সময়ে ভারতবাসীদিগের এইরূপ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বংশগৌরবে প্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বতন আধিপত্যের মহিমায় গৌরবান্বিত ব্যক্তিগণ যখন এই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন উত্তেজিত লোকে দলে দলে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাদের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল, কেহ কেহ তাঁহাদের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। কারাগারবিমুক্ত কয়েদীগণে সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত হইল। পরস্বাপহারক গুজরগণ আপনাদের অভীষ্টসাধনে দলবদ্ধ হইয়া উঠিল। শৃঙ্খলা ও শান্তির সুখময় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিদ্বেষী বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বস্বহরণে বা জীবনগ্রহণে উদ্যত হইল। অর্থলোলুপ দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত ঘটিতে লাগিল। উত্তমর্ণের আক্রমণে অধমর্ণের জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। অত্যাচারপরায়ণ লোকে এইরূপে নানা দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। ইংরেজের ক্ষমতাত্যয়ে অনেক স্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ

* স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীদিগকে সদস্যরূপে গ্রহণ না করাই উপস্থিত বিপ্লবের মূল কারণ।—*Causes of the Indian Revolt, p. 11.*

আপনাদের বংশগৌরবের বলে অধিপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অনেক স্থানে তাঁহাদের আদেশে ইংরেজের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, অনেক স্থানে দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ লোকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছে। বেরেলীর খাঁ বাহাদুর খাঁ, ফরক্কাবাদের তফফুজলহোসেন খাঁর বিবরণে এ বিষয়ের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইবে।

পক্ষান্তরে অনেক ভারতবাসী এই দুঃসময়েও ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। ইংরেজ কোন স্থান হইতে তাড়িত হইলেও, ইহারা সেই স্থানে ইংরেজের শাসনগৌরব অব্যাহত রাখিয়াছিল। ইহারা অর্থের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা কখনও বিচলিত হয় নাই। অধিকন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে কেবল ভয়প্রযুক্ত উত্তেজিত লোকের পক্ষে ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। ইংরেজের সর্ব্বনাশসাধনে ইহাদের উদ্যম দেখা যায় নাই। স্বদেশকে ইংরেজের শাসন হইতে বিমুক্ত করিতেও ইহাদের অধ্যবসায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। ইহারা ইংরেজের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় ছিল। যাহা হউক, ঘটনাচক্রে উপস্থিত সময়ে ইংরেজদিগের দুর্গতির একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা যখন আপনাদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করেন, তখন যে সকল ভারতবাসী এক সময়ে বিরুদ্ধাচারীর দলে মিশিয়াছিল, তাহারা উৎফুল্লভাবে সর্ব্বসাক্ষী ভগবানের নিকটে তাঁহাদের কুশলকামনা করিয়াছিল। ইংরেজ আপনার অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করিয়াছেন। নিরক্ষর ভারতবাসীও আপনাদের অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়াতে যথোচিত প্রতিফল পাইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

গোবালিয়র—ইন্দোর—রাজপুতনা।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের দুশ্চিন্তা—মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে—তাঁহার সৈন্য—তাঁহার রাজধানীর ঘটনা—তাঁহার সৈনিকদলের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণ—ইংরেজদিগের পলায়ন—মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর—ইন্দোরের ঘটনা—রাজপুতনা।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ঘটনায় মহামতি কল্‌বিন্ সাহেবের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরেজ যে প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়াছিলেন, এবং ইংলণ্ড বা স্কটলণ্ডের ন্যায় যাহা সর্ব্বাংশে আপনাদের আয়ত্ত ও সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের পদানত রাখিয়াছিলেন, সহসা তাহা অতর্কিতকারণে বিপ্লবময় ও বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সহসা তাহাতে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল, মহামতি কল্‌বিন্ সাহেব এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যাহারা এক সময়ে তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে পরিচালিত হইত, তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইত, তাঁহার নিয়মানুসারে নিরীহভাবে সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিত, তাহারা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া যখন সমুদয় শৃঙ্খলার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিল, এবং সমুদয় স্থান অশান্তিময় করিয়া তুলিল, তখন সহায়সম্পন্ন ও অর্থশালী ভূপতিগণ বিরোধী হইলে কিরূপ বিপত্তি ঘটিবে, তাহা লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর মহোদয়ের চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল।

গোবালিয়র।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিদিগের মধ্যে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের রাজধানীর ৬৫ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী গোবা-লিয়রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যখন ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিলেন, ইংরেজের প্রাধান্য যখন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তখন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ যুবক গবর্ণর-জেনেরলের পদে নিয়োজিত হইয়া আইসেন। ভারতের সমগ্র-স্থানে ইংরেজের প্রাধান্য অপ্রতিহতভাবে রাখাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই উদ্দেশ্যসাধনে তিনি যৌবনোচিত উদ্যম ও সাহসের পরিচয় দেন। লর্ড মর্ণিংটনের চেষ্টায় ইংরেজের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ ইংরেজের ক্ষমতার সমক্ষে মস্তক অবনত করেন, এবং ইংরেজের সাহায্যের জন্য আপনাদের ব্যয়ে স্বরাজ্যে ইংরেজ সেনানায়কদিগের তত্বাবধানে এক এক দল সৈন্য রাখিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ১৮৪১ অব্দে মহারাজ শিন্দের রাজ্যে নানা গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে জয়াজী রাও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং চক্রান্তকারিগণ সুযোগ বুঝিয়া রাজ্যের অবস্থা বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। লর্ড এলেনবরা এই সময়ে গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মহারাজ শিন্দের রাজ্যে ইংরেজ আফিসারদিগের তত্বাবধানে একদল সৈন্য রাখেন। ঐ সৈনিকদলের ব্যয়ভার মহারাজের উপর সমর্পিত হয়।

মহারাজ শিন্দের রাজ্যে ৮,০০০ হাজারেরও অধিক সৈনিকপুরুষ এবং ২৬টি কামান ইংরেজ আফিসারদিগের তত্বাবধানে পরিচালিত হইত। এতদ্ব্যতীত কেবল ভারতবর্ষীয় আফিসারদিগের অধ্যক্ষতায় ১০ হাজার সৈনিকপুরুষ ছিল। এই সকল সৈন্য যে, অপরাপর উত্তেজিত সৈনিকদলের পথানুসরণ করিবে না, তদ্বিষয়ে কল্‌বিন্‌ সাহেব উপস্থিত সময়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। মহারাজ জয়াজী রাও আপন সৈনিকদলের সাহায্যে স্বপ্রধান হইতে পারেন, স্বাধিকার প্রসারিত করিতে পারেন, স্বকীয় বংশের পূর্ব্বতন গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজের অধীনতাপাশের উচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিতে পারেন এবং মহারাজপুর ও পনিয়ারের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ দিবার জন্য আপনার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন। এইরূপে চারি দিকেই তাঁহার প্রলোভনের বিষয় ছিল। সুতরাং মহারাজ শিন্দের বিষয় ভাবিয়া, আগরার কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ চিন্তিত হইলেন, লোকেও সেইরূপ সন্দেহসমাকুল হইয়া উঠিল। "মহারাজ শিন্দে এখন কি করিবেন?" ইহাই সকল স্থানে সকলে ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

উপস্থিত সময়ে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল। যাঁহাদিগের বংশ বীরত্বগৌরবে চিরপ্রসিদ্ধ, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বীরোচিত গুণগ্রামের জন্য বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়, এই তরুণ বয়সে তাঁহাদের সমরানুরাগ বর্দ্ধিত হয় এবং তাঁহারা বীরত্বের পরিচয় দিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মহারাজ শিন্দের বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অনুরাগ বর্দ্ধিত এবং তাঁহার শক্তিবিকাশের সহিত এই আগ্রহ বদ্ধমূল হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে সময়ে সংসারক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার উক্তরূপ আগ্রহপ্রকাশের অনুকূল ছিল না। উপস্থিত সময়ের ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ভিন্নরূপ ছিল। মহারাজ শিন্দে যদি পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু উপস্থিত সময়ে ইংরেজের প্রাধান্যে ভারতীয় ভূপতিবর্গের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের যাবতীয় রাজকার্য্যের পরিদর্শনের জন্য ইংরেজ রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহাদের সৈনিকদলের পরিচালনার জন্য ইংরেজ সেনানায়কগণ নিয়োজিত হইতেন। সর্ব্বোপরি ভারতের ইংরেজ গবর্ণর-জেনেরল তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। এ সময়ে কেবল ইংরেজই অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজকীয় শক্তির বিনিয়োগ করিতেন। কেবল ইংরেজ সৈনিকপুরুষগণই যাবতীয় যুদ্ধসংক্রান্ত ক্ষমতার পরিচালক ছিলেন। রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, পাঠান অথবা ভারতের অন্য কোন জাতি স্বাধিকার বৃদ্ধির জন্যই হউক, স্বকীয় ক্ষমতা বদ্ধমূল করিবার নিমিত্তই হউক, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন না। ইংরেজ ইঁহাদের ক্ষমতা সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া আপনারাই সমগ্র সাম্রাজ্যের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সামরিক গুণে অলঙ্কৃত ও সামরিক কার্য্যে অনুরক্ত হইলেও, মহারাজ শিন্দে সমরসজ্জার আয়োজন ও সমরক্ষেত্রে গমনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি পুস্তক অধ্যয়নে, পরিচ্ছদপারিপাট্যে, বন্ধুগণের সহিত নানা আমোদে, এবং সৈনিকবর্গের সহিত সামরিক ক্রীড়াকৌশলে পরিতৃপ্ত থাকিতেন।

কিন্তু সামরিক ব্যাপারে অনুরাগ থাকিলেও, মহারাজ জয়াজী রাও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমরসজ্জার আয়োজন করেন নাই। পূর্ব্বপুরুষের বীরত্বগৌরব তাঁহার সাহসের উদ্দীপক ছিল। মহারাজপুর যুদ্ধক্ষেত্রের কথা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশীয় বীরপুরুষগণ এক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই বাক্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ বিষয় তাঁহার কল্পনার উত্তেজক হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ উদ্দীপনা,

এইরূপ উত্তেজনা এবং এইরূপ পূর্ব্বস্মৃতির কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, উপস্থিত সময়ে তরুণবয়স্ক মহারাজ শিন্দের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। যদি তিনি উদ্ধত, অদূরদর্শী ও চঞ্চলপ্রকৃতি লোকের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ও তদীয় প্রজাবর্গের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে এক জন দূরদর্শী, প্রশান্তপ্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার পরিচালক হইয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবর তরুণবয়সে বিস্তৃত রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। আবুলফজেল তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হওয়াতে তদীয় সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধি হয়, শাসনশৃঙ্খলায় সমগ্রজনপদ সুব্যবস্থিত হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘোরতর বিপত্তিময় সময়ে আবুলফজেলের অভাব ছিল না। মধ্যভারতবর্ষে দিনকর রাও যেমন মহারাজ শিন্দের পরিচালক ছিলেন, দক্ষিণাপথে সলারজঙ্গ সেইরূপ নিজামের রাজ্য সুশৃঙ্খলভাবে রাখিয়া-ছিলেন। রাজ্যশাসনে দিনকর রাওয়ের যেরূপ অভিজ্ঞতা, যেরূপ দূরদর্শিতা, সেইরূপ ক্ষমতা ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার যত্নে প্রজাবর্গের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি প্রজালোকের দারিদ্র্যদশামোচন করেন, এবং মহারাজ শিন্দের রাজ্য এরূপ সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন যে, ব্রিটিশশাসিত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন জনপদ অপেক্ষা উক্ত রাজ্য কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহারাজ-শিন্দের রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম এই ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারীর কার্য্যকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মহারাজের দরবারে যে সকল কর্ম্মচারী ন্যায়মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট ছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রিপ্রবর দিনকর রাওকে দেখিতে পারিতেন না। যেহেতু দিনকর রাও তাঁহাদের অবৈধ উপায়ে আয়ের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই-রূপ অপকর্ম্মের প্রশ্রয়দাতাদিগের কুমন্ত্রণায় পরমবিশ্বস্ত মন্ত্রী ইন্দোরের দরবার হইতে অপসারিত হয়েন। কিন্তু তাঁহার অপসারণে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নাই। দিনকর রাও দুই বৎসরের মধ্যে রাজ্যে যে সকল সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অন্তর্হিত হয়। রাজ্যের যাবতীয় কর্ম্ম সাতিশয় বিশৃ-ঙ্খল হইয়া উঠে। মহারাজ শিন্দে নানারূপ গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন। তাঁহার উদ্বোধ হয় যে, বিশ্বস্ত

মন্ত্রীকে পদচ্যুত করাতে রাজ্যের এইরূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিয়াছে। দিনকর রাও অবিলম্বে প্রধান মন্ত্রীর পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। এ দিকে মেজর ম্যাকফারসন্ সাহেব ইন্দোরের দরবারের পলিটিকাল এজেন্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। মেজর ম্যাকফারসন্ খন্দদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, তাহাদের নরবলিপ্রথা তুলিয়া দিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে এই ভয়ঙ্কর প্রথা তিরোহিত হয়। তিনি এইরূপে মানবকুলের হিতসাধন করিয়া একটি প্রধান প্রদেশীয় ভূপতির শাসনশৃঙ্খলা পরিদর্শনার্থে নিয়োজিত হয়েন। তাঁহার সহিত তরুণ-বয়স্ক মহারাজ ও তদীয় অভিজ্ঞ প্রধান মন্ত্রীর সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়। তিনি দিনকর রাওকে বিপদকালে প্রধান সহায় ও সম্পদের সময়ে প্রধান আত্মীয় ভাবিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে স্বকীয় অভ্যস্ত কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েন।

এই সময়ে মহারাজ শিন্দে ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিঙের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি কলিকাতায় ইংরেজের আধিপত্য ও ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের বিনয়সৌজন্য ও আতিথেয়তায় পরম পরিতোষ লাভ করেন। সুতরাং ইংরেজের উপর মহারাজ শিন্দের কোনরূপ বিরাগের কারণ ঘটে নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উত্তেজনা পরিস্ফুট হইলে মহারাজ শিন্দে, গোবালিয়রের সৈন্য উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণরের সাহায্যার্থ প্রস্তুত রাখেন। কিন্তু এই সৈন্যের উপর রেসিডেন্ট ম্যাকফারসন্ সাহেবের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। যেহেতু ইহারা কোম্পানির পদাতি সিপাহীদিগের সহিত এক শ্রেণীতে সমাবেশিত ও একবিধ উপকরণে সজ্জিত ছিল। এজন্য রেসিডেন্ট সাহেব মহারাজ শিন্দের নিকটে তাঁহার নিজের শরীররক্ষক সৈনিকদল পাঠাইবার প্রার্থনা করেন। মহারাজ জয়াজী রাও এই প্রার্থনাপূরণে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সজাতীয়গণ তদীয় শরীররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি ইহাদের সামরিক কৌশলে আমোদিত হইতেন, ইহাদের অস্ত্রচালনার চাতুরী দর্শনে পরিতোষ প্রকাশ করিতেন, ইহাদিগকে সুসজ্জিত করিতে মুক্তহস্ত হইতেন, এবং ইহাদের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। তাঁহার এইরূপ আদর ও প্রীতির পাত্রগণ যখন তদীয় রাজধানী হইতে যাত্রা করে,

তখন তিনি আত্মগৌরবে আমোদিত হইয়া, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহাদের অনুগমন করেন। গোবালিয়রে ইংরেজের যে সৈন্য ছিল, তাহাদের উপর মহারাজ বা রেসিডেণ্টের বিশ্বাস ছিল না। কোম্পানির সিপাহীদিগের প্রতি তাহাদের সমবেদনা ছিল। তাহারা ঔৎসুক্যসহকারে ঐ সকল সিপাহীর সংবাদ লইত। কথিত আছে, উপস্থিত সময়ে তাহারা রাত্রিকালে পরস্পর সমবেত হইত, পবিত্র গঙ্গাজল হস্তে লইয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার জন্য শপথ করিত, দিল্লী বা কলিকাতা হইতে আগত চরদিগকে আদরসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের সহিত নানারূপ পরামর্শে ব্যাপৃত থাকিত। তাহারা আপনাদের সনাতন ধর্ম্মের বিলোপের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল, সমভাবে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া ইংরেজের নিধন বা নিষ্কাশনের উপায় দেখিতেছিল। মহারাজ জয়াজী রাও তাহাদের চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট ম্যাকফারসন্ সাহেব তাহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপনে অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি তাহাদের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার রামজে এবং তদীয় আফিসারগণ এইরূপ সন্দেহ বা অবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েন নাই। কিন্তু রেসিডেণ্ট স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ এই উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল। গোবালিয়রস্থিত কোম্পানির সৈনিকগণ উক্ত স্থানের রক্ষক ছিল। তাহাদের পরিবর্ত্তে দরবারের খাস সৈনিকদিগকে রাখিবার প্রস্তাব হইল। রেসিডেণ্ট যখন এই বিষয় ব্রিগেডিয়ার রামজেকে জানাইলেন, তখন ব্রিগেডিয়ার এতদ্দ্বারা সিপাহীদিগের উপর বিশ্বাসের হানি হইবে, সিপাহীগণ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে বলিয়া, উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি প্রকাশ করিলেন।

মহারাজের প্রাসাদ লস্করে অবস্থিত। মোরারে সৈনিকনিবাস। লস্কর হইতে মোরার প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী। মহারাজ এই দূরবর্ত্তী সৈনিক-নিবাসের ইউরোপীয়দিগকে নিরাপদ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ২০শে মে সৈনিকনিবাসে সহসা গোলযোগ ঘটিল। লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় বালকবালিকা ও কুলমহিলারা সভয়ে আপনাদের জীবন-রক্ষার জন্য রেসিডেন্সির অভিমুখে ধাবিত হইল। ইউরোপীয়গণ ভাবিয়া

ছিলেন যে, গোবালিয়রের সৈন্য ঐ রাত্রিতে তাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সিপাহীগণ ঐ সময়ে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল না। সৈনিকনিবাস যুদ্ধোন্মুখ সৈনিকদিগের সমুত্থানে বিশৃঙ্খল হইল না। ইংরেজেরা আপনাদের অলীক আতঙ্কে আপনারাই লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, যখন এই ঘটনার সংবাদ মহারাজ শিন্দের গোচর হইল, তখন তিনি অবিলম্বে কতিপয় সৈনিকে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে রেসিডেণ্টের আবাসগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ স্থান রক্ষার জন্য উহার চারি দিকে সৈনিকদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া, রেসিডেণ্টকে আপনার প্রাসাদসংলগ্ন সুবিস্তৃত গৃহে বালকবালিকা ও কুলমহিলাদিগকে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন মহিলাগণ আপনাদের সন্তানদিগকে লইয়া মহারাজের নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সিপাহীগণ ইহাতে সাতিশয় আপত্তি করিতে লাগিল। তাহারা কহিতে লাগিল যে, কুলমহিলাদিগকে এইরূপে স্থানান্তরিত করাতে তাহাদের বিশ্বস্ততার উপর সন্দেহ করা হইয়াছে। তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আফিসারদিগের মত-পরিবর্ত্তন হইল। আফিসারগণ আপনাদের পরিবারবর্গকে পুনর্ব্বার সৈনিকনিবাসে আনয়ন করিলেন। তরুণবয়স্ক মহারাজ আপনার রাজধানীস্থিত অসহায় ইংরেজগণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য আপনার প্রশস্ত প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রক্ষার জন্য আপনার বিশ্বস্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সন্তোষের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে যাহা হইতে পারে, তিনি তৎসমুদয়েরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সদাশয় হিতৈষী ভূপতির প্রতিও সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কুপলাণ্ডনামক এক জন খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারক এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই সময়ে মহারাজ শিন্দের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কুপলাণ্ডপত্নী এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় মহারাজের প্রতি অসন্তোষের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ হিন্দু, এজন্য গোরু তাঁহার নিকটে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। আমরা তাঁহার রাজ্যে গোমাংস খাইতে পারি না। উহা কখন

কখন কেবল আগরা হইতে আমাদের জন্য আইসে। এইরূপ বিরক্তিজনক কুসংস্কারের জন্য মহারাজের উপর আমার যে, কিরূপ আক্রোশ জন্মিয়াছে, তাহা তাঁহার জানা উচিত।” পত্নী চিরপ্রিয় গোমাংস না পাওয়াতে মহারাজের উপর এইরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল। পতি ভারতবাসীদিগের উপর অন্য ভাবে ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই মে গোবালিয়র হইতে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—“মিরাট এবং দিল্লীর সিপাহীদিগের সমুত্থানে পরমেশ্বর নির্জীব পৌত্তলিক এবং অতি নিকৃষ্ট কুসংস্কারে আচ্ছন্ন (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুরাজ্যে গোবধ নিষিদ্ধ) লোকদিগকে ঘোরতর শাস্তি দিবেন।” * যিনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি এইরূপে সেই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমদর্শিতা, উদারতা ও সার্ব্বজনীন দয়া যে ধর্ম্মের ভিত্তি, সেই ধর্ম্মের প্রচারভার এইরূপ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, এবং এইরূপ ব্যক্তিই আপনাদের ভোগাভিলাষসিদ্ধির জন্য ভারতবাসীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া, স্বকীয় ধর্ম্মের গৌরব দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রিগেডিয়ার রামজে উপস্থিত সময়ে আত্মরক্ষা-সম্বন্ধে কোনরূপ কার্য্য করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। গোবালিয়রের সৈনিকদলের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজ শিন্দের শরীররক্ষক সৈনিকদিগকে ফিরাইয়া পাঠাইতে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কল্‌বিন্‌ সাহেবের নিকটে টেলিগ্রাম করেন। এই টেলিগ্রামের বিষয় ব্রিগে-ডিয়ারের গোচর করা হয়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ইহাতে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের নিকট লিখিয়া পাঠান যে, এখানে কোন গোলযোগ নাই। সৈনিকদিগের উপর বিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে। শিন্দে বোধ হয়, সিপাহীদিগকে দূর করিয়া, আপনার বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই পত্রানুসারে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর গোবালিয়রে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন যে, সিপাহীগণ প্রকাশ্য-ভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইলে কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে যেন আগরায় পাঠান না হয়।

* *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 335, note.*

এইরূপে গোবালিয়রস্থিত ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র আবর্ত্তিত হইল। ব্রিগেডিয়ার যাহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহাদের ব্যবহারে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণর মহোদয়ের নিকটে লিখিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সেই বিশ্বাসের পাত্র ও বিশ্বাসবৃদ্ধিকারিগণই বিরক্তি ও বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিতে উদ্যত হইল। প্রদেশীয় রাজাদিগের অধিকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল সৈনিকদল থাকিত, জুন মাসের প্রথমার্দ্ধে তাহাদের অনেকেই শত্রুতাচরণে উদ্যত হয়। ৪ঠা জুন নীমচে একদল সৈন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে। ৭ই একদল ঝাঁসিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। সিপ্রি এবং জব্বলপুরের দলের মধ্যেও শত্রুতাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশাধিকৃত জনপদ হইতে প্রত্যহ ভয়ঙ্কর সংবাদ লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণরের নিকটে উপস্থিত হইতে থাকে। অনেক স্থানেই ইংরেজদিগের কেহ কেহ নিহত হয়েন, কেহ কেহ বা প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। তাঁহাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য অনেক স্থানেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিলুণ্ঠপ্রিয় লোকের আক্রমণে অনেক স্থানই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে।

এই সময়ে অদূরদর্শী জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্ষমতা ও আধিপত্য অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। গোবালিয়রে অনেকের মনে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইহারা এজন্য উৎসাহিত হইয়া মহারাজ শিন্দেকে আপনাদের পক্ষে আনিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দূরদর্শী দিনকর রাও এই সময়ে রাজ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষগণ ইঁহার অভ্যুদয়ে চিন্তিত হইয়াছিল। ইঁহার প্রাধান্যদর্শনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একান্ত অনুরক্ত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনকারী জানিয়া, ইঁহার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল। ইহারা এইরূপে চিন্তিত, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দিনকর রাও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বিপক্ষগণ মনে করিয়াছিল যে, ইহারা মহারাজকে এই বলিয়া বুঝাইবে যে, ইংরেজদিগের নিষ্কাশনে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্য যখন বর্দ্ধিত হইবে, তখন বিজয়ী সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত না হওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। তাহারা তরুণবয়স্ক মহারাজকে এইরূপ নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। মহারাজ তাহাদের কথা

শুনিলেন। তাহাদের কথার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। তাহাদিগকে স্থির-ভাবে থাকিতে কহিলেন। কিন্তু কোনরূপে তাহাদের পক্ষসমর্থন বা উৎসাহ-বর্দ্ধন করিলেন না। মহারাজের এইরূপ প্রশান্তভাবে দরবারের সৈনিকগণ সহসা কোনরূপ গোলযোগ ঘটাইল না। কিন্তু সৈনিকনিবাসে যে সকল সিপাহী ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন ছিল, মহারাজ এবং রেসিডেণ্ট সাহেব যাহাদের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারা দীর্ঘকাল স্থিরভাবে থাকিল না। তাহারা জাতীয় ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই উত্তেজনার পরিচয় দিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১৪ই জুন রবিবার—এই রবিবার ধর্ম্মনিষ্ঠ ইংরেজের নিকটে চিরপবিত্র বলিয়া পরিগণিত। উপস্থিত সময়ে এই পবিত্র দিনে নানা স্থানে ইংরেজদিগের দুর্গতির একশেষ হয়। ইংরেজেরা যখন উপাসনাগৃহে সমবেত হইয়া, ঈশ্বরের আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, তখন উত্তেজিত সিপাহীগণ সুযোগ বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। ১৪ই জুন রবিবার গোবালিয়রেও এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। ঐ দিন গোবালিয়রের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা উপাসনামন্দিরে গমনপূর্ব্বক আপনাদের পবিত্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। প্রাতঃকালে এক জন ইংরেজ সেনানায়কের একটি শিশুপুত্রের সমাধি হয়। গোবালিয়রের অনেক ইউরোপীয় সমাধিস্থানে গমন করেন। সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ইঁহাদিগকে সমাধিক্ষেত্রে যাইতে দেখে এবং প্রশান্তভাবে ইঁহাদের শোচনীয় ঘটনায় সমবেদনার চিহ্ন প্রকাশ করে। কিন্তু তাহাদের এই প্রশান্তভাব শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, সমবেদনার চিহ্নও শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিনা গোলযোগে দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু সায়ংকালে সমগ্র সৈনিক-নিবাস বিশৃঙ্খল ও গোলযোগে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইউরোপীয়গণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, এইরূপ জনরবে একান্ত অধীর হইয়া, তাহারা বিকট চীৎকার করিতে করিতে চারি দিকে ধাবিত হয়। গোলন্দাজেরা সসম্ভ্রমে আপনাদের কামান সজ্জিত করিতে থাকে। পদাতিগণ আপনাদের বন্দুক গ্রহণ করে। চারি দিকের ভয়াবহ কোলাহল, বন্দুকের শব্দ, ধূমোদ্গম সায়ন্তন শান্তি দূরীভূত করিয়া, ইউরোপীয়দিগকে যার পর নাই আতঙ্কগ্রস্ত করে। আফিসারগণ এই সময়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা সহসা

কলরবে ও অস্ত্রাদির শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া, সামরিক পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক সৈনিকনিবাসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ আবাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত বা স্বদেশীয়গণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলেন না। অধিনায়কদিগের মধ্যে অনেকেই নিহত হইলেন। মহিলা ও বালকবালিকারা নিরাপদ স্থান প্রাপ্তির আশায় তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইল। কিন্তু সিপাহীরা এই গভীর উত্তেজনার সময়ে হৃদয়ের সদ্‌গুণে এক বারে বিসর্জ্জন দেয় নাই। মেজর ব্লেকনামক এক জন অধিনায়ক দ্বিতীয় পদাতিদলের পরিচালক ছিলেন। এই দলের সিপাহীগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল। তিনি অপর দলের সৈনিকগণকর্ত্তৃক নিহত হয়েন। ইহাতে তাঁহার দলের সৈনিকগণ এরূপ ক্ষুব্ধ হয় যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেয়। যাঁহাদের অদৃষ্ট অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন ছিল, তাঁহারা রেসিডেন্সিতে বা মহারাজ শিন্দের প্রাসাদে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এ সময়ে কোন কোন সিপাহী দয়া ও সৌজন্যের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। কতিপয় সিপাহী মৃত ও মুমূর্ষু অধিনায়কদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। ইহাদের পরামর্শে তিন জন ইউরোপীয় পলায়নে উদ্যত হয়েন। এক জন ইংরেজ অধিনায়ক পদব্রজে যাইতেছিলেন, সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিন জন সিপাহী তাঁহার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিল এবং মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া পলাতককে কহিল যে, তাহারা তদীয় জীবনরক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবে। ইহা কহিয়াই, তাহারা বিপন্ন ইউরোপীয়ের টুপি ফেলিয়া দিল, পেণ্টুলুন ছিঁড়িয়া ফেলিল, জুতা দূরে নিক্ষেপ করিল, এবং তাহাকে ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশের কাপড়ে সম্পূর্ণরূপ আচ্ছাদিত করিয়া দুই জনে কাঁধে লইয়া চলিল। তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের অগ্রে যাইতে লাগিল। যে সকল উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে কহিল যে, ইহারা আপনাদের এক জনের স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে। এইরূপে ইহারা যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীদিগকে ছাড়াইয়া একটি নদী অতিক্রম পূর্ব্বক নিরাপদে আপনাদের বহনীয় পদার্থ আনিল। অতঃপর তাহারা বিপন্ন পলাতককে আগ্রায় যাইতে কহিল। কিন্তু পলাতক আপনার সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। সিপাহীগণ এই বিপত্তিকালে তাঁহাকে

কাহারও জন্য কোথাও প্রতীক্ষা না করিয়া সত্বর যাইতে কহিল। কিন্তু পলাতক কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না। তিন জন সিপাহী তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, নদীর যে তটে উত্তেজিত সিপাহীগণ পলাতক ইউরোপীয়দিগকে ধরিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার অপর তটে উক্ত ইউরোপীয়কে লইয়া গেল। অনন্তর এক জন সিপাহী তাহাকে কহিল, "যদি আপনার স্ত্রী জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি এখনই তাঁহাকে আপনার নিকটে আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সিপাহী চলিয়া গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে উক্ত ইউরোপীয়ের পত্নী স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের গৃহ বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল; টাকাকড়ি যাহা কিছু এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্যের নিকট ছিল, উত্তেজিত লোকে উক্ত ভৃত্যের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছিল। বিলুণ্ঠনপ্রিয় সিপাহীগণ উক্ত পলাতক ইউরোপীয়ের পত্নীর ঘড়ি ও চেন ছিনাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সমক্ষে তদীয় দেহ অক্ষতভাবে ছিল। উক্ত তিন জন সিপাহী এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দম্পতির প্রতি দয়া ও সৌজন্যের একশেষ দেখায়। তাহারা পূর্ব্বে ঘোড়ায় যে চাদরে পলাতককে আচ্ছাদিত করিয়াছিল, এখন সেই চাদর ব্যাগের মত করিয়া বন্দুকের সহিত বাঁধিল, এবং উহার মধ্যে পলাতকের পত্নীকে স্থাপন পূর্ব্বক দুই জনে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বিপন্ন ইউরোপীয় নগ্নপদে এই অপূর্ব্ব ডুলির পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ এইরূপে ৭ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইল। এই সময়ে আর তিন জন ইউরোপীয় পলাতক তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একটি হাতী পাওয়া গেল। সকলে সেই হাতীতে চড়িয়া আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে মহারাজের বাসস্থান লস্করের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে ছয় খানি ঘোড়ার গাড়ি তীরবেগে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। মহারাজের কতিপয় শরীররক্ষক সৈনিকপুরুষ এই সকল গাড়ির সঙ্গে ছিল। পলাতকগণ নিরাপদ হইলেন। উৎকৃষ্ট যান ও দেহরক্ষক উৎকৃষ্ট সৈনিকপুরুষ পাইয়া, তাঁহারা নিরুদ্বেগে আশ্রয়স্থানে উপনীত হইলেন। আরও অনেকগুলি ইউরোপীয়, কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে

লইয়া, ইঁহাদের সহিত সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।* এইরূপে বিশ্বস্ত সিপাহী-দিগের সাহসে ও সৌজন্যে বিপন্ন বিদেশীয়দিগের জীবনরক্ষা হইল।

এই ঘটনায় মহারাজ শিন্দে যেমন উদ্বিগ্ন, সেইরূপ দুঃখিত হইলেন। উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, তিনি সহসা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। রেসিডেণ্ট মাক্‌ফারসন্ সাহেব তাড়াতাড়ি মহারাজ শিন্দের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। পথে কতিপয় গাজী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে এক জন মহারাষ্ট্রীয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিতে তিনি রক্ষা পাইলেন। উক্ত মহারাষ্ট্রীয়, আক্রমণকারীদিগকে কহিলেন যে, রেসিডেণ্ট সাহেবকে বন্দী করিয়া মহারাজের নিকটে লইয়া যাওয়া হইতেছে। গাজীগণ এই কথায় নিরস্ত হইল। মাক্‌ফারসন্ সাহেব প্রাসাদে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, মহারাজ ও তাঁহার মন্ত্রী এক স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দরবারের সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, তাঁহাদের চারি দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মহারাজ ও তদীয় মন্ত্রী উভয়েই চিন্তাকুল হইয়াছেন। রেসিডেণ্ট সাহেব ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, পলাতক-দিগকে চম্বলের দিকে অথবা যদি সম্ভব হয়, আগরায় পাঠাইয়া দিবার জন্য যথোপযুক্ত যান সংগ্রহ করা হইবে। মাক্‌ফারসন্ সাহেব একাকী মহারাজের নিকটে থাকিতে চাহিলেন, কিন্তু মহারাজ শিন্দে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। মহারাজ ভাবিলেন যে, রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার নিকটে থাকিলে, উত্তেজিত সিপাহীগণ অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিবে। তাহারা প্রাসাদ আক্রমণ করিবে এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের নিধনের জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে থাকিবে। সুতরাং মহারাজ মাক্‌ফারসন্ সাহেবকে তাঁহার বহুমূল্য জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। ইংরেজের পরিচালিত সিপাহীগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দরবারের সৈনিকগণ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা হইয়াছিল। জনসাধারণ ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, অসংসাহসিক কার্য্যসাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। এসময়ে ইংরেজদিগের গোবালিয়রে থাকা সঙ্গত বোধ হইল না।

* *Martin, Indian Empire, Vol II. p. 338-339.*

সুতরাং রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজের নিকট বিদায় লইলেন। মহারাজ যথোচিত অর্থ দ্বারা সিপাহীদিগকে সন্তোষিত করিয়া আপন আপন বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি সমগ্র সৈনিকদলকে গোবালিয়রে একত্র রাখিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন যে, যাবৎ সৈনিকগণ আপনাদের কর্ম্মস্থলে থাকিবে, তাবৎ তাহাদিগকে কর্ম্মে বহাল রাখা যাইবে। এইরূপ আশ্বাস দিয়া, মহারাজ সিপাহীদিগকে গোবালিয়রে রাখিবেন। মহারাজ শিন্দে রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সুতরাং ইংরেজদিগের নিষ্কাশনের পর দরবারের ও সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ কিছু কাল গোবালিয়রে থাকিল। সিপাহীগণ অর্থ পাইয়া গোবালিয়র পরিত্যাগ করিলে নানারূপ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান থাকিবে। তাহারা হয় ত স্থানান্তরে গিয়া, অপরাপর সিপাহীর দল পরিপুষ্ট করিবে। যে পর্য্যন্ত আগরা সুরক্ষিত, অথবা দিল্লী অধিকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত মাক্‌ফারসন্‌ সাহেব ঐ সকল সিপাহীকে কোনরূপে গোবালিয়রে রাখা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে এইরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

পলাতকগণ গোবালিয়র হইতে চম্বলের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। পতিপ্রাণা কামিনী পতি হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। সুখোচিত ও সৌভাগ্যে বর্দ্ধিত বালকবালিকাগণ অনাথ হইয়াছিল। সৈনিকনিবাস পরিত্যাগকালে অনেকে নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহীগণ গভীর উত্তেজনার আবেগে দয়াধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিলেও মহিলা বা বালকবালিকাদিগের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করে নাই। ধর্ম্মপ্রচারক কুপলাণ্ড্‌ এবং ও ডাক্তার কার্ক সাহেব সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বনিতারা অক্ষতশরীরে ছিলেন। স্ত্রীর সমক্ষে ডাক্তার সাহেব গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার পত্নী স্বামীর এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমাকেও মার"। সিপাহীগণ কহিল, "না"। ডাক্তার সাহেবের চারি বৎসর বয়সের পুত্র মাতার নিকটে ছিল। এক জন উত্তেজিত সিপাহী সহযোগীদিগকে কহিল, "বোচাকে (শিশুকে) মারিও না"। ডাক্তার সাহেব

প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার পত্নী ও শিশুপুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। কয়েকটি কুলমহিলা সিপাহীদিগকে আসিতে দেখিয়া তাহাদিগকে যোড়হস্তে কহিলেন, "মাৎ মারো, মাৎ মারো" (আমাদিগকে মারিও না)। সিপাহীগণ কহিল, 'না, আমরা মেমসাহেবদিগকে মারিব না। কেবল সাহেবদিগকে মারিব"। কথিত আছে, সিপাহীগণ কুলমহিলাদিগের প্রতি অস্ত্রচালনা না করিলেও, তাহাদের টাকা বা অলঙ্কারাদি লইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। যাহা হউক, পলাতকগণ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া ভীতচিত্তে আপনাদের অভাবনীয় দুরদৃষ্টের স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পথেও তাঁহাদিগকে নানারূপ বিপন্ন হইতে হইল। চম্বলের দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটি পল্লীতে উপস্থিত হইলে, দুই শত গাজী পলাতকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। জাহাঙ্গীর খাঁ নামক এক জন হাবিলদার ইহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করে। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সৈনিকবিভাগে নিয়োজিত ছিল। পরে মহারাজ শিন্দের দরবারে কর্ম্ম গ্রহণ করে। জাহাঙ্গীর খাঁ সবুজ বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া মাক্‌ফারসন্ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি প্রথমতঃ ইউরোপীয়দিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে না বলিয়া ভাণ করে, কিন্তু পলাতকগণ ইহাতে নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। সৌভাগ্যক্রমে দিনকর রাওর আদেশে ঠাকুর বলদেব সিংহ নামক এক জন বলিষ্ঠ যুদ্ধকুশল ব্রাহ্মণ আপনার সশস্ত্র অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া নিশীথকালে পলাতকদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার আগমনে ইউরোপীয়গণ অনেকাংশে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইলেন। ঠাকুর বলদেব সিংহ কতিপয় অনুচরকে জাহাঙ্গীর খাঁর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত করিলেন, এবং স্বয়ং অবশিষ্ট অনুচরদিগকে লইয়া ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে চলিলেন। ইঁহার সাহায্যে ইউরোপীয়েরা চম্বলনদ পার হইলেন। মাক্‌ফারসনের প্রার্থনা অনুসারে ঢোলপুরের অধিপতি হস্তী ও শরীররক্ষক সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চম্বলের অপর তটে এই সকল হস্তী ও সৈন্য সজ্জিত ছিল। পলাতকগণ হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন, শরীররক্ষক সৈনিকেরা ইঁহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিল। ঢোলপুররাজ ইঁহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার প্রেরিত বাহনে পরিশ্রান্ত ও সর্ব্ববিষয়ে বিপন্ন পলাতকদিগের পথশ্রান্তি দূর হইল, তাঁহার সৈনিকগণের উপস্থিতিতে পলাতকদিগের সাহস বৃদ্ধি পাইল, তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে

পলাতকগণের নিকটে গোবালিয়রের প্রকৃত সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৫ই জুন আগরার কর্তৃপক্ষ উপস্থিত বিপ্লবের সংবাদ অবগত হইলেন। পলাতকগণ এইরূপে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক ১৭ই জুন আগরায় উপনীত হয়েন। ইঁহাদের অন্য দুইদল যথাক্রমে ১৯শে ও ২২শে জুন নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পদার্পণ করেন।

গোবালিয়রে সর্ব্বসমেত ২০ জন ইউরোপীয় নিহত হয়। ইঁহাদের কাহারও দেহ কোনরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় নাই। মহারাজ শিন্দের আদেশে যথানিয়মে ইঁহাদের সমাধি হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত সিপাহীগণ আপনাদের এক জন অধিনায়ককে সমাধিস্থ করে। এই অধিনায়কের নাম মেজর ব্লেক্। সিপাহীগণ ব্লেকের পত্নীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিমুখ হয় নাই। মেজর ব্লেকের মীর্জ্জা নামক খিদ্‌মতগার এই সময়ে তদীয় বিধবা পত্নীর সহায় হয়। এইরূপ বিশ্বস্ততার জন্য গবর্ণমেণ্ট অতঃপর ইঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ অনুসারে মহারাজ শিন্দে উত্তেজিত সৈনিকদলকে কোনরূপে গোবালিয়রে রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং গোবালিয়রের সিপাহীগণ কর্তৃক আপাততঃ আগরা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও, স্থানান্তরের ঘটনায় লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন সাহেব শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিয়াছিল যে, নীমচের সৈনিকদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া আগরার দিকে আসিতেছে। নীমচ মহারাজ শিন্দের রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত। উহা পূর্ব্বে শিন্দের অধিকৃত ছিল। পরে উহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রধান সৈনিকনিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ স্থান যেরূপ মনোরম্য, সেইরূপ স্বাস্থ্যকর। এই স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় স্থানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বহুসংখ্যক সৈনিকপুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের শাসনাধীন জনপদের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত হওয়াতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সৈনিকদলও বাঙ্গালার সিপাহীদিগের সহিত এই স্থানরক্ষায় নিয়োজিত থাকিত। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পদাতিদলের স্থলে বাঙ্গালার সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে থাকে। উপস্থিত সময়ে নীমচে দুই দল পদাতি এবং প্রথম অশ্বারোহিদলের কতকগুলি

সৈনিক ছিল। নীমচের ১৫০ শত মাইল উত্তরদিক্‌বর্ত্তী নসীরাবাদে দুই দল পদাতি, এক দল গোলন্দাজ এবং বোম্বাইয়ের এক দল সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে পদাতি ও গোলন্দাজদিগের তাদৃশ প্রশান্তভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহারা কিছু দিনের মধ্যে উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল। ২৮শে মে অপরাহ্ণকালে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহসা কামানের পার্শ্বে গমন করে, বন্দুক পুরিতে থাকে এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমরবেশে সজ্জিত হইয়া উঠে। পদাতি ও গোলন্দাজ সৈন্য এইরূপে পূর্ব্বতন প্রশান্তভাব ও বিশ্বস্ততা হইতে স্খলিত হয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের সৈনিকদল সহসা ইহাদের অনুবর্ত্তী হয় নাই। যখন ইহাদের প্রতি, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে আক্রমণ ও কামান অধিকার করিতে আদেশ দেওয়া হয়, তখন এই আদেশপালনে তাহারা ঔদাস্য দেখায়। সুতরাং পদাতি ও গোলন্দাজগণ উৎসাহসম্পন্ন হইয়া আফিসারদিগকে আক্রমণ করে। দুই জন আফিসার নিহত এবং দুই জন আহত হয়েন। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈনিকদলের রীতিপদ্ধতি একরূপ ছিল না। উপস্থিত সময়ে এই পার্থক্য ও তৎপ্রযুক্ত অনিষ্টজনক ফল সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়। বাঙ্গালার সিপাহীগণ আপনাদের পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কর্ম্মস্থলে অবস্থিতি করিত, পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ের সৈনিকদিগের পরিবারবর্গ তাহাদের সঙ্গে থাকিত। বোম্বাইয়ের যে সৈনিকদল নসীরাবাদে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিও ঐ স্থানে ছিল। সুতরাং এই সময়ে আপনাদের স্ত্রীপুত্রাদি তাহাদের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। বাঙ্গালার সৈনিকদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে পাছে তাহাদের প্রীতিভাজন পরিজনগণ আক্রান্ত হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। ইউরোপীয়গণ নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া পড়েন। তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনাদের সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রাদির সহিত ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী বেওয়ারে পলায়ন করেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের অপরাপর উত্তেজিত স্বদেশীয়ের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—গৃহদাহ, সম্পত্তিলুণ্ঠন প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে।

নসীরাবাদের সৈনিকগণ যখন এইরূপে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়, তখন নীমচের সিপাহীরা যে, স্থিরভাবে থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। ইহাদের

উপর পূর্ব্বেই সন্দেহ করা হইয়াছিল। ৩রা জুন ইহারা প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, এবং বিলুণ্ঠন, ভস্মীকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক দিল্লীতে যাত্রা করে। ইহারা আফিসার ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের জীবনহানি করে নাই। ইহাদের অত্যধিক উত্তেজনার আবেগে কেবল এক জন ইউরোপীয় গোলন্দাজের স্ত্রী নিহত হয়। এই সময়ে মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহারা সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী আগরা দিল্লীর পথে। সুতরাং আগরার কর্ত্তৃপক্ষ, নীমচের উত্তেজিত সিপাহীগণের দিল্লীতে অভিযানবার্ত্তা শুনিয়া, নিরতিশয় শঙ্কিত হয়েন। কিন্তু সিপাহীগণ এক পরামর্শে পরিচালিত হইত না। এক সময়ে তাহাদের যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইত, অন্য সময়ে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। এইরূপ অব্যবস্থিত সমরব্যবসায়িগণ যে, সহসা দিল্লীতে যাইবার সময়ে আগরা আক্রমণ করিবে, তাহার সম্ভাবনা কম ছিল। নীমচ হইতে আগরা ৩০০ শত মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত। এজন্য উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফটেনেণ্ট-গবর্ণরের তাদৃশ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান ছিল না। এই সময়ে মহারাজ শিন্দের ন্যায় আর এক জন মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজের উপর সাধারণের দৃষ্টি ছিল। মহারাজ শিন্দের ন্যায় ইঁহার রাজ্যের সহিতও উত্তেজিত সিপাহীদিগের উত্তেজনামূলক কর্ম্মের সংস্রব ছিল। আগরা অপেক্ষা ইঁহার অধিকৃত স্থান উক্ত উত্তেজিত সিপাহীদলের নিকটবর্ত্তী ছিল। এই মহারাষ্ট্রীয় ভূপতির রাজ্যে উপস্থিত সময়ে কি ঘটিয়াছিল, তাহা এখন বর্ণিত হইতেছে।

ইন্দোর

ইন্দোর মহারাজ হোলকরের রাজধানী। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই কর্ত্তৃক এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অহল্যাবাইয়ের সংস্রবে এবং প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজের প্রাধান্যে এই রাজধানী ভারতে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইন্দোর মহারাজ হোলকরের রাজ্যের পশ্চিমাংশে ও আগরার চারি শত মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে বোম্বাই ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী। রাজনৈতিক বিষয়ে ইন্দোর মধ্যভারতবর্ষের প্রধান স্থান। এই

স্থানে রেসিডেন্সি অবস্থিত। রেসিডেন্সিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি বৎসরের অধিকাংশ সময় যাপন করেন। রাজধানীর ১৩ মাইল দূরে মৌ-নামক স্থানে সৈনিকনিবাস। ১৮৫৭ অব্দের গ্রীষ্মকালে সৈনিকনিবাসে ২৩ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতি, প্রথম সংখ্যক এতদ্দেশীয় অশ্বারোহিদলের একাংশ, এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। পদাতিদলে ১৬ জন ইউরোপীয়, ১,১৭৯ এতদ্দেশীয়; অশ্বারোহিদলে ১৩ জন ইউরোপীয়, ২৮২ জন এতদ্দেশীয়; গোলন্দাজদলে ৯১ জন ইউরোপীয়, ৯৮ জন এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। বিপত্তিকালে ইউরোপীয়দিগকে স্বদেশীয় গোলন্দাজদিগের উপরে সর্ব্বাংশে নির্ভর করিতে হইত। ২৩ সংখ্যক পদাতিদলের অধিনায়ক কর্ণেল প্লাটের উপর সৈনিকনিবাসের কর্তৃত্ব ছিল।

রেসিডেন্সি ইন্দোরের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ দ্বিতল, প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বৃক্ষবাটিকায় পরিবেষ্টিত। বাজার ও সহকারী রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ রেসিডেন্সির সুবিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। উহার পশ্চিমদিকে মৌতে যাইবার পথ। পথের দক্ষিণপূর্ব্ব দিক উদ্যান ও বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। উহার ঠিক পশ্চিমে বাজার এবং বিভিন্ন প্রকারের অনেকগুলি গৃহ। এই দিকে রেসিডেন্সিরক্ষার জন্য মহারাজ হোলকরের সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। উত্তর দিকে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস এবং ধনাগার। এই দিকে ভূপালের অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। স্যার রবার্ট হামিণ্টন ইন্দোরের রেসিডেণ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতাপ্রযুক্ত স্বদেশে গমন করেন। তৎপদে কর্ণেল হেন্‌রি ডুরাণ্ড প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়োজিত হয়েন। সামরিক কর্ম্মে কর্ণেল ডুরাণ্ডের নৈপুণ্য ছিল। প্রথম আফগানযুদ্ধে গজনির প্রবেশ-দ্বার ভগ্ন করিয়া, তিনি সৈনিকসমাজের প্রশংসনীয় হয়েন। ইহার পর তিনি স্বদেশে গমন করেন। লর্ড এলেনবরা গবর্ণর-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, কর্ণেল ডুরাণ্ড তাঁহার খাসমুন্সী হয়েন। ডুরাণ্ড অভিনব গবর্ণর-জেনেরলের সহিত ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া, অভিনব কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি রাজনৈতিক ও দেওয়ানি বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ অব্দে তিনি মধ্যভারতবর্ষে গবর্ণর-জেনেরলের এজেণ্ট হয়েন। স্যার রবার্ট হামিণ্টন এবং কর্ণেল ডুরাণ্ড বিভিন্ন প্রকৃতির লোক

ছিলেন। একের অভিমতের সহিত অপরের অভিমেতর সামঞ্জস্য ছিল না। যে সকল ভূপতি এক সময়ে ক্ষমতায় ও প্রাধান্যে অপ্রতিহতভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া, শেষে আপনাদের অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, সেই পরানুগত ও পরানুগ্রহপ্রার্থী ভূপতিদিগের প্রতি স্যার রাবার্ট হামিল্টনের যথোচিত সমবেদনা ছিল। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় হামিল্টন বুঝিয়াছিলেন যে, সহিষ্ণু না হইলে সিদ্ধির পথ সুগম হয় না। বিশেষতঃ যাহাদের সহিত ভাষা, ধর্ম্ম, রীতিনীতি, দেশাচার প্রভৃতি বিষয়ে একতা নাই, তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। স্যার রবার্ট হামিল্টন এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, ধীরভাবে মহারাজ হোলকরের দরবারের কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন, এবং কোনরূপ অসঙ্গত বিষয় লক্ষিত হইলে, ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত উহার প্রতীকারে উদ্যত হইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি কর্ণেল ডুরাণ্ড এইরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কর্ত্তব্যসম্পাদনে কঠোরতা না দেখাইলে কোন কর্ত্তব্যই সম্পন্ন হয় না। তাঁহার নিকটে কোন বিষয় অনিষ্টজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, তিনি কঠোরভাবে উহার প্রতীকার করিতেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ছিল না, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া, ধীরভাবে কার্য্য করিতেও তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি কল্পনাপ্রিয় ছিলেন, নিজের কল্পনায় প্রমত্ত হইয়া, উদ্ধতভাবে কার্য্য করিতেই ভালবাসিতেন। তিনি যে কার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন, যদি সেই কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গুণগৌরব অধিকতর প্রকাশিত হইত, এবং তিনি এক জন প্রধান ও সাহসী যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়সম্পাদনের জন্য তাঁহার তাদৃশ গুণ ছিল না। যে হেতু এতদ্দেশীয় অধিরাজবর্গের প্রতি তাঁহার সমবেদনা ছিল না, এতদ্দেশীয়দিগের সহিত ব্যবহারে তাঁহার সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইত না। যে ভূপতির দরবারে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত ছিলেন, সেই ভূপতিকে তিনি মোগলদরবারের সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। এই ধারণা তাঁহাকে উপস্থিত সময়ে হঠকারিতাপ্রদর্শনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এখন যে ঘটনা বর্ণিত হইতেছে, তাহাতে এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

উপস্থিত সময়ে মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর একবিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ধীরপ্রকৃতি, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। রেসিডেণ্ট স্যার রবার্ট হামিল্টন তাঁহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। উমেদ সিংহ নামক একজন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহার শিক্ষক হয়েন। মরাঠী প্রভৃতি অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ভাষায় উমেদ সিংহের অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত উমেদ সিংহ ইংরেজী ভাষা বিশুদ্ধরূপে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। এই বহুদর্শী ব্রাহ্মণ আপনার প্রসিদ্ধ ছাত্রকে সুশিক্ষিত করিতে যথোচিত যত্ন করেন। তাঁহার যত্ন কোন অংশে নিষ্ফল হয় নাই। মহারাজ তুকাজী রাও ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের শিক্ষার গুণে সুশীল, শাস্ত্রানুরাগী এবং বিনয়ী হইয়া উঠেন। ইন্দোরের সর্দ্দারদিগের পুত্রগণও মহারাজ তুকাজী রাওয়ের সহিত শিক্ষালাভ করিতেন। এই সকল সমবয়স্ক সহাধ্যায়ীর সহিত একত্র থাকাতে তুকাজী রাওর শিক্ষানুরাগের সহিত প্রীতি, স্নেহ ও সমবেদনা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

স্যার রবার্ট হামিল্টন যত দিন ইন্দোরের দরবারে ছিলেন, তত দিন মহারাজের কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। কোন বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, রেসিডেণ্ট সাহেব ধীরভাবে উহা শুনিতেন, এবং সঙ্গত বোধ হইলে, উহার প্রতীকার করিতেন। হামিল্টনের প্রতিনিধি যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখনও এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইত। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ণেল ডুরাণ্ড ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। সমবেদনার অভাবপ্রযুক্ত তিনি ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। এক জন মরাঠা ভূপতি যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির সমক্ষে আপনার অভিমত প্রকাশ বা কোন অভিনব প্রস্তাবের উত্থাপন করিবেন, তাহা তিনি সহিতে পারিতেন না। সুতরাং মহারাজ হোলকরের ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকলের প্রভুর প্রভু। এই সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রস্থল প্রভুর প্রভুর সম্মুখীন হওয়া কাহারও উচিত নহে। মহারাজ হোলকর যত বড় লোকই হউন না কেন, অহংজ্ঞানী ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট তাঁহাকে সামান্য বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং তরুণবয়স্ক মহারাজের প্রতি তাঁহার সমবেদনা রহিল না। মহারাজ তুকাজী রাও এই কঠোরপ্রকৃতি রেসিডেণ্টের ব্যবহারে দুঃখিত হইলেন।

উপস্থিত সময়ে চারি দিকে বিপদের সূচনা হইতেছিল। গোবালিয়রের সৈনিক-নিবাসে বিপ্লবের বিকাশ হইয়াছিল। নসীরাবাদ ও নীমচের সিপাহীগণ আপনাদের প্রতিপালক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। দিল্লী ইংরেজের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজসৈন্য দিল্লীর পুরোভাগে দুর্দ্ধর্ষ সিপাহীগণ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সমগ্র উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ইন্দোরের চারি দিকেই করাল বহ্নি-শিখার বিস্তার হইতেছিল। উদ্ধত লোকে ইংরেজের নিষ্কাশনে এবং ইংরেজের সাম্রাজ্যের বিধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ তুকাজী রাও চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া যেরূপ দুঃখিত, সেইরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন। রেসিডেণ্টের ব্যবহারে তাঁহার অধিকতর বিরক্তি ও দুশ্চিন্তা জন্মিয়াছিল। কিন্তু রেসিডেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইলেও, তিনি সমগ্র ইংরেজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। বয়সের অল্পতায় তাঁহার ধীরতা ও অভিজ্ঞতা বিপর্য্যস্ত হয় নাই। ইংরেজের ক্ষমতার উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ এই বিপত্তিকালে আপনার ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন। ইংরেজের দৃঢ়তা, ইংরেজের চরিত্রবল, ইংরেজের সাহস ও সহায়সম্পত্তি কিরূপ, তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং কর্ণেল ডুরাণ্ডের চরিত্রের অনুপাতে তিনি সমগ্র ইংরেজের চরিত্রের পরিমাণ করেন নাই। তিনি ডুরাণ্ডকে ভাল না বাসিলেও, ইংরেজজাতির প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ইংরেজের বিরোধী হইতে চাহেন নাই বা ইংরেজের সমক্ষে আপনাকে কলঙ্কিত করিতেও ইচ্ছা করেন নাই।

মহারাজ তুকাজী রাও আর এক বিষয়ে নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রাগার প্রায় শূন্য ছিল। উত্তেজিত সিপাহীদিগকে বাধা দিবার জন্য যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত ছিল না। ইন্দোরের দরবার, রেসিডেণ্ট দ্বারা বোম্বাই গবর্ণর লর্ড এলিফিন্‌ষ্টোনের নিকটে দুই হাজার বন্দুক, তিনশত জোড়া পিস্তল এবং চারি লক্ষ ক্যাপের জন্য প্রার্থনা করেন। বোম্বাই গবর্ণর ইহার উত্তরে কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকট লিখিয়া পাঠান যে, প্রার্থিত বিষয়ের অর্দ্ধাংশ দিলেই বোধ হয়, মহারাজের সন্তোষ জন্মিতে পারে। কর্ণেল ডুরাণ্ড যখন মহারাজ হোলকরের প্রার্থনা বোম্বাইয়ের গবর্ণরের গোচর করেন, তখন তিনি হোলকরের

বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন নাই। ইন্দোরের দরবার যে, গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিবেন, তাঁহার মনে এইরূপ ধারণার আবির্ভাব হয় নাই। তিনি মহারাজ হোলকরকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের শত্রুগণের সমক্ষে তাঁহার বলবৃদ্ধির জন্য তদীয় অস্ত্রাগারে পর্য্যাপ্তপরিমাণে যুদ্ধোপকরণ রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সিপাহীদিগের উত্তেজনা ও তৎপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের শত্রুতা পরিলক্ষিত হয় নাই। নসীরাবাদ ও নীমচে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। ডুরাণ্ড পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রশান্তভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জুন মাস শেষ হইতে না হইতেই দুশ্চিন্তার গভীর আবেগে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয়। আশ্বস্তভাবের স্থলে ঘোরতর অশান্তিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। নসীরাবাদ ও নীমচের সিপাহীগণ প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা প্রকাশ করে, এবং আপনাদের অবস্থিতির স্থলে ভয়াবহ বিপ্লবের নিদর্শন রাখিয়া মোগলের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু এ সময়ে মৌতে সিপাহীদিগের উত্তেজনা ঘটে নাই। কর্ণেল প্লাট সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে যথোচিত চেষ্টা করিরাছিলেন। তিনি ৩০ বৎসর কাল আপনার ২৩ সংখ্যক সৈনিকদলে ছিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে সহসা কোন-রূপ আশঙ্কাপ্রদর্শনে নিরস্ত রাখিয়াছিল। জুন মাসের মধ্যভাগে আফিসারগণ সিপাহীদিগের প্রতি বিশ্বস্ততাপ্রদর্শন ও অমূলক আশঙ্কার নিবারণের জন্য রাত্রিকালে সৈনিকনিবাসে শয়ন করিয়া থাকিতেন। জুন মাস এইরূপে বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। কিন্তু জুন মাসের সহিত শান্তি ও আশ্বস্ত-ভাবের তিরোধান ঘটিল। ১লা জুলাই বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার পর কর্ণেল ডুরাণ্ড প্লাটের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন—"যত শীঘ্র পারেন, ইউরোপীয় গোলন্দাজ-দিগকে প্রেরণ করুন; আমরা হোলকরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি"।

সিপাহীদিগের এই আকস্মিক সমুত্থানসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করাতে এ পর্য্যন্ত ইতিহাসে এই বিপ্লবের সূক্ষ্ম বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে স্থূলতঃ এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ১লা জুলাই প্রাতঃকালে সিপাহীগণ এবং তাহাদের আফিসারবর্গের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। সে সময়ে সকলেই নিশ্চিন্তভাবে ছিল।

সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। কেহ কেহ স্নান করিতেছিল, কেহ কেহ রন্ধনে ব্যাপৃত ছিল। এতদ্দেশীয় আফিসারগণ প্রাতঃকালের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিশ্চিন্তচিত্তে ও প্রশান্তভাবে পরস্পর সমবেত হইয়াছিলেন। কর্ণেল ট্রাবার্স নামক এক জন সেনানায়ক তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা কামানের ধ্বনিতে সকলে চমকিত হইলেন। হোলকরের অশ্বারোহিদলের সাদত খাঁ নামক একজন সৈনিক এবং আট জন সওয়ার সাতিশয় উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—"সকলে প্রস্তুত হও, সাহেবদিগকে মার, মহারাজের এইরূপ আদেশ।" দেখিতে দেখিতে তাহার পশ্চাতে বহুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল লোক সমবেত হইল। দরবারের সৈনিকদল সাদত খাঁর কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদের অধিনায়ক বংশগোপাল তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে পারিলেন না। তাহারা কাহারও নিষেধ না মানিয়া, ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। গোলন্দাজেরাও আপনাদের কামানগুলি সজ্জিত করিয়া গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ১লা জুলাই প্রাতঃকালে কর্ণেল ডুরাণ্ড বোম্বাইয়ের গবর্ণরের নিকটে তারযোগে পাঠাইবার জন্য কোন সংবাদ লিখিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি এই কামানের ধ্বনি শুনিয়াই, চমকিত হইয়া উঠিলেন। কর্ণেল ডুরাণ্ড রেসিডেন্সি ও ধনাগার রক্ষার জন্য মহারাজ হোলকরের নিকট হইতে যে সকল কামান আনাইয়াছিলেন, সেই সকল কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতেছে শুনিয়া, তিনি গভীর বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময়ে হোলকরের দুই শত পদাতি গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। হোলকরের ৩টি কামান হইতে সর্ব্বপ্রথম ভূপালের অশ্বারোহী ও পদাতিদলের শিবিরে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। কর্ণেল ট্রাবার্স ভূপালের সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র তিনি সামরিকবেশে সজ্জিত ও স্বকীয় অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া, বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ছয় জন অশ্বারোহী ব্যতীত কেহই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল না। বিপক্ষগণ অনবরত গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। এই গুলিবৃষ্টির মধ্যে ভূপালের পদাতি সৈন্য নিষ্কর্ম্মা হইয়া রহিল। যাহারা তাহাদের উপর গুলি চালাইতেছিল, তাহারা তাহাদিগকে

প্রতিপ্রহার করিতে অসম্মত হইল। কর্ণেল ট্রাবার্স এই বিসদৃশ ঘটনা দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হইল। তাঁহার হস্তস্থিত তরবারির বাঁটের ছিলা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিপক্ষদিগের নিক্ষিপ্ত গুলি এবং নিষ্কোশিত তরবারির মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। ভূপালের অধিকাংশ অশ্বারোহী ও সমগ্র পদাতিদল কর্ণেল ট্রাবার্সের আদেশ পালন না করিলেও, ভূপালের দুইটি কামান হইতে বিপক্ষদিগের প্রতি গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ গোলাবর্ষণ তাদৃশ কার্য্যকর হইল না। সুতরাং এই সময়ে প্রায় সমুদয় বিষয়ই ইউরোপীয়দিগের প্রতিকূল হইয়া উঠিল।

উপস্থিত ঘটনা সম্ভবপর হইলেও সহসা যে, উহার সূত্রপাত হইবে, তাহা কি ইউরোপীয়, কি এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মচারী, কাহারও উদ্বোধ হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহীগণ যখন কামান সজ্জিত করিয়া, গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল, তখন কেহ কেহ অতিমাত্র বিস্ময়ে, কেহ কেহ বা অতিশয় ভয়ে অভিভূত হইলেন। অনিয়মিত সৈনিকদল সন্ত্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। উত্তেজিত সিপাহীদিগের উপর ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় আফিসারদিগের কোনরূপ ক্ষমতা রহিল না। সকলেই আকস্মিক গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সিপাহীগণ রেসিডেন্সিতে গোলাবর্ষণের নিমিত্ত যখন ঐদিকে কামান স্থাপন করিল, তখন শিবলাল নামক এক জন সুবাদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আপনাদের কামান হইতে এমন তীব্রবেগে গোলা চালাইতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারিগণ দূরীভূত হইল। তাহাদের একটি কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

কর্ণেল ডুরাণ্ড এখন ঘোরতর মানসিক যাতনায় একান্ত অবসন্ন হইলেন। যেন শত শত কালভুজঙ্গ তাঁহাকে তীব্রভাবে দংশন করিতে লাগিল, অথবা যেন নিদারুণ তুষানল তাঁহার শরীরের প্রতিস্থানে প্রসারিত হইল। তিনি যাহাদের উপর সন্দিগ্ধ ছিলেন, যাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, যাহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পদানত করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন, তাহাদের এই রূপ অভাবনীয় ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। তিনি পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, আপনাদের রক্ষণীয় লোকদিগকে একত্র করিলেন এবং যানবাহনাদি যাহা পাওয়া গেল, তৎসমুদয় এক স্থানে আনিলেন।

এই কার্য্যে ডুরাণ্ডের দুঃসহ মনোযাতনার একশেষ ঘটিল। তিনি উপস্থিত ঘটনা প্রসঙ্গে এই ভাবে নিজের মানসিক অবস্থার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন—"জীবিতকালের মধ্যে আমার যতরূপ বিরক্তি ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে এই ঘটনাই সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তিজনক। যেহেতু, আমি কথনও রক্ষণীয় স্থান ত্যাগ করিতাম না। স্থানত্যাগ করাত দূরের কথা, নিজে স্থান ত্যাগ করিতেও আদেশ দিতাম না। এ সময়ে যদি স্বস্থানে থাকিতাম, তাহা হইলে যাহাদিগকে এইরূপ দশাগ্রস্ত করিতে আমার কোন অধিকার নাই, তাহারা নিঃসংশয়ে নিহত হইত। তথাপি আমি সৈনিক পুরুষ বলিয়া যে, গর্ব্ব করি, ইহাতে যে সেই গর্ব্ব কতদূর খর্ব্ব হইয়াছে, বলিতে পারি না। যদি কেহ এই সময় গুলি করিয়া আমার প্রাণ নাশ করিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিতাম।" এইরূপ সন্তপ্তহৃদয়ে, এইরূপ বিরক্তিসহকারে কর্ণেল ডুরাণ্ড পলায়নে উদ্যত হইলেন। কুলমহিলা ও বালকবালিকাগণকে কামানের গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। পুরুষেরা হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করিলেন। ৩০০ শত ভীল সৈন্য, ভূপালের কতিপয় পদাতি এবং প্রায় ২০০ শত অশ্বারোহী পলাতকদিগের রক্ষক হইয়া চলিল। কর্ণেল ট্রাবার্স এই সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়া ইহাদের পার্শ্বভাগে যাইতে লাগিলেন। পলাতকগণ রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাপদে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাদ্ভাগে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা ও নিবিড় ধূমস্তূপ, তাঁহাদের সম্পত্তি ও অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত হওয়ার নিদর্শন সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিল। পলাতকগণ ভূপালে উপনীত হইয়া দয়াশীলা বেগমের আশ্রয়ে তদীয় দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেগম পলাতকদিগকে কহিলেন যে, তাঁহারা দীর্ঘকাল ঐ স্থানে থাকিলে তদীয় রাজ্যের অনিষ্ট হইবে। সুতরাং পলাতকগণ ভূপাল পরিত্যাগপূর্ব্বক আবার আশ্রয়স্থান পাইবার জন্য পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুন মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে অগ্রগামী ব্রিটিশ সৈন্যের আগমনে এবং দরবারের দৃঢ়তায় তাঁহারা ইন্দোরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেন।

ইহার মধ্যে মৌর ব্রিটিশ সৈনিকনিবাসের সিপাহীদিগের ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। ইহারা কর্ণেল প্লাটের একান্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিল। কর্ণেল এই

বিশ্বস্তদিগের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গোলন্দাজ সৈনিকদলের অধ্যক্ষ কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সিপাহীদিগের উপর সর্ব্বাংশে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, আপনার কামানগুলি খোলা জায়গায় সাজাইয়া রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কর্ণেল প্লাট তাঁহাকে প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে অনুমতি দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড অতঃপর আপনাদের কুল-মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আর একটি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ণেল প্লাট সেই পুরাতন হেতুবাদ—বিশ্বাসের পাত্রদিগের প্রতি অবিশ্বস্তভাব প্রদর্শনের নিদর্শন দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। সৈনিক-নিবাসের পুরোভাগে কামান সকল সজ্জিত হইল, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য কিছুই করা হইল না। বিশ্বাসপ্রদর্শনের যুক্তি এ স্থলে প্রবল হইল। হোলকরের সৈনিকদল প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে শুনিয়া, কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড ১লা জুলাই আপনার কামান লইয়া ইন্দোরে যাত্রা করেন। কিন্তু অর্দ্ধ-পথ অতিক্রম করিতে না করিতে ভূপালের অশ্বারোহিদলের এক জন সওয়ারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সওয়ার কর্ণেল ট্রাবার্সের নিকট হইতে এই সংবাদ আনিয়াছিল যে, কর্ণেল ডুরাণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রেসিডেন্সি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীহোরের অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন। হাঙ্গারফোর্ড এই সংবাদ পাইয়া ইন্দোরে গেলেন না; আপনার কামান লইয়া সৈনিকনিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

হাঙ্গারফোর্ড একবারে সেনাপতির নিকটে গিয়া রেসিডেন্সির সংবাদ জানাইলেন। তিনি দুর্গে কামান সাজাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। কর্ণেল প্লাট আবার সেই পুরাতন যুক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন। ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু হাঙ্গারফোর্ড অভীষ্ট বিষয়সম্পাদনে অনুমতি পাইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হইলেও নিরস্ত না হইয়া, আগ্রহসহকারে সেনাপতির নিকটে আপনার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। হাঙ্গারফোর্ডের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সেনাপতির হৃদয় বিচলিত হইল। সায়ংকালে তিনি অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড আপনার কামান দুর্গে লইয়া

গেলেন। এ সময়ে অশান্তি ও আশঙ্কিত বিপদের সূচনা দেখা যাইতে লাগিল। ২৩ সংখ্যক দলের সৈনিক পুরুষদিগের সাধারণ ভোজনগৃহ অকস্মাৎ দগ্ধীভূত হইল। সৈনিক-নিবাসের অন্যান্য গৃহ অগ্নিসংযুক্ত হইয়া রাত্রির গভীর অন্ধকারের মধ্যে চারি দিক আলোকিত করিয়া তুলিল। পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের প্রাক্কালে গৃহদাহ হইয়াছিল, এ স্থলেও সেইরূপ গৃহদাহ দেখিয়া, ইউরোপীয়গণ চমকিত হইলেন। রাত্রি ৯টার সময়ে কর্ণেল প্লাট ডুরাণ্ডের নিকটে লিখিলেন—"সমস্ত মঙ্গল; পদাতি এবং অশ্বারোহী, উভয় দলেই সন্তুষ্টচিত্ত ও আজ্ঞাবহ রহিয়াছে।" ১ ঘণ্টার মধ্যেই এই সন্তোষময় ও শান্তিময় দৃশ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিল। রাত্রি ১০টার সময়ে সন্তুষ্টচিত্ত ও আজ্ঞাবহ সৈনিকগণ উচ্ছৃঙ্খল, স্বপ্রধান ও ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। অধিনায়কের বিশ্বাস দূরীভূত হইল। আশ্বাসময়ী কল্পনার বিলয় ঘটিল। অধিনায়ক এখন কালবিলম্ব না করিয়া, অশ্বে আরোহণ করিলেন, দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন, হাঙ্গারফোর্ডকে কামান সকল সজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। নিমিষের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতঃপর তিনি অন্য এক জন সৈনিকপ্রধানের সহিত সৈনিক-দিগের আবাসস্থানের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। রসদখানার নিকটে তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া আপনার লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বস্ত সৈনিকদলের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তদীয় বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। কর্ণেল প্লাট এবং তাঁহার সহচর, উভয়েই গুলিতে আহত ও ভূপতিত হইলেন। আর তাঁহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। প্রথম অশ্বারোহিদলের এক জন অধিনায়কের প্রতি ঠিক ঐ সময়ে গুলি নিক্ষিপ্ত হইল। প্রথম গুলিতে তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্বের দেহপাত হইল। তিনি উঠিয়া অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অতঃপর তৎপরিচালিত দলের লোকের তরবারির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। সেই রাত্রিতে এই কয়েক জন অধিনায়ক নিহত হইলেন। অপরাপর আফিসারের আশ্চর্য্যরূপে প্রাণরক্ষা হইল।

এদিকে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড নিকর্ম্মা ছিলেন না। তিনি আপনার কামান-

গুলি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। তিনি দুর্গের অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সিপাহীগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। এদিকে ইংরেজ আফিসারদিগের অধ্যুষিত বাংলা ভস্মীভূত হইতে লাগিল। কিন্তু সৈনিক-নিবাস অনলের ক্রীড়া-ক্ষেত্র হইল না। যাহা হউক, হাঙ্গারফোর্ড সৈনিক-নিবাসের দিকে কামানের গোলা চালাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ কামানের বিকট শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া, দলে দলে ইন্দোরের পথে অগ্রসর হইল। ইন্দোরের উত্তেজিত সিপাহীগণ ইহাদের কার্য্যে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সিপাহীদল আপনাদের কাপড়, তৈজসপত্র, বন্দুক প্রভৃতি ফেলিয়া মৌর সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগ করিল। কাপ্তেন হাঙ্গারফোড এখন স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তিনি সৈনিকদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণপূর্ব্বক নিহত আফিসারদিগের যথাবিধানে সমাধির বন্দোবস্ত করিলেন, সামরিক আইনের প্রচারে মনোযোগী হইলেন, এবং আশঙ্কিত বিপদের প্রতীকারের জন্য যাহা করা আবশ্যক, তৎসমুদয় সম্পন্ন করিয়া, মহারাজ হোলকরের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, মহারাজ উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহযোগী হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে অনেক বেনামী পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া, তৎসমুদয়ের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক, তিনি মহারাজ হোলকরের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখিলেন—"আমি আপনার দেশীয় অনেক ব্যক্তির নিকটে শুনিলাম যে, আপনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী সিপাহীদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন। ইহাও আমার গোচর হইয়াছে যে, আপনি তাহাদিগকে কামান দিয়াছেন এবং আপনার অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈনিক দিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সংবাদ অতিরঞ্জিত হইতে পারে। আমি ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অতিরঞ্জিত সংবাদ আমার বিশ্বাসযোগ্য নহে। আপনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলে, আপনার সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। আপনি যে, ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্টের শক্রদিগের সাহায্য করিয়া এবং তাহাদের প্রতি মিত্রতা দেখাইয়া, আপনার স্বার্থহানি করিবেন, তাহাতে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।” হাঙ্গারফোর্ডের পত্র প্রাপ্তিমাত্র তরুণবয়স্ক মহারাজ এই ভাবে উহার উত্তর দিলেন,—“আপনি যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহা কেবল অতিরঞ্জিত নয়—সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইন্দোর এবং মৌতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমি যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি, বোধ হয়, আর কেহ সেরূপ হয়েন নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্র হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইব, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি না। আমি তাঁহাদের ন্যায়পরতার বিষয় অবগত আছি। যে বন্ধু অধিপতি তাঁহাদের সহিত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং তাঁহাদের নিকটে সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে সর্ব্বদা উদ্যত, সেই ভূপতির প্রতি সন্দেহপ্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাদের আত্ম-সম্মানই তাঁহাদিগকে নিরস্ত রাখিবে।” এই ভাবে পত্র লিখিয়া, মহারাজ হোলকর কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডকে ১ জুলাইয়ে সমস্ত ঘটনা জানাইবার জন্য দুই জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে মৌতে পাঠাইয়া দিলেন। হাঙ্গারফোড তাঁহাদের নিকটে সমস্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন।

এইরূপে ইন্দোরে রাজকীয় প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। গোলন্দাজদলের সাহসী সৈনিকপুরুষ এখন আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত লোক-নিয়োগ ও খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহ করিলেন। তিনি সৈনিক-নিবাসের অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিলেন। তিনি দুর্গপ্রাচীরে কামান সকল স্থাপিত করিলেন। তিনি এক মাস কালের উপযোগী যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। এখন তিনি উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলেন; কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কোন আদেশলিপি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল না। তিনি কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকটে পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্রের কোন উত্তর আসিল না। অগত্যা তিনি গবর্ণর-জেনেরলের প্রতিনিধিরূপে বোম্বাই গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের সহিত পত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন। এই রূপে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সাহসসহকারে সমগ্র বিষয়ের কর্ত্তৃত্বগ্রহণপূর্ব্বক গুরুতর কর্ত্তব্যপালনে প্রস্তুত হইলেন। যে কার্য্যে তাঁহার কোন অধিকার নাই, তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কর্ণেল ডুরাণ্ড “অনধিকার-চর্চ্চায়”

দোহাই দিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু এ সময়ে যাঁহারা এইরূপে "অনধিকার-চর্চ্চা" করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্যরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এ বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে বিমুখ হইবে না।*

এই সঙ্কটকালে মহারাজ তুকাজীরাও হোলকরের মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ কামানের গভীর শব্দে কর্ণেল ডুরাণ্ডের ন্যায় মহারাজও চমকিত এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকেরাই কামান দাগিতেছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইংরেজের কি তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, ইহা তাঁহার উদ্বোধ হয় নাই। তাঁহার প্রাসাদে নিরতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অনুচরবর্গ সন্ত্রাসের আতিশয্যে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। তাঁহার সংবাদবাহকেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ দিয়া, তাঁহাকে অধিকতর উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। সুতরাং উপস্থিত সময়ে কি কর্ত্তব্য, কোন্ পথ অবলম্বনীয়, কাহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক, তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। এক বার এক রূপ সংবাদ তাঁহার গোচর হইল; পরক্ষণেই আর এক রূপ সংবাদ উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বতন সংবাদ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। এইরূপে কোন বিষয়েরই স্থিরতা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তরুণবয়স্ক মহারাজ যখন কিয়দংশে প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন আর একটি বিষয় তাঁহাকে নিরতিশয় অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি শুনিলেন যে, গবর্ণর-জেনেরলের প্রতিনিধি—বীরত্বসম্পন্ন ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষ রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপর হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ স্থানের অভিমুখে গিয়াছেন, তাহা প্রাসাদের কেহই বলিতে পারিল না। এক জন রাজনীতিজ্ঞ ও সাহসী ব্রিটিশ কর্ম্মচারী যে, বিপত্তির সূত্রপাতমাত্রেই স্বকীয় কর্ম্মস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মগোপনে উদ্যত হইবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপারে তাঁহার যেরূপ বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না,

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 338.*

সেইরূপ দুশ্চিন্তারও অবসান হইল না। তরুণবয়স্ক মহারাজ এখন আপনার চারি দিকে ঘোরতর বিপদ দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঘোরতর বিপন্ন, গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষাদে একান্ত অভিভূত হইলেও, মহারাজ হোলকর নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট যখন পলায়ন করিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহার সৈন্য যখন রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখে কলঙ্কের চিহ্ন পড়িয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে এই কলঙ্ক ক্ষালন করা, তিনি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বেলা ৮টার মধ্যে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। ১০॥০টার সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট প্রভৃতি রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করেন। এই দুই ঘণ্টার মধ্যে মহারাজ হোলকরের সমক্ষে নানারূপ সংবাদ উপস্থিত হয়। পরক্ষণে তরুণবয়স্ক মহারাজ কিয়দংশে সুস্থির হইয়া, আপনার কর্ত্তব্যসাধনে উদ্যত হইলেন। ইন্দোরে যে কয়েকটি ইউরোপীয় এখন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে আপনার প্রাসাদে লুকাইয়া রাখিলেন। বেলা ৯টার পূর্ব্বে সাদত খাঁ আহত ও রুধিরে রঞ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং মহারাজকে কহিল যে, সে রেসিডেন্সি আক্রমণপূর্ব্বক একজন সাহেবকে আহত করিয়াছে। মহারাজ অবিলম্বে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। ১লা জুলাই এইরূপে অতিবাহিত হইল। ইহার পর দুই দিন ইন্দোরে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সিপাহীদিগের ন্যায় সাধারণ লোকেও সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শান্তি ও শৃঙ্খলার মঙ্গলময় নিয়ম সর্ব্বাংশে অন্তর্হিত হইল। উত্তেজিত লোকে নানা স্থানে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। নানাস্থানে সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইল। মহারাজের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা যেন কোন অচিন্তনীয় শক্তিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। মহারাজ দুই দিন প্রতীক্ষা করিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না। উত্তেজিত লোকে অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। তাহারা মহারাজের নিকটে আশ্রিত খৃষ্টানদিগকে চাহিল। মহারাজের শিক্ষক উমেদ সিংহকেও তাঁহার নিকটে পাঠাইতে কহিল। এইরূপে প্রতি কার্য্যে তাঁহাদের বলবতী জিঘাংসার

পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। চারি দিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া, মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ৪ঠা জুলাই কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণপূর্ব্বক এক হস্তে শাণিত বড়শা ধরিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে জনকোলাহলময় শিবিরে অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। যাহারা মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে উচ্ছৃঙ্খলভাবের একশেষ দেখাইতেছিল, তাহারা সহসা প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল, এবং গম্ভীরভাবে গভীর ঔৎসুক্যসহকারে মহারাজের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। মহারাজের নবকিশলয়দলের ন্যায় সুগঠিত সুন্দর দেহ, দীপ্তিময় লোচনযুগল এবং অসামান্য দৃঢ়তার পরিচয়সূচক মুখমণ্ডল দর্শনে তাহাদের বলবতী জিঘাংসা ও বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল। মহারাজ ধীরভাবে, যথোচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে, সুস্পষ্টস্বরে তাহাদিগকে কহিলেন—"প্রাসাদে যে সকল ইউরোপীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারা লোকান্তরিত হইলেও তাহাদের দেহ কাহাকেও দেওয়া হইবে না। আমি নিজের জীবন দিব, তথাপি আশ্রিতদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না। তোমরা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া, আমার আদেশের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছ। ধর্ম্মের নামে কাহাকেও আক্রমণ করা কোন শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম এক জনকে অপরের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেয় না। এখন তোমরা ধর্ম্মের নামে বিলুণ্ঠনে নিরস্ত হও, নচেৎ আমি রাজার কর্ত্তব্যপালনের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব"। উত্তেজিত সিপাহীগণ আপনাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল না। তাহারা এই ভাবে মহারাজের কথায় উত্তর দিল—"আপনি আপনার পূর্ব্বতন মহারাজ যশোবন্ত রাও হোলকরের বীরত্বের কথা মনে করিয়া দেখুন, অধিক গর্ব্ব ও কৃতঘ্নতা প্রযুক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের সৌভাগ্যতারকা অস্তমিত হইয়াছে। এখন আপনি হস্তধৃত বড়শা কাঁধে লইয়া, আমাদিগকে দিল্লীর অভিমুখে পরিচালিত করুন। আপনি এ বিষয়ে বিমুখ হইয়া, স্বকীয় কাপুরুষত্বের পরিচয় দিবেন না।" কিন্তু মহারাজ হোলকর এই কথায় যথোচিত উত্তর দিতে বিমুখ হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে এবং গম্ভীর ও উন্নত স্বরে কহিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব-

পুরুষদিগের ন্যায় সাহসী ও ক্ষমতাশালী নহেন, অধিকন্তু তিনি মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে বধ করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহারা ইহা করে, তিনি তাহাদের উপযুক্ত সহচর নহেন। মহারাজের এই কথায় উত্তেজিত হিন্দু সিপাহীগণের অনেকে বুঝিল যে, এই সকল নৃশংসজনক কর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা শিবাজী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে গাভী, কৃষক এবং স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করা কোন-ক্রমে বিধেয় নহে।

মহারাজ হোলকর অতঃপর প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উত্তেজিত সিপাহী-গণ কিয়দংশে প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল। জনসাধারণ নগরবিলুণ্ঠনে নিবৃত্ত হইল। সিপাহীরা সংগৃহীত কামান ও অর্থাদি লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। মহারাজ ব্রিটিশ কোম্পানির যত টাকা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সহিত আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে বিশ্বস্ত অনুচরগণ দিয়া, মৌর দুর্গে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মণিমুক্তা ও কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি নিরাপদে রাখার জন্য ঐস্থানে প্রেরিত হইল। যে দিন সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে, সেই দিনেই মহারাজ, বলবন্ত রাও নামক এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হাত দিয়া রেসিডেন্সিতে কর্ণেল প্লাটের নিকটে এক খানি পত্র পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকদল এখন তদীয় আদেশ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। ইহাদের উপর এখন তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী সৈনিকদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অসম্মত হইয়াছে। ঐ দিন তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের নিকটেও এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রেও তিনি ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়া, আপনার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করেন, এবং সেনাপতি উড্‌বরণকে যত শীঘ্র সম্ভব, ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখেন। কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকটেও তিনি এই ভাবে পত্র পাঠাইতে বিমুখ হয়েন নাই। এইরূপে তিনি সকল বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সৌহৃদ্য ও বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দেন।

ইহার মধ্যে মহারাজ এক বিষয়ে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ মালবের অন্তর্গত আমজীরার

অধিকন্তু কর্ত্তৃক তদীয় দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। আমজীরা মহারাজ শিন্দের একটি করদ জনপদ। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্‌ ইন্দোরের রেসিডেণ্টের অধীনে ভীলদিগের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্যার রবার্ট হামিল্টনের একটি দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। মহারাজ হোলকর হামিল্টনের পরিবারবর্গকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং তিনি কাপ্তেন হাচিন্‌সনের বিপদে স্থির থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু কাপ্তেন এবং তাঁহার সহচরগণ বন্দীভাবে ছিলেন না। তাঁহারা ভুপাবরনামক স্থানে ভীল সৈনিকদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভুপাবর আমজীরার একটি নগর। এই স্থানের রাজপুত রাজার এক হাজার পদাতি ছিল। ইনি মালবের ভীল সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতেন। ২রা জুলাই ভুপাবরে এই সংবাদ পহুঁছে যে, মহারাজ হোলকরের সৈন্য ইন্দোরের রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে এবং মহারাজ স্বয়ং আক্রমণকারী সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মালবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতিগণ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠেন। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্‌ ভুপাবরে ছিলেন; তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভুপাবরে দুই শত ভীল সৈন্য ছিল। হাচিন্‌সন্‌ এই সৈনিকদল লইয়া, আপনাদের অধ্যুষিত স্থানরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ২রা জুলাই নিশীথকালে তাঁহাদের নিকটে আমজীরার নিকটবর্ত্তী ধারনামক এক ক্ষুদ্র জনপদ হইতে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, কতকগুলি মুসলমান সৈনিক উত্তেজিত হইয়া, ভুপাবরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে কেবল ৩০ জন ভীল সৈনিক মাত্র হাচিন্‌সনের নিকটে ছিল। অবশিষ্ট ভীলগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এজন্য কাপ্তেন হাচিন্‌সন্‌ এবং তাঁহার এক জন ইউরোপীয় সহচর রক্ষণীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া ছদ্মবেশে পলায়নের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে বলিয়া দিলেন যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই যেন, তাহারা বরদাগামী পারসীক বণিক বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। কাপ্তেন হাচিন্‌সন প্রভৃতি এইরূপ বণিকের বেশে জবুয়ানামক স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করেন।

জবুয়া ইন্দোর এবং আমজীরার মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র করদরাজ্য। এই

জনপদের অধিপতি যোধপুরের রাঠোর ভূপতিদিগের বংশসম্ভূত। জবুয়া রাজ্যে প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত সভ্যতাসম্পন্ন ভীলের অধিবাস। পলাতকগণ জবুয়ার সমীপবর্ত্তী হইয়া, আপনাদের রক্ষার্থে কতিপয় সৈনিককে পাঠাইয়া দিবার জন্য তত্রত্য তরুণবয়স্ক ভূপতির নিকটে এক জন সওয়ার প্রেরণ করেন। পলাতকেরা জবুয়াতে পদার্পণ করিতে না করিতেই শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার একদল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। যাহা হউক, যথাসময়ে জবুয়া হইতে এক শত ভীল সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদের আশঙ্কা দূর হইল। তাঁহারা নিরাপদে একটি গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রামাধ্যক্ষ আপনার আহারীয় দিয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষিত করিলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে এক জন মদ্যব্যবসায়ীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া পরদিন জবুয়ার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে তাঁহারা অক্ষতশরীরে নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইলেন।

জবুয়ার অধিপতি ষোড়শবর্ষীয় বালক। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়াতে ইঁহার পিতামহী রাজ্যশাসন করিতেন। ইনি আশ্রিত পলাতকদিগকে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইল। রাজসরকারে কতকগুলি আরব ছিল। ইহারা কাফেরের আগমনে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রক্ষক রাজপুতগণ ইহাদিগকে পলাতকদিগের আশ্রয়-স্থানের নিকটে আসিতে দিল না। পলাতকগণ এইরূপে রাজপিতামহীর অসামান্য দয়ায় ও সৌজন্যে নিরাপদে রহিলেন। জবুয়ার অধিপতি পলাতকদিগকে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন শুনিয়া, মহারাজ হোলকর তাঁহাদের উদ্ধারার্থে এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত সংবাদ তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি প্রেরিত সৈনিকদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিয়া, পলাতকদিগকে আনিবার জন্য কতিপয় রক্ষক পাঠাইলেন। রক্ষকগণ ১০ই জুলাই জবুয়ায় উপস্থিত হইল। পলাতকগণ ১২ই আপনাদের আশ্রয়দাত্রী সদাশয়া রাজপিতামহীর নিকটে বিদায় লইলেন। মহারাজ হোলকর লেফ্‌টেনেণ্ট হাচিন্‌সনকে ইন্দোরে আসিতে লিখিয়াছিলেন। হাচিন্‌সন এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহারাজ হোলকরের বন্ধুত্বের উপর তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি তদীয় সৈনিকদিগের হস্তে আপনার পরিবার-

বর্গের রক্ষার ভার দিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। কিন্তু মৌতে যে সকল ইউ-রোপীয় ছিল, তাঁহারা উপস্থিত সময়ে এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন দেখিয়া, লেফ্‌টেনেণ্ট হাচিন্‌সনকে ইন্দোরে থাকিতে পরামর্শ দিলেন না। যাহা হউক, হাচিন্‌সন উপস্থিত বিপত্তিকালে মহারাজকে সুপরামর্শ দিবার জন্য রেসিডেন্সির কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সবিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাতিশয় দক্ষতার সহিত যাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, এইরূপে তাহা কাপ্তেন হাচিন্‌সনের উপর সমর্পিত হইল।

উপস্থিত সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড যে ভাবে মহারাজ হোলকরকে দেখিয়াছিলেন এবং মহারাজ স্বয়ং যে ভাবে কার্য্য করিয়া, রেসিডেণ্টের নিকটে আপনার প্রতি আরোপিত কলঙ্কের ক্ষালন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। এক পক্ষ ডুরাণ্ডের অনুষ্ঠিত কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন; অপর পক্ষ সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বক মহারাজকে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ ও রেসিডেন্সি আক্রমণসংক্রান্ত ব্যাপারে নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন মহারাজ ও রেসিডেণ্ট, উভয়েই কালের পরাক্রমে সংসারক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। উভয়েই এখন নিন্দা বা প্রশংসার অতীত হইয়া পড়িয়াছেন। উভয়ের কার্য্যই এখন বহু বৎসরের অতীত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন অপক্ষপাতে উভয়ের কার্য্যের আলোচনা করিলে উদ্বোধ হইবে যে, কর্ণেল ডুরাণ্ড সবিশেষ বিচারবিতর্ক না করিয়া, মহারাজকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করিয়াছেন। মহারাজ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দরবারের যে সকল সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদিগের উপর এখন তাঁহার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি কর্ণেল ডুরাণ্ডকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধনাগারের অর্থ এবং আপনার রত্নাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য মৌতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য সেনাপতি উড্‌বরণকে যত শীঘ্র সম্ভব, পাঠাইয়া দিতে বোম্বাই গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ইহা অপেক্ষাও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের

সৈনিকগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টরগণ বিরোধী হওয়াতে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ডিরেক্টরগণ ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকটে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"আমরা এ বিষয়ে শাস্তি-বিধান করিতে পারি না। যখন সমগ্র জগতের বিদিত হইয়াছে যে, গোবা-লিয়র ও ইন্দোরের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজ্য, অধিক কি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও আপনা-দের সৈন্যশাসনে সমর্থ হয়েন নাই, তখন ধার অথবা অন্য কোন ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল রাজ্য আপনার সৈনিকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে নাই বলিয়া, আমরা কোনরূপ শাস্তিবিধান করিতে পারি না। আপনার ঘরে আপনি আগুন দিবার পর, যখন অনলশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং যখন উহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসীদিগের গৃহে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন ঐ সকল প্রতিবাসীকে অপরাধী স্থির করা যেরূপ ন্যায়সঙ্গত, কর্ণেল ডুরাণ্ডের উপস্থিত কার্য্যও সেইরূপ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে।" ফলতঃ কর্ণেল ডুরাণ্ডের অবৈধ কার্য্যের অনুমোদনপ্রযুক্ত যে, মহারাজ হোলকরের বৈধকার্য্যের অবমাননা এবং তজ্জন্য তাঁহার স্বার্থহানি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। *

ডুরাণ্ড মহারাজকে যে জালে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, মহারাজ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সম্মান-রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রবিভাগের কর্ম্মচারী এই কার্য্যে বাধা দিতে বিমুখ হয়েন নাই। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড ষ্টান্‌লি (পরে লর্ড ডার্ব্বি) ১৮৫৮ অব্দের ৮ই জুলাই গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"যে সকল ভূপতি ও সর্দ্দার প্রভৃতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে, ভূসম্পত্তি দান করিয়াই হউক, বা অন্য কোনরূপেই হউক, সম্মানিত করিবার জন্য যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ঐ সকল বিশ্বস্ত ভূপতিদিগের নামের তালিকার সহিত অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন। আমাদের বিশ্বাস যে, আপনি এই তালিকায় সর্ব্বাগ্রে মহারাজ শিন্দে, হোলকর এবং নেপালরাজের নাম স্থাপন করিবেন। কিন্তু গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিং মহারাজ হোলকরকে পুরস্কৃত

* *Kave, Sepoy War. Vol. III. p. 346.*

করিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি ইন্দোরের ঘটনার উল্লেখপূর্ব্বক বোর্ডের সভাপতির নিকটে মহারাজকে পুরস্কার দানের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮৬৪ অব্দের ৪ঠা জুলাই ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী স্যার্ চার্লস্ উড্ (পরে লর্ড হালিফাক্স্), মহারাজ হোলকর কি জন্য অন্যান্য ভূপতিদিগের সমক্ষে সম্মানের অযোগ্য হইলেন, তাহা তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরল স্যার্ জন্ লরেন্সের (পরে লর্ড্ লরেন্স্) নিকটে জানিতে চাহেন। এই সময়ে কর্ণেল ডুরাণ্ড পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি কারণ নির্দ্দেশস্থলে সেই পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করেন। লর্ড মেয়ো গবর্ণর-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মহারাজের এইরূপ অসম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ সময়েও পররাষ্ট্রবিভাগে পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। ঐ বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী এচিসন্ সাহেব (পরে স্যার্ চার্লস্ এচিসন্) আবার সেই ১৮৫৭ অব্দের ১লা জুলাইয়ের ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করেন যে, মহারাজ ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ঔদাস্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।* এইরূপে এক ষ্টেট সেক্রেটারীর পর অন্য এক ষ্টেট সেক্রেটারী, এক গবর্ণর-জেনেরলের পর অন্য এক গবর্ণর-জেনেরল মহারাজ হোলকরের বিষয় অনুসন্ধান করেন। কর্ণেল ডুরাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট এক পুরাতন ও যুক্তিবহির্ভূত কথাতে সকলকে নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু ইতিহাস এই আরোপিত কলঙ্কের প্রক্ষালনে উদাসীন থাকে নাই। কে, মালিসন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মহারাজ হোলকরের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "ভারতনক্ষত্র" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এদিকে কর্ণেল ডুরাণ্ডও উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে নিয়োজিত হইতে থাকেন। তিনি পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী, গবর্ণর-জেনেরলের কৌন্সিলের সদস্য এবং শেষে পঞ্জাবের লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণর হয়েন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি দীর্ঘকাল আপনার প্রাধান্য ও উচ্চ আশার ফল ভোগ করিতে পারেন নাই। নিয়তি এ বিষয়ের বিরোধী হইয়া উঠে। রাজকীয় সম্মান ও উচ্চপদের মধ্যে স্যার্ হেন্‌রি ডুরাণ্ড দেহত্যাগ করেন।

* *Evans Bell, A letter to H. M. Durand, Notice, p. VI-VII.*

উত্তরপশ্চিমের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কল্‌বিন্‌ সাহেব মধ্যপ্রদেশের মহারাষ্ট্র ভূপতিদিগের শাসিত জনপদসম্বন্ধে যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর একটি বিস্তৃত জনপদও তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। রাজপুতনা-প্রদেশের রাজপুত ভূপতিগণ আপনাদের অধিকৃত ভূখণ্ডে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তাদৃশ ঐক্য বা সমবেদনা ছিল না। সুতরাং উপস্থিত সময়ে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জনপদগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। রাজপুত ভূপতিগণ সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহাদের কোন বিষয়ে বিরক্তি জন্মে নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমান, মরাঠা ও পিণ্ডারীদিগের হস্তে কিরূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন নাই। ইংরেজের অধিকারে এই উপদ্রব নিরাকৃত হইয়াছিল। সিপাহী-বিপ্লবের পূর্ব্বে এক বার জনরব উঠিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট রাজপুতরাজ্য আপনাদের অধিকারভুক্ত করিবেন। এই জনরব যে, সর্ব্বাংশে অলীক, তাহা বিলাতের ডিরেক্টর-সভা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু অন্য একটি বিষয়ে রাজপুতনার অধিবাসীদিগের হৃদয় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সিপাহী-যুদ্ধের প্রারম্ভে অন্যান্য স্থলে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ রাজপুতনাতেও লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কেহ কেহ দিল্লীর বাদশাহের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছিল। এইরূপ বিশ্বাস, এইরূপ ধারণা লোকের অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে সহসা যে, কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বোধ হয় নাই। কিন্তু আগরার কর্ত্তৃপক্ষ বীরত্বপ্রসিদ্ধ রাজপুতদিগের বিষয় ভাবিতেছিলেন। আশঙ্কিত বিপদের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও অমূলক গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই।

রাজপুতনা মিবার, জয়পুর, মাড়বার প্রভৃতি ১৮টি রাজ্যে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ১৭টি রাজ্যে রাজপুত হিন্দু নৃপতিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ রাজ্যটি মুসলমান নৃপতির শাসনাধীন। বিখ্যাত পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁর বংশধরেরা এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রাজপুতনার অন্তর্ব্বর্ত্তী উক্ত অষ্টাদশ রাজ্য—টঙ্কের কর্ত্তৃত্ব

পাইয়া ইঁহারা টঙ্কের নবাব বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। যাহা হউক, এই আঠারটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি রাজ্যের শাসনকার্য্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত এজেণ্ট কর্ত্তৃক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপুতনার অনেক স্থান বৃক্ষলতাপরিশূন্য মরুভূমিতে সমাবৃত। কোন কোন স্থান উন্নত পর্ব্বতমালায় ও হরিদ্বর্ণ বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত, দূর হইতে দেখিলে উহা সুচিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় রমণীয়ভাবে দর্শকের হৃদয় উৎফুল্ল করিতে থাকে। এই সকল উন্নত শৈলশিখরে রাজপুতদিগের অসামান্য গৌরবের সাক্ষী, অপূর্ব্ব মহত্ত্বের পরিচয়-স্থল, অনন্যসাধারণ বীরত্বের বিস্ফুরণ-ক্ষেত্র দুর্গ সকল নির্ম্মিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজপুত ভূপতিগণ ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রাজপুতনার ঠাকুরগণ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যেহেতু ইহাতে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী থাকাতে তাঁহারা সম্পত্তিসংগ্রহের জন্য রাজপুত রাজাদিগের সহিত বিবাদ করিতে অসমর্থ ছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজপুতনার খণ্ড রাজ্যগুলিতে গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট থাকিতেন। সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য গবর্ণর-জেনেরলের এক জন রেসিডেণ্ট অবস্থিতি করিতেন। উপস্থিত সময়ে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের অন্যতম ভ্রাতা কর্ণেল জর্জ্জ্ লরেন্স্ রাজপুতনার এজেণ্টের পদে নিয়োজিত ছিলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের ন্যায় জর্জ্জ্ লরেন্স্ও সাহসী, নির্ভীক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। যখন মিরাটের গোলযোগের সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তখন তিনি আবু পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়াই, তিনি আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিতে পারিলেন। এক লক্ষ ত্রিশ হাজারেরও অধিক পরিমাণের বিস্তৃত ভূখণ্ড এখন তাঁহার রক্ষণীয় হইল। তিনি এই সুবিস্তৃত জনপদের শান্তিবিধানে অমনোযোগী হইলেন না। মিরাটের সংবাদ-প্রাপ্তির চারি দিবস পরে তৎকর্ত্তৃক ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইল। তিনি এই ঘোষণা-পত্রে সমগ্র ভূপতিকে আপনাদের সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিতে, এবং সাধারণের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে তাঁহার সহযোগীরাও আগ্রহসহকারে তদীয় পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইলেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কল্‌বিন্ সাহেব, কর্ণেল লরেন্স্‌কে

যাবতীয় ইউরোপীয় সৈন্য ও আফিসার এবং কোম্পানির টাকা লইয়া আগরা-রক্ষার জন্য আসিতে অনুরোধ করিলেন। কর্ণেল লরেন্স্ এই অনুরোধে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিলে রাজপুতনায় সাতিশয় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। রাজপুতনার কেন্দ্রস্থলে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত আজমীর অবস্থিত। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধ্যে যেরূপ দিল্লী, রাজপুতনার মধ্যেও সেইরূপ আজমীর। এই স্থানে বিবিধ যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ অস্ত্রাগার ছিল। এই স্থানের ধনাগারে বহু অর্থ রক্ষিত হইতেছিল। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে এই স্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজপুতনার মহাজন ও কুঠীওয়ালাদিগের সঞ্চিত অর্থ এই স্থানে রাশীকৃত রহিয়াছিল। কর্ণেল লরেন্স্ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি এই লোভজনক স্থান উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হয়, তাহা হইলে সমগ্র রাজপুতনায় করাল বিপ্লববহ্নির বিকাশ হইবে। সুতরাং তিনি আপনার ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দৃঢ়তাসহকারে স্বকীয় দায়িত্ব বুঝিয়া, কর্ত্তব্যসম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। এদিকে কল্‌বিন্ সাহেবও আপনার অনুরোধের অযৌক্তিকতা বুঝিয়া, কর্ণেল লরেন্স্‌কে আর কোন কথা বলিলেন না। বরং তিনি কর্ণেল লরেন্সের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা সমর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে ব্রিগেডিয়ার-জেনেরলের পদ দিয়া, রাজপুতনার সমগ্র সৈনিকদলের অধ্যক্ষ করিলেন। এদিকে ব্রিগেডিয়ার লরেন্স্ সর্ব্বাগ্রে আজমীররক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আজমীরে এক দল সিপাহী এবং এক দল মাহীর নামক নিম্নশ্রেণীর সৈনিক ছিল। মাহীরগণ পূর্ব্বে তাদৃশ সভ্যতাসম্পন্ন ছিল না। আজমীরের কমিশনার লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল ডিক্‌সনের যত্নে ইহাদের অবস্থা উন্নত হয়। মাহীরগণ গবর্ণমেণ্টের সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করে। দেওয়ার নামক স্থানে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। কর্ণেল ডিক্‌সন উপস্থিত সময়ে দেওয়ারে মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন। নিয়তির পরাক্রমে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। কিন্তু তৎপ্রদত্ত শিক্ষায় উন্নত মাহীরদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম অসম্পন্ন রহিল না। সিপাহীদিগের উপর মাহীরদিগের তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। এই জন্য ব্রিগেডিয়ার্ লরেন্স্ কোনরূপ অনিষ্টসংঘটনের পূর্ব্বেই সিপাহীদিগকে আজমীর হইতে সরাইয়া তৎস্থলে মাহীর সৈন্য রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। তদীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল।

তাঁহার আদেশে লেফ্‌টেনেণ্ট কার্ণেল নামক এক জন সৈনিকপুরুষ মাহীর সৈনিকদল লইয়া দেওয়ার হইতে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। আজমীর রক্ষা পাইল। সেই সঙ্গে সমগ্র রাজপুতনাও উপস্থিত ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখে রক্ষিত হইল।

রাজপুত ভূপতিদিগের মধ্যে উদয়পুরের মহারাণাগণ সর্ব্বপ্রধান। ইঁহারা অসামান্য বংশগৌরবে যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অপরিসীম বীরত্ব-কীর্ত্তি ও অতুল্য স্বার্থত্যাগে সকলের বরণীয়। যখন অন্যান্য রাজপুত ভূপতি মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতকর্ম্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তখন উদয়পুরের মহারাণা তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করেন নাই। তিনি মোগলের সহিত এইরূপ সম্বন্ধস্থাপনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপ সম্বন্ধ আপনাদের গৌরবজনক মনে করিয়া, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সমুদয় সামাজিক সংস্রব উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই আভিজাত্যগৌরব এবং জাতীয়ভাবের সম্মানরক্ষার জন্য তিনি কোনরূপ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। ভীষণ সংগ্রামে তাঁহার সহস্র সহস্র সৈন্য দেহত্যাগ করিয়াছে, তিনি স্বয়ং পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অরণ্যে অরণ্যে বেড়াইয়া, কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন, তথাপি আভিজাত্যগৌরবে ও জাতীয়-ভাবে বিসর্জ্জন দেন নাই। এইরূপ স্বার্থত্যাগ সমগ্র রাজস্থানের অনন্ত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। রাজপুত এক মুহূর্ত্তের জন্য এই গৌরবের কথা বিস্মৃত হয় নাই এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য দেবতুল্য প্রতাপসিংহের মহত্ত্বঘোষণায় বিরত থাকে নাই।

উপস্থিত সময়ে এইরূপ সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বমান্য রাজপুত ভূপতির প্রতি ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কাপ্তেন সাওয়ার্স এই রাজদরবারে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এজেণ্ট ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে মিবারের কতিপয় সর্দ্দারের কার্য্যে স্যার্ হেন্‌রি এবং তৎসহোদর কর্ণেল লরেন্সের অসন্তোষ জন্মে। ইঁহারা উভয়েই এই সকল অবাধ্য সর্দ্দারের দমনের জন্য ইংরেজ-সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। মিবারের মহারাণার প্রাধান্যরক্ষার জন্যই ইঁহাদিগকে ঐরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দে যখন চারি দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটে, তখন মিবারের মহারাণার সহিত ব্রিগেডিয়ার্ লরেন্সের সদ্ভাব বা সম্প্রীতির

কোনরূপ ব্যত্যয় হয় নাই।* যাহা হউক, এই সময়ে মহারাণা একটি সুদৃশ্য হ্রদের তীরে তাঁহার গ্রীষ্মাবাসের জন্য মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত রমণীয় প্রাসাদে কাপ্তেন সাওয়ার্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি এই সঙ্কটকালে আপনার বিশ্বস্ত সৈনিক-পুরুষ দিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। দরবারের প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে এই উদ্দেশ্যে কাপ্তেন সাওয়ার্সের নিকটে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অধীন সর্দ্দারদিগের মধ্যে আদেশপত্র পাঠাইয়া দেন। এইরূপে তিনি সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে প্রস্তুত হয়েন।

ইহার মধ্যে কাপ্তেন সাওয়ার্সের নিকটে সংবাদ পহুঁছে যে, নীমচের এবং নসীরাবাদের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। ৪০টি পলাতক ইউরোপীয় কুলমহিলা, বালকবালিকা প্রভৃতি নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র কাপ্তেন সাওয়ার্স দুই জন সহযোগীর সহিত মিবারের কতিপয় সওয়ার লইয়া ঐ শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করেন। মহারাণা এ বিষয়ে যথোচিত সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন নাই। তিনি বেদলা নামক জনপদের সর্দ্দারকে পলাতকদিগকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। সাওয়ার্স্ তাহাদিগকে এই সর্দ্দারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে বিমুখ হয়েন নাই। সাহসী রাজপুতবীর নিরাপদে একটি রমণীয় দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সুরম্য প্রাসাদে পলাতকদিগকে আনয়ন করেন।

এদিকে জয়পুররাজও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়েন। তাঁহার সৈনিকদল আগরার সীমান্তভাগরক্ষায় নিয়োজিত হয়। মাড়বারের অধিপতিও এ সময়ে আপনার বিশ্বস্ততাপ্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। সাহসে ও বীরত্বে মাড়বার চিরপ্রসিদ্ধ। মরুস্থলীর বীরপুরুষগণের বীরত্বে এক সময়ে দিল্লীর ভূপতি-

* কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, মিবারের দরবারের সহিত জর্জ্জ্ লরেন্সের বিবাদ ঘটিয়াছিল। লরেন্স্ মিবারে ইংরেজ সৈন্য স্থাপিত, মহারাণাকে গদীচ্যুত এবং তাঁহার কতিপয় প্রধান সর্দ্দারকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 355.* কিন্তু জর্জ্জ্ লরেন্স্ ইহা পড়িয়া কে সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি কখনও মহারাণাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন নাই। মহারাণার সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তিনি এবং তদীয় ভ্রাতা স্যার্ হেনরি লরেন্স্ কেবল মিবারের কতিপয় সর্দ্দারের ক্ষমতারোধের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার এবং আবশ্যক হইলে এক জন প্রধান সর্দ্দারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মহারাণার প্রাধান্যরক্ষায় জন্যই এইরূপ করিতে হইয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III. Appendix p. 683.*

গণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই স্থানের এক জন সেনানায়কের অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততাসহকৃত অসামান্ত বীরত্বের পরিচয় পাইয়া, মাড়বারের অনুর্ব্বরতার নির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজস্বী শের শাহ এক সময়ে কহিয়াছিলেন—"আমি একমুষ্টি ভুট্টার জন্য এখনি ভারতসাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম।" কিন্তু উপস্থিত সময়ে অন্তর্বিদ্রোহে যোধপুররাজ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কতিপয় প্রধান ঠাকুর তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। তথাপি তিনি গবর্ণমেণ্টকে অশ্বারোহী ও পদাতিতে দুই হাজার সৈন্য এবং ৬টি কামান দিয়া বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন। এইরূপে জুন মাসের মধ্যে রাজপুতনার সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খল হয়। কর্ণেল জর্জ্জ লরেন্স এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—"এইরূপে জুন মাসে—বিপ্লবের সংবাদপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে ভরতপুর, জয়পুর, যোধপুর এবং উলবারের সৈন্য আমাদের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।" * রাজপুতনায় আপাততঃ কোন গোলযোগ না ঘটিলেও, এবং রাজপুত ভূপতিগণ দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের সহিত কোনরূপ সংস্রব না রাখিলেও, কল্‌বিন্ সাহেব একবারে নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব এই প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা এক সময়ে মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, মোগলের কার্য্যসাধনে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, মোগলের নাম মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের সূক্ষ্মদর্শী লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। উপস্থিত সময়ে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

* এস্থলে জর্জ্জ্ লরেন্স্ মিবারের মহারাণা এবং তাঁহার দরবারের এজেণ্ট কাপ্তেন সাওয়ার্সের নাম উল্লেখ করেন নাই বলিয়া, কে সাহেব প্রতিবাদ করিয়াছেন। জর্জ্জ্ লরেন্স্ ইহার উত্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি উক্তস্থলে মিবারের মহারাণার নাম নির্দ্দেশ করেন নাই বটে, কিন্তু স্বকীয় বিজ্ঞাপনীর স্থানান্তরে মহারাণার বিশ্বস্ততা এবং নীমচের ইউরোপীয় পলাতকদিগের প্রতি তাঁহার সৌজন্যপ্রকাশের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই জন্য যে, ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন সাওয়ার্সের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, কাপ্তেন তাঁহার আদেশপালন করেন নাই বলিয়া, গবর্ণর-জেনেরল কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়াছিলেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III. Appendix pp. 683, 684.* যাহা হউক, জর্জ্জ্ লরেন্স্ অন্যান্য রাজপুত ভূপতিদিগের নামের সহিত মিবারের মহারাণার নাম নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয়, সমীচীন হইত।

চতুর্থ অধ্যায়।

আগরা।

আগরা—নীমচের সিপাহী—কলবিন্ সাহেবের অসুস্থতা—শাসনকার্য্যের বন্দোবস্ত—কোটার সিপাহী—আগরার নিকটে যুদ্ধ—ইংরেজসৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন—সৈনিকনিবাসের ধ্বংস—আগরার দুর্গবাসীদিগের অবস্থা—কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ।

আগরার সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। তাহারা টাকার থলিয়া কোমরে বাঁধিয়া, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কাঁধে লইয়া, প্রশান্তভাবে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। কেহ কেহ বাড়ীতে না গিয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং তত্রত্য সিপাহীদিগের সহিত মিশিয়া, বাদশাহের প্রাধান্যরক্ষার জন্য অভিনব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছিল। এই সকল নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীর মধ্যে কেহই আগরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। কল্‌বিন্ সাহেব ইহাদের বিষয় ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হয়েন নাই। কিন্তু ইহাতেও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী শান্তিপূর্ণ হয় নাই, বিপদের চিহ্ন সর্ব্বাংশে দূরীভূত হইয়া যায় নাই, ইউরোপীয়-দিগেরও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে নাই। আগরা যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। জুন মাসের মধ্যে এই তীরস্থিত প্রায় সমগ্র জনপদ ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য হইতে স্খলিত হইয়াছিল। বামতীরস্থিত জনপদের অবস্থাও তাদৃশ আশাজনক ছিল না। জুন মাসের শেষে অনেকে আগরা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। ঝটিকার প্রাক্কালে প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাবে থাকে, আগরাও সেইরূপ প্রশান্ত ও নিস্তব্ধভাবে ছিল। কিন্তু এই প্রশান্তভাবের স্থলে তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত হইল। তৎপ্রযুক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নীমচের সিপাহীগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। জুলাই মাসে এই উত্তেজিত সৈনিকদল আগরার অভিমুখে অগ্রসর হয়। এদিকে গোবালিয়র হইতে পলাতক ইউরোপীয়গণ আসিয়া আগরার দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে। যাঁহার উপর

যাবতীয় কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব সমর্পিত হইয়াছিল, যিনি এই সুবিস্তৃত জনপদে শান্তিস্থাপন, বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের বিপত্তিনিবারণ এবং উচ্ছৃঙ্খল লোকের নিষ্কাশনে ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সঙ্কটকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কলবিন্ সাহেব সুগঠিত ও সবলদেহ ছিলেন বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা ও অতিশ্রমে তাঁহার শক্তির অপচয় ঘটিল। ইহার উপর পরকীয় বিরুদ্ধভাব ব্যতীত আত্মকলহেও তাঁহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইল। অধীন লোকের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণে তিনি যখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহযোগিগণ তাঁহার প্রতিকূলতাসাধনে উদ্যত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, উহাতে সহজেই লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাঁহারা আপনাদের অধ্যক্ষ ও পরিচালকের উপর নানা দোষের আরোপ করিয়া, পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সকল পত্রে তাঁহাদের অপরিসীম বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কেহ কেহ অকথ্য ভাষায় তাঁহার নিন্দা করিয়া, গবর্ণর-জেনেরলের নিকটেও পত্র লিখিতে লাগিলেন। এমন কি ঐ সকল পত্রে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রার্থনাও হইতে লাগিল। কেহ কেহ পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এ বিষয়ের উত্থাপনের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। লর্ড ক্যানিং অপবাদকারীদিগের এইরূপ অপবাদরটনাকে "আগরার বিকট পেচকরব" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপ কতকগুলি পত্র দিল্লীতে প্রেরিত হয়। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সকল পত্র পাইয়া বলিতেন যে, আগরাওয়ালারা পুনর্ব্বার চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। অতিশ্রম, অনিদ্রা প্রভৃতিতে কলবিন্ সাহেবের যেরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, এই বিকটরবে সেইরূপ তাঁহার মানসিক শান্তিও তিরোহিত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি ইহাতেও ধীরতায় বিসর্জ্জন দিলেন না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তিনি ধীরভাবে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে জনরব উঠিল যে, নীমচ এবং নসীরাবাদের উত্তেজিত সিপাহীগণ চারি দিকের উচ্ছৃঙ্খল লোকের সমবায়ে বহুলসংখ্যক ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া আগরার অভিমুখে আসিতেছে। এই জনরবের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। আগন্তুক সৈনিকদলের সংখ্যা তখন দুই হাজার ছয় শত এবং তাহাদের কামানের সংখ্যা ১২ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

জনরব যখন সত্য হইল, তখন কলবিন্ সাহেব স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জুন মাসের শেষে নিরস্ত্র ও যুদ্ধানভিজ্ঞ খৃষ্টানদিগকে দুর্গে যাইতে আদেশ দিলেন। কেবল নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশে শেষে যাবতীয় পুস্তক, তৈজসপত্র, নথী কাগজপত্রাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। * ২রা জুলাই নীমচের সিপাহীগণ আগরার ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী ফতেপুরসিক্রীতে উপস্থিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষ এখন আগরা-রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। কোটারাজ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সৈনিকদল ছিল, তাহা আগরায় উপস্থিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত নবাব সৈয়ফ্-উল্লা খাঁ নামক এক জন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের অধীনে কেরৌলীর ছয় শত পদাতি, ভরতপুরের তিন শত অশ্বারোহী এবং দুইটি কামান ছিল। এক জন ইংরেজ সৈনিকপুরুষ লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণরের এজেণ্ট স্বরূপ এই সৈন্যের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন।

যখন জানা গেল যে, বিপক্ষগণ ফতেপুরসিক্রীতে উপস্থিত হইয়াছে, তখন উক্ত দুইদল সৈন্যকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল। কোটার সৈন্য আগরার সৈনিকনিবাসরক্ষার জন্য সন্নিবেশিত হইল। সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁর সৈন্য আগরার ৪ মাইল দূরে ফতেপুরসিক্রীর পথের পার্শ্বে শাহগঞ্জ নামক পল্লীর নিকটে রহিল। এইরূপে ২রা জুলাই আগন্তুক বিপক্ষদিগকে বাধা দিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে ব্যবস্থা হইল।

পর দিন কলবিন্ সাহেব সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি অগত্যা একটি সমিতির উপর চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আবশ্যক কার্য্যনির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিলেন। রেবিনিউ বোর্ডের প্রাচীন কর্ম্মচারী রিড্ সাহেব, ব্রিগেডিয়ার পলহোয়েল এবং লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের সেক্রেটরী কাপ্তেন মাকলিয়ড্ এই সমিতির সদস্য হইলেন। তৎপর-দিন (৪ঠা জুলাই) ব্রিগেডিয়ারের গৃহে এই সমিতির অধিবেশন হইল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর তাঁহার চিকিৎসককে নিকটে রাখিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমিতি নগররক্ষা ও আগন্তুক বিপক্ষদিগের

* *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 54.*

গতিরোধের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কারাগারে বহুসংখ্যক কয়েদী ছিল, ইহারা বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে, বিপক্ষদিগের দল পরিপুষ্ট ও শক্তি বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য সমিতি, কয়েদীদিগের মধ্যে যাহারা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, তাহাদিগকে নদীর অপর পারে লইয়া গিয়া, ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। দুর্গের নিকটে যমুনার উপর যে সেতু ছিল, সমিতি উহা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণকে দুর্গে আনিবার এবং নবাব সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁর দুইটি কামান অস্ত্রাগারে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল। এতদ্ব্যতীত কোটার সৈনিকদলের অধ্যক্ষকে অগ্রসর হইয়া আগন্তুক বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দেওয়ার বিষয় ধার্য্য হইল।

প্রথম তিনটি প্রস্তাব বিনা বাধায় ও বিনাবিপত্তিতে কার্য্যে পরিণত হইল। শেষ দুইটি প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার সময়ে ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি ঘটিল। কোটার সৈনিকদলের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার উক্তরূপ কঠোর কার্য্যসাধনে ইচ্ছা করেন নাই, শেষে যখন বুঝা গেল যে, ইহারা নিকটে থাকিলে সবিশেষ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তখন বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্য ইহাদিগকে ৪ঠা জুলাই ফতেপুরসিক্রীর পথে পাঠাইয়া দেওয়ার আদেশ হইল। কিন্তু ইহারা বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে না গিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইল। এক জন ইউরোপীয় সৈনিকপ্রধান ইহাদের গুলিতে ভূপতিত হইলেন। ইংরেজ আফিসারদিগের উপরেও ইহাদের গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহারা নীমচের সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু এই সময়ে ইংরেজ সেনানায়কেরা নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। এক জন সেনানায়ক কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিক লইয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ইহাদের কতকগুলি লোক নিহত এবং যুদ্ধের দ্রব্যাদি বোঝাই কতকগুলি উট অবরুদ্ধ হয়। এই দিন সন্ধ্যাকালে নবাব সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁ প্রকাশ করেন যে, তাহার অধীন সৈনিকগণ বিশ্বস্ত নয়, তিনি ইহাদের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। ভরতপুরের অশ্বারোহিগণ তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার দলের কামান অপসারিত হওয়াতে কেরোলীর সৈনিকেরা নিরুৎসাহ হইয়াছে। ইহাতে অবিলম্বে সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁর

সৈনিকগণ শাহগঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেরৌলীতে যাইতে আদিষ্ট হইল। ঐ রাত্রিতেই সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁ এই আদেশ অনুসারে সৈনিকদল লইয়া কেরৌলীতে যাত্রা করিলেন।

কোটার সৈনিকদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলে, পীড়িত লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থল—দুর্গে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হয়। ব্রিগেডিয়ারের গৃহ তাদৃশ নিরাপদ ছিল না। বিপক্ষগণ কর্তৃক উহা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। এ জন্য কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকপুরুষ গৃহরক্ষার জন্য উহার পুরোভাগে সন্নিবেশিত ছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর অনিচ্ছার সহিত দুর্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রক্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি যথাস্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে, কোটার সৈনিকেরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া চারি দিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন তিনি আবার ব্রিগেডিয়ারের গৃহে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ইহাতে সম্মত হইলেন না। তৎপরদিন কলবিন্ সাহেবের অবস্থা এরূপ মন্দ হইল যে, তাঁহার বন্ধু ও সহযোগিগণ উহাতে নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি এ অবস্থাতেও স্বকীয় কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া চিকিৎসকগণ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে কহিলেন।

এই দিন (৫ই জুলাই) প্রাতঃকালে সংবাদ আসিল যে, বিপক্ষগণ আগরার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এক জন ইংরেজ অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ারকে, আগন্তুক বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। শেষে যখন বিপক্ষদিগের উপস্থিতিসংবাদ তাহার নিকটে পঁহুছিল, তখন তিনি ভাবিলেন যে, এই সময়ে দুইটি উপায় অবলম্বনীয় হইতে পারে। এক উপায় দুর্গে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা, অন্য উপায় অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করা। সাহসী সেনানায়কদিগের পক্ষে শেষোক্ত উপায়ই প্রশস্ততর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সাহসী ব্রিগেডিয়ারের নিকটেও এই শেষোক্ত উপায়ই প্রশস্ততর বোধ হইল। সুতরাং তিনি অবিলম্বে বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

ব্রিগেডিয়ারের আদেশে বেলা এক টার সময়ে ইংরেজসৈনিকেরা কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। বিপক্ষদলে দুই হাজারের অধিক সৈন্য ছিল। ইংরেজ অধিনায়কগণ যাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে এই দলভুক্ত ছিল। কোটার সৈনিকদলও ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ইংরেজের পক্ষে ৮০০ শত সৈনিক পুরুষ সজ্জিত ছিল। বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েল্‌ ইহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ সৈনিকদল শাহগঞ্জ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলে, ব্রিগেডিয়ার তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতির জন্য আদেশ দিয়া, বিপক্ষদিগের গতিবিধিপর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ১ মাইল দূরবর্ত্তী শানিয়া নামক পল্লীর নিকটে বিপক্ষদল তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। বিপক্ষদিগের পদাতিকগণ পল্লীর পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত ছিল। গোলন্দাজ সৈন্য আপনাদের কামান লইয়া পল্লীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের পুরোভাগে উন্নত ভূখণ্ড ও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজসৈন্য সমুত্থান হইলে, সিপাহীদিগের বামপার্শ্বস্থ কামান হইতে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। ইংরেজসৈন্যাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ পদাতিদিগকে শয়ানভাবে থাকিতে আদেশ দিয়া, কামানগুলি বিপক্ষদিগের কামানের ন্যায় দুই ভাগে স্থাপন করিলেন এবং বিপক্ষদিগের ন্যায় আপনাদের কামান হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে কহিলেন। কিন্তু বিপক্ষদলের গোলন্দাজগণ প্রাকৃতিক পদার্থে সুরক্ষিত ছিল। ইংরেজপক্ষের কামানের গোলায় তাহাদের তাদৃশ ক্ষতি হইল না। সিপাহীদলের গোলন্দাজেরা বৃক্ষশ্রেণী ও উন্নত ভূখণ্ডের অন্তরালে থাকিয়া, গোলাবর্ষণপূর্ব্বক প্রতিপক্ষের বিস্তর ক্ষতি করিতে লাগিল। তাহাদের দুইখানি কামানের গাড়ী পুড়িয়া গেল। বাম ভাগেরও একটি কামান অকর্ম্মণ্য হইল। অবশেষে আপনাদের গোলা বারুদ ইত্যাদি নিঃশেষপ্রায় দেখিয়া, ইংরেজ অধিনায়কগণ অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন। যে সকল পদাতি শয়ানভাবে ছিল, তাহারাও উঠিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ আগরার এই অল্পমাত্র রক্ষকদিগের ক্ষয় হইবার আশঙ্কা করিয়া, এ বিষয়ে সম্মত হইলেন না। এ দিকে ইংরেজ অধিনায়কগণ প্রকৃত বীর-

পুরুষের ন্যায় বিপক্ষের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধোপকরণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সৈন্য বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যে ক্রমে অল্প হইয়া পড়িতেছিল, তাঁহাদের জয়াশা, প্রবলপরাক্রান্ত, যথোচিত-যুদ্ধোপকরণসম্পন্ন ও বলবহুল শত্রুর রণকৌশলে ক্রমে অন্তর্হিতপ্রায় হইতেছিল। তথাপি তাঁহারা সাহসে বিসর্জ্জন দিলেন না, আপনাদের শৃঙ্খলারক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না, বা বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না। গোলন্দাজ সেনানায়ক কাপ্তেন ডয়লি অশ্বারূঢ় হইয়া অধীন সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব বিপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁহাকে লইয়া ভূপতিত হইল। বাহন নিহত হওয়াতে কাপ্তেন যুদ্ধস্থলে দাঁড়াইয়া সময়োপযোগী আদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল থাকিল না। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি পার্শ্বদেশে সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। কাপ্তেন ডয়লি কামানের গাড়িতে স্থাপিত হইলেন। সেই গাড়িতে শয়ান থাকিয়া, কামানপরিচালকদলের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ধীরতাসহকারে, পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে আদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার যাতনা এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। গুরুতর আঘাতে তাহার তেজস্বিতার অপচয় ঘটিল। মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া তিনি কহিলেন—"আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, আমার সমাধির উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ক্ষোদিত করিবে যে, আমি আমার কামানের পার্শ্বে থাকিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছি"। সাহসী কাপ্তেন যুদ্ধস্থল হইতে দুর্গে নীত হইলেন এবং তাহার পরদিন পুনর্ব্বার ঐ কথাই বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। আর এক জন যুদ্ধকুশল অধিনায়কও আপনার অধীন সৈন্যের পরিচালনাকালে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে রণক্ষেত্রে ইংরেজপক্ষের বহু অশ্ব নিহত এবং বহু সৈন্য দেহত্যাগ করিল। যে দুই ভাগে কামানগুলি সজ্জিত হইয়াছিল, তাহার এক ভাগের কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। এই সকল বিপত্তি দেখিয়া, ব্রিগেডিয়ার পদাতিদিগকে শত্রুদল আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এ সময়ে কেবল পদাতির সাহায্যে আত্মপক্ষ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। যেহেতু কামানগুলি অকর্ম্মণ্য হওয়াতে তৎসমুদয় দ্বারা পদাতিদিগের পক্ষ

প্রবল করার সুবিধা হইল না। এ দিকে অশ্বারোহী সৈনিকদল তাদৃশ পটু ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোকে এই দল গঠিত হইয়াছিল। উহাতে সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী ছিলেন। বেতনভোগী কেরাণী উহার পরিপুষ্টির জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাদ্যকর ও গায়কেরা উহাতে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময় ফরাসী দেশ হইতে কতকগুলি দড়িবাজীকর আপনাদের ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে আসিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ উক্ত দলে সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। এই দড়িবাজীকরদিগের সাত জন যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে। ঈদৃশ বিচিত্র অশ্বারোহিদলকর্তৃক আশানুরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হইল না। বিপক্ষ অশ্বারোহীদিগের আক্রমণে এই অল্প সংখ্যক অশ্বারোহিদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। বিপক্ষগণ শাহগঞ্জ পল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সমাগত হইয়া, যাঁহাদের নিকটে রণকৌশলে অভ্যস্ত ও অভিনব অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল, তাঁহাদেরই ক্ষমতানাশে উদ্যমের একশেষ দেখাইতে লাগিল। বর্ষীয়ান্ ইংরেজ সেনাপতির সমক্ষে বিপক্ষের বলহ্রাসের জন্য আর কোন উপায় রহিল না। তাঁহার গোলন্দাজদলের গোলাবারুদ প্রভৃতি নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাঁহার অশ্বারোহীদিগের বলহ্রাস হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার কামানগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, শেষে কেবল পদাতি দ্বারা আত্মপক্ষসমর্থনের সুবিধা ঘটিল না। বৃদ্ধ সেনাপতি হতাশ্বাস হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষোভের সহিত পশ্চাৎ হটিয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

সেনাপতির আদেশে হতাবশিষ্ট সৈন্য দুর্গে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহাদের মধ্যে কোন রূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিল না। এক জন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"যদিও সৈনিকেরা শৃঙ্খলার সহিত প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল, তথাপি এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তন যেরূপ ক্ষতিজনক, সেইরূপ অবমাননাকর। অশ্বারোহী সৈনিকের অভাবই এইরূপ দুরদৃষ্টের কারণ। আমরা আপনাদের ভ্রান্তির জন্যই উৎসন্ন হইয়াছি। গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি যাহা বান্ধিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা আমাদের সৈনিকদলের সহিত বা সৈনিকদলের গমনের পরে প্রেরিত হয় নাই এবং যাবৎ আমাদের কামানগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়িয়াছে, তাবৎ আমাদের পদাতিদিগকেও যুদ্ধ করিতে

দেওয়া হয় নাই। ইহা নিরতিশয় বাতুলতার কার্য্য। এই বাতুলতার জন্যই ডয়েলি আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং পল্‌হোয়েল্‌ আপনার অবলম্বিতব্রতোচিত সম্মান হারাইয়াছেন।"*

যাহারা দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ঔৎসুক্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিয়াছিল। কামানের ধ্বনিতে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশঙ্কা ও আশা, হর্ষ ও বিষাদের আবির্ভাব হইতেছিল। দুর্গস্থিত কুলমহিলাগণ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের উপর তাঁহাদের বিপদ ও সম্পদ নির্ভর করিতেছিল। যাঁহাদের স্বামিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডলে অধিকতর অশান্তির অভিব্যক্তি হইতেছিল। তাঁহারা তিন ঘণ্টা কাল সমান ব্যাকুলতা ও সমান উদ্বেগের সহিত কামানের গভীর গর্জ্জন শুনিলেন, তিন ঘণ্টা কাল, সমান ঔৎসুক্যের সহিত ধূমাচ্ছাদিত রণস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। কেহ কেহ ঔৎসুক্যের আবেগে দুর্গের উচ্চ চূড়ায় গিয়া, উভয় সৈনিকদলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে তাহাদের আশা নির্ম্মূল হইল, ভয় শতগুণে বৃদ্ধি পাইল, গভীর নৈরাশ্যে দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহারা দূর হইতে আপনাদের সাহসের অবলম্বন, আশার আশ্রয়স্থল সৈনিকদলকে বিপক্ষগণের তাড়নায় নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে দুর্গে ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন। যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত সৈনিকদলের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, এরূপ শোচনীয়, এরূপ ভীতিপ্রদ, এরূপ মনঃকষ্টের উদ্দীপক দৃশ্য যেন আর কখনও তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত না হয়। সিপাহীগণ তীরবেগে ইংরেজ সৈনিকদিগের অনুসরণ করিয়াছিল। এই সকল সৈনিকের মুখ ধূলিতে সমাবৃত ও ধূমে বিবর্ণ হইয়াছিল। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদের দেহনিঃসৃত রুধিরস্রোতে ধূলিপটল পরিলিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই পিপাসায় কাতর, সকলেই পানীয়ের জন্য ব্যাকুল, সকলেই যাতনায় অবসন্ন। ইহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ইহাদের কামান সকল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিবার সুবিধা হয় নাই ইহাদের সহযোগীদিগের গতাসু দেহও সঙ্গে আনিবার সুযোগ

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 391.*

ঘটে নাই। দুইটি হস্তী আগরা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা দ্বারা কেবল আহত সৈনিকগণই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিতে পারিয়াছিল। যুদ্ধাস্ত্র, নিহত সৈনিকগণের দেহ, রণক্ষেত্রে অরক্ষিত অবস্থাতেই পড়িয়া রহিয়াছিল। প্রত্যাবৃত্ত সৈনিকেরা, দুর্গে প্রবেশ করিয়াই, শশব্যস্তে পানীয়ের আধারের দিকে ধাবিত হইল। মহিলাগণ আপনাদের যাবতীয় দুঃখ বিস্মৃত হইয়া, এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অবিলম্বে চা ও সুরা দিয়া, ইহাদের পিপাসাশান্তি করিলেন। ইহাদের যাতনা দূর করিতে ইহাদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিতে, তাঁহাদের কোনরূপ ঔদাস্য বা যত্নের ত্রুটি লক্ষিত হইল না। স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, প্রীতিময়ী কন্যার ন্যায়, শান্তিময়ী ধাত্রীর ন্যায়, ইঁহারা আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ অসামান্য স্নিগ্ধভাব দেখিয়া, এক জন পরিদর্শক ক্রিমিয়াযুদ্ধে আহত-দিগের শুশ্রূষাকারিণী জগদ্বিখ্যাত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের শ্রেণীতে ইঁহাদিগকে স্থান দিয়াছেন। সৈনিকেরা এইরূপ পরিচর্য্যায় পরিতোষিত হইল বটে, কিন্তু যাহাদের সহিত ইহারা এক গুরুর নিকটে শিক্ষিত হইত, এক স্থানে অবস্থিতি করিত, একবিধ ক্রীড়াকৌতুকে উৎফুল্লভাবে থাকিত, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ-ত্যাগ করাতে ইহাদের যাতনার অবধি রহিল না। ইহারা নিহত বন্ধুদিগের নাম করিয়া, দুঃসহ শোকে হাহাকার করিতে লাগিল।* এদিকে উদ্ধত লোকে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইহারা এই সময়ে আপনাদের উদ্দাম প্রকৃতির পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। ফিরিঙ্গী ও পর্ত্তুগীজেরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। আপনাদের বাসস্থানের প্রতি মমতা প্রযুক্তই হউক, বা নগরবাসী-দিগের প্রতি বিশ্বাসবশতঃই হউক, ইহারা আবাসগৃহে থাকিয়াই, আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল। কিন্তু হতভাগ্যদিগের বিঘ্নবিপত্তির শান্তি হইল না। যে বাসগৃহে থাকিলে তাহারা নিরাপদ হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিল এবং যে গৃহকে তাহারা সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তির আশ্রয়স্থল মনে করিয়াছিল, সেই গৃহেই তাহাদের অনেকের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। কুড়িটির অধিক অসহায় জীব উত্তেজিত লোকের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিল। ইউরোপীয়গণ

* *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 62.*

দুর্গে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গৃহ সকল পরিত্যক্তভাবে ছিল। এখন ঐ সকল গৃহ সর্ব্বভুক্ অনলের একান্ত আয়ত্ত হইল। ইউরোপীগণ দুর্গ হইতে আপনাদের অধ্যুসিত গৃহ, আপনাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ, আপনাদের আমোদজনক ও তৃপ্তিকর গৃহসজ্জাদি ভস্মীভূত হইতে দেখিলেন। জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি—সুনীল যমুনাতীরবর্ত্তী তাজের তুষারবর্ণ প্রদীপ্ত পাবকশিখার সহিত সম্মিলিত হওয়াতে অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিস্তার করিল। সরকারি কাগজপত্রের অধিকাংশ পুড়িয়া গেল। প্রায় ছয় মাইল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সমুদয় গৃহ করাল-হুতাশনে পরিব্যাপ্ত হইল। এই দৃশ্য যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেইরূপ শোচনীয়, যেরূপ গভীর ভাবের উদ্দীপক, সেইরূপ বিস্ময়জনক। ইউরোপীয়গণ এই বিচিত্র দৃশ্যে ক্ষণকালের জন্য একান্ত বিস্ময়রসে পরিপ্লুত ও উদ্বেলভাবসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

সাশিয়ার যুদ্ধের পর সিপাহীগণ ইংরেজ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা আগরার দুর্গ আক্রমণ করে নাই। গোলা, গুলি, বারুদ প্রভৃতি অল্প হওয়াতে তাহাদিগকে শাহগঞ্জে ফিরিয়া যাইতে হয়। ৫ই জুলাই রাত্রিতে তাহারা দিল্লীতে প্রস্থান করে এবং ৮ই জুলাই তথায় উপনীত হয়। সাশিয়ার যুদ্ধে জয়শ্রীলাভ হওয়াতে দিল্লীস্থিত সিপাহীগণ মহোল্লাসে কামানধ্বনি করিয়া, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। *

কথিত আছে, যুদ্ধের পর দিন প্রাতঃকালে কোতয়াল মোরাদআলির অনুমতিক্রমে, সমগ্রনগরে দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলভূপতির আধিপত্য ঘোষণা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র লোকে দলবদ্ধ হইয়া, রাজপথে পরিভ্রমণ করে। দলের মধ্যে পুলিশের অধিকাংশ মুসলমান কর্ম্মচারী ছিল। কোতয়াল স্বয়ং দলপতি হইয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল লোকও এই দলে মিশিয়াছিল। † সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেও নগর শান্তিপূর্ণ হয় নাই; দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণও আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করেন নাই। নগরে এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে যে সকল বদমায়েস অবস্থিতি করিতেছিল,

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I. p. 276-277.*
† *Ibid, p. 277, note.*

তাহারা সর্ব্বত্র অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলভাব অব্যাহত রাখে। সম্পত্তিলুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি ভয়াবহ কর্ম্ম দুই দিন পর্য্যন্ত তাহাদের কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে থাকে।

কিন্তু এই দুঃসময়ে আগরার অধিবাসীদিগের মধ্যে ইংরেজের সাহায্যকারী ও ইংরেজের হিতৈষী লোকের অভাব হয় নাই। পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, ভারতের সম্ভ্রান্ত লোক হইতে নিরক্ষর কৃষকগণ পর্য্যন্ত উপস্থিত সঙ্কটকালে ইংরেজের উপকারসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। আগরার বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রেও এইরূপ লোকের অভাব লক্ষিত হয় নাই। ইংরেজ যখন আগরার দুর্গে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন, দুর্গের বহিঃস্থ ভূখণ্ডে যখন তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত-প্রায় হইয়াছিল, মহাবিপ্লবের ভয়ঙ্কর দৃশ্য যখন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাদিগকে গভীর আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, যথোচিত অবলম্বন ও সাহায্যের অভাবে যখন তাঁহারা চারি দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন, তখন আগরার লোকে তাঁহাদের উপকারসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। ৭ই জুলাই, রাজারাম নামক এক ব্যক্তি অতিকৌশলে দুর্গে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আগরায় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ সিপাহীসৈন্য নাই। দুর্গের বহির্ভাগে কেবল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত লোক দ্বারা নানা গোলযোগ ঘটিতেছে। মাজিষ্ট্রেট্ যদি যথোপযুক্ত সৈন্য লইয়া, দুর্গের বাহিরে আইসেন, তাহা হইলে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনঃস্থাপিত হইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট্ এই সংবাদ পাইয়া, আশ্বস্ত হইলেন। তিনি যে বিষয়ের প্রত্যাশা করেন নাই, এখন সেই বিষয় তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়াতে তদীয় অন্তঃকরণে যুগপৎ বিপুল উৎসাহ ও গভীর আশার সঞ্চার হইল। পর দিন প্রাতঃকালে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক ও কামান লইয়া, দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং প্রধান প্রধান পথে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও শান্তি স্থাপিত হইল বলিয়া, সাধারণের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও ইংরেজেরা দুর্গের বহির্ভাগে বাস করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p.* [illegible]

এ সময়ে ঐ সকল সিপাহীকে আক্রমণ করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য ছিল না। নানা বর্ণের, নানা শ্রেণীর প্রায় ছয় হাজার লোক দুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশ ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছিল। বালকবালিকা, যুবকযুবতী, বর্ষীয়ান্ বর্ষীয়সী, সকলেই একবিধ অদৃষ্টের ভাগী হইয়া, এক স্থানে রহিয়াছিল। দুর্গে হিন্দু ও মুসলমানেরও অভাব ছিল না। ২৭শে জুলাই যে লোকগণনা হয়, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ পনর শত স্থির হইয়াছিল। প্রথমে ইহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। ইউরোপীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও এতদ্দেশীয়পরিচ্ছদধারী লোক দেখিলেই সন্দিহান হইতেন। এ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব বিভীষিকার উদ্দীপক ছিল। এইরূপ সন্দিগ্ধ এবং এইরূপ বিভীষিকায় বিচলিত হইলেও, শেষে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইউরোপীয়গণ মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আপনাদের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম আপনারাই সম্পন্ন করিবেন, অথবা এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করাইয়া লইবেন। কিন্তু এক পক্ষের বিরক্তি ও অপর পক্ষের অযোগ্যতা এইরূপ সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল। স্বাবলম্বন একটি প্রধান গুণ। বিশেষতঃ বিপত্তিকালে এই গুণ স্বকীয় প্রয়োজন-সাধনের পক্ষে নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া থাকে। ইউরোপীয়গণ স্বাবলম্বনে অনভ্যস্ত নহেন। কিন্তু স্থানভেদে তাঁহাদের প্রকৃতিভেদ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে ভারতবর্ষে সমাগত হইয়াছিলেন। সহসা তাঁহাদের অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিলেও তাঁহারা ভারতবাসীর করণীয় কর্ম্ম সম্পাদনে বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু বিদেশের জলবায়ু এ বিষয়ে তাঁহাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। আষাঢ়শ্রাবণের ধারাসম্পাত ও গ্রীষ্মাতিশয্যের মধ্যে উষ্ণপ্রধান দুর্গে অবরুদ্ধভাবে থাকিয়া, তাঁহারা গৃহকর্ম্মসম্পাদন সাতিশয় কষ্টকর বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যা একে অল্প, তাহার উপর, তাহারা উপস্থিত কর্ম্মের একান্ত অযোগ্য ছিল। রন্ধন, পরিবেশন ও গৃহমার্জ্জন করিতে পারে, পাখা টানিতে পারে, স্নানের আয়োজন, খাদ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ এবং বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে পারে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এরূপ লোকের একান্ত অভাব হইয়াছিল। সুতরাং ইউরোপীয়গণ বাধ্য হইয়া, আপনাদের নিত্যপ্রয়ো-

জনীয় কর্ম্মসম্পাদনার্থ অস্মদ্দেশীয়দিগের প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নগরপরিভ্রমণের পর উচ্ছৃঙ্খল লোকের দৌরাত্ম্য তিরোহিত হইলে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, প্রায় পনর শত পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিলেও আপনাদের প্রভুদিগের তাদৃশ বিশ্বাসভাজন হইতে পারে নাই। অবলম্বিত কর্ম্মসম্পাদনে ইহাদের ত্রুটি ছিল না। ইহারা ইউরোপীয়দিগের ক্ষুধার সময়ে আহার্য্য আনিত, তৃষ্ণার সময়ে পানীয়ের আহরণ করিত, গ্রীষ্মজনিত অবসাদের সময়ে পাখা টানিত, বাসস্থানের আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিত, পরিধের বস্ত্রাদি পরিচ্ছন্নভাবে রাখিত। এইরূপে প্রতিক্ষণেই এই পরিচারকগণ দ্বারা ইউরোপীয়দিগের নানা অভাবের মোচন হইত। তথাপি ইউরোপীয়গণ সন্দিগ্ধচিত্তে ইহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন। এই সকল কর্ম্মনিষ্ঠ ভৃত্য ব্যতীত সর্ব্বসমেত আট শত আটায় জন এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান ছিল। ইহাদের মধ্যে কেবল দুই শত সাতষট্টি জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। জুলাই মাসে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়ের সংখ্যা এক হাজার নয় শত উননব্বই স্থির হইয়াছিল। প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার সংখ্যা ছয় শত কুড়ি। ইহাদের সহিত প্রায় পনর শত বালকবালিকা অবস্থিতি করিতেছিল।

কিন্তু কেবল ইউরোপীয়, এতদ্দেশীয় বা ইউরেশীয়গণে দুর্গ পরিপূর্ণ হয় নাই। সুদূর নূতন মহাদ্বীপের লোকও ঘটনাচক্রে পড়িয়া, দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ সিবিলিয়ান, ইংরেজ সৈনিক, ইংরেজ বণিক্ প্রভৃতির সহিত লয়ার নদীর তীরবর্ত্তী স্থলের চিরকুমারী তপস্বিনীগণ, সিসিলি ও রোমের পুরোহিতগণ, ওহিয়োর ধর্ম্মপ্রচারকগণ, পারী নগরীর দড়িবাজীকরগণ, আর্ম্মেনিয়ার ব্যবসায়িগণ এক কেন্দ্রে আবদ্ধ রহিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী ও পারসীক বণিকগণও ইহাদের মধ্যে ছিল।* এইরূপে ভীষণ বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের লোককে বিভিন্ন দিক্ হইতে ঠেলিয়া এক স্থানে রাশীকৃত করিয়াছিল।

সদর কাছারি প্রভৃতি হইতে তিন মাইল এবং সৈনিকনিবাস হইতে এক মাইল দূরে, সুনীল যমুনার দক্ষিণ তটে আগরার দুর্গ অবস্থিত। উহা রক্তবর্ণ

* *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 66.*

প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। ১৫৭০ অব্দে সম্রাট্ আকবর শাহ কর্ত্তৃক এই দুর্গ পুনর্নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হয়। আকবর দুর্গের সৌন্দর্য্য-সাধনে ও পরিপাট্যবিধানে উদাসীন থাকেন নাই। তিনি উহা যেমন দুরা-ক্রম্য ও দুর্জ্জেয় করেন, সেইরূপ বহুমূল্য উপাদানে উহার শ্রীসম্পাদন করিয়া তুলেন। দুর্গপ্রাচীরের অন্তর্ভাগে স্বর্ণখচিত, সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। শ্বেত প্রস্তরের সুপ্রসিদ্ধ মতিমস্জিদ তাজের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠে। অস্ত্রাগার এবং অন্যান্য গৃহও স্থানে স্থানে আপনাদের সৌন্দর্য্যগৌরবের পরিচয় দিতে থাকে। সৌভাগ্যের সময়ে ইংরেজ এই সুদৃশ্য দুর্গে থাকিয়া, যমুনার সুখস্পর্শ সমীর সেবন পূর্ব্বক পুলকিত হইতেন, প্রাসাদাবলীর রমণীয়তায় তৃপ্তিলাভ করিতেন, মতিমস্জিদের সৌন্দর্য্যদর্শনে ভারতের পূর্ব্বতন মহিমময় সম্রাটের বৈভব মনে করিয়া, বিস্মিত হইয়া উঠিতেন। অপরের অধিকৃত বিষয় যে, তাঁহাদের অধিকারে আসিয়া, ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, ইহা ভাবিয়াও তাঁহারা গর্ব্বিত হইতেন। কিন্তু এই দুর্গেই যে, এক দিন তাঁহাদের স্বদেশেরও সজাতির ব্যক্তিগণ স্তূপীকৃতভাবে অবস্থিতি করিবেন, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে তাঁহাদের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। যে স্থানে থাকিয়া, তাঁহারা এক সময়ে বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেন, এখন সেই স্থানই তাঁহাদের বিপত্তিকালের—তাঁহাদের জীবনরক্ষার—তাঁহাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ হইয়াছিল।

কেবল আগরার নিরাশ্রয় ও বিপন্ন প্রবাসিগণ দুর্গে অবস্থিতি করে নাই। স্থানান্তর হইতে অনেক পলাতকগণও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা নিঃসম্বল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বিনষ্ট বা বিলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। পরিহিত বস্ত্রমাত্র লইয়া, ইহারা নানাকষ্ট নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে আপনাদের অমূল্য জীবন—কেবল জীবন রক্ষার জন্য সাতিশয় কাতরভাবে দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আগরার অধিবাসীদিগের সম্পত্তি বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোকের হস্তগত বা ভস্মীভূত হইয়াছিল। গৃহস্বামীর গৃহ গিয়াছিল, বণিকের অর্থ অপহৃত হইয়াছিল, দোকান-দারের বাণিজ্যদ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত, বিচূর্ণিত বা অপরের উদ্দামভোগাভিলাষ-সিদ্ধির জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেকে

কেবল পরিধেয় বস্ত্র ও এক একটি ব্যাগমাত্র লইয়া দুর্গে গিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম ইহাদের বাসস্থাননির্দ্দেশ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থানের জন্য সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ক্রমে নগরের উপদ্রবের অন্তর্দ্ধানের সহিত সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা হইতে থাকে। দুর্গের সকলকে সমভাবে উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ দুঃসময়েও ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ আপনাদের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থানের অপকর্ষ দেখিয়া, অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রবল বিপক্ষের পরাক্রমে যে সময়ে জীবন সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হয়, সকলের অদৃষ্টচক্র যে সময়ে সমানভাবে নিম্নাভিমুখে যাইতে থাকে, সে সময়ে বিলাসিতা ও আত্মসুখেচ্ছা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এইরূপ সঙ্কটকালেও উদ্ধত ইউরোপীয়ের বলবতী আত্মম্ভরিতা শ্রেয়ঃপথের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক, ক্রমে এই গোলযোগ দূরীভূত হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে একের স্বার্থপরতার পার্শ্বে অপরের নিঃস্বার্থভাবও পরিস্ফুট হইয়া, সকলকে সহৃদয়তার উপদেশ দিতে লাগিল। রেবিনিউ বোর্ডের প্রধান কর্ম্মচারী রীড সাহেব পদগৌরবে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের অব্যবহিত পরেই গণ্য হইতেন। সুতরাং তাঁহার জন্য উৎকৃষ্টতর স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গ ইংলণ্ডে থাকাতে তিনি ঐ সুখজনক স্থান গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার স্থান কতিপয় আহত আফিসরকে দেওয়া হয়। তিনি স্বয়ং দুর্গস্থিত প্রাসাদের মার্ব্বলহলের মেজেতে বেহালার এক খানি পুরাতন আচ্ছাদন এবং দরমা বা খড়ের শয্যাতেই পরিতৃপ্ত হয়েন।

যাহারা পীড়িত এবং যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, সুরম্য মতিমসজিদ তাঁহাদের আরামস্থান হয়। সম্রাট্ আকবর যাহার নির্ম্মাণে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এক সময়ে ধর্ম্মনিষ্ঠ পীর ও ফকীরগণ যাহাতে অবস্থিতি করিতেন, তাহা এখন রোগার্ত্ত ও আহতদিগের বাসস্থল হয়। এতদ্ব্যতীত দুর্গের অভ্যন্তরে যতগুলি গৃহ ছিল, তৎসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য বর্ণানুক্রমে সজ্জিত হয়। সিবিলিয়ানগণ এক খণ্ডে বাস করিতে থাকেন। সৈনিকপুরুষদিগের জন্য অন্য খণ্ড নির্দ্দিষ্ট হয়। যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারী বিবাহিত ও পরিবারপরিবৃত ছিলেন, তাঁহারা খণ্ডান্তরে অবস্থিতি করেন। দুর্গে যে সকল

গৃহ ছিল, কেবল তৎসমুদয়ই যাবতীয় লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। দুর্গস্থিত প্রাসাদের বহির্ভাগে তাড়াতাড়ি খড়ের ঘর প্রস্তুত করা হয়। সম্রাট্ আকবরের সময়ে প্রাসাদের মার্ব্বলের বারেন্দায় পারস্যদেশীয় রেসমী এবং বারাণসীর স্বর্ণখচিত কাপড়ের পর্দ্দা থাকিত, এখন সেই সকল স্থানে মাদুরের পর্দ্দা করিয়া দেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকে এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আতপতাপ বা বৃষ্টিপাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে থাকে। পাদরিদিগের জন্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় বণিক্ ও দোকানদারগণ এরূপ সৌভাগ্যবান্ হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বাসের জন্য ছাদের উপর তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মিত হয়। ফিরিঙ্গীদিগের অদৃষ্টে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ঘটিয়া উঠে নাই। তাহারা ইউরোপীয় সমাজ হইতে যেমন চির-কাল বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে, উপস্থিত ক্ষেত্রেও গৃহের কোণে, বারেন্দার নীচে, যেখানে যে সুবিধা পাইয়াছে, সেইখানে সে সেইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ইহারা কোন কালে গর্ব্বিত ইউরোপীয়দিগের নিকটে আদৃত হয় নাই, হিন্দু বা মুসলমান প্রভৃতির সহিতও মিশিতে পারে নাই। ইহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ যাহাই থাকুক না কেন, ইহাদের গুণাংশ কোন কালে ইহা-দিগকে সমাজের উচ্চ স্তরে স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহারা সাধারণতঃ দোষাংশেরই ফলভোগী হইয়াছে। উপস্থিত সঙ্কটকালেও ইহাদের এইরূপ অদৃষ্ট-ফল—এইরূপ পার্থক্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মতিমসজিদ হাসপাতালে পরিণত হইয়াছিল। যাহারা অতিশ্রম বা অনিয়মে অথবা অনভ্যস্ত জলবায়ুর পরাক্রমে রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, যুদ্ধে যাহাদের দেহাংশ বিক্ষত, বিচূর্ণিত বা নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থান দেওয়া হয়। তাহাদের শুশ্রূষায় কোনরূপ ঔদাস্য বা ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। এক দিকে ইউরোপীয়দিগের আত্মম্ভরিতা বা আত্মসুখবাসনা যেরূপ অপ্রীতিকর দৃশ্যের বিস্তার করিয়াছিল, অপর দিকে নারীর কোমলতা, পরার্থপরতা ও বলবতী দয়া সেইরূপ দুর্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজ মহিলাগণ যেরূপ যত্ন ও আগ্রহের সহিত যুদ্ধাহত-দিগের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা রোগীদিগের জন্য লেপ, বালিশ, তোষক প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এদিকে

তাড়াতাড়ি খাট নির্ম্মিত হইতে থাকে। মহিলারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েন। প্রত্যেক দল নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে থাকেন। ইঁহারা চিকিৎসকের নির্দেশানুসারে রোগীদিগের আহত স্থান পরিষ্কার এবং উহাতে ঔষধলেপন ও পটিবন্ধন করিতেন, তাহাদের সেবনের জন্য ঔষধ আনিয়া দিতেন, যথানিয়মে পথ্য দিয়া, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সুখে ও শান্তিতে রাখিতেন। এইরূপে প্রতি কার্য্যেই ইঁহাদের অপরিসীম কোমলভাবের নিদর্শন পরিস্ফুট হইত। রুগ্ন ও আহত সৈনিকগণও তাহাদের শুশ্রূষাকারিণী মহিলাদিগের সমক্ষে কোমলভাবের পরিচয় দিত। যাহাতে হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এরূপ কোন শ্রুতিকঠোর কথা তাহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইত না। গোলযোগ নিরাকৃত এবং আপনারা নীরোগ হইলে তাহারা শুশ্রূষাকারিণীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতে ঔদাস্য প্রকাশ করে নাই। তাজের মনোহর উদ্যানে তাহারা শুশ্রূষাকারিণী মহিলাদিগের সহিত নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করে। এই মনোরম্য স্থানে তাহাদের উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। তাহারা অতুলনীয় শ্বেত হর্ম্ম্যের পার্শ্বে—উদ্যানের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজির মধ্যে গানবাদ্য প্রভৃতিতে নানারূপ আমোদ করিয়া, যাঁহারা, পীড়ার সময়ে, তাহাদিগকে পরিধানের জন্য বস্ত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, রোগশান্তির জন্য যথানিয়মে ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, আহারের জন্য পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, শান্তিসুখে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এ দিকে সৈনিকদিগের মধ্যে বস্ত্রাদি যোগাইবার বন্দোবস্ত হয়। দরজীগণ ক্রমে দুর্গে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়া, জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে থাকে। এক জন ভারতবাসীর ক্ষমতায় ইংরেজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংগ্রহচিন্তা দূরীভূত হয়। লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ আফগানিস্তান, পঞ্জাব এবং গোবালিয়রের যুদ্ধে কমিশরিয়েট্‌বিভাগে কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। দুর্গরক্ষক সৈনিকদল—তিন হাজার ইউরোপীয় এবং পনর শত এতদ্দেশীয়ের ছয় মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ জুন মাসের শেষে আদেশ প্রচার করেন। এই অত্যাবশ্যক কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার

রেবিনিউ বোর্ডের রীড সাহেবের উপর সমর্পিত হয়। কমিশরিয়েটের এক জন কর্ম্মচারী দ্রব্যাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হয়েন। লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ ইঁহাদের সাহায্য না করিলে ইঁহারা কখনও এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিতেন না। জ্যোতিঃপ্রসাদের কার্য্যপ্রণালীর গুণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রসদ সংগৃহীত হয়। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে খোলা জায়গা ছিল। উহা পরিষ্কৃত হইলে ইংরেজদিগের পক্ষে সাতিশয় কার্য্যকর হইয়া উঠে। সৈনিক-নিবাস ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত হইবার সময়ে যে সকল গাড়ি ইত্যাদি রক্ষা পাইয়াছিল, তৎসমুদয় ঐ স্থানে রাখা হয়। ক্রমে উহাতে লোকে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির বিক্রয় আরম্ভ করে। এইরূপে ক্রমশঃ উহা একটি উৎকৃষ্ট বাজারে পরিণত হয়। দুর্গস্থিত লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রায় সমস্তই ঐ বাজারে পাওয়া যাইতে থাকে।

যখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বসতিস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, খাদ্য ও পরিধেয় সংগৃহীত এবং রোগীর পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত হয়, গোলযোগ দূরীভূত ও সমগ্রবিষয়ের শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তখন কর্ত্তৃপক্ষ আপনাদের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থান—সুবিস্তৃত দুর্গের রক্ষায় উদাসীন থাকেন নাই। শাসিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েল্ গবর্ণর্-জেনেরলের আদেশ অনুসারে সৈনিকদলের অধ্যক্ষতা হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল কটন তাঁহার স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নবনিয়োজিত অধ্যক্ষ আপনার গুরুতর কর্ম্মসম্পাদনে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের আশ্রয়স্থল বহু লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা অনেক অসহায় ও অসমর্থ জীবের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে তাঁহাদের সাহস বা সামর্থ্য ছিল না। তাঁহারা, সুশিক্ষিত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ, উভয়েই ক্ষীণবল ছিলেন। সুতরাং দুর্গের বহির্ভাগে যাইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। তাঁহারা দুর্গে থাকিয়াই যে কোনরূপে হউক, আত্মরক্ষার আয়োজনে তৎপর হয়েন। এই সময়ে সকল বিষয়ে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের কর্তৃত্ব থাকিলেও দুর্গ রক্ষা এবং খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতির সংগ্রহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্ম সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখন এই সৈনিকপ্রধানগণ আশ্রয়দুর্গ সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। দুর্গ-

প্রাচীরে বহুসংখ্যক কামান সন্নিবেশিত হইল। গোলন্দাজদিগের সংখ্যা অল্প ছিল। সবলকায় ফিরিঙ্গীদিগকে এই দলে গ্রহণ করা হইল। এই শ্রেণীর লোকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলে প্রবেশপূর্ব্বক কামানপরিচালকের কার্য্যভার গ্রহণ করিল। দুর্গের চারি পার্শ্বে যে সকল উন্নত ভূখণ্ড ছিল, বিপক্ষগণ তৎসমুদয়ের অন্তরালে থাকিয়া, দুর্গ আক্রমণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহা পরিষ্কৃত ও সমভূমিতে পরিণত হইল। গোলাগুলি প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ বারুদখানারক্ষার জন্য সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, দুর্গপ্রাচীরের অন্তর্ভাগে তাঁহাদের শত্রুগণ অলক্ষ্যভাবে বিচরণ করিতেছে। ফকীরের বেশেই হউক, ভ্রমণকারী পথিকের ভাবেই হউক, ইহারা দুর্গস্থিত ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় উত্তেজিত এবং দুর্গের যাবতীয় গোপনীয় বিষয় জানিতে চেষ্টা করিতে পারে। দুর্গে ছয় সাতটি অস্ত্রাগার ছিল। এগুলি মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইল। গৃহের ছাদ পুরু এবং মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া গেল। ইউরোপীয় রক্ষকের সংখ্যা দ্বিগুণ হইল। যে সকল আফিসর অস্ত্রাগারগুলির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বদা তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং যে সকল লোকের উপর সন্দেহ হইতে লাগিল, তাহাদিগকে অস্ত্রাগারের সমীপবর্ত্তী দেখিলে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে লাগিলেন।

ইংরেজেরা যখন এইরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, এইরূপ সতর্কভাবে সমস্ত বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত হইতেছিলেন, এইরূপ শ্রমশীলতা ও যত্নপরতার পরিচয় দিতেছিলেন, তখন গোবালিয়রের উত্তেজিত সিপাহীদল বহুসংখ্যক ছোট ও বড় কামান লইয়া, আগরার সত্তর মাইল অন্তরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরেজের সমক্ষে ইহাদের প্রাধান্যস্থাপন-বাসনা অন্তর্হিত হয় নাই, বরং উহা বলবতী হইয়া ইহাদিগকে কঠোর কার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। ইহাদের অধিনায়কগণ আগরা আক্রমণ করিবে বলিয়া, অভিমত প্রকাশ করিতেছিল। মহারাজ শিন্দে অনেক কষ্টে ইহাদের প্রবল জিগীষা কিয়দংশে সংযতভাবে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফলজনক হইবে, ইংরেজেরা এরূপ আশা করেন নাই। গোবালিয়রের সিপাহীদল সাতিশয় পরাক্রান্ত ছিল। সংখ্যাধিক্য তাহাদের বলবৃদ্ধি করিয়াছিল, উৎকৃষ্ট যুদ্ধোপকরণ

তাহাদের সাহসিক কার্য্যসাধনের সহায় হইয়াছিল, ইহার উপর ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক শিক্ষা তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিতে সর্ব্বদা উৎসাহযুক্ত করিয়া তুলিতেছিল। এইরূপ পরাক্রমশালী, এইরূপ সহায়সম্পন্ন, এইরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আগরার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব, দুর্গ সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

যাঁহারা এক সময়ে গঙ্গাযমুনার তীরবর্ত্তী শস্যশ্যামল ও সম্পত্তিসম্পন্ন সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতেছিলেন, লোকে যাঁহাদিগকে দেখিলে সম্মানপ্রদর্শনে অগ্রসর হইত, যাঁহাদের কথায় মস্তক অবনত করিত, যাঁহাদের সন্তুষ্টিসাধনে সর্ব্বদা উদ্যত থাকিত, তাঁহারা এইরূপে আপনাদের অধীন ব্যক্তিদিগেরই আক্রমণভয়ে আগরার দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দুর্গে তাঁহাদের যে নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে অনেক বিষয়ের শৃঙ্খলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অত্যধিক লোকসংখ্যার জন্য গোলযোগ একবারে দূর হয় নাই। এক দিকে মলমূত্র পরিত্যাগের স্থান, অপর দিকে বিশুদ্ধ বায়ুর গমনাগমনের জন্য বিমুক্ত স্থল, এই উভয় বিষয়ের নিমিত্তই নানা অসুবিধা হইয়াছিল। প্রথমটির অভাবপূরণের জন্য চেষ্টা করিলে দ্বিতীয়টির অভাবের জন্য কষ্টানুভব হইত। সমভাবে দুই দিক রক্ষা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক স্থান মশামাছিতে পরিপূর্ণ ছিল। দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারীরা বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারগণ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দুর্গস্থিত লোকসমষ্টির নানা অভাবমোচন এবং অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণের জন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু যাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র তাদৃশ বিস্তৃত ছিল না,—যাঁহারা কেবল জীবনের জন্য স্থানান্তর হইতে দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সকল সুখোচিত নরনারীদিগকে কষ্টে কালযাপন করিতে হইত। শান্তির সময়ে তাঁহাদের আমোদে কোনরূপ অন্তরায় ঘটিত না। তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শকটে বা অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাতবায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন, সূর্য্যাস্তসময়ে সায়ন্তন সমীরে পুলকিত হইতেন। দুর্গে তাঁহাদের এরূপ সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যরূপ সুবিধা ছিল। দুর্গপ্রাচীর উন্নত। উহার পাদদেশ দিয়া যমুনা তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাইতেছে। ইউরোপীয়গণ এই উন্নত দুর্গপ্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন। বিশুদ্ধ বায়ু যমুনা-

প্রবাহে পরিষিক্ত হইয়া, স্পর্শে স্পর্শে তাঁহাদিগকে পুলকিত করিত। এইরূপ ভ্রমণ ব্যতীত তাঁহারা পুস্তকাদি পাঠে আমোদিত হইতেন। সন্ধ্যার পর তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভোজনস্থলে সমবেত হইয়া, বিবিধ আলাপে সুখানুভব করিতেন। কখন কখন আতঙ্কজনক বাজারগুজব প্রচারিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে উহার আন্দোলন হইত। কেহ কেহ কল্পনাবলে উহা অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতেন, কেহ কেহ উহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতেন, কেহ কেহ বা দৃঢ়তাসহকারে নানা যুক্তি দেখাইয়া, উহার অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতেন। জনরব প্রায়ই অলীক হইত। তখন যাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা দৃঢ়তাসহকারে কল্পনার লীলা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৌতুকের সহিত হাস্যরসের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস দেখা যাইত। আশঙ্কাকারিগণ আপনাদের ভীরুতায় লজ্জিত হইয়া, বিষয়ান্তরের আলাপে প্রতিপক্ষদিগকে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আততায়ীর সমক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অনেকে সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। সেনাবিভাগের প্রধান ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেন। বিপদ যখন অনিবার্য্য হয়, তখন সকল দিকেই উদ্যমশীল ব্যক্তিদিগের যত্ন ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ নিদর্শন অপরিস্ফুটভাবে থাকে নাই। এ সময়ে সমগ্র দুর্গ যেন অদৃষ্টচর সজীবভাবে স্বকীয় অভূতপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

এইরূপে জুলাই মাস অতিবাহিত হইল। আগষ্ট মাসও ক্রমে অতীতের সহিত মিশিয়া গেল। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট্-গবর্ণর আশ্বস্ত হইলেন না। তিনি যে ঘোর অন্ধকারে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাহা অপসারিত হইল না; সমুজ্জ্বল আলোকের আবির্ভাবে তাঁহার চারি দিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তিনি দিল্লীর সংবাদ জানিবার জন্য সর্ব্বদা উক্ত স্থানের কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেবের সহিত পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন। কিন্তু কমিশনর এরূপ কোন সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না যে, যাহাতে লেফটেনেণ্ট্-গবর্ণরের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে। মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে ছিল। নবাব ওয়াজিদ আলির প্রিয় বাসভূমিতে সিপাহীগণ আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং এই দুই প্রধান স্থান হইতে কলবিন্ সাহেবের কোনরূপ সাহায্য-

প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। যদি দিল্লী অধিকৃত এবং লক্ষ্ণৌর সিপাহীগণ পরাজিত ও দূরীভূত হইত, তাহা হইলে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের প্রাধান্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত ঘটিত। কিন্তু ইংরেজ যাহা ভাবিয়াছিলেন, অদৃষ্ট তাহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্গে সময়ে সময়ে নানাবিধ জনরব উঠিত; নানা প্রকারের বহুসংখ্য অধিবাসী থাকাতে ঐ জনরব ক্রমে পল্লবিত এবং লোকের মুখে মুখে নানাভাবে পরিকীর্ত্তিত হইত। ইহাতে আশঙ্কাবৃদ্ধি ও মনের অস্থিরতা ব্যতীত আর কোন ফল হইত না। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীরবে থাকিতেন। তাঁহারা এ বিষয়ের আন্দোলনে ব্যাপৃত হইতেন না বা অপরকে এ বিষয় বলিয়াও তাহার আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতেন না।

সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছিল। আগরার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ক্ষমতাশালী লোকে স্বপ্রধান হইয়া, দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিল। আলীগড়ে ঘাউস্ খাঁ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে দিল্লীর বাদশাহের সুবাদার বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক জনপদশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কর্ণেল কটন ইহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যাহারা ইচ্ছা করিয়া, অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি এই অভিযানে নিয়োজিত হইল। মৈনপুরীর প্রসিদ্ধ সাহসী অধিনায়ক ডি কাণ্ট্জো এই সৈনিকদিগের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। সমগ্র সৈনিকদলের কর্তৃত্ব মেজর মণ্টগোমরির উপর সমর্পিত হইল। বিপক্ষদিগের দমন ব্যতীত হাত্রাস্নগর রক্ষা করা এবং স্থানীয় তালুকদারদিগকে আশ্বাস দেওয়া, এই সৈন্যপ্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। মেজর মণ্টগোমরি সৈন্য লইয়া, ২০শে আগষ্ট আগরা হইতে যাত্রাপূর্ব্বক ২৪শে তারিখ আলীগড়ে উপনীত হয়েন। ঠাকুর গোবিন্দ সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী দিয়া, ইঁহার সাহায্য করেন। ঘাউস্ খাঁর মুসলমান সৈন্য ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া, এমন বেগে ইংরেজের পদাতি সৈন্যকে আক্রমণ করে যে, ইংরেজ অধিনায়ককে তাহাদের সম্মুখে কামান সন্নিবেশ করিতে হয়। গাজীগণ তরবারি হস্তে করিয়া, "দীন দীন্" রবে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ বিচলিত হইল না। কয়েক ঘণ্টা কাল উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ইংরেজসৈন্য সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র লইয়া, সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে ধর্ম্মোন্মত্ত গাজীগণও সাহস ও

পরাক্রমের পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। তাহারা কাফেরের শোণিতপাত করা আপনাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিল, এই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাহাদের উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাহারা কামানের মুখে বুক পাতিয়া, নির্ভীকচিত্তে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। শেষে তাহাদের বলক্ষয় হইল। তাহারা ইংরেজের অসীম শক্তিসম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া, আলীগড় পরিত্যাগ করিল। টেলিগ্রাফবিভাগে যে সকল ইউরোপীয় বালক কর্ম্ম করিত, তাহারা এই যুদ্ধের সময়ে সবিশেষ সাহস ও কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিয়াছিল। এই বালকদিগের চেষ্টায় আলীগড় ও আগরার মধ্যে টেলিগ্রাফের তার ঠিক ছিল। একটি বালক পাল্‌কীগাড়িতে বসিয়া, যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ আগরার দুর্গে পাঠাইয়াছিল।

আগরার কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গে অবস্থিতি করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আত্মপ্রাধান্য-স্থাপন ও গোলযোগনিবারণের জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলীগড়ের অভিযান তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশেষ চেষ্টা। তাঁহারা দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে সাহসী না হইলেও আপনাদের বসতিস্থানের চারি দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, অযোধ্যা এবং দিল্লীর বিষয় তাঁহাদের চিন্তনীয় হইয়াছিল। তাঁহারা বৃদ্ধ মোগল এবং নবাব ওয়াজিদ আলির রাজধানীতে কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। কিরূপে তাঁহাদের প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণে পরিস্ফুট হইবে।

এই সময়ের মধ্যে লেফ্‌টেনেণ্ট্-গবর্ণর কল্‌বিন্ সাহেবের শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তির ক্রমেই হীনতা ঘটিতেছিল। ৫ই জুলাই শাসিয়ার যুদ্ধে আপনাদের সৈনিকদলের পরাজয় এবং আগরার দুর্গে গমনের পর তিনি যেরূপ ভগ্নহৃদয়, সেইরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহার রোগজীর্ণ দেহের উপর সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল। তিনি আগরার দুর্গে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দিল্লী উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধিকারে ছিল, তাঁহার পার্শ্বভাগে লক্ষ্ণৌ তাঁহাদের প্রাধান্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার চারি দিকে প্রবল বিপক্ষগণ সংখ্যাধিক্যে ও যুদ্ধোপকরণে বল-সম্পন্ন হইয়া ইংরেজের শোণিতপাতের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইরূপে লেফ্‌টেনেণ্ট্-গবর্ণরের দক্ষিণে ও বামে, অগ্রে ও পশ্চাতে বিপক্ষতার নিদর্শ

পরিলক্ষিত হইতেছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর ইহাতে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল সহযোগীতে পরিবেষ্টিত ছিলেন, যে সকল বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে আপনার কোনরূপ অবসন্নতা, কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা কোনরূপ ঔদাস্য দেখাইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশে প্রচণ্ড বিপ্লবের অভিঘাতে তদীয় সজাতিদিগের জীবন যেরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, দুশ্চিকিৎস্য রোগের আক্রমণে তাঁহার নিজের জীবনও সেইরূপ সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হইয়াছিল। ইহাতেও তাঁহার উদ্যমভঙ্গ হয় নাই, উৎসাহ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই বা শ্রমশীলতা অন্তর্দ্ধান করে নাই। তিনি প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। কর্ত্তব্যসম্পাদনে তাঁহার কখনও আলস্য দেখা যায় নাই। কোনরূপ অনুরোধ, কোনরূপ প্রার্থনা, কোনরূপ হেতুবাদ, তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য, তাঁহাকে এইরূপ পরিশ্রম হইতে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার সহযোগিগণ যেরূপ কর্ম্মপটু যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন, তথাপি তিনি কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না। অতি সামান্য বিষয়েও তাঁহাকে সমান উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে দেখা যাইত। আগরার জজ রেইক্‌স্ সাহেব জুলাই মাসে লিখিয়াছিলেন যে, যদি তিনি অস্ত্রাগার হইতে একখানি তরবারি বা একটি পিস্তল আনিতে চাহিতেন, তাহা হইলেও অনুমতিপত্রে লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণরের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইত। এইরূপ সকল বিষয়েই কল্‌বিন্ সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। কোন বিষয় তাঁহার নিকটে অপরিজ্ঞাতভাবে থাকিত না বা কোন বিষয় তাঁহার বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইত না। তিনি কোন বিষয়ের সম্পাদনভার অপরের হস্তে দিতেন না এবং স্বয়ং কোন বিষয় সম্পাদনে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখাইতেন না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইত। প্রতিদিন তাঁহার রক্ষণীয় সুবিস্তৃত প্রদেশের কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে কখনও ফরাসী, কখনও বা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত সাহায্যপ্রার্থনার পত্র আসিত। এই সকল অস্পষ্টলিপির উদ্ধার করিতে অনেক কষ্ট হইত। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণর কষ্টস্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি যত্ন ও ধীরতার সহিত উক্ত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতেন এবং যত্ন ও ধীরতার সহিত সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া যথাযোগ্য আদেশ দিতেন।

রোগজনিত অবসাদের সহিত এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম এবং এইরূপ গভীর দুশ্চিন্তায় কল্‌বিন্‌ সাহেব ক্রমে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা এই বিপ্লবের সময়ে প্রধান রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, সুবিস্তৃত জনপদ, বহুসংখ্য প্রজা, যাঁহাদের শাসন ও পালনের বিষয়ীভূত ছিল, তাঁহাদের কেহই উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের ন্যায় দুরদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত হয়েন নাই। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর একে রোগজীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহার উপর তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল। তিনি এক বিভাগের পর অন্য বিভাগ আপনার হস্ত হইতে স্খলিত হইতে দেখিতেছিলেন, তিনি সজাতির ও স্বধর্ম্মের শত শত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকার নিধনের বিষয় অবগত হইতেছিলেন, তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে অধীন লোককে অসংসাহসিক কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার কোনরূপ প্রতীকারের সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার অধিকৃত জনপদ বিপক্ষের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হয় নাই। তাঁহার সজাতির বা স্বধর্ম্মের লোকেও বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেকে জীবনরক্ষার জন্য নিরতিশয় শোচনীয় ভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সকল বিষয়ই তাঁহার অনন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছিল। তিনি দুই এক বার আফিসরদিগের সমাধির সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসালয় দেখিতে যাইতেন, দুর্গপ্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন, সকলের প্রতি সদয়ভাব প্রদর্শন এবং সকলের সহিত শিষ্টতাসহকারে আলাপ করিতেন, কিন্তু এইরূপ পরিদর্শন, পরিভ্রমণ ও কথোপকথনকালে তিনি যথোচিত আদরলাভ করিতেন না। অনেকে তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ না করিলেও, অসৌজন্য প্রদর্শন করিত, অনেকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার নিকটে পত্র লিখিত। তাঁহার বাক্স এইরূপ কুৎসাপূর্ণ পত্রসমূহে প্রায়ই পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি যাঁহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন, যাঁহারা তাঁহার আদেশে পরিচালিত হইতেন, তাঁহার ইচ্ছায় পদচ্যুত হইতেন বা পদলাভ করিতেন, তাঁহারাই এইরূপ অসৌজন্য প্রকাশ ও ভর্ৎসনা করিয়া, এই দুঃসময়ে তদীয় মানসিক শান্তি বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর আপনার অধীন

কর্ম্মচারীদিগের কঠোর ভৎ'সনায় স্বকীয় প্রশান্তভাবে বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তি সম্মিলিত হওয়াতে তিনি কোন বিষয়েই অবনত, কোন বিষয়েই পরাঙ্মুখ এবং কোন বিষয়েই অস্থির হইতেন না। এখন নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে এই শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিহ্রাস হইল। তিনি আগরার প্রান্তভাগে দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। স্থানান্তর হইতে তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্তির কোন আশা রহিল না। অধীন কর্ম্মচারিগণ তৎপ্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তির একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার চারি দিকে যে করালকাদম্বিনী বিভীষিকাময়ী ছায়া বিস্তার করিতেছিল, তাহা ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি সদ্যপ্রসূত সন্তানের ন্যায় একান্ত নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া সেই সর্ব্বলোক-পালক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার শারীরিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষিত হইল না। লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণর পরিশ্রমে বিরত হইলেন না। তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য দুর্গ হইতে সৈনিকনিবাসে লইয়া যাওয়া হইল, এইরূপ পরিবর্ত্তনে কিয়দংশে উপকার হইল বটে, কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট্-গবর্ণর পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার অন্তিম কাল আসন্ন হইয়াছে। তিনি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মানসপটে যে দেশের মনোমোহন দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া পুলকিত হইতেন, সেই প্রিয়তম স্বদেশের সন্দর্শনলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। তিনি ইহা জানিয়াই স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মশীল পুরুষশ্রেষ্ঠের ন্যায় দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে তিনি রেইকস্ সাহেবকে উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের পুলিশের সংস্কার সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে আদেশ দেন। ৭ই তারিখ রেইকস্ সাহেব এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তিনি যাইয়া দেখেন যে, লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর সাতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কল্‌বিন্ সাহেব রোগের এই আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি সর্ব্বদর্শী ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করেন। যিনি গঙ্গাযমুনার তীরবর্ত্তী সুবিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, অন্তিমশয্যায় থাকিয়ার

জন্য দুর্গের বহির্ভাগে একটুকু স্থানলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ১০ই সেপ্টেম্বর দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁহার সমাধি হয়। লর্ড কানিং তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রিটিশ জাতির চিরজয়ী পতাকা অবনত এবং সত্তর বার তোপধ্বনি করিতে আদেশ দেওয়া হয়*। এইরূপে ইংলণ্ডের এক জন প্রধান কর্ম্মবীরের দেহত্যাগ হয়। ইতিহাস তাঁহার সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকে নাই। যিনি অন্তিমকালে স্বজাতির অনেকের নিকটে ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, ইতিহাস তাঁহাকে বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় রণবিজয়ী বীরপুরুষ অপেক্ষাও উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া, তদীয় গৌরবঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়।

---

* *Calcutta Gazette, Extraordinary. Notification, September 19, 1857.*

পঞ্চম অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা।

অযোধ্যার অবস্থা—লোকের দুশ্চিন্তা—ভূস্বামিসম্প্রদায়—নবাববংশীয়দিগের দুর্দ্দশা—সৈনিকদল—জনসাধারণের অবস্থা—লক্ষ্ণৌ রক্ষার বন্দোবস্ত—সৈনিকনিবাসে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণ—অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে গোলযোগ—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহরইচ্—সিক্রোরা—গণ্ডা—মোল্লাপুর—দরিয়াবাদ—কাচানীর পলাতকদিগের অবস্থা।

উপস্থিত সময়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের মধ্যে বহুবিস্তৃত ও বহুসমৃদ্ধিপন্ন অযোধ্যা ব্যতীত আর কোন প্রদেশ ব্রিটিশরাজপুরুষদিগের অধিকতর দুশ্চিন্তা বা অধিকতর আশঙ্কার উৎপত্তি করে নাই। অযোধ্যা বাঙ্গালার সিপাহীদিগের বসতিস্থল। সিপাহীগণ ইংরেজ বীরপুরুষদিগের নিকটে শিক্ষিত হইয়া, ইংরেজের কার্য্যসাধনে রণক্ষেত্রে অসঙ্কুচিতচিত্তে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে। তাহারা যখন দেশান্তরে অবস্থিতি করে, ইংরেজের বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যখন প্রস্তুত হইতে থাকে, ইংরেজ অধিনায়কের আদেশ অনুসারে যখন দুর্গম অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বত, দুস্তর তরঙ্গিণী অতিক্রম করে, তখন গরীয়সী জন্মভূমির বিষয় তাহাদের মানসপট হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাহারা স্বদেশের কথায় পুলকিত হয়, আত্মীয় স্বজন স্বদেশে নিরাপদে সুখশান্তিতে অবস্থিতি করিতেছে শুনিয়া, নিশ্চিন্ত হয়, এবং আপনাদের বহুপরিশ্রমলব্ধ যৎসামান্ত সম্পত্তি স্বদেশে সুরক্ষিত রহিয়াছে জানিয়া, বিদেশী প্রভুর আদেশপালনে অধিকতর উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উঠে।

বাঙ্গালার সিপাহীদিগের এই প্রিয়তম বাসভূমি—ধনধান্তে পরিপূর্ণ এই সুবিস্তৃত প্রদেশ কিরূপে ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে, ইহার অধিপতি নবাব ওয়াজিদ আলি কিরূপে আপনার দুরদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। ইংরেজ, অযোধ্যা অধিকার করিবার যে কোন হেতু প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহাদের শাসনে অযোধ্যার

সুখশান্তি ও সমৃদ্ধির যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, অযোধ্যা পূর্ব্বতন অধিপতি-দিগের আধিপত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়াতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় হিন্দু ও মুসলমান, সমভাবে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে ভারতের অধিপতিগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি যতই অনুরাগ প্রকাশ করা যাউক না কেন—ঋণস্বরূপ অর্থ দিয়াই হউক, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য দিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন রূপেই হউক, যে ভাবেই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা হউক না কেন, গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সুবিধা বুঝিয়া, অপরকে চিরন্তন সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিতে বা অপরের অধিকৃত জনপদ স্বকীয় অধিকারে আনিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহা ভূসম্পত্তিশালীদিগের বিরাগের কারণ হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের অভিনব বিধান অনুসারে তাঁহারা সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বা উহা অপেক্ষা অধিক ভাগ হইতে সহসা পরিভ্রষ্ট হইতে পারেন। ইহা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের বিরাগের হেতু হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাঁহাদের সজাতির ও স্বদেশের ভূপতিগণ এইরূপে পদভ্রষ্ট হইলে, ঐ সকল ভূপতির আধিপত্যকালে তাঁহাদের যে সকল অধিকার ছিল, তৎসমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা নবাবের সৈনিক-দিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যে হেতু তাহারা দেখিয়াছিল যে, তাহাদের পরিবারবর্গ নবাবের সরকার হইতে যে সাহায্য পাইত, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অযোধ্যাবাসী সিপাহীগণ একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যেহেতু তাহারা দেখিয়াছিল যে,এত দিন নবাব যত্নসহকারে তাহাদের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাহারা বিদেশে থাকিলেও আত্মীয়স্বজনের ভাবনায় ব্যাকুল হইত না, কোনরূপ অনিষ্টের প্রতী-কার করিতে হইলে তাহারা ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট দ্বারা আপনাদের আবেদনপত্র লক্ষ্ণৌর দরবারে পাঠাইত; গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাহেতু নবাব, গবর্ণমেণ্টের সিপাহীদিগের প্রার্থনাপূরণে অধিকতর মনোযোগী হইতেন; এখন তাহাদের এইরূপ সুবিধা অন্তর্হিত হইল। ইহা অযোধ্যার কৃষকসম্প্রদায় ও শ্রমজীবি-গণের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, নবাবের শাসনপ্রণালী যেরূপই হউক না কেন, এত দিন তাহারা করভারে নিপীড়িত

হয় নাই, এখন ইংরেজের অধিকারে তাহাদিগকে নানারূপ কর দিতে হইবে। সংক্ষেপে অযোধ্যাধিকারে উচ্চ হইতে নিম্নশ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত, সকলেই একরূপ অসন্তোষ ও অশান্তির তীব্র জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিল*।

ইংরেজ বিনা বাধায় একটি বহুবিস্তৃত ও বহুসম্পত্তিপূর্ণ প্রদেশের অধিপতিকে যখন আপনাদের ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীর প্রান্তভাগে নির্ব্বাসিত করিলেন, তখন অযোধ্যাবাসাদিগের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহারা ব্রিটিশসিংহের অসীম প্রতাপ ও অনন্ত প্রাধান্য মনে করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পক্ষান্তরে নবাবের পদচ্যুতিতে তাহাদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। নবাব অযোধ্যাবাসী-দিগের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দুর্ব্বলতা, তাঁহার স্বার্থপরতা, তাঁহার অমিতাচার যাহাই হউক না কেন, প্রজাবর্গ রাজা বলিয়া, তৎপ্রতি ভক্তিসহকৃত অনুরাগের পরিচয় দিত। নবাবের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচারমূলক হইলে ও তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই এবং উহাতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধাও ঘটে নাই। তাহারা এইরূপ শাসনপ্রণালীর বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল, এবং অভ্যাস অনুসারে উহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। অধিকন্ত নবাবের আধিপত্যকালে অনেকের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ কষ্ট ছিল না। যাঁহারা নবাবের আশ্রিত অনুগত বা নবাবের সহিত কোনরূপ আত্মীয়তাসূত্রে সম্বদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা লক্ষ্ণৌর দরবার হইতে নিয়মিতরূপে অর্থ পাইতেন। নবা-বের পদচ্যুতির সহিত এই সকল লোকের অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। ইঁহাদের কোনরূপ সাহায্যদাতা রহিল না। ইঁহাদের কষ্টমোচনে কেহই চেষ্টা করিল না। সহসা দুরবস্থার ভয়ঙ্কর আবর্ত্তে নিপতিত ও ঘূর্ণ্যমান হওয়াতে, ইঁহাদের শোচনীয়ভাবের অবধি থাকিল না। ইঁহারা নিদারুণ দারিদ্র্যে নিপী-ড়িত, দুঃসহ কষ্টে মর্ম্মাহত, শোচনীয় মলিনভাবে একান্ত অবসন্ন হইয়া, আপনা-দের অমূল্য জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বন—অন্ন—কেবল একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতরভাবে নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। যে সকল স্ত্রীপুরুষ বংশমর্য্যাদায় সম্মানিত ছিলেন, সুখসৌভাগ্যে কালযাপন করিতেন,

* সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কর্ণেল ম্যালিসন্ এ সম্বন্ধে এই ভাবে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—*Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 348-349.*

সর্ব্বদা নানারূপ বিলাসদ্রব্যে পরিবৃত থাকিতেন, তাঁহারা সহসা দারিদ্র্যতরঙ্গসঙ্কুল ভয়াবহ সংসারসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহারা কাতরভাবে চারি দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনরূপ অবলম্বন তাঁহাদের হস্তগত হইল না। তাঁহাদের কেহ কেহ শাল, বনাত ও অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য বিক্রয়পূর্ব্বক অন্ন সংস্থান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ উদরজ্বালায় অস্থির হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। * ইঁহাদের দুরবস্থা দর্শনে সদাশয় ইংরেজ রাজপুরুষের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছিল। অযোধ্যার রাজস্বসংক্রান্ত কমিশনর গাবিন্স সাহেব এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"বোধ হয় অযোধ্যার সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ এবং নবাবের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন অধিকতর সমবেদনার পাত্র ছিলেন। ইঁহারা নবাবের সরকার হইতে বৃত্তি পাইতেন। আমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বৃত্তির লোপ হয়। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের সাহায্যের জন্য অর্থদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধানপূর্ব্বক দানের প্রকৃত পাত্রদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়াছিল। এইরূপ প্রয়োজনের অনুরোধে অযথা বিলম্ব ঘটে। এ দিকে উপায়হীন সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ আপনাদের ভরণপোষণের জন্য নিরতিশয় কষ্টে নিপতিত হয়েন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যাঁহারা কখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হয়েন নাই, তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আত্মগোপনপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়াছেন"। † রাজস্বকমিশনর এইরূপ স্পষ্টবাদিতা এইরূপ সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন এবং অপরের শোচনীয় অবস্থায় একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া, আত্মশ্লাঘার বাসনা এইরূপে সংযত রাখিয়াছেন। ফলতঃ ইংরেজের আধিপত্যে এই সকল লোকের অধঃপতন ও অবমাননার একশেষ ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে দরিদ্র লোকেরও সাতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর অবরোধের ইতিহাসলেখক রীড সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"তাহাদের (অযোধ্যাবাসীদের) অনুরাগপ্রাপ্তির জন্য আমরা অতি অল্প কার্য্যই করিয়াছি। বিরাগবৃদ্ধির জন্যই অনেক করা হইয়াছে। নবাবের রাজত্বে সহস্র সহস্র লোকে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও নবাব বংশীয়দিগের ব্যবহারের নিমিত্ত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 419.*
† *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 78.*

কারুকার্য্যখচিত পাগড়ী, হুকা, জুতা প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রীত হইত। নবাবের আধিপত্যলোপের সহিত এই নিরীহ শিল্পীদিগের কার্য্য বন্ধ হয়। জনসাধারণ বিশেষতঃ দরিদ্রগণ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, যেহেতু তাহারা সকল দিকে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে করভারে নিপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে*"। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যাবাসীদিগের এইরূপ দুরবস্থার মোচনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে যথোপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। যত দিন নবাবের আধিপত্য ছিল, এক নবাবের পর অন্য নবাব যত দিন শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন,ততদিন আশ্রিত ও অনুগত লোকে বৃত্তি-ভোগ করিত। এই বৃত্তিভোগীদিগের সংখ্যার স্থিরতা ছিল না; বৃত্তিদানের ধারাবাহিক কোন নিয়মও বিধিবদ্ধ ছিল না। নানা লোকে নানারূপে বৃত্তি ভোগ করিত। ইংরেজ যখন অযোধ্যা অধিকার করেন, তখন তাঁহারা সবিশেষ সত্বরতাসহকারে এ বিষয়ের শৃঙ্খলা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাঁহারা নবাধিকৃত প্রদেশের শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ সমবেদনা পরিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহারা বোধ হয় অযোধ্যার পেন্সনের তালিকার বিষয় কেবল কাগজেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, উহা যে কার্য্যে পরিণত হইয়া নিঃসহায় নিরবলম্বদিগের অন্নবস্ত্র-সংস্থানের সম্বল হইবে, ইহা তাঁহাদের উদ্বোধ হয় নাই। যাহারা কার্য্যে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিল, ভিক্ষা করিতে লজ্জিত ছিল, নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত হইয়াছিল, তাহাদের জীবনমরণ সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষগণ সর্ব্বপ্রথম নিশ্চেষ্ট-ভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স, ১৮৫৭ অব্দের ২০শে মার্চ্চ অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক এ বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। উদারতায় তাঁহার প্রকৃতি উন্নত ছিল, সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় কোমলতর হইয়াছিল, কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাঁহার উৎসাহসহকৃত সৎকার্য্য প্রবৃত্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে কালযাপন করিতেন, সহসা তাঁহাদের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, তিনি উহার প্রতীকারে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণের পরেই তিনি

* *Rees, Seige of Lucknow, p. 34. Comp. Gubbins, p. 78.*

এ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে উদ্যত হয়েন, এবং সদয়ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া, আশ্বাস দেন। কিন্তু অযোধ্যা অধিকারের প্রায় চৌদ্দ মাস পরে তিনি অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবিত মহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় অধঃপতনের ফলভোগ করিয়াছিলেন, দুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইয়াছিলেন এবং ইংরেজকে আপনাদের এইরূপ অধঃপতনের কারণ মনে করিয়া, তাঁহাদের উপর বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন।*

পদচ্যুত নবাবের আত্মীয়স্বজন কেবল দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন নাই। অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় কেবল আপনাদের দুঃসহ কষ্টের ফল ভোগ করেন নাই। জনসাধারণ কেবল দারিদ্র্যে মর্ম্মাহত ও করভারে অবসন্ন হইয়া উঠে নাই। ইহারা যখন শোচনীয় ভাবে দিনপাত করিতেছিল, নবাবের পদচ্যুতিতে যখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিনব শাসনকর্ত্তার প্রতি একান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়াছিল, তখন আর এক সম্প্রদায়ও ইহাদের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্তিপ্রকাশে উন্মুখ হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় ইঁহাদের প্রভূত সম্মান ছিল, ভূসম্পত্তি ও অর্থের বলে ইঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পুরুষানুগত স্বত্বে ইঁহাদের প্রগাঢ় ক্ষমতা ও আস্থা ছিল। ইঁহারা যেরূপ ক্ষমতাপন্ন, যেরূপ সম্পত্তিশালী, যেরূপ সম্মানিত, সেইরূপ তেজস্বী, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও জনসাধারণের আদরণীয় ছিলেন। চিরপ্রসিদ্ধ রাজপুত জাতি হইতে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ক্রমে লক্ষ্ণৌদরবারের উচ্চপদস্থ হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীদিগের বংশধরগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।

অযোধ্যার এই সম্মানিত সম্প্রদায় তালুকদার নামে প্রসিদ্ধ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তালুকদারী স্বত্ব তাঁহাদের মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এই সময়ে সকলকে এক সমভূমিতে আনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার তালুকদারগণ ইঁহাদের উদ্যমের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 421.*

ভূস্বামীদিগের উপর ইঁহাদের কিছুমাত্র মমতা বা শ্রদ্ধা ছিল না। ইঁহারা সাম্যবাদের বশবর্ত্তী হইয়া, এই ভূস্বামিগণের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ইঁহারা তালুকদারগণকে অত্যাচারকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কর্ণেল স্লিমান্ অযোধ্যাভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থে তালুকদারদিগের দৌরাত্ম্য ও উচ্ছৃঙ্খলভাবের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।* এই ভূস্বামিসম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রশংসা করেন নাই। সুতরাং ইঁহাদের স্বত্বনাশকালেও কেহ কোনরূপে ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। যাহারা ইঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া যথানিয়মে কর দিত এবং উহার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি ভোগ করিত, গবর্ণমেণ্ট সেই পল্লীসমাজের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূমির বন্দোবস্ত করেন। তালুকদারগণ স্বত্বচ্যুত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের উপর নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা রাজার শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন। আপনাদের তালুকে তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। অধিকৃত পল্লীসমূহ হইতে তাঁহাদের প্রচুর অর্থাগম হইত। সহসা তাঁহাদের এইরূপ ক্ষমতা, এইরূপ অর্থাগমের উপায় বিলুপ্ত হয়।†

তালুকদারগণ ক্ষমতাভ্রষ্ট হইলেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আশঙ্কার কারণ অন্তর্হিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের সমক্ষে তালুকদারগণ দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারিগণ এই দৌরাত্ম্যদমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তালুকদারদিগকে অধিকারভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তালুকদারগণ বহুসংখ্যক অনুচরে পরিবৃত থাকিতেন। এই সকল অনুচর সশস্ত্র ও যুদ্ধকর্ম্মে অভ্যস্ত ছিল। অযোধ্যার চিরপ্রসিদ্ধ ও চিরমান্য ভূস্বামিগণ ইঁহাদের সাহায্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে অসমর্থ ছিলেন না। সশস্ত্র অনুচরব্যতীত ইঁহাদের জঙ্গলপরিবেষ্টিত, মৃণ্ময় দুর্গ ছিল। দুর্গপ্রাচীরে কামান সকল মারাত্মক কার্য্যসাধনের জন্য স্থাপিত রহিয়াছিল। এই সকল কামান দমদমা ও মীরাটের সুশিক্ষিত গোলন্দাজদিগের তাদৃশ ভীতিজনক না হইলেও, অনিষ্টকর কর্ম্মের অনুপযোগী ছিল না। ইংরেজ এখন এই আশঙ্কার

* *Sleeman, Journey, through the kingdom of Oude. 2 Vols.*

† *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian Revolts, p. 30.*

কারণের উচ্ছেদে উদ্যত হইলেন। দুর্গ হইতে কামান সকল অপসারিত, দুর্গের চারি দিকের জঙ্গল পরিষ্কৃত, সশস্ত্র অনুচরগণ নিরস্ত্রীকৃত ও দলভ্রষ্ট হইল। ইহাতে তালুকদারদিগের অধিকতর বিরাগ ও বিদ্বেষের উদ্রেকের সহিত প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল। এইরূপে বহুসংখ্য অনুচরগণে, একটি বিদ্বেষপর সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্থূলদৃষ্টিতে, নিরস্ত্রীকরণ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিপদের উন্মূলন হইল বলিয়া, বোধ হইতে পারে। কিন্তু যাহারা সমধিক কার্য্যদক্ষ, তাহারা নিরস্ত্রীকৃত হইলেও প্রতিপক্ষের বিঘ্নশান্তি হয় না। আজ যাহারা নিরস্ত্র হইল, সময়ান্তরে তাহারাই সশস্ত্র হইয়া বিপক্ষের শোণিতপাতে উদ্যম ও সাহস দেখাইতে পারে। সর্ব্বংসহা ধরিত্রী কোন দ্রব্যই আপনার বক্ষোদেশে গুপ্তভাবে রাখিতে কাতর হয়েন না। ভয়ঙ্কর লৌহাস্ত্রগুলি পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে গোপনে রাখিয়া, প্রয়োজন অনুসারে তৎসমুদয় উহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সকল অস্ত্র অবনীর বায়ুরহিত ও আলোকশূন্য অন্তর্দ্দেশে দীর্ঘকাল থাকিলেও মারাত্মক কার্য্যসাধনের তাদৃশ অযোগ্য হয় না। সুতরাং যে সকল যুদ্ধবীর নিরীহভাবে হলচালনায় প্রবৃত্ত হয়, সুযোগ বুঝিয়া পরক্ষণে তাহারাই মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে অস্ত্রাদি বাহির করিয়া, ভয়াবহ কার্য্যসাধনে উদ্যত হইতে পারে। অযোধ্যার তালুকদারদিগের নিরস্ত্র অনুচরগণের সকলেই কৃষাণজনোচিত শান্তিময় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে নাই। কেহ কেহ বোধ হয়, এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই নিষ্কর্ম্মা রহিয়াছিল। তাহারা যে অনিষ্টের ফলভোগ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের বিদ্বেষভাব তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে ছিল। তাহারা এইরূপ প্রগাঢ় বিরক্তির সহিত প্রতিহিংসাপরিতৃপ্তির জন্য সুযোগপ্রতীক্ষা করিতেছিল।

অধিকারচ্যুত সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়, স্বত্বভ্রষ্ট ভূস্বামিগণ, তাঁহাদের নিরস্ত্র অনুচরসমূহই কেবল অযোধ্যায় বিপ্লবের মূলীভূত কারণস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে নাই। ইহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোকে উত্তেজনা ও তন্মূলক উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইহারা যেরূপ সমরকুশল, সেইরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি ছিল। বহুসংখ্য সৈনিক অযোধ্যার নবাবের সরকারে থাকিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সকল শ্রেণী হইতে লোক নির্ব্বাচনপূর্ব্বক

তাহাদিগকে সৈনিকদল ভুক্ত করিতেন, নবাবের সরকারেও সেই সকল শ্রেণী হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইত। কিন্তু শিক্ষা ও নিয়মাদিতে এই উভয় সৈনিক-দলের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈন্য ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। নবাবের সরকারে এরূপ শৃঙ্খলা বা পারিপাট্য ছিল না। সৈনিকগণ যথানিয়মে বেতনও পাইত না। সুতরাং অনেকে উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিত। যখন ইংরেজ অযোধ্যা অধিকারে উদ্যত হয়েন, তখন তথায় এইরূপ ৬০,০০০ ষাটি হাজার সৈনিকপুরুষ ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশকে আপনাদের সৈনিক-দলে গ্রহণ করেন, অবশিষ্ট লোকদিগকে কিছু কিছু টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দেন। ইহারা কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু টাকা পাওয়াতে একবারে হতাশাস হইল না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সহসা কোনরূপ বিরাগের চিহ্ন দেখা গেল না। ইহারা টাকা লইয়া আপনাদের আবাসপল্লীতে উপস্থিত হইল, পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদির নিকটে লাভলোকসানের কথা বলিতে লাগিল, আপনাদের যৎসামান্য অর্থে কিছুকাল শান্তভাবে রহিল। এই সকল লোক স্বভাবতঃ অযোধ্যার অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনার জন্য এবং অযোধ্যায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারে। যে স্থানে ইহারা যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিত, আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে সচেষ্ট থাকিত, সেই স্থানের বিষয় ইহাদের স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সুতরাং ইহারা ঔৎসুক্যের সহিত অযোধ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল এবং ঔৎসুক্যসহকারে উহার অবস্থাপরিবর্ত্তনের সহিত ঘটনাবলীপরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ইংরেজ অযোধ্যা অধিকার করিয়া, আপনাদের অভিনব প্রণালী অনুসারে উক্ত রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের অভিমত ব্যবস্থা অনুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতে গেলে, নানারূপে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। করস্থাপন ব্যতীত এই ব্যয়নির্ব্বাহের অন্য উপায় তাঁহাদের অবলম্বনীয় হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ অযোধ্যা গ্রহণ করাতে প্রজালোককে নানারূপ কর দিতে হয়। তাহারা এতদিন অল্পব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, এখন ইংরেজী সভ্যতার অনুমোদিত উৎকৃষ্টতর রাজ্যশাসনের ফলভোগ করিতে

গিয়া অর্থের দায়ে উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িল। ইংরেজ অহিফেনের উপর অধিক হারে কর নির্দ্দেশ করিলেন। এ দিকে অভিনব ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইল। বিচারস্থলে অর্থিপ্রত্যর্থীদিগের বহুপরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। মোকদ্দমাগুলিরও বহুবিলম্বে নিষ্পত্তি হইতে লাগিল। এইরূপে অভিনব শাসনপ্রণালীতে অনভ্যস্ত প্রজালোকের নানারূপ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। লক্ষ্ণৌতে অহিফেনসেবীদিগের অভাব ছিল না। পিকিন এবং কাণ্টনের ন্যায় অযোধ্যার রাজধানীতেও বহুসংখ্য লোকে এই চিরপ্রসিদ্ধ মাদক দ্রব্যে আসক্ত ছিল। উহার উপর কর স্থাপিত হওয়াতে লোকের অসন্তোষের অবধি রহিল না। কথিত আছে, অনেকে যখন বর্দ্ধিতমূল্যেও উহা পাইল না, তখন একান্ত নৈরাশ্যে হতজ্ঞান হইয়া আপনাদের গলা কাটিয়া ফেলিল।* এই ঘটনা সত্য হউক, নাই হউক, এইরূপ করস্থাপনে যে, লোকের বিরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অযোধ্যায় যেরূপ শাসনপ্রণালী ছিল, ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, ইংরেজ যে, নবাধিকৃত রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও ভিন্নমত নাই। কিন্তু ইংরেজের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা, ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত শাসনশৃঙ্খলা ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন রুচির লোকের মনঃপূত হইতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। লোকে দীর্ঘকাল যে শাসনপ্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল, সহসা সেই শাসনপ্রণালী বিপর্য্যস্ত করিয়া ভিন্নরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে, তাহাদের অভ্যাস ও রুচি অনুসারে শাসকবর্গের কিছুকাল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। অরণ্যবিহারী জন্তু বা আকাশবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় অনভ্যস্ত মানবও ধীরে ধীরে অপরের পোষ মানিয়া থাকে। যাঁহারা আপনাদের প্রবর্ত্তিত প্রণালী উৎকৃষ্ট মনে করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র ইহাদিগকে আবদ্ধ ও বশীভূত করিতে চাহেন, তাঁহারা বোধ হয় মানবপ্রকৃতির পরিজ্ঞানে সমর্থ নহেন। ইংরেজ বোধ হয়, আপনাদের নিয়মের প্রচলন সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা সভ্যতা ও সদাশয়তার দোহাই দিয়া, আপনাদের অজ্ঞতা গোপনে রাখেন এবং অনভ্যস্ত

* রীজ সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।—*Siege of Lucknow, p. 35.*

লোক তাঁহাদের মঙ্গলময় নিয়মে শীঘ্র শীঘ্র অভ্যস্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ না করাতে তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।* ফলতঃ তাঁহারা তাড়াতাড়ি আপনাদের অভিমত প্রণালীর সুফল দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। যেহেতু, আপনাদের বিষয়গুলি তাঁহাদের নিকটে ভাল বোধ হয়। পরদেশে পরের অনুষ্ঠিত বিষয়গুলি মন্দ বলিয়া, তাঁহারা তৎসমুদয়ের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন বিষয়ের সংস্কার করিতে গেলে লোকের রুচি সংস্কৃত হইতে যে, কিছু সময় আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের উদ্বোধ হয় না। অযোধ্যার ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ বোধ হয়, এইরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাড়াতাড়ি আপনাদের অভিমত বিষয়গুলির প্রচলনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অভিনব নিয়মের জন্য দায়ী না হইতে পারেন, যেহেতু কলিকাতা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু কালবিলম্ব করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় নাই। তাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে সুসময়ের প্রতীক্ষা করেন নাই। কিছুকাল পরে একজন সমদর্শী, অভিজ্ঞ রাজপুরুষ প্রধান কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ও অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই হঠকারী রাজকর্ম্মচারিগণ সকল বিষয়ের সংস্কার করিতে গিয়া, এরূপ বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন যে, তাহার নিবারণের জন্য বহুসংখ্য সৈনিকবলের প্রয়োজন হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌতে ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের অভাব ছিল না। গাজী ও ফকীরগণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়া, ধর্ম্মের জন্য সজাতিদিগকে আত্মজীবনের উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিত। এইরূপ এক জন ফকীর বক্তৃতাকালে ধৃত হয়। দণ্ডস্বরূপ তাহাকে ১০০ ঘা বেত মারা হয়। লক্ষ্ণৌনিবাসী মুসলমানগণ ইতঃপূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বতন স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, করভারে তাহাদের কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল, ইহার উপর যখন তাহারা আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। ফিরিঙ্গীর শাসনে তাহাদের চিরপবিত্র ধর্ম্মের অবমাননা ঘটিবে, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য

* কে সাহেব এই ভাবে উপস্থিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 427.*

দ্রব্য স্পর্শ ও অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ যখন তাহাদিগকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন, তখন তাহারা অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিল। নিদারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি তাহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা ইহার জ্বালাময়ী যাতনায় উত্তেজিত হইয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিল।

ইংরেজ যাহাদের উপর প্রধান প্রধান কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী ছিল। এই-রূপ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি ইংরেজের প্রিয়পাত্র হইয়া নানারূপে অত্যাচার করিত। লক্ষ্ণৌয়ের কোতয়াল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিত, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিত। কিন্তু লোকের মধ্যে ইহার কিছুমাত্র প্রতিপত্তি ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ব্যতীত আর কেহ ইহার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিত না। রাজপুরুষগণ বোধ হয়, ইহার প্রকৃতি জানিতেন না। এই ব্যক্তি যেরূপ দুরাচার, সেইরূপ কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ ছিল। ইহার অত্যাচারে পিতা দুহিতার সম্ভ্রমরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত, স্বামী স্ত্রীর সম্মাননাশের আশঙ্কায় উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিত।* এইরূপ দৌরাত্ম্যে লোকে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের প্রতি প্রথমে তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করে নাই।

অযোধ্যা যখন ইংরেজ রাজপুরুষদিগের শাসনদণ্ডের পরিচালনায় এইরূপ তরঙ্গায়িত হইয়াছিল, তখন স্যার হেন্‌রি লরেন্স তথায় উপস্থিত হয়েন। তিনি ২০শে মার্চ্চ প্রধান কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রধান রাজপুরুষ অনেক প্রধান গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি ভারত-বর্ষীয়দিগের সহিত মিশিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মনের ভাব জানিতেন, ভারত-বর্ষীয়দিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের উপকারসাধনে ও অসন্তোষনিবারণে উদ্যত থাকিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইউরোপীয়গণ সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়াই, তাড়াতাড়ি আপনাদের শাসনপ্রণালীর অভিঘাতে ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালীর গৌরব নষ্ট করেন। ভারতবর্ষীয়দিগের যে, নানা-

* *Rees, Siege of Lucknow, p. 35-36.*

রূপ অসন্তোষের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, আপনাদের শাসনপ্রণালীর শৃঙ্খলাসাধনে এবং অযোধ্যাবাসীদিগের অসন্তোষনিবারণে যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন।* তিনি এই সময়ে গবর্ণর-জেনেরল এবং আপনার আত্মীয়বর্গের নিকটে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে অযোধ্যার অবস্থা সম্বন্ধে তদীয় মনোগত ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। রাজপুরুষগণ যে, তাড়াতাড়ি সংস্কার করিতে গিয়া, বিপ্লবের বীজ রোপণ করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে তিনি গবর্ণর জেনেরলের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে এই ভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"অতি শীঘ্র এবং অতি কঠোরভাবে নগরের উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। বাড়ীগুলি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলাতে লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্ম্মমন্দির, অন্যান্য গৃহ এবং খালিজমী গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করাতেও এইরূপ অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি এই সকল স্থানের অধিকাংশ নিজে দেখিয়াছি, এতৎসংসৃষ্ট লোকদিগকে শান্ত করিয়াছি এবং কর্ত্তৃপক্ষের উপযুক্ত আদেশ ব্যতীত এইরূপ সম্পত্তিগ্রহণ ও বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলার প্রতিষেধ করিয়া দিয়াছি। রাজস্বগ্রহণের প্রণালীও সাতিশয় অসন্তোষজনক হইয়াছে। গত বৎসর এরূপ বর্দ্ধিতহারে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, মোটের উপর শতকরা ১৫, ২০, ৩০ এমন কি ৫৫ টাকা পর্য্যন্ত খাজানা বাদ দিতে হইয়াছিল। তালুকদারদিগের সহিতও সাতিশয় কঠোর ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এক ফৈজাবাদবিভাগে তালুকদারগণ আপনাদের অধিকৃত পল্লীর অর্দ্ধাংশ, কেহ কেহ সমুদয় পল্লীর স্বত্বচ্যুত হইয়াছেন।"† স্যার্ হেনরি লরেন্স এইরূপে অযোধ্যাবাসীদিগের অসন্তোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এইরূপ অসন্তোষের প্রতীকারে তাঁহার যত্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু বহুবিলম্বে তিনি অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধূমায়মান বহ্নি ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল, বহুবিলম্বে চেষ্টা হওয়াতে উহা নির্ব্বাপিত হয় নাই।

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p.* 3.
† *Kaye, Sepoy War. Vol. III, p.* 429.

স্যার হেন্‌রি লরেন্সের বিশ্বাস ছিল যে, যতদিন প্রজাবর্গকে সরলভাবে বিশ্বাস করা যায়, সরলভাবে প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে উদ্যত থাকা যায়, ততদিন রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইবার বা প্রজাবর্গ হইতে কোনরূপ বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। তিনি এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত সৈনিকদিগের প্রতি সদয়-ভাবপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় ইউরোপীয় পদাতি সৈন্য অধিক ছিল না। সমগ্র প্রদেশের মধ্যে লক্ষ্ণৌতে কেবল ৩২ সংখ্যক ইউরোপীয় পদাতি সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। যাহা হউক, এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই নবাধি-কৃত প্রদেশে অশান্তির কোনরূপ নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। যে বিস্তৃত জলরাশি আস্তরণপটের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল, প্রকৃতির কোনরূপ চাঞ্চল্যে তাহা আলোড়িত বা তরঙ্গসমাকুল হয় নাই। ইংরেজের প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছিল। ইংরেজ আপনার অভ্যস্ত কর্ম্ম-পটুতার সহিত রাজ্যশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পন্ন করিতেছিলেন। সমগ্র প্রদেশ চারি বিভাগে এবং বার জেলায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রতি বিভাগে এক এক জন কমিশনর এবং প্রতি জেলায় এক এক জন ডেপুটি কমিশনর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন। সমগ্র বিভাগের উপর প্রধান কমি-শনর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ দীর্ঘকাল হইতে ইংরেজের অধিকারে ছিল। ইংরেজও দীর্ঘকাল হইতে উহার সুশাসনের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। এই সুশাসিত প্রদেশের তুলনায় অযোধ্যায় গুরুতর অপরাধের সংখ্যা অধিক ছিল না। ইংরেজ এই সম্পত্তিবহুল প্রদেশ অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। অধিবাসীদিগের প্রশান্তভাব দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় উদ্বেল সাগরের ন্যায় প্রফুল্লভাবে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই-রূপ প্রফুল্লতা দীর্ঘকাল থাকিল না। মে মাসের প্রারম্ভে স্থানে স্থানে অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। নবাধিকৃত প্রদেশও উচ্ছৃঙ্খলভাবের অভিঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মে মাসের প্রারম্ভে অযোধ্যার ৭ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিদল টোটার ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করিল। অধিনায়কেরা তাহাদিগকে আপনাদের আদেশানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করা হইল। ব্রিগেডিয়ার অনেক

বুঝাইলেন, কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যখন সিপাহীগণ বশীভূত হইল না, তখন স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ বলপ্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। উক্ত সিপাহীদলকে যখন টোটার কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহারা কহিয়াছিল যে, অন্যান্য সৈনিকদল টোটার ব্যবহারে আপত্তি করিয়াছে। তাহাদেরও ঐরূপ আপত্তি আছে। এই সকল সিপাহী ৪৮ সংখ্যক পদাতিদলকে আপনাদের সহায়তা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিল। ঘটনাক্রমে এই পত্র অন্য একজন তরুণবয়স্ক সিপাহীর হস্তগত হয়। উক্ত সিপাহী উহা আপনাদের সুবাদারকে দেখায়। সুবাদার সেবক তেওয়ারি, হাবিলদার হীরালাল দোবে এবং রামনাথ দোবে, ৪৮ সংখ্যক দলের এই তিন সৈনিক পুরুষ ঐ পত্র ইউরোপীয় অধিনায়কের নিকটে সমর্পণ করেন। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ এই ঘটনায় আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। ১০ মে রাত্রিকালে উক্ত সিপাহীগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। এই সময়ে চারি দিক নিস্তব্ধ ছিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। অপরাধী সৈনিকদলের সমক্ষে গোলাপূর্ণ কামান সকল সজ্জিত ছিল। ইউরোপীয় পদাতিদল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ সন্নিবেশিত কামান ও সিপাহীদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোলন্দাজগণ প্রজ্বলিত বর্ত্তী হস্তে লইয়া কামানের পার্শ্বে ছিল। এই দৃশ্যে সিপাহীগণ মনে ভাবিল যে, তাহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না, অবিলম্বে উদ্‌ভ্রান্তভাবে কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ১২০ জন মাত্র আপনার স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। ইহাদিগকে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। ইহারা তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ করিল। ইহার পর স্যার হেন্‌রি লরেন্স এই সিপাহীদিগের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে নগরের তিন ব্যক্তি সৈনিকনিবাসে গিয়া ১৩ সংখ্যক দলকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে পরামর্শ দিয়াছিল। ঐ দলের হুশেন বক্‌স নামক একজন সিপাহী ইহাদিগকে ধরাইয়া দেয়। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ প্রকাশ্য দরবারে এই বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন।

স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এই সময়ে মরিয়াওন্ সৈনিকনিবাসে ছিলেন। ১২ই মে সূর্য্যাস্তসময়ে তাঁহার গৃহের সম্মুখে দরবার হইল। দরবারের দৃশ্য যেরূপ চিত্তাকর্ষক, সেইরূপ গভীরভাবের উত্তেজক হইয়াছিল। উপবেশনের স্থান কার্পেটে আচ্ছাদিত ছিল। দর্শকদিগের জন্য আসনগুলি দরবারের স্থানের তিন দিকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহার পশ্চাদ্ভাগে সিপাহীগণ আপনাদের বিনয়-নম্রতা দেখাইবার জন্য প্রশান্তভাবে, প্রধান কমিশনরের কথা শুনিবার জন্য ঔৎসুক্যসহকারে, দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। যে সকল সিপাহী বিশ্বস্ততার জন্য পুরস্কারযোগ্য হইয়াছিল, তাহাদের পুরস্কারের দ্রব্যাদি সকলের সমক্ষে স্থাপিত ছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রধান কমিশনর দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত দরবারের স্থানে উপস্থিত হইয়া, সিপাহীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক সরল হিন্দীভাষায় এইভাবে বক্তৃতা করিলেন যে, অপরের ধর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি নয়। গত এক শত বৎসরে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অত্যাচার হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই অত্যাচার নিবারণ করিয়া, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমদর্শিতা দেখাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সৈনিকবল, সেইরূপ অর্থবল আছে। গবর্ণমেণ্ট অল্প সময়ের মধ্যে বিলাত হইতে বহুসংখ্যক সৈনিকপুরুষ আনিতে পারেন। সৈনিকবলে এইরূপ সহায়-সম্পন্ন, অর্থবলে এইরূপ ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদে চেষ্টা করা বাতুলতার লক্ষণ। ইনি (প্রধান কমিশনর) নিজের লাভের জন্য এখানে আইসেন নাই। এই প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য তাঁহাকে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সিপাহীরা বহু বৎসর হইতে নিমক খাইতেছে, বহু বৎসর হইতে তাহারা বংশপরম্পরায় কোম্পানির কার্য্যসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং বহুযুদ্ধে আপনাদের বিশ্বস্ততা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া, কোম্পানির প্রাধান্য বদ্ধমূল করিয়াছে। ইহারা যুদ্ধের সময়ে আপনাদের আফিসারদিগের সহিত নানা কষ্ট সহিয়া, যেরূপ অকৃত্রিম সৌহৃদ্য দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা ইহাদের মনে রাখা উচিত। * এই ভাবে বক্তৃতা করিয়া, স্যার হেন্‌রি লরেন্স্ বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক

* *Cave-Browne, Punjab and Delhi. Vol. I. Ep. 2-36.*

দিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ ওজস্বিনী, সেইরূপ মনোহারিণী হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক কথা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। দরবার সাঙ্গ হইল। প্রধান কমিশনর আপনার কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিলেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইলেন। ইংরেজ এবং এতদ্দেশীয় আফিসারগণ আত্মীয়ভাবে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। শেষোক্ত আফিসারগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৌজন্য ও সদাশয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া,আপনাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে দরবারস্থল পরিত্যাগ করিল। এসময়ে সকলের মুখেই প্রসন্নতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সকলের ব্যবহারে, সকলের কথাতে, সকলের মুখভঙ্গীতে এসময়ে স্পষ্টতঃ সারল্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সরলভাব দীর্ঘকাল থাকিবে কি না, ইহাই তখন কর্তৃপক্ষের বিবেচ্য হইয়াছিল। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্ কহিয়াছিলেন যে, এক পক্ষ কাল তাঁহাদিগকে সাতিশয় চিন্তাযুক্ত থাকিতে হইবে। এই এক পক্ষের মধ্যেই, তাঁহারা যাহার জন্য চিন্তিত ছিলেন, তাহাই ঘটিল। বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে, যুক্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে, কর্তৃপক্ষের সদয়ব্যবহারে, সিপাহীগণ দীর্ঘকাল বিমুগ্ধ রহিল না। যে উত্তেজনা তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাই শেষে তাহাদিগকে সংহারক কার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিল।

লক্ষ্ণৌ গোমতীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। নগরের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ মাইল। উহার অট্টালিকা প্রভৃতি উপস্থিত সময়ে প্রায় সাত মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছিল; নগরে প্রায় দুই লক্ষ সৈনিক এবং বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক অবস্থিতি করিতেছিল।* নদীর উভয়তীরে মরিয়াওন, মুদ্‌কিপুর প্রভৃতি স্থানে এতদ্দেশীয় সৈনিকনিবাস ছিল। অপর তটবর্ত্তী সৈনিকনিবাস হইতে নগরে আসিবার জন্য লৌহসেতু ছিল; এই সেতুর নিকটে আর একটি পাথরের সেতু ছিল,† এবং নদীর কিয়দ্দূর ভাটিতে নৌসেতু রহিয়াছিল। লৌহসেতুর নিকটে উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, মচ্ছিভবননামক পুরাতন, বিস্তৃত অট্টালিকা ছিল। এক সময়ে এই অট্টালিকায় অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনার আবির্ভাব

* *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 104.*

† নাম পাথরের সেতু বটে কিন্তু উহা পাকা ইটে প্রস্তুত হইয়াছিল।

ও তিরোভাব হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে উহাতে দ্রব্যাদি থাকিত। এই অট্টালিকা যেরূপ স্থলে অবস্থিত এবং উহার আয়তন যেরূপ বৃহৎ, তাহাতে উহা একটি দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত। কিন্তু অট্টালিকার অবস্থা ভাল ছিল না। কাল উহার ক্ষয়সাধন করিতেছিল। বিপক্ষের আক্রমণে এই পুরাতন বাড়ী যে, দীর্ঘকাল অক্ষতভাবে থাকিবে, তদ্বিষয়ে সংশয় ছিল। স্থানীয় লোকে প্রথমে উহার ক্ষণস্থায়িত্ব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। সীতাপুরের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর কুতলুআলি খাঁ এক সময়ে মচ্ছিভবন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদি ইংরেজের কামান এই বাড়ী ফেলিয়া না দেয়, তাহা হইলে বিপক্ষের গোলা উহার ধ্বংসসাধন করিবে। এই বিস্তৃত অট্টালিকা রাখা হইবে কি পরিত্যাগ করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। অবশেষে উহাতে নানাবিধ দ্রব্য ও অস্ত্রাদি রাখা হইল। চারি পার্শ্বে যে সকল বাড়ী ছিল, তৎসমুদয় পাছে বিপক্ষদিগের আশ্রয়স্থল হয়, এই আশঙ্কায় বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সাতিশয় উদারপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি অধিকারীদিগকে না জানাইয়া এবং সমুচিত মূল্য না দিয়া, বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সম্মত হইলেন না। অধিকারীদিগের আবাসগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা নিঃসন্দেহ কঠোরতার কর্ম্ম। বিশেষতঃ সমুচিত মূল্য না দিলে এই কঠোরতা অধিকতর মর্ম্মপীড়ার কারণ হইয়া থাকে। প্রধান কমিশনর সহযোগীদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। কিন্তু আবাসগৃহ ব্যতীত স্থানে স্থানে ধর্ম্মমন্দির ছিল। বিপক্ষেরা মসজিদের চূড়ার অন্তরালে থাকিয়া ইংরেজদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান ছিল। ইহাতেও ধর্ম্মভীরু প্রধান কমিশনর ধর্ম্মমন্দিরের সম্মান বিনষ্ট করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি সহযোগীদিগকে মন্দিরগুলি রাখিতে বলিলেন। সুতরাং পবিত্র স্থানগুলি অক্ষতভাবে রহিল। উত্তরকালে এই পবিত্র স্থান যে, মারাত্মক কার্য্যসাধনের সহায় হইবে, ধর্ম্মপ্রাণ শাসনকর্ত্তা ইহা ভাবিয়াও প্রজাবর্গের চিরন্তন ধর্ম্মে আঘাত করিতে সাহসী হইলেন না।

ইউরোপীয় সৈনিকদলের বাসগৃহগুলি নগরের কিয়দ্দূরে রেসিডেন্সির প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বে গোমতীর বাঁকের দিকে ছিল, একটি পাহাড় গোমতীর

দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। গোমতীর তটে এই পাহাড়ের উপর সুদৃশ্য ত্রিতল বাটী—রেসিডেন্সি অবস্থিত। রেসিডেন্টের বাসের জন্য ১৮০০ অব্দে নবাব সাদত আলি কর্ত্তৃক এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। রেসিডেন্সিতে কতকগুলি তয়খানা অর্থাৎ ভূমধ্যস্থ কুঠরী আছে। অবরোধের সময়ে এই গৃহগুলি ৩২ সংখ্যক পদাতিদিগের মহিলা এবং বালকবালিকাদিগের আশ্রয়স্থান হয়। * রেসিডেন্সি এবং উহার সীমার মধ্যস্থিত যাবতীয় গৃহ সাধারণের মধ্যে বেলিগার্ড নামে পরিচিত। † সহরে অযোধ্যার নিয়মিত সিপাহীগণের অধিকাংশ অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে অনিয়মিত সিপাহীদলের অনেকে গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয়ের পাহারার জন্য নিয়োজিত ছিল।

এই সকল সিপাহী সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। প্রধান কমিশনর সর্ব্বপ্রথম এই সিপাহীদিগের বলহানি করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রহরীদিগের সংখ্যা কমাইয়া উহাদিগের মধ্যে ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে রাখা হইল। সৈনিকনিবাস, ধনাগার প্রভৃতির রক্ষার ভার প্রধানতঃ সিপাহীদিগের উপর সমর্পিত ছিল। ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তি এ সময়ে একরূপ সিপাহীদিগের উপর নির্ভর করিতেছিল। রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে ধনাগার ছিল। ধনাগারে নগদ ৩০ লক্ষ টাকা এবং উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজপ্রভৃতি রক্ষিত হইতেছিল। ধনাগাররক্ষক সিপাহীদিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল। গাবিন্স্ সাহেব প্রথমতঃ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু এক দিকে যেরূপ প্রস্তাবের অনুকূলযুক্তি ছিল, সেইরূপ প্রতিকূলযুক্তিও উহার বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থন করিতেছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ প্রতিকূলযুক্তির কথা বলিলেন। সিপাহীগণ ধনাগাররক্ষার কর্ম্ম হইতে অপসারিত হইলে তাহারা ভাবিবে যে, তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে। এইরূপ মনোগতভাব হইতে উত্তেজনার উৎপত্তি হইবে, এবং তৎসঙ্গে মহাবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিবে। কিন্তু যখন সৈনিকনিবাসের প্রধান

* *J. Browne, Lucknow and its Memorial of the Mutiny, p. 1.*

† কর্ণেল বেলি যখন অযোধ্যার রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তিনি সর্ব্বপ্রথম এই গৃহের বহির্দ্বারে প্রহরীদিগকে রাখেন। একজন সুবাদার উহাদের অধ্যক্ষ হয়। এই জন্য বেলিগার্ড নাম হইয়াছে।—*Malleson, Indian Mutiny, Vol. I. p. 361, note.*

কর্ম্মচারিগণ অনুকূল প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, তখন স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সকে প্রতিকূলপক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল। রেসিডেন্সিতে ইউরোপীয় সৈন্য রাখিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। যে সকল কাগজপত্র ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ছিল, তৎসমুদয় স্বতন্ত্র স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। এইরূপে কতকগুলি ঘর খালি হইলে, ইউরোপীয় সৈন্য এবং রক্ষণীয় ইউরোপীয় আতুর এবং বালকবালিকাদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার মধ্যে তাড়িতবার্ত্তাবাহ লক্ষ্ণৌতে আতঙ্কজনক বার্ত্তা আনিয়া দিতে লাগিল। প্রথম দিন যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অতিরঞ্জিত বোধ হইল। দ্বিতীয় দিনের সংবাদ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ হইল। মীরাট ও দিল্লীর ঘটনায় স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ চমকিত হইলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানেও সংবাদ আসিল যে, দিল্লী মোগলের অধিকৃত হইয়াছে। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই আতঙ্কজনক সংবাদ পাইয়া, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সৈনিকবিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারপ্রাপ্তির জন্য গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম্ করিলেন। লর্ড কানিং সন্তোষসহকারে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এইরূপে ব্রিগেডিয়ার-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সৈনিকবিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে উদ্যত হইলেন।

নানাস্থানে নানারূপ সংবাদে সিপাহীগণ ক্রমে বিচলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর স্থিরতা ছিল না। তাহাদের মধ্যে একতাও ছিল না। অনৈক্য ও পরস্পরের বিভিন্ন মতে তাহাদের বলক্ষয় হইয়াছিল। একপক্ষ অবিলম্বে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে চাহিলেও, অপরপক্ষ কিছুকাল প্রতীক্ষা করিবার প্রস্তাব করিল। এইরূপ দোলায়মানচিত্ত সিপাহীগণ দীর্ঘকাল যে, প্রশান্তভাবে থাকিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সিপাহীদিগের প্রকৃতি ভালরূপে বুঝিতেন। অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, ইনি তদ্বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন। পঞ্জাবের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতেও অনায়াসে সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিতে পারা যাইত, কিন্তু স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ কেবল লক্ষ্ণৌর শাসনকর্ত্তা ছিলেন না, সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। এক

স্থানের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইলে অন্য স্থানের সশস্ত্র সিপাহীদিগের উত্তেজনা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং প্রধান কমিশনর সহসা সিপাহীদিগের নিরস্ত্রী-করণে উদ্যত হইলেন না। সিপাহীদিগের যে সকল অসন্তোষ ও বিরক্তির কারণ ছিল, তৎসমুদয়ের উন্মূলন হইতে পারে কি না,তিনি তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, সিপাহীদিগের বিরক্তির কারণ রহিয়াছে। অন্ততঃ তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের প্রতিঅন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। বেতন সম্বন্ধে অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিকদলের অভি-যোগ ছিল। তলব তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। তাহারা তলবের বিনিময়ে কোম্পানির কার্য্যসাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানির নির্দ্দিষ্ট তলব তাহাদের আশানুরূপ ছিল না। নিয়মিত সৈনিকদলের বেতন অপেক্ষা অনিয়মিত সৈনিকদলের বেতন অনেক কম ছিল। এজন্য উভয় দলের বেতন সমান করিবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। অনিয়মিত সৈনিকদলের বেতন নিয়মিত সৈনিকদলের বেতনের সমান করিবার আদেশ প্রচারিত হইল।

এইরূপে সিপাহীদিগকে সন্তোষে ও শান্তভাবে রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু সিপাহীগণ সন্তুষ্ট বা শান্ত হইল না। প্রতিদিনই তাহাদের উত্তেজনাসম্বন্ধে নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সকল জনরবে কোনরূপ নূতনত্ব ছিল না। ইউরোপীয় সৈনিকগণও তদ্বিষয়ে কোনরূপ মনোযোগ দিল না। তাহারা সিপাহীদিগের কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। সিপাহীগণ বাহিরে প্রশান্ত ভাব দেখাইয়া, আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, লক্ষ্ণৌ নগরে বহুসংখ্য অট্টালিকা ও মস্‌জিদ্ প্রভৃতি ছিল। এই সকল অট্টালিকার মধ্যে ফরিদবক্স, ছত্রমঞ্জিল, শাহ নজীফ্, সেকেন্দর বাগ, এমামবারা, বেগম কুঠী, কৈশর বাগ প্রভৃতি প্রধান। নগরের দক্ষিণ এবং পূর্ব্বভাগে একটি খাল আছে, এই খালের দক্ষিণ ভাগে অনেকগুলি স্থান উপস্থিত ঘটনার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে আলমবাগ নামক স্থান প্রধান। আলমবাগ একটি প্রাচীন, সুবিস্তৃত উদ্যান, উহা নগরের দুই মাইল অন্তরে কাণপুরে যাইবার পথের পার্শ্বে অবস্থিত। এই

পথেই চারবাগ নামক আর একটি স্থান। যে স্থানে খালের সহিত গোমতীর সংযোগ ঘটিয়াছে, সেই স্থানের কিয়দ্দূর দক্ষিণে দিলকোশা নামক প্রাসাদ অবস্থিত। উহার নিকটে মার্টিনিয়ার কলেজ রহিয়াছে। রেসিডেন্সির উপরে দণ্ডায়মান হইলে নগরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। উহার সঙ্কীর্ণ গলি, প্রশস্ত প্রাসাদ, সুদৃশ্য মস্‌জিদ প্রভৃতি দর্শকের নিকটে রমণীয় আলেখ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এই সুদৃশ্য নগরে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সুখে ও শান্তিতে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে সুখ ও শান্তি তিরোহিত হইল। দুঃসহ দুঃখ ও অপ্রতিহতবিদ্বেষ অশান্তির জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র নগর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

ইউরোপীয়গণ এতদিন সিপাহীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এই পর্য্যবেক্ষণে সিপাহীদিগের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ রহিল না। মে মাসের শেষে তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। ৩০মে রাত্রিকালে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ মরিয়াওনের সৈনিকনিবাসে, রেসিডেন্সিগৃহে, আপনার সহচরবর্গের সহিত আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে তদীয় অন্যতম সহচর তাঁহাকে কহিলেন যে, আজ ৯টার তোপ হইবামাত্র সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। এই কথা বলিবার পরেই ৯টার তোপ হইল, কিন্তু সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণের কোন নিদর্শন লক্ষিত হইল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ হাসিয়া সহচরকে কহিলেন—"আপনার বন্ধুগণ ঠিক সময়মত কার্য্য করে না।" এই কথা যেমন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, অমনি সিপাহীদিগের আবাসগৃহের দিকে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। প্রধান কমিশনর ও তাঁহার সহচরবর্গ সসম্ভ্রমে ভোজনস্থান হইতে উঠিলেন, ঘোটকগুলি সজ্জিত করিয়া আনিবার আদেশ দিলেন এবং বাহিরে আসিয়া আপনাদের বাহনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহারা গৃহের বহির্ভাগের সোপানে দণ্ডায়মান ছিলেন। চন্দ্রের কিরণে চারি দিক অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহাদের নিকটে একদল সশস্ত্র সিপাহী প্রহরীর কার্য্যের জন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে ছিল। এই দলের অধিনায়ক, সেনাপতির নিকটে বন্দুক ভরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। অবিলম্বে অনুমতি দেওয়া হইল। ৩০ জন

সিপাহী বন্দুক ভরিয়া এবং উহাতে ক্যাপ সংযোগ করিয়া দণ্ডায়মান ইংরেজ-দিগের নিকটে রহিল। স্যার হেন্‌রি অবিচলিত সাহস ও নির্ভীকতার সহিত তাহাদিগকে কহিলেন—"আমি দুষ্টদিগকে সৈনিকনিবাস হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য চলিলাম। যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তোমরা কর্ম্মস্থানে উপস্থিত থাকিবে। কাহাকেও আমার বাড়ীর অনিষ্ট করিতে এবং আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। অন্যথা তোমাদিগকে ফাঁসী দিব।" প্রহরী সিপাহীগণ গুলিভরা বন্দুক কাঁধে লইয়া গৃহদ্বাররক্ষার জন্য রহিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের কথার অবমাননা হইল না। সেই রাত্রিতে যখন সৈনিকনিবাসের গৃহগুলি বিনষ্ট হইতেছিল, তখন কেবল রেসিডেন্সিগৃহ বিলুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইল না।

সজ্জীভূত অশ্ব সকল আনীত হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এবং তাঁহার সহচরগণ সৈনিকদিগের আবাসগৃহের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈনিক-নিবাস হইতে একটি বিস্তৃত পথ নগরের অভিমুখে গিয়াছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সর্ব্বপ্রথম এই পথরক্ষায় উদ্যত হইলেন। তিনি অবিলম্বে ৩২ সংখ্যক দলের কতিপয় সৈনিক পুরুষকে কয়েকটি কামানের সহিত পথরক্ষার জন্য নিযুক্ত করিলেন। এ দিকে উত্তেজিত সিপাহারা ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তির বিনাশে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, সায়ংকালে ফিরিঙ্গিগণের ভোজনগৃহে উপস্থিত হইলেই, সকলকে ভোজনস্থলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। সুতরাং তাহারা অবিলম্বে ভোজনগৃহে উপস্থিত হইল, কিন্তু ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সিপাহীদিগের আশা ফলবতী হইল না। সিপাহীরা ভোজনস্থান শূন্য দেখিয়া, সেই গৃহে অগ্নি দিল। তাহাদের ব্রিগেডিয়ার উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিলেন। তাহারা ব্রিগেডিয়ারকে গুলি করিল। এ দিকে তাহাদের সহযোগিগণ দলে দলে বিকট চীৎকার করিতে করিতে আফিসরদিগের বাংলার অভিমুখে প্রধাবিত হইল। গৃহ সকল বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সহরের ইউরোপীয়েরা আপনাদের আবাসগৃহের ছাদে উঠিয়া, যখন দূরে ধূমস্তূপের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদের স্বজাতির ও স্বদেশীয়ের শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া, আতঙ্কে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু সিপাহীদিগের সমগ্র দল সহসা এইরূপ ভয়াবহ বিপ্লবে ব্যাপৃত হয় নাই, সহসা আপনাদের শিক্ষাদাতা ও প্রতিপালনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করে নাই, সহসা তাঁহাদের সম্পত্তিতেও আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে নাই। যখন কেহ কেহ সম্পত্তিলুণ্ঠনে প্রমত্ত ছিল, গৃহদাহে ব্যাপৃত হইয়াছিল, ফিরিঙ্গির জীবননাশে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন অনেকে তাহাদের পক্ষসমর্থনে উদ্যত না হইয়া, নিমকের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততায় বিসর্জ্জন দেয় নাই। সজাতি ও সতীর্থদিগের উৎসাহবর্দ্ধনে উদ্যত হয় নাই, বা যাঁহাদের আদেশে এতদিন পরিচালিত হইয়াছিল, যাঁহাদের শিক্ষায় বীরপুরুষদিগের মধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, যাঁহাদের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে ও অস্ত্রাদিতে গৌরবান্বিত ছিল, তাঁহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হয় নাই। ৭১ সংখ্যক দলের সিপাহীরাই গবর্ণমেণ্টের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই দলের মধ্যেও অনেকে শান্তভাবে রহিয়াছিল। ৭১ সংখ্যক দলের অনেক সিপাহী আপনাদের উত্তেজিত সতীর্থদিগের সহিত না মিশিয়া, ৩২ সংখ্যক ইউরোপীয় পদাতিদলের পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। ১৩ সংখ্যক দলের ৩০০ শত সিপাহী আপন দলের পতাকা এবং টাকার বাক্স লইয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ৪৮ সংখ্যক দল যদিও কাওয়াজের ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টভাবে ছিল, এবং যদিও অধিনায়কদিগের আদেশে উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে অসম্মত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা প্রকাশ্যভাবে সেই উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। ইহাদের অধিনায়ক ইহাদিগকে ৩২সংখ্যক দলের বাসস্থানে লইয়া যাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া, সহরের রেসিডেন্সিতে যাইতে কহিলেন। এই প্রস্তাবে ইহারা মুখে সম্মতি প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকে দল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অধিনায়ক পতাকা ইত্যাদি লইয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। ৪৮সংখ্যক দলের এক শতেরও কম লোক সহরের অভিমুখে যাত্রা করিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, একজন উত্তেজিত সিপাহীর গুলির আঘাতে ব্রিগেডিয়ার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৭১ সংখ্যক দলের আর একজন অধিনায়কও এইরূপে নিহত হয়েন। একজন সুবাদার এবং কতিপয় সৈনিক

পুরুষ এই হতভাগ্য শ্বেতকায়কে রক্ষা করিবার জন্য বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রয়াস সফল হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সৈনিকনিবাসে ইউরোপীয় বালকবালিকা বা কুলমহিলা বেশী ছিল না। সুতরাং এই অসহায়দিগের শোণিতপাতে সৈনিকনিবাস কলঙ্কিত হয় নাই।

পরদিন রবিবার। এইবারে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ উপাসনাগৃহে উপাস্য ভগবানের আরাধনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩১শে মের এই রবিবার ইউরোপীয়দিগের পক্ষে সর্ব্বধ্বংসের বার বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই বারে বিভিন্ন স্থানের সিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, এইবারে ইউরোপীয়দিগের উপাসনামন্দিরগুলি উপাসকদিগের শোণিতস্রোতে রঞ্জিত করিবার প্রস্তাব ছিল, এইবার, যে কোন ইউরোপীয়, যেখানে যে ভাবে থাকুন না কেন, তাহারই মানবলীলাসংবরণের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতে এই দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হয় নাই। ৩০শে মে রাত্রিকালে উত্তেজিত সিপাহীগণ ঘোড়দৌড়ের মাঠে সমবেত হয়। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্ ইহাদের সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য তথায় গমন করেন। ইহারা ঐ স্থানে দীর্ঘকাল থাকিতে পারে নাই, অবিলম্বে ইহাদের দলভঙ্গ হয়। কর্ত্তৃপক্ষ ৬০ জনকে অবরুদ্ধ করেন। সহরে কতকগুলি মুসলমান উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু পুলিসের চেষ্টায় ইহাদের দলভঙ্গের সহিত উৎসাহ ভঙ্গ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অযোধ্যা।

বিপ্লবের প্রকৃতি—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহ্‌রইচবিভাগ—সিক্রোরা—মোল্লাপুর—দরীয়াবাদ—পলাতকদিগের দুর্দ্দশা—লক্ষ্ণৌ—স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের স্বাস্থ্যহানি—লক্ষ্ণৌরক্ষার বন্দোবস্ত—চিনহাটে ইংরেজসৈন্যের পরাজয়—মচ্ছিভবনের কিয়দংশের বিধ্বংস—লক্ষ্ণৌর অবরোধ—স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দেহত্যাগ—সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের উপস্থিতি।

আপাততঃ লক্ষ্ণৌ নগরে গোলযোগের নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু ইউরোপীয়গণ দীর্ঘকাল শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। লক্ষ্ণৌর প্রশান্তভাব অবিলম্বে দূরীভূত হইল, সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ সহসা বিচলিত হইয়া উঠিল, কর্ত্তৃপক্ষ সহসা ভয়ঙ্কর বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। কেবল কতিপয় সৈনিকদলমাত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল না। সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহাবিপ্লবের আবির্ভাব হইল। অস্ত্রধারী বীরপুরুষদিগের সহিত উত্তেজিত জনসাধারণ, পরস্বাপহারক দুর্বৃত্তগণ সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের গৌরব বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল।

যে বিপ্লবে সমগ্র জনপদের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, সকলের জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল হয়, সর্ব্ববিষয়ে গভীর আতঙ্ক ও বিপদের সঞ্চার হয়, সে বিপ্লব কেবল ব্যক্তিবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ থাকে না। ফরাসীদেশের একজন প্রসিদ্ধ লেখক (বিক্‌তর হুগো) এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, যাহারা কোনরূপ দুরভিসন্ধিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়, যাহারা কোন বিষয়ে প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠে, যাহারা অপরের সম্পত্তিতে আপনাদের দুঃখদারিদ্র্যমোচনের চেষ্টা করে, তাহাদের সকলেই বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হয়। এইরূপ বিপ্লব তাড়িতবেগে সহসা চারি দিকে প্রসারিত হয় এবং সহসা পবনসহায় প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় সমস্ত দগ্ধ করিতে থাকে। যাহারা নানা ভাবে কথা বলে, যাহারা কল্পনাবলে নানা বিষয়ের স্বপ্ন দেখে, যাহারা আপনাদের প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে, যাহারা মানসিক উত্তেজনায় একান্ত অধীরতা

প্রকাশ করে, যাহারা দুঃখদারিদ্র্যজনিত মনঃকষ্টে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, এইরূপ মহাবিপ্লব তাহাদের উত্তেজনায় উদ্ভূত হয়, তাহাদিগের দলবৃদ্ধির সহিত প্রবর্দ্ধিত হয় এবং তাহাদের বলবতী হিংসার সহিত যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেইরূপ মারাত্মক হইয়া উঠে। সুতরাং মানবজাতির নিম্নস্তর হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। যে সকল নিরক্ষর লোক নিম্নশ্রেণীর কৌতূহলবৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়, যে সকল অনামা ব্যক্তি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে সকল পরস্বাপহারক প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে অবস্থিতি করে, যাহারা রাত্রিকালে যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে, গৃহের প্রাচীর ও ছাদের পরিবর্ত্তে কঠিন মৃত্তিকা, বিমুক্ত বায়ু, অনন্ত আকাশ যাহাদের সুষুপ্তিসুখের বৃদ্ধি বা বিধ্বংসের একমাত্র অবলম্ব হয়, যাহারা পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে কেবল অদৃষ্টের উপর আপনাদের প্রতিদিনের অন্নসংগ্রহের আশা করে, আত্মীয়স্বজন বা সম্মানপ্রতিপত্তির সহিত যাহাদের কোন সংশ্রব নাই, ভবিষ্যৎ ভাবনার সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহাদের দেহরক্ষার জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোন সংস্থান নাই, তাহারাই প্রধানতঃ এই বিপ্লবের পরিপোষক হয়। এই প্রকার লোকের প্রত্যেকেই আপনাদের দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-সাধনের জন্য রাজ্যের যাবতীয় শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বাত্যাবর্ত্ত যেমন বস্তুগুলিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলে, ইহাদের অত্যাচার-প্রবাহ সেইরূপ সুশাসনের বন্ধন উচ্ছেদ পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য সুখ ও শান্তিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, দূরে ফেলিয়া থাকে।

অযোধ্যা প্রদেশেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। অযোধ্যার অন্যান্য স্থানের সিপাহীগণ যখন জানিতে পারিল যে, রাজধানীর সিপাহীরা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধী হইয়াছে, তখন তাহারা কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার অন্যান্য শ্রেণীর লোকেও বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হইল। প্রতিদিন লক্ষ্ণৌ সহরে নানা স্থান হইতে বিপ্লবের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই লক্ষ্ণৌর কর্ত্তৃপক্ষ ইংরেজদিগের নিধন, দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠন বা গৃহাদির ভস্মীকরণের সংবাদ পাইয়া, নিরতিশয় চিন্তিত হইতে লাগিলেন। ইংরেজ অল্পদিন মাত্র অযোধ্যা অধিকার করিয়াছিলেন,অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের সহিত

শাসনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা, প্রাধান্য ও শৃঙ্খলা কাগজের ঘরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইয়া উঠিল। যে স্থানে যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা আছে, সে-ই তথায় স্বপ্রধান হইল। তাহার ইচ্ছা অবারিত, তাহার কার্য্য অপ্রতিহত, তাহার ক্ষমতা ও প্রাধান্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। জুন মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে এই মহাবিপ্লব সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইল। ইংরেজ বিনা যুদ্ধে অযোধ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সেই আধিপত্যের পুনঃস্থাপন জন্য যুদ্ধ করিতে বহুসৈনিকবল আবশ্যক হইল।

সীতাপুর।

খয়রাবাদবিভাগের সদর ষ্টেশন সীতাপুরে সিপাহীরা প্রথমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। এই স্থানে ৪১ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদল এবং অযোধ্যার ৯ ও ১০ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। জর্জ্জ ক্রিশ্চিয়ান এই বিভাগের কমিশনর ছিলেন। কতিপয় ইউরোপীয় আফিসর ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত সীতাপুরের কমিশনর কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কা করেন নাই। তিনি ৩০শে মে আগরার জজ রেইক্‌স্ সাহেবের নিকট এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"এই স্থানে সমুদয় শান্তভাবে রহিয়াছে। আমার অধীন বিভাগের লোকের মধ্যে কোন গোলযোগ নাই। ৪১ সংখ্যক সিপাহীদলের মধ্যেও কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। আমার অধীনে সাড়ে নয় শত লোক আছে। যদি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, লোকের মধ্যে যদি উত্তেজনার নিদর্শন দেখা যায়, তাহা হইলে আমি ঐ লোক দ্বারা এক ঘণ্টার মধ্যেই গোলযোগের দমন করিতে পারিব।" কমিশনর সাহেব অযোধ্যার অনিয়মিত সিপাহী এবং পুলিশের সৈনিকপুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন। এই সকল লোকের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, গোলযোগ ঘটিলে তিনি ইহাদের সাহায্যে উহার নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিনব শাসননীতি সমুদয় আশার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, সকলেই এক অবস্থায় পাতিত হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরব ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বতন লেফটেনেণ্ট্-গবর্ণর রবার্ট্‌সন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী এখন ফলোন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল। নিয়মিত ও অনিয়মিত, সকল শ্রেণীর সিপাহীরা এক সঙ্গে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়াছিল। যদি এই সময়ে ভূস্বামিগণ ইংরেজদিগের পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরেজদিগকে অসহায় বালকের ন্যায় কাতরভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইত না। তাঁহারা উক্ত ভূস্বামীদিগের সাহায্যে অবিলম্বে এই বিপ্লবের গতিরোধে সমর্থ হইতেন।

সীতাপুরের নিয়মিত ও অনিয়মিত, উভয় শ্রেণীর সৈনিকেরাই কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মিলে, তাহাদের মনে নিদারুণ কষ্ট হইবে। একজন এতদ্দেশীয় বৃদ্ধ আফিসর গলদশ্রুলোচনে তাঁহার ইউরোপীয় সহযোগীদিগকে কহিলেন, যাহারা এতদিন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, শিবিরেই হউক, সৈনিকনিবাসেই হউক, বা যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক, তাঁহাদের কষ্টে কষ্ট বোধ, এবং তাঁহাদের বিপদে বিপদ বোধ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যেন এখন কোনরূপেই অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করা না হয়। কিন্তু সিপাহীদিগের কথা ঠিক রহিল না, বৃদ্ধ আফিসরের কাতরোক্তিও শেষে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। ৩রা জুন সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে ৪১ সংখ্যক দলের লোক চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল যে, ১০ সংখ্যক অনিয়মিত দলের সৈনিকেরা ধনাগার লুণ্ঠন করিতেছে। ৪ সংখ্যক দলের, কর্ণেল বার্চ্চনামক একজন অধিনায়ক ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখেন যে, গোলযোগের শান্তি হইয়াছে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে ধনাগাররক্ষক একজন সিপাহীর গুলির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।* অপরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যখন সিপাহীদিগের কেহ কেহ উত্তেজিতভাবে ধনাগারের দিকে এবং কেহ কেহ কামানের দিকে গমন করে, তখন কর্ণেল বার্চ্চ গোলযোগ থামাইতে গিয়া, গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একজন সহযোগী আহত হয়েন।† কমিশনর সাহেবের গৃহে ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা সমবেত হইয়াছিল, সশস্ত্র পুলিশ তাঁহার গৃহরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এই রক্ষকগণই শেষে ভক্ষক

* *Gubbins, Mutinies in Oudh. p. 136.*

† *Hutchinson, Narrative of the Mutinies in Oude. p. 51. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 455.*

হইয়া উঠে। কমিশনর সাহেব গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী নদীতটের অভিমুখে পলায়ন করেন, তদীয় সহধর্ম্মিণী একটি শিশুকে বাহুতে রাখিয়া, তাঁহার অনুগামিনী হয়েন। কমিশনর সাহেব যখন নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হয়েন, অথবা উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করেন, তখন বিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী এবং শিশুটিও মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। অপরাপর ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ নদীতটে গতাসু হয়েন, কেহ কেহ নদীর মধ্যে দেহত্যাগ করেন, কেহ কেহ আপনাদের অদৃষ্টবলে কোনরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েন। ৪১ সংখ্যক দলের ৩০ জন সিপাহী অসামান্য বিশ্বস্ততা দেখাইয়া, এই সকল পলাতককে রক্ষা করিয়াছিল। এই বিশ্বস্ত সিপাহীগণ পরদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌতে সীতাপুরের সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ হইতে কতিপয় শিখ অশ্বারোহী বগি প্রভৃতি লইয়া পলাতকদিগকে আনিতে যাত্রা করে। এইরূপে পলাতকগণ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। যে সকল সিপাহীর বিশ্বস্ততায় ইহাদের জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তাহারা লক্ষ্ণৌ হইতে আগত রক্ষকদিগের হস্তে ইহাদিগকে সমর্পণ পূর্ব্বক আপনাদের বাসগ্রামে গমন করে। তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে থাকা এখন আপনাদের পক্ষে বিপত্তিজনক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। তাহারা বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিলেও আপনাদের উত্তেজিত সহযোগীদিগের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয় নাই। সুতরাং তাহারা আপনাদের প্রতিপালনকর্ত্তা প্রভুদিগের জীবনরক্ষারূপ পবিত্র কর্ম্ম সম্পাদন-পূর্ব্বক এখন গরীয়সী জন্মভূমিতে গমন করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল।

খয়রাবাদবিভাগের অন্তর্গত দুইটি ছোট ষ্টেশনে বিপ্লব ঘটে। অন্যতর ষ্টেশন মুলাওনে একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। এই স্থানে ৪১ সংখ্যক দলের কতিপয় সিপাহী এবং অযোধ্যার ৪ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাসে ইহাদের উপর ডেপুটি কমিশনরের সন্দেহ হয়। কিন্তু সন্দেহ হইলেও, ডেপুটি কমিশনর সহসা কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সীতাপুরে গোলযোগ ঘটে, তখনও তিনি কর্ম্মস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শেষে চারি দিকে যখন বিপ্লবের অঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, ইউরোপীয়গণ যখন সীতাপুর হইতে পলায়ন করেন, মুলাওনের

মুলাওন।

সৈনিকদল যখন অধিকতর উত্তেজনার আবেগে স্বপ্রধান হইতে চেষ্টা করে, তখন ডেপুটী কমিশনর আর কোন উপায় না দেখিয়া, অশ্বারোহণপূর্ব্বক অক্ষতশরীরে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ষ্টেশন মোহমদীতে শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হয়।

মোহমদী।

যে টমাসনবংশের লোক রাজকীয় কর্ম্মে আপনাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়া, ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই বংশেরই এক ব্যক্তি এই স্থানে ডেপুটি কমিশনরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। কাপ্তেন অর্ নামক একটি সৈনিকপুরুষ ইঁহার সহকারী ছিলেন। নবাবের আধিপত্য-কালে ইনি যে সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন, উপস্থিত সময়ে অযোধ্যার সেই ৯ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদল মোহমদীতে অবস্থিতি করিতেছিল। এই স্থান রোহিলখণ্ডের সীমান্তভাগে এবং শাহজাহানপুরের অতি নিকটে অবস্থিত। শাহজাহানপুরের বিপ্লবের সংবাদ পাইয়া, মোহমদীর কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় চিন্তিত হয়েন। ১লা জুন শাহজাহানপুরের পলাতক ইউরোপীয়গন মোহমদীতে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। পলাতক-দিগের উপস্থিতির দুই দিন পরে অন্যান্য স্থানের ন্যায় মোহমদীও ঘোরতর বিপ্লব-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠে। ৪ঠা জুন সৈনিকেরা ধনাগার লুণ্ঠন করে, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দেয় এবং ইংরেজের প্রবর্ত্তিত যাবতীয় শাসনশৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাপ্তেন অর্ দীর্ঘকাল হইতে মোহমদীর সৈনিকদলের সুপরিচিত ছিলেন। সৈনিকেরা পূর্ব্বতন পরি-চয়ের জন্য প্রথমতঃ কাপ্তেন অরের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিতে আগ্রহ দেখায় নাই। তাহারা কাপ্তেনের সমক্ষে ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করে। ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া, ৪ঠা জুন সন্ধ্যাকালে কাপ্তেন অর্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ অক্ষতদেহে আওরঙ্গাবাদে প্রস্থান করেন। কুল-মহিলারা ও বালকবালিকাগণ বগীতে এবং দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার গাড়িতে চড়িয়া যাত্রা করেন। কিন্তু পলাতকেরা অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পর দিন সিপাহীরা আপনাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্র-মণ করিল। এই আক্রমণে বাধা দিবার আর কোন উপায় রহিল না। সিপাহীদিগের গুলির আঘাতে পলাতকদিগের প্রায় সকলেই দেহত্যাগ করিল।

কাপ্তেন অর্‌ও মৃত্যুমুখে পাতিত হইতেন, গুরুদীন নামক একজন সিপাহী এই ঘোরতর সঙ্কটকালে কাপ্তেনকে কহে যে, তিনি হাতের পিস্তল ফেলিয়া দিলেই সে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে। এই কথায় কাপ্তেন অর্‌ পিস্তল ফেলিয়া দিলেন। গুরুদীন তদ্দণ্ডেই কাপ্তেন অর্‌ও আক্রমণকারীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার সাহায্যে কাপ্তেনের জীবনরক্ষা হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপস্থিত সিপাহীবিপ্লব অযোধ্যার ন্যায় সুবিস্তৃত প্রদেশে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকে নাই। উহা প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একে একে সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সহসা এই জ্বালাময়ী পাবকশিখার গতিরোধে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা যখন ইহার প্রচণ্ডভাব দেখিলেন, তখন আশঙ্কা ও উদ্বেগে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, সর্ব্বক্ষণ আপনাদের সমক্ষে সর্ব্বসংহারক কালের বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। সীতাপুর, মোহমদী প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, ফৈজাবাদ প্রভৃতি বিভাগেও তাহাই ঘটিল।

ফৈজাবাদ।

ফৈজাবাদ, অযোধ্যার পূর্ব্বভাগ। এই বিভাগ ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, সালোনি, এই তিন জেলায় বিভক্ত। ফৈজাবাদ ঘর্ঘরার তীরে অবস্থিত। এই স্থানে একজন কমিশনর এবং একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। একদল গোলন্দাজ সৈন্য, ২২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদল অযোধ্যার ৬ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতি এবং ১৫ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। ২২ সংখ্যক পদাতিদলের অধ্যক্ষ সমগ্র সৈনিকদলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই সকল সৈনিকদল আপনাদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও কমিশনর কর্ণেল গোলড্‌নে তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে মাসে মীরাট ও দিল্লীর ঘটনা যখন তাঁহাদের গোচর হইল, তখন তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগকেও এই ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইবে। যে প্রচণ্ড বাত্যায় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, অনেকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, অনেক সম্পত্তি অধিকারীর হস্তভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বাত্যার অভিঘাতে তাঁহাদের জীবনেরও অনিষ্ট ঘটিবে, তাঁহাদের সম্পত্তিও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িবে এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শৃঙ্খলাও বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চেষ্ট রহিলেন

না। আশঙ্কিত বিপ্লবের সমক্ষে তাঁহারা আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যে সকল জমীদারের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কি না এখন তদ্বিষয় বিচার্য্য হইল। আত্মরক্ষার স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে লক্ষ্ণৌতে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু এই সকল প্রস্তাব, এই সকল সঙ্কল্প, এই সকল ব্যবস্থা সর্ব্বাংশে কার্য্যে পরিণত হইল না। বিশ্বস্ত জমীদারগণ যে, সুশিক্ষিত সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইল। লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে নানারূপ বিঘ্নবিপত্তি ছিল, সুতরাং ঐ বিপত্তিময় পথ দিয়া, বালকবালিকা ও কুলমহিলাদিগকে পাঠানও অসঙ্গত বোধ হইল। সুতরাং ফৈজাবাদের ইউরোপীয়গণ আপনাদের কুলনারী ও শিশুসন্তানগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাবিপ্লবের আশঙ্কায় নিরতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইংরেজ অযোধ্যা অধিকারপূর্ব্বক যে শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এখন তৎসমুদয়ের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যদি এই সময়ে অযোধ্যার সমুদয় তালুকদার ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলে ইংরেজের অনেকাংশে বলবৃদ্ধি হইত। কিন্তু সমুদয় তালুকদার এই সময়ে ইংরেজের সহিত সমবেদনাসূত্রে সম্বন্ধ হয়েন নাই। ইংরেজের রাজস্বগ্রহণ-প্রণালী এইরূপ সমবেদনা স্থাপনের প্রতিকূল হইয়াছিল। অভিনব ব্যবস্থায় অযোধ্যার এই প্রভাবশালী ও সম্পত্তিশালী তালুকদারগণ সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হইয়াছিলেন। সমবেদনাপর স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ ইঁহাদের এইরূপ অধঃপতনে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তালুকদারগণ আপনাদের অধঃপতনে ইংরেজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন নাই। তাঁহাদের হৃদয়গত বিদ্বেষবহ্নি প্রচণ্ড প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও উহা একবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। উপযুক্ত সময়ে উহা যে, স্বকীয় প্রখরতার পরিচয় দিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না। এখন সেই সময় উপস্থিত হইল। তালুকদারদিগের অনেকে এখন আপনাদের প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহাদের হৃদয়গত বিদ্বেষবহ্নির প্রচণ্ড শিখায় এখন ইংরেজ যেরূপ বিস্মিত, সেইরূপ শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তালুকদারদিগের মধ্যে

শাহগঞ্জের রাজা মানসিংহ প্রধান ছিলেন। ইংরেজের বন্দোবস্তে তিনি তদীয় বিস্তৃত জমিদারীর স্বত্বচ্যুত হইয়াছিলেন। অভিনব গবর্ণমেণ্টের নিকটে রাজা মানসিংহকে রাজস্বের জন্য অনেক টাকার দায়ী হইতে হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজস্বের জন্য অন্যায়রূপে দায়ী করিতেছেন। যথানিয়মে রাজস্ব না দেওয়ার জন্য ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তিনি অবরুদ্ধ হইতে পারিতেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌতে পাওয়া যায় নাই। সুবিচারের জন্যেই হউক, বা আইন-ব্যবসায়ীদিগের পরামর্শ-গ্রহণের জন্যই হউক, তিনি ব্রিটিশ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি কি করিয়াছেন, অযোধ্যায় তিনি কি ভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ভালরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেই তাঁহাকে আটক করা হয়। কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের আদেশে তিনি নজরবন্দী হইয়াছিলেন, কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, তিনি দেনার দায়ে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। সহকারী কমিশনর অর্ সাহেবের সহিত তাঁহার সবিশেষ আলাপপরিচয় ছিল। অর্ সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।* ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর এই কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানসিংহ যাহাই করুন না কেন, তিনি কখনও গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল হইবেন না। যাহা হউক, মে মাসের শেষ ভাগে এবং জুন মাসের প্রারম্ভে অযোধ্যার কর্ত্তৃপক্ষ রাজা মানসিংহের প্রতি যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানসিংহ সহকারী কমিশনরকে কহিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাকে নজরবন্দী না করা হয়, তাহা হইলে তিনি সহকারী কমিশনরকে সপরিবারে শাহগঞ্জ নামক স্থানের দুর্গে আশ্রয় দিয়া, রক্ষা করিবেন। সহকারী কমিশনর সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। প্রধান কমিশনরও ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও, মানসিংহ, যাবতীয় কুলমহিলা ও বালকবালিকাকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কেবল সিবিল কর্ম্মচারীদিগের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাব ডেপুটি কমিশনরের মনঃপূত হইল না। অবশেষে

*Hutchinson. Narrative of the Mutinies in oude, p. 71, note.

মানসিংহ ভাবিয়া কহিলেন, তিনি সকলকেই আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অতিগোপনে ষ্টেশন হইতে আশ্রয়গৃহে যাইতে হইবে। রাজা মানসিংহের এই প্রস্তাব সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে জানান হইল। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ উহাতে অমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মানসিংহ অপেক্ষা আত্মবলের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিলেন। কেবল একজন মাত্র আফিসর আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে সিবিল কর্ম্মচারীদিগের পরিবারবর্গের সহিত শাহগঞ্জে পাঠাইতে সম্মত হইলেন।

৭ই জুন রাত্রিকালে কুলমহিলারা নিরাপদে আশ্রয়স্থলে উপনীত হইলেন। তাহার পরদিন সায়ংকালে সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা প্রথমে কামানগুলি অধিকার করিতে গেল। এই সকল কামানে গোলা ভরা হইয়াছিল। গোলন্দাজেরা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া, উহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তাহারা কামান ছুঁইতে না ছুঁইতে পদাতিকেরা আসিয়া পড়িল। আফিসরদিগের আদেশপালনে তাহারা যত্ন প্রকাশ করিল না। আফিসারদিগের অনুনয়বাক্যেও তাহারা বিচলিত হইল না। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল যে, কামান গুলি তাহাদের। তাহারা কামান অধিকার করিলেও আফিসরদিগের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইল না। তাহারা রক্ষকস্বরূপ হইয়া আফিসরদিগকে সৈনিকনিবাসে আনিল।

পদাতিগণ এইরূপে আফিসরদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু অশ্বারোহিগণ উহাতে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৫ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একজন রেসেলাদার এই বিপ্লবের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিল। এই ব্যক্তি ইংরেজ আফিসরদিগকে বধ করিবার জন্য সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু গোলন্দাজগণ ও পদাতিকেরা দৃঢ়তার সহিত ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ইংরেজ আফিসরেরা সমস্ত রাত্রি বন্দিভাবে রহিলেন। পদাতি ও গোলন্দাজেরা তাঁহাদিগকে কেবল রক্ষা করিল না, তাঁহাদের পলায়নেরও সুবিধা করিয়া দিল। তাহারা নৌকা সংগ্রহ করিল, আফিসরদিগকে টাকা দিল। ২২ সংখ্যক দলের সৈনিকেরা আফিসরদিগকে সঙ্গে লইয়া নদীর তটে উপস্থিত হইল। নৌকা সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু মাঝি মাল্লা কেহই ছিল না।

সুতরাং পলাতকেরা আপনারাই হাল ও দাঁড় ধরিয়া নিরাপদে ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

ইউরোপীয়গণ অক্ষতশরীরে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু সকলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। এই সিপাহীযুদ্ধঘটিত অন্যান্য বিবরণের ন্যায় ফৈজাবাদের ইউরোপীয়দিগের পলায়নবৃত্তান্তও নানারূপ বিসদৃশ ঘটনায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত বিপ্লবের সাধারণ ঘটনা—লুটতরাজ করা, ঘরদ্বার জ্বালাইয়া দেওয়া প্রভৃতির মধ্যে, পরস্পর বৈষম্য নাই। কিন্তু অন্যান্য ঘটনার মধ্যে একটির সহিত আর একটির সাদৃশ্য দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ফৈজাবাদেও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদিগের ন্যায় ফৈজাবাদের সিপাহীগণ সমভাবে তাহাদের আফিসরদিগের প্রতি নির্দ্দয়তা বা অবিশ্বস্ততা দেখায় নাই। তাহারা কমিশনর এবং তদীয় সঙ্গীদিগকে কেবল অক্ষতদেহে যাইতে দেয় নাই, অধিকন্তু যাহাতে পলাতকেরা নিরাপদে ফৈজাবাদ হইতে পলায়ন করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেয়। ইংরেজেরা এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহীদিগের একান্ত আয়ত্ত হইয়াছিলেন। সিপাহীদিগের ইচ্ছার উপর তাঁহাদের জীবন নির্ভর করিতেছিল। সিপাহীরা দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ না হইলে সকলকেই মেষপালের ন্যায় মৃত্যুমুখে পাতিত হইতে হইত। তাঁহাদের কোনরূপে বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সিপাহীদিগের মধ্যে সকলেই এই নিঃসহায়, নিরবলম্ব ও নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত মেষপালের নিধনে আগ্রহযুক্ত হয় নাই। কথিত আছে যে, ২২ সংখ্যক দলের সিপাহীরা পলাতকদিগকে বধ করিবার জন্য আজিমগড়ের ১৭ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগের নিকটে লোক পাঠাইয়াছিল। * যাহা হউক পলাতকগণ নদীপথে গমন করিয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহাদের নিকটে স্নিগ্ধকর জলপথও মৃত্যুপথ স্বরূপ হইল। তাঁহারা ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে বেমগঞ্জের নিকটে দেখিলেন যে, তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পদাতি ও অশ্বারোহী সিপাহীগণ শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গেল। এইখানে নদীর পরিসর অধিক ছিল না। সুতরাং পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইল।

* *Gublins, Mutinies in Oudh. p. 150.*

আজিমগড়ের ১৭ সংখ্যক পদাতিগণ আরোহীদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। আরোহীরা আত্মরক্ষার জন্য নদীর অপর তটে যাইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে সিপাহীগণ নৌকায় নদীপার হইল। সুতরাং নদীতটে উঠিয়া পলায়ন করা ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না। কর্ণেল গোলড্‌নে নিহত হইলেন। প্রথম দুইখানি নৌকার আরোহীরা পলায়ন করিতে গিয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পাতিত হইল। কেহ কেহ জলমগ্ন হইলেন। অবশিষ্ট পলাতকেরা কোনরূপে আমোরা নামক স্থানে গিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। এই খানে চতুর্থ নৌকার আরোহীরা ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সর্ব্বসমেত আট জন পলাতক একত্র হইয়া নিরাপদে কাপ্তেনগঞ্জে উপনীত হইলেন। তেজআলি খাঁ নামক ২২ সংখ্যক দলের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ইঁহাদের মধ্যে ছিল। অতঃপর ইঁহারা যাবতীয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় কাপ্তেনগঞ্জ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারা যে সকল পল্লী দিয়া যাইতে লাগিলেন, তৎসমুদয়ের প্রধানেরা ইঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ইঁহাদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য টাকা এবং ঘোড়া দিল। কিন্তু ইহাতেও পলাতকদিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। কোন পল্লীর অধিবাসিগণ সৌজন্য ও দয়ার ভাণ করিয়া, ইঁহাদের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইল। এই পল্লীতে মুসলমানের সংখ্যা অধিক ছিল; পল্লীবাসিগণ বন্দুক ও তরবারি লইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। এই মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে উক্ত আট জনের প্রায় সকলেই দেহ ত্যাগ করিলেন। কেবল এক জন মাত্র ঘটনাক্রমে আপনাদের নিরতিশয় দুর্দ্দশার ও দুরদৃষ্টের পরিচয় দিবার জন্য জীবিত রহিলেন।

৮ই জুন ফৈজাবাদ হইতে যে চারি খানি নৌকা যাত্রা করিয়াছিল, তাহার তিন খানির আরোহীদিগের অদৃষ্টে এইরূপ দশা ঘটিল। অযোধ্যার প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যার প্রান্তভাগে অবশিষ্ট নৌকাখানি ঘটনাক্রমে অন্তরালে থাকাতে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়াছিল। এই জন্য উক্ত নৌকার আরোহীদিগের জীবনরক্ষা হইল। ফৈজাবাদ হইতে যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুরবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। যাঁহারা কোনরূপে আপনাদের জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ

কেহ এই শোচনীয় ঘটনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পলায়নবৃত্তান্তের সহিত এই বিবরণের তাদৃশ পার্থক্য নাই। পলাতকেরা কোন স্থানে প্রচণ্ড আতপতাপে অবসন্ন হইয়াছেন; কোন স্থানে পল্লীবাসীদিগের যত্নে আহার্য্য ও পানীয় পাইয়াছেন। কোন স্থানে আশ্রয়গৃহের অভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহচর বা বন্ধু, তাঁহাদের নিকটে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মভেদী, শোচনীয় দৃশ্য নিস্তব্ধভাবে দেখিতে হইয়াছে। তাঁহাদের পরমস্নেহের ধন, বাৎসল্যের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রাণাধিক শিশুসন্তান তাঁহাদের ক্রোড়ে দুঃসহ যাতনা পাইয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ইহা দেখিয়া, আবার বিপত্তিপূর্ণ পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পলাতকদিগের পলায়নবৃত্তান্ত এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহারা ফৈজাবাদ হইতে নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি কুলমহিলা আপনার কতিপয় শিশুসন্তানের সহিত নৌকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। ইনি আপনার পলায়নবৃত্তান্তের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাতেও পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। ইনি কখনও অনাবৃত স্থলে রাত্রিযাপন করিয়াছেন, কখনও অনলকণাসদৃশ রৌদ্রতাপে নিপীড়িত হইয়াছেন, কখনও পানীয় বা আহার্য্যের অভাবে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার সন্তানগুলি পীড়িত হইয়া, ইঁহাকে অধিকতর কষ্ট দিয়াছে। পল্লীবাসীদিগের কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে ইঁহার সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছে। কেহ কেহ বলবতী দয়ার আকর্ষণ পরিহার করিতে না পারিয়া, সভয়চিত্তে ইঁহাকে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল, সুখাদ্য আহারীয় ও সুশীতল পানীয় দিয়াছে। ইঁহার শিশুসন্তানদিগকে একান্ত অবসন্ন দেখিয়া, দয়াবতী ধাত্রী উহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছে। রাজা মানসিংহ ইঁহার সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ নানা কষ্ট ভোগ করিয়া, ইনি ভারতবাসীর অনন্ত দয়ায় এবং সৌজন্যে প্রাণ রক্ষা করেন। কোন কোন পলাতক গোরক্ষপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পথে ইঁহারা অবরুদ্ধ হয়েন। অবরোধকারিগণ ইঁহাদিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে মহম্মদ হোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তির অনুচর-

গণ ইঁহাদিগকে রক্ষা করেন। মহম্মদ হোসেন খাঁ ইঁহাদিগকে আশ্রয় দেন, পরে গোরক্ষপুরের মাজিষ্ট্রেট ইঁহাদিগকে আনিবার জন্য রক্ষক পাঠাইয়া দেন। ফৈজাবাদ হইতে যে মহিলা শিশুসন্তান লইয়া পলাইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আরও কতিপয় পলাতক সম্মিলিত হয়েন। ইঁহাদেরও দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। ইঁহাদের একজনের একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। ইঁহাদের নিকটে সমাধি দিবার কোনরূপ উপকরণ ছিল না। ইঁহারা হাত দিয়া গর্ত্ত করিয়া, কোনরূপে এই শিশুর সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। যাঁহারা উপস্থিত বিপ্লবে প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, আশ্রয়স্থানপ্রাপ্তির আশায় নানা দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে এইরূপ কষ্ট, এইরূপ যাতনা, এইরূপ শোকতাপ ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই।

ফৈজাবাদের দেওয়ানিবিভাগের চারি জন ইংরেজ কর্ম্মচারী আত্মরক্ষার জন্য নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বিপ্লবের সময়ে ইঁহারা, অনুচর এবং কুলকামিনী ও বালকবালিকাদিগের সহিত মানসিংহের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় ১১ই জুন শাহগঞ্জে উপনীত হয়েন। এই সময়ে মানসিংহ শাহগঞ্জে ছিলেন না, সিপাহীদিগের উত্তেজনায় কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, কুলকামিনী ও বালকবালিকারা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি পুরুষদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। পুরুষেরা যেন শীঘ্রই প্রস্থান করেন, যেহেতু সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের অনুসন্ধানের জন্য কল্য তাঁহার বাড়ীতে যাইবে। সিপাহীদিগের আসিবার দিনেই নৌকা সংগৃহীত হইল। ৩৮ জন নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের ঊনত্রিশ জন নৌকায় চড়িয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে ফৈজাবাদের নয় মাইল দূরে গমন করিলেন। নদীতটে আসিবার সময়ে অপর নয় জনের গাড়ি ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং ইঁহারা নৌকা ধরিতে না পারিয়া, শাহগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর ইঁহাদিগকে গোরক্ষপুরে পাঠান হয়। এ দিকে নৌকারোহিগণ গোপালপুরের রাজার সাহায্যে নিরাপদে দানাপুরে উপনীত হয়েন।

ইউরোপীয়দিগের পলায়নবিবরণে, ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে ভারতের দুঃখিনী নারীরাও আপনাদের জীবন

সঙ্কটাপন্ন করিয়া বিপন্নদিগের উদ্ধারসাধনে যত্নবতী হইয়াছে। এক দিকে যেমন নরহত্যা, নরশোণিতপ্রবাহের ভয়ঙ্কর ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ অসামান্য দয়া, অপরিসীম কোমলতা এবং অপরিমেয় সমবেদনার দৃশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের একটি ঘটনা এ স্থলে বিবৃত হইতেছে।

ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, সেনা-নিবাসের সিপাহীগণ যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাসী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, নদীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাসী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটি কমিশনর কার্য্যানুরোধে সেনানিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত নদীকূলের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ এই সময়ে সম্পত্তিলুণ্ঠনের নিমিত্ত চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইংরেজমহিলা সন্ধ্যাসমাগমে কোন এক পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, তাঁহাকে স্বকীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীকূলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি, সেই তুন্দুরের মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহীরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারি দিকে পলায়িত ইংরেজপুরুষ ও ইংরেজরমণীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত ও আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া,গ্রামবাসীদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও, কোমলহৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইংরেজমহিলাকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিল না। যখন ঐ রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মহিলা ঐ বিষয় জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী, দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি

যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহলের শান্তি হইল, সিপাহীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য, মহারাজ মানসিংহের নিকটে গিয়া, একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থে ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বহির্ভাগে সমভিব্যাহারী কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল, এবং উহা তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকটে ভাণ করিতে লাগিল। দুই এক স্থানে ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা সিপাহীগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক জন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটীর জন্য, নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এস্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগের সাহায্য করিতে বিমুখ হইল না। একটি দয়াবতী রমণী শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া, দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া, নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদসহকারে ইহাদিগকে নৌকায় উঠাইলেন ; ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে শিশুদিগের তৃপ্তিসাধন করিল। সিপাহীগণ জানিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্যকারিণী মহিলাদিগের প্রাণসংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও, উক্ত রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া, উক্ত কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই মহদুপকার বিস্মৃত হয়েন নাই। যুদ্ধের অবসান হইলে, তাঁহারা উক্ত দয়াবতী মহিলাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

সুলতানপুর।

সুলতানপুর জেলার প্রধান নগর সুলতানপুর গোমতীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। এই স্থানে ১৫ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের শিবির ছিল। এতদ্ব্যতীত ৮ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিদল এবং কতকগুলি অস্ত্রধারী পুলিশপ্রহরী অবস্থিতি করিতেছিল। কর্ণেল ফিসার ইঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন। ৫ই জুন সুলতানপুরের দেওয়ানিবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী

সংবাদ পাইলেন যে, স্থানান্তরের উত্তেজিত সিপাহীগণ সুলতানপুরের সিপাহী-দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের নিধনের চেষ্টা করিতেছে। তৎপরদিনেও এইরূপ আতঙ্কজনক সংবাদ সুলতানপুরে পঁহুছিল। কর্ণেল ফিসার্ ৭ই তারিখে দুই জন আফিসরকে সঙ্গে দিয়া, কুলমহিলাদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইলেন। ৯ই জুন প্রাতঃকালে সৈনিকেরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কর্ণেল ত্বরিতগতিতে সৈনিকবাসে গিয়া, সিপাহীদিগকে প্রশান্তভাবে ও স্নেহসহকারে আপনাদের কর্ত্তব্যসাধনের জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একজন নজীব কর্ণেলের পৃষ্ঠদেশে গুলির আঘাত করিল। কর্ণেল আপনার সৈনিকদিগের সম্মুখে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিল, যাহাদিগকে তিনি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার জন্য ধীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহারা এইরূপে তদীয় উপদেশের সম্মান রক্ষা করিল। তাহাদের কেহই এ সময়ে আসন্নমৃত্যু অধিনায়কের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল না। টুকার নামক একজন সেনানায়ক কর্ণেলকে ডুলীর মধ্যে স্থাপন করিলেন। এই ডুলীর পার্শ্বেই আর একজন সেনানায়ক নিহত হইলেন। এদিকে কর্ণেল ফিসারেরও মৃত্যু-যাতনার অবসান হইল। সিপাহীরা এইরূপে আপনাদের অধিনায়কদিগের শোণিতপাত করিয়া, টুকার সাহেবকে পলাইতে হইল। টুকার অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক প্রাণের দায়ে গোমতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। গোমতীতটে দড়িয়ানামক স্থানে রোস্তম শাহ নামক একজন তালুকদারের একটি দুর্গ ছিল। চারি দিকে বহুবিস্তৃত নিবিড় জঙ্গলে এই দুর্গ পরিবেষ্টিত ছিল। ভূমির অভিনব বন্দোবস্তে রোস্তম শাহ নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার অনেক জমী অন্যায়পূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণেও এই ধীরপ্রকৃতি তালুকদারের হৃদয়ে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত হয় নাই। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার ক্ষতি হইয়াছিল, দয়া ও সৌজন্যের বশীভূত হইয়া, তিনি এ সময়ে তাঁহাদেরই উপকারসাধনে উদ্যত হয়েন। নিরাশ্রয় ও বিপন্ন টুকার সাহেব তাঁহার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহার সহিত আরও কতিপয় পলাতক সম্মিলিত হয়েন। আশ্রয়দাতা তালুকদারের সদয়ব্যবহারে আশ্রিতদিগের সর্ব্ববিষয়ে শান্তিলাভ হয়। বায়া-

ণসীর কমিশনর হেন্‌রি টুকার অতঃপর ইঁহাদিগকে আপনার নিকটে আনয়ন করেন। কিন্তু সুলতানপুরের দেওয়ানিবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের অদৃষ্ট এইরূপ প্রসন্ন হয় নাই। দুইজন কর্ম্মচারী সুলতানপুরের জাসিন্ খাঁ নামক একজন জমীদারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাসিন্ খাঁ বাহিরে ইঁহাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও সদয়ভাবপ্রকাশে ক্রটি করে নাই। কিন্তু শেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা পরিস্ফুট হয়। আশ্রয়দাতা আশ্রিতদিগকে আপনার গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তাহার ইচ্ছানুসারে উভয় কর্ম্মচারী বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েন। অযোধ্যার ভূস্বামীদিগের পক্ষে এইটি কেবল বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র দৃষ্টান্ত, রাজপুরুষদিগের গোচর হইয়াছিল।

এইরূপে সুলতানপুরে ইউরোপীয়দিগের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল। অন্যান্য স্থানের উত্তেজিত লোকে আপনাদের কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া যেরূপ উৎসব করিয়াছিল, ইউরোপীয়দিগের নিধনে ও অপসারণে সুলতানপুরেও তাহার অনুষ্ঠান হইল। ইংরেজদিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত এবং দ্রব্যাদি বিলুণ্ঠিত হইল। গৃহদাহজনিত প্রজ্বলিত অনলস্তূপ কিয়ৎকালের জন্য উত্তেজিত সিপাহীদলের আমোদ বর্দ্ধন করিল। এইরূপ আমোদের পর সিপাহীরা নবাবগঞ্জের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সলোনি।

ফৈজাবাদবিভাগের আর একটি স্থানে সৈনিকনিবাস ছিল। অযোধ্যার ১ সংখ্যক পদাতিদলের প্রধান অংশ সলোনিতে অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাস এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত এ স্থলে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। লোকে ধীরভাবে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতেছিল। জমীদারগণ নিয়মিতরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খাজানা দিতেছিলেন। প্রগাঢ় শান্তির সময়ে লোকে যে ভাবে থাকে, যেরূপে কর্ম্ম করে, যে নিয়মে সংসারযাত্রানির্ব্বাহে অগ্রসর হয়, সালোনির অধিবাসীদিগের মধ্যে তাহাই পরিলক্ষিত হইতেছিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ সহসা কোনরূপ বিপ্লবের আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, ফৈজাবাদ ও সুলতানপুরের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের স্পষ্ট বোধ হইল যে, সলোনির সিপাহীগণ দীর্ঘকাল বিশ্বস্তভাবে থাকিবে না। ৯ই জুন এই সিপাহীদিগের মধ্যে

উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। ১০ই জুন ইহারা প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিপক্ষতায় অন্যান্য স্থানে যে ভয়াবহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সলোনিতে তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই স্থানে কোন ইউরোপীয়ের জীবনহানি ঘটে নাই। কোন ইউরোপীয় আপনার সমক্ষে প্রীতিভাজন বন্ধুজনকে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিতে দেখেন নাই। এই স্থানের সিপাহীগণ আপনাদের প্রাধান্যঘোষণা করে। কারাগারের কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাহারা আফিসরদিগের অমূল্য জীবন রক্ষা করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা আফিসরগণের রক্ষকস্বরূপ হইয়া নগরের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত গমন করে। ২০ জন বিশ্বস্ত সিপাহী এই সময়ে আপনাদের অধিনায়ককে পরিত্যাগ করে নাই। ইউরোপীয়গণ এইরূপে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, দরাওপুর নামক স্থানের দুর্গে উপনীত হয়েন। এই দুর্গ রাজা হনুমন্ত সিংহ নামক একজন তালুকদারের অধিকৃত ছিল। রস্তম শাহের ন্যায় রাজা হনুমন্ত সিংহও ভূমিঘটিত বন্দোবস্তে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রস্তম শাহের ন্যায় তিনিও এ সময়ে বিপন্ন ইংরেজদিগের প্রতি অপরিসীম প্রীতি প্রকাশ করেন। তাঁহার উদারতা, তাঁহার হিতৈষিতা, তাঁহার মহানুভাবতা, এ সময়ে পরিস্ফুট হয়। যে জাতির লোকে তাঁহাকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছিল, উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহার যত্নে সেই জাতির বিপন্ন ব্যক্তিদিগের বিঘ্নবিপত্তি দূর হয়। তিনি সালোনির বিপন্ন ইউরোপীয়দিগকে আপনার দুর্গে আশ্রয় দেন। তিনি ইঁহাদের পরিচর্য্যার দিকে দৃষ্টি রাখেন। তিনি ইঁহাদের সহিত দেখা করিয়া, সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন। যখন ইউরোপীয়গণ ইঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের একজন ইঁহাকে কহিলেন যে, বিপ্লবের শান্তি হইলে তিনি তদীয় প্রণষ্ট বিষয়ের উদ্ধারে সহায়তা করিবেন। এই কথায় উদারপ্রকৃতি তালুকদার সোজাভাবে দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন—"সাহেব! আপনাদের দেশের লোকে এই দেশে আসিয়া আমাদের রাজাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আপনারা আমাদের ভূসম্পত্তির দলীলপরীক্ষার জন্য আপনাদের কর্ম্মচারীদিগকে চারি দিকে পাঠাইয়াছেন। যে সম্পত্তি স্মরণাতীত কাল হইতে আমার বংশের দখলে রহিয়াছিল, আপনারা তাহা লইয়াছেন। আমি আপনাদের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। এখন

সহসা আপনাদের অদৃষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছে। এই দেশের লোকে আপনাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা যাহাকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়াছেন এখন তাহারই নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এখন—এখন আমি আমার সশস্ত্র অনুচরদিগকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাইব এবং আপনাদিগকে এই দেশ হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিব"।* রাজা হনুমন্ত সিংহ গম্ভীরভাবে এই কথা কহিয়া, আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে বিদায় দিয়াছিলেন। সন্তোষের বিষয় এই যে,বিপ্লবের শান্তি হইলে এই সদাশয় তালুকদারকে তাঁহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সলোনির ইউরোপীয়গণ রাজা হনুমন্তের সাহায্যে নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। এই সময়ে অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও বিপন্নদিগের যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন।

বহ্‌রইচ্‌বিভাগের মধ্যে বহ্‌রইচ্‌, গণ্ডা এবং মোল্লাপুর বা মলাপুর জেলা।

বহ্‌রেইচ্‌।

প্রথম দুইটি ঘর্ঘরানদীর বাম তটে এবং তৃতীয়টি উহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। উপস্থিত সময়ে চার্লাস উইঙ্গফীল্ড (পরে স্যার্ চার্লস্ উইঙ্গফীল্ড) এই বিভাগের কমিশনর ছিলেন। ইনি বহ্‌রইচে থাকিতেন। এই ষ্টেসন ব্যতীত পশ্চিমে মটপুর, দক্ষিণে সিক্রোরা, দক্ষিণপশ্চিমে গণ্ডা অবস্থিত। ইহার মধ্যে সিক্রোরা প্রধান সৈনিক ষ্টেশন। ১৮৫৭ অব্দের মে মাসে সিক্রোরার সৈনিকনিবাসে একদল অশ্বারোহী, একদল পদাতি এবং অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিকদলের গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। কাপ্তেন বোসিও এই সকল সৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন।

যখন মিরাট এবং দিল্লীর সংবাদ বহ্‌রইচে উপস্থিত হয়, তখন তত্রত্য সৈনিকদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ বা উত্তেজনা দেখা যায় নাই। সিপাহীরা পূর্ব্বের ন্যায় রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল, পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিল, পূর্ব্বের ন্যায় সন্তোষসহকারে আপনাদের অধিনায়কদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেছিল। কিন্তু কেবল মিরাট এবং দিল্লীর ঘটনায় উপস্থিত বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হয় নাই। মিরাটে যাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, দিল্লীতে যাহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা অন্যান্য সৈনিকনিবাসেও পরিব্যাপ্ত

* *Mulleson, Indian Mutiny, Vol. I. p. 407, note.*

হইয়া পড়ে। এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাসে এই বিপ্লবের সংবাদ উপস্থিত হয়। প্রতি সৈনিকনিবাস উহাতে আন্দোলিত হইয়া উঠে। এইরূপ বিপ্লবের অভিঘাতে বহ্‌রইচবিভাগেরও সন্তাড়িত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কমিশনর সাহেব নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, লক্ষ্ণৌতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের রক্ষার জন্যও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হওয়াতে তালুকদারদিগের যার পর নাই ক্ষতি হইয়াছিল। এখন এই তালুকদারগণই উপস্থিত সঙ্কটকালে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগের প্রধান রক্ষক হইলেন। পূর্ব্বে এইরূপ কতিপয় তালুকদারের মহানুভাবতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। বহ্‌রইচবিভাগের কমিশনরও আপনাদের রক্ষার জন্য তালুকদারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে বলরামপুরের রাজা স্যার্ দিগ্বিজয় সিংহ প্রধান। ইনি কমিশনর সাহেবের বন্ধু ছিলেন। ইনি ইংরেজদিগের বিপদে উৎফুল্ল হয়েন নাই। ইংরেজদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিতে ইনি যত্ন বা উৎসাহের পরিচয় দেন নাই। উইঙ্গ্‌ফীল্ড সাহেবের প্রার্থনাপূরণে ইঁহার আগ্রহ পরিস্ফুট হয়। কমিশনর সাহেব আপনাদের বিপত্তিকালে ইঁহাকে প্রধান সহায় মনে করিয়া আশ্বস্ত হয়েন।*

একদা সহসা রাত্রিকালে জনরব উঠিল যে, সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইয়াছে। মহিলা ও বালকবালিকাগণ লক্ষ্ণৌতে প্রেরিত হইলে, আফিসরেরা কমিশনরের গৃহে শয়ন করিতেন। এখন সিপাহীদিগের সমুত্থানবার্ত্তা শুনিয়া, ইঁহারা গভীর নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে সৈনিকনিবাসের দিকে ধাবিত হইলেন। গোলন্দাজেরা তাঁহাদের আদেশপালনে অগ্রসর হইল। কিন্তু এ সময়ে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আফিসরেরা আপনাদের শয়নগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সৈনিকনিবাস নিশীথের নিস্তব্ধভাবের মধ্যে নিমগ্ন রহিল।

এই স্থানের সিপাহীদিগের উত্তেজনাসম্বন্ধে অন্যরূপ কথার উল্লেখ হইয়া

* দিগ্বিজয় সিংহ অতঃপর কে. সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত এবং গবর্ণর-জেনেরলের কৌন্‌সিলের সদস্য হয়েন।

থাকে। সিপাহীদিগের মধ্যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, রাত্রিকালে যখন তাহারা নিদ্রিত থাকিবে, তখন তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করা হইবে। এইরূপ কাল্পনিক আশঙ্কায় তাহারা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। উদ্বেগের আবেগ ক্রমে উত্তেজনায় পরিণত হয়। ইহাতে অধিনায়কের স্পষ্ট বোধ হইল যে, সৈনিকদল তাঁহার বশবর্ত্তী থাকিবে না। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে ঘোরতর বিপ্লবের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স দেওয়ানি এবং সৈনিকবিভাগের অধ্যক্ষদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন যে, যদি বিপ্লব ঘটে, তাহা হইলে আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহাদের সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিবে। সর্ব্বাগ্রে কমিশনর উইঙ্গফীল্ড সাহেব এই উপদেশের সম্মান রক্ষা করিলেন। তিনি অশ্বারোহণপূর্ব্বক সায়ন্তন বায়ুসেবনচ্ছলে বহির্গত হইয়া, সবেগে গণ্ডার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

গণ্ডা।

এই সময়ে গণ্ডায় কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। কাছারিতে বিচারক-গণ নিরুদ্বেগে কর্ম্ম করিতেছিলেন। সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রশান্তভাব অব্যাহত থাকে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণের মধ্যে ভাবান্তর লক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে কোন বিষয়ে কোনরূপ অশৃঙ্খলা বা কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত হয় নাই। সিপাহীগণ দৃঢ়তার সহিত কহে যে, তাহারা কখনও নিমকের সম্মানরক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিবে না। কিন্তু যখন উইঙ্গ্‌ফীল্ড সাহেব ফৈজাবাদ ও সিক্রোরার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গণ্ডার সিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মিল। সিপাহীরা যদিও বিশ্বস্তভাবে থাকিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তথাপি অধিনায়কদিগের সন্দেহ দূর হইল না। উইঙ্গ্‌ফীল্ড সাহেব দেওয়ানি কর্ম্ম-চারীর সহিত বলরামপুরের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। বলরামপুররাজ ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন, এবং কয়েকদিন পরে উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, গোরক্ষপুরে পাঠাইয়া দিলেন। পথে অন্য একজন সদয়প্রকৃতি রাজার সাহায্যে ইঁহারা নিরাপদে গোরক্ষপুরে উপনীত হইলেন। গণ্ডার সৈনিকদলের অধি-নায়ক এবং তাঁহার সহযোগী আপনার লোকদিগকে প্রশান্তভাবে ঐ স্থানে রাখিলেন। কিন্তু পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের প্রয়াস

কোন অংশে সফল হইবে না, তখন তাঁহারা ঐ স্থানে না থাকিয়া, পর দিন সিক্রোরার কতিপয় আফিসরের সহিত বলরামপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে গণ্ডা ও সিক্রোরা হইতে শ্বেতপুরুষগণ আপনাদের প্রাণের দায়ে পলায়ন করিলেন। কেবল একজন মাত্র সাহসী সেনানায়ক—বন্হাম আপনাদের প্রাধান্যরক্ষার আশায় শেষোক্ত স্থলে রহিলেন। এই অধিনায়ক গোলন্দাজদলে অধ্যক্ষতা করিতেন। ইঁহার সৈনিকগণ আপাততঃ ইঁহার প্রতি অনুরক্ত রহিল, ইঁহার আদেশপালনে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল, ইঁহার বিপত্তিনিবারণে সতর্কতার পরিচয় দিতে লাগিল। কমিশনর অন্য স্থানের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। পদাতিদলের আফিসরেরা স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন *, ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটময় স্থানে, এইরূপ উত্তেজিতপ্রায় সৈনিকদিগের মধ্যে গোলন্দাজ সেনানায়ক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সিপাহীগণ বিশ্বস্তভাবে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে আপনাদের অধিনায়ক হইতে বলিল। তিনি সম্মত হইলেন এবং পদাতি ও গোলন্দাজদিগকে সঙ্গে লইয়া, লক্ষ্ণৌ যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু অধিনায়কের আশা ফলবতী হইল না। সিপাহীদিগের প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হইল না। পদাতিগণ কথার অবাধ্য হইয়া উঠিল। গোলন্দাজদিগেরও ভাবান্তর ঘটিল। অধিনায়ক ইহাতেও বিচলিত না হইয়া, আপনার কামানের পার্শ্বে রহিলেন। যখন পদাতিগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল, তখন তিনি গুলি করিতে গোলন্দাজদিগকে আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল না। অধিকন্তু তাঁহার লোকেই তাঁহার দিকে বন্দুক উঠাইল। কিন্তু এ সময়ে সকলেই সমভাবে তাঁহার বিরোধী হয় নাই। প্রভুভক্তি অনেককে এ সময়েও প্রভুর প্রতি সদাচরণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। ইহারা অধিনায়কের

* সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব শুনিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে আফিসরেরা আপনাদের সৈনিকগণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে পাহারা বদলি না হওয়াতে রক্ষকেরা সৈনিকনিবাসে চলিয়া যায়। এই সুযোগে আফিসরগণ অশ্বারোহণে বলরামপুরে পলায়ন করেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 476, note.*

জন্য ঘোড়া আনে, টাকার জোগাড় করে, এবং যাঁহার জীবনরক্ষার্থে এইরূপ আয়োজনে তৎপর হইয়াছিল, তাঁহাকে পলাইতে কহে। সিক্রোরার গোলন্দাজদিগের অধিনায়ক আর কোন উপায় না দেখিয়া, সন্তপ্তহৃদয়ে আপনার চিরপরিচিত ও চির আদরণীয় কামান ছাড়িয়া, লক্ষ্ণৌতে প্রস্থান করেন।

পলায়নসময়ে এই অধিনায়ককে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি যেন নদীপার হইবার সময়ে, বৈরাম ঘাটের দিকে অগ্রসর না হয়েন, যেহেতু ঐ ঘাটে উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধিকাংশ অবস্থিতি করিতেছে। পলাতক সেনানায়ক এজন্য সাবধান হইয়াছিলেন। কিন্তু বহ্‌রইচের ইউরোপীয়দিগকে কেহই এইরূপ সাবধান করিয়া দেয় নাই। ঐ স্থানের সেনানায়ক এবং ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার সহকারী অশ্বারোহণে নওপাড়ার অভিমুখে ধাবিত হয়েন। কিন্তু এই স্থানে তাঁহারা আশ্রয় পাইলেন না। নওপাড়ার অধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। যিনি তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, ইংরেজের প্রতি তাঁহার সমবেদনা ছিল না। যাহা হউক, পলাতকগণ এ স্থানে আশ্রয় না পাইলেও, কোনরূপে বিপন্ন হইলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের অবস্থিতিস্থল বৈরাম ঘাটের দিকে গমন করিলেন। পলাতকগণ এতদ্দেশীয়দিগের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ ছদ্মবেশে ইঁহারা ঘাটে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের ঘোড়াগুলি নৌকায় তুলিয়া দিলেন। এই সময়ে কতিপয় সিপাহী, ফিরিঙ্গি পলাইতেছে বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি অপর সিপাহীগণ নদীতটে উপনীত হইয়া, আরোহীদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। ডেপুটি কমিশনর ও সেনানায়ক নিহত হইলেন। ডেপুটি কমিশনরের সহকারীকে নৌকার বাহিরে আনা হইল। সহচরদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, কয়েকদিন পরে ইঁহার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। কথিত আছে, বহ্‌রইচের সেনানায়ক, ফজল্‌ আলি নামক একজন দস্যুকে ধরিয়াছিলেন। বিচারে এই দস্যুর প্রাণদণ্ড হয়। ইহাকে ধরিবার সময়ে যে সকল সিপাহী উক্ত সেনানায়কের সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা এখন কোম্পানির বিরোধী হইয়া, ১৭ সংখ্যক পদাতিদলকে বলিয়া পাঠাইল যে, ফজল্‌ আলির নিধনের জন্য সেনানায়কের সম্বন্ধে কি করিতে হইবে। উক্ত পদাতিগণ উত্তর

দিল—"উহার শিরশ্ছেদ কর"। অবিলম্বে এই সেনানায়ক এবং তাঁহার একজন সহচর ধৃত ও নিহত হইলেন।

মোল্লাপুর।

মোল্লাপুর বা মলাপুরে কোনও সিপাহী ছিল না, সুতরাং ঐ স্থানে সহসা কোনরূপ বিপদ ঘটিবে বলিয়া, কেহ আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু কিছুদিন পরে উচ্ছৃঙ্খল লোকের জন্য শান্তির ব্যাঘাত হয়। রাজপুরুষেরা শান্তিরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পলায়ন করেন। পথে সীতাপুর এবং অন্যান্য স্থানের পলাতকেরা ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হয়েন। ইঁহারা প্রথমে নৌকায় চড়িয়া পলাইতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে জানিয়া, নৌকা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থলপথে যাত্রা করেন। পথে ইঁহাদিগকে ধওড়িয়ানামক স্থানের রাজার মতিয়ারিস্থিত ভবনে প্রায় দুই মাস অবস্থিতি করিতে হয়। ইহার পর কেহ কেহ শত্রুহস্তে পতিত হয়েন। কেহ কেহ নেপালের পাহাড়ে পলায়ন করেন। ঐ স্থানের একজন রাজা পলাতকদিগকে আশ্রয় দেন। কিন্তু ইহাতেও হতভাগ্যদিগের জীবনরক্ষা হয় নাই। নেপালতরাইর অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পরাক্রমে অনেকের প্রাণান্ত ঘটে। কেবল একজন মাত্র পীড়ায় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া, জঙ্গ্ বাহাদুরের গোরক্ষপুরস্থিত শিবিরে উপনীত হয়েন।

দরীয়াবাদ।

লক্ষ্ণৌবিভাগের অন্তর্গত দরীয়াবাদে অযোধ্যার ৫ সংখ্যক পদাতিদল অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাসে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। কাপ্তেন ইহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। ইহারাও কাপ্তেনকে ভালবাসিত এবং ধীরভাবে কাপ্তেনের আদেশ পালন করিত। সুতরাং কাপ্তেনের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্নেহের পাত্রগণ শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে। প্রায় তিন লক্ষ টাকা দরীয়াবাদের ধনাগারে ছিল। এই অর্থরাশি উপস্থিত সময়ে গোলযোগের কারণস্বরূপ হইয়াছিল। পদাতিদলের কাপ্তেন প্রথমতঃ এই টাকা লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে দরীয়াবাদের অন্যান্য ইউরোপীয়ের বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া, তিনি এ বিষয়ে নিরস্ত হয়েন। শেষে ঐ অর্থ স্থানান্তরিত করাই

* *Mutiny of the Bengal Army. By one who served under Sir Charles Napier, p. 82.*

সিদ্ধান্ত হইল। কাপ্তেন সমস্ত টাকা ধনাগার হইতে, এবং সমস্ত কয়েদীকে কারাগার হইতে সৈনিকনিবাসে আনিলেন। কয়েদীরা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, পাছে কোনরূপ গোলযোগ ঘটায়, এই আশঙ্কায় উক্তরূপ ব্যবস্থা হইল। ৯ই জুন সমস্ত টাকা গাড়িতে বোঝাই করা হইল। সিপাহীরা আনন্দসূচক ধ্বনি করিয়া, সৈনিকনিবাস হইতে যাত্রা করিল। কিন্তু অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে না করিতে তাহাদের ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা আপনাদের অধিনায়কের সমক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিল। কিন্তু এ সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুভক্তিতে বিসর্জ্জন দেয় নাই। যখন তাহাদের সতীর্থগণ ইউরোপীয়দিগকে-আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহারা উহাতে বাধা দেয়। সিপাহীদিগের এইরূপ বিপক্ষতায় ইউরোপীয়গণ হতাশ্বাস হইলেন। গাড়িবোঝাই টাকা আবার দরীয়াবাদে ফিরাইয়া আনা হইল। ইউরোপীয়গণ উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়নে উদ্যত হইলেন।

উদ্যম সফল হইল। কেহ কেহ একায় চড়িয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। সিপাহীগণ কাপ্তেনের প্রতি গুলি চালাইলেও কাপ্তেন অশ্বারোহণে অক্ষতশরীরে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। সিপাহীরা কয়েকদিন দরীয়াবাদে রহিল। পরে তাহাদের প্রধান আড্ডা নবাবগঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হইল। ইংরেজেরা এইরূপে দরীয়াবাদ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। সমগ্র বিভাগে অযোধ্যার নবাবের প্রাধান্য ঘোষিত হইল।

এইরূপে অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে গোলযোগ ঘটে। এ সম্বন্ধে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব এই ভাবে লিখিয়াছেন—"এই সকল ঘটনায় ইংরেজের জীবন এবং ইংরেজের সম্পত্তির যেরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেইরূপ আমাদের জাতীয় গৌরবেরও হানি হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের সজাতিগণ শৃগালশকুনি প্রভৃতির ভক্ষ্য না হইলেও, আপনাদের প্রাণনাশের ভয়ে উদ্ভ্রান্তভাবে পলায়ন করিয়াছে এবং কিছুকাল পূর্ব্বে যে সকল লোকে সভয়ে তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়াছে, তাহাদেরই নিকটে কাতরভাবে করুণা ভিক্ষা করিয়াছে। ** ইহাদের কেহ কেহ বহু কষ্টে লক্ষ্ণৌতে উপনীত হইয়াছে, কেহ কেহ গোরক্ষপুরে পলায়ন করিয়াছে, কেহ কেহ বা

ভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে গিয়া, আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়াছে। অবশিষ্ট পলাতকেরা পথে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। যেরূপ দুর্ঘটনার মধ্যে ইহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, যেরূপ যাতনাভোগের পর ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয় নাই।"*

এ স্থলে কতিপয় পলাতক রাজপুরুষের শোচনীয় অদৃষ্টের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। উপস্থিত সময়ের ভয়ঙ্কর বিপ্লবে ইংরেজদিগের কিরূপ দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা এই বর্ণনায় বুঝা যাইবে। সীতাপুরের স্যার্ মাউণ্ট্ ষ্টুয়ার্ট্ জাক্‌সন্ নামক একজন সিবিলিয়ান্ আপনার দুইটি ভগিনীর সহিত উক্ত স্থানের দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া পলায়ন করেন। পলায়নের গোলযোগে একটি ভগিনী আপনার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। জাক্‌সন সাহেব একটি মাত্র ভগিনীর সহিত আশ্রয়স্থানের অভিমুখে ধাবিত হয়েন। পথে আরও কতিপয় পলাতকের সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সকলেই মিথৌলীতে গমন করেন। এই স্থানে মোহমদীর সহকারী ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন অর্ আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। অযোধ্যার ৯ সংখ্যক আনিয়মিত সৈনিকদলের সুবাদার ঈশ্বরী সিংহ ইঁহাদের রক্ষক ছিলেন। মিথৌলীর রাজা লুনী সিংহ কাপ্তেন অরের নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। এইজন্য কাপ্তেন আপনার প্রণয়িনী ও স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে ঐ স্থানে পাঠাইতে সাহসী হইয়াছিলেন। বিবি অর্ সমস্ত রাত্রি পথ অতিবাহন করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ আটটার সময় মিথৌলীতে উপস্থিত হয়েন। রাজা এই সময়ে নিদ্রিত ছিলেন। বিবি অরের উপস্থিতির দুই ঘণ্টা পরে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হয়। রাজা বিবি অরকে আপনার দুর্গে স্থান না দিয়া, কাচিয়ানি-নামক স্থানের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। যেহেতু ঐ স্থান রাজার নিকটে অধিকতর নিরাপদ বোধ হইয়াছিল। বিবি অর্ কাচিয়ানির দুর্গে উপনীত হইলেন। দুর্গটি মৃত্তিকানির্ম্মিত। উহার চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল। এই স্থানে জনসমাগম নাই। শ্বাপদকুলের বিহারভূমি—মৃণ্ময় দুর্গে উপস্থিত হইয়া, বিবি অর্ যেরূপ বিরক্ত, যেরূপ দুঃখিত, সেইরূপ শঙ্কিত হইলেন। দুর্গে ব্যবহারোপযোগী

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 481-482.*

দ্রব্যাদি ছিল না। সুতরাং নানা বিষয়ে বিবি অরের অসুবিধা ঘটিল। সন্ধ্যাকালে রাজা স্বয়ং দুর্গে আসিয়া, বিবি অরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। জাক্সন সাহেব, তাঁহার ভগিনী, কাপ্তেন অর্ এবং অপর কয়েক জন পলাতকও এই দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিথোলীর রাজা ইঁহাদিগকেও আশ্রয় দেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের জন্য ভীত হইলেও, ইঁহাদের নিকটে খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করেন। কাচিয়ানির জঙ্গল বন্য জন্তুতে এরূপ পরিপূর্ণ ছিল যে, শ্বাপদ-কুলকে দূরে রাখিবার জন্য পলাতকদিগকে রাত্রিকালে খোলা জায়গায় আগুন জ্বালাইয়া থাকিতে হয়।

সীতাপুর হইতে আরও কতিপয় পলাতক এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ইঁহাদের পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়াছিল। ইঁহাদের পায়ের জুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। জঙ্গলের কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিতে ইঁহাদের পদদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। * পথশ্রমে, আহার্য্য ও পানিয়ের অভাবে ইঁহারা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ দুঃসহ যাতনায় ইঁহাদিগকে কাচিয়ানির জঙ্গলে থাকিতে হয়।

ইহার মধ্যে কাপ্তেন অর্ ঐ দুর্গে সমাগত হয়েন। কিছুকাল সকলে সেই গভীর আরণ্য প্রদেশে, সেই শ্বাপদ-পরিবৃত মৃণ্ময় দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জুন মাস অতীত হইল। জুলাই মাসও দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। কিন্তু পলাতকদিগের দুর্গতি দূর হইল না। ক্রমে আগষ্ট মাস সমাগত হইল। এখন মিথোলীর রাজা বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের অধিকতর বিপদের হেতুভূত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিকটে উত্তেজিত সিপাহীরা পলাতক-দিগের সন্ধান পাইল। কিন্তু সিপাহীগণ ঐ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল না। রাজার আদেশে পলাতকেরা আপনাদের অরণ্যময় বাসস্থল পরিত্যাগ করি-লেন। তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কাহার হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, আতপতাপে, বৃষ্টিপাতে অথবা শ্বাপদের আক্রমণে তাঁহাদের যাবতীয় কষ্টের অবসান হইবে। কিন্তু অদৃষ্ট-

* *English Captive in Oudh. Edited by M. Wylie, p. 14.*

দোষে তাঁহাদের কষ্টের শেষ হইল না। তাঁহাদের কেহ কেহ পথশ্রমে অবসন্ন হইলেন। কেহ কেহ জঙ্গলের জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কেহ অপরের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিলেন না। কেবল পরস্পর সজল-নয়নে ও নির্ব্বাক্‌ভাবে পরস্পরের কষ্ট দেখিতে লাগিলেন। রৌদ্রনিবারণের জন্য তাঁহাদের মাথার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না। পথের কণ্টক বা কঠিন মৃত্তিকাস্তূপের সঙ্ঘর্ষ হইতে পদদেশ রক্ষার জন্য কোনরূপ আবরণ ছিল না। পরিধানের পরিচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত, জলবায়ুর পরাক্রম হইতে তাঁহাদের দেহরক্ষারও কোনরূপ সম্বল ছিল না। কেহ একখানি সামান্য কাপড় নিজের ব্যবহারের জন্য চাহিলে, পাষণ্ড রক্ষকেরা অনুমতির বিনিময়ে আঘাত করিত। এইরূপ কষ্টে অসহায় জীবগণ দুর্গম অরণ্য হইতে নিষ্কাশিত হয়েন। জঙ্গলের বাহিরে দুইখানি গাড়ি ছিল। সকলকে ঐ গাড়িতে স্তূপাকারে রাখা হয়। এই গাড়িবোঝাই স্তূপীকৃত জীব অতঃপর আপনাদের অপরিজ্ঞাত স্থানের অভিমুখে যাত্রা করে।

মিথৌলীর রাজার কর্ম্মচারী জহির উল্‌ হুসেন এই সময়ে এইরূপ শোচনীয় ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়। অসহায় ইউরোপীয়গণ এতক্ষণ নানারূপ যাতনা ভোগ করিলেও অবদ্ধভাবে যাইতেছিলেন। জহির উল্‌ হুসেন এখন পুরুষ-দিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে ইউরোপীয়েরা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। দেড় শত অস্ত্রধারী লোক ও একটি কামান ইঁহাদের পুরোভাগে এবং অপর দেড় শত অস্ত্রধারী লোক ও একটি কামান ইঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে যাইতে থাকে। যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য ইঁহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইত। পানীয় অনিচ্ছার সহিত অনেক বিলম্বে প্রদত্ত হইত। এইরূপ যাতনাময় সুদীর্ঘ ছয় দিনের পর ইঁহা-দিগকে লক্ষ্ণৌর কৈশরবাগের অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়। প্রাসাদের কিছু দূরে ইঁহারা গাড়ি হইতে নামিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে যাত্রা করেন। ইঁহাদের দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনাহারে, অনিদ্রায় ও নিদারুণ পিপাসায় ইঁহারা মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন (স্যার মাউন্ট ষ্টুয়ার্ট জাক্‌সন) পথে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। সামান্য ভৃত্যগণ ইঁহাকে চারপয়ায় তুলিয়া লইল। দুইটি কুলমহিলা জলের জন্য কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ইঁহাদিগকে এরূপ অপরিষ্কার পাত্রে জল দেওয়া হইল যে, ইঁহারা উহা মুখে দিতে সম্মত হইলেন না। ইউরোপীয়গণ এইরূপ শোচনীয়ভাবে কৈশরবাগে উপনীত হয়েন। বাগের সীমার মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় ঘর ছিল। আস্তাবলের একটি ছোট ঘরে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়দিগকে স্থান দেওয়া হয়।

এ সময়ে নরদানবদিগের পার্শ্বে নরদেবদিগেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। নির্ম্মম, নির্দ্দয় ও নিরতিশয় কঠোরপ্রকৃতি লোকের মধ্যে দয়াশীল মানবের হৃদয়নিহিত কোমলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। প্রহরীদিগের মধ্যে এইরূপ একটি কোমলপ্রকৃতি লোক ছিলেন। ইঁহার নাম মির ওয়াজিদ আলি। রাজ্যভ্রষ্ট নবাবের নামে ইঁহার নাম হইলেও ইনি নবাবের প্রাধান্যপুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় বিমুগ্ধ হয়েন নাই। ওয়াজিদ আলি এই দুঃসময়ে অবরুদ্ধদিগের প্রধান সহায় হয়েন। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে অবরুদ্ধদিগকে আর একটি গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। এই গৃহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

অবরুদ্ধদিগের অদৃষ্টে পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য, লক্ষ্ণৌর দরবারের বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। নবাব ওয়াজিদ আলির বেগম হজরত মহলের ব্রিজিস্ কাদের নামক একটি চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক (কোন কোন মতে একাদশবর্ষবয়স্ক) পুত্রকে নবাব করা হয়। হজরত মহল ইঁহার নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। চাকলাদার, নাজীর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ইঁহার নামে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তালুকদারদিগকে লক্ষ্ণৌর দরবারে আসিতে অনুরোধ করা হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা অধিকার পূর্ব্বক বার দল সৈন্য প্রস্তুত করেন। এই সৈন্যের অধিকাংশ পূর্ব্বে নবাবের সরকারে কর্ম্ম করিত। এই সৈন্য এবং কয়েক রেজিমেণ্ট্ অশ্বারোহী, "অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিকদল" নামে পরিচিত। প্রধানতঃ এই সকল সৈন্য লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে, এবং ইহারাই ব্রিজিস্ কাদেরকে নাম মাত্র নবাব করিয়া, স্বপ্রধানভাবে থাকে। দারোগা মম্মু খাঁ হজরত মহলের প্রধান সহায় ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ওয়াজিদ আলি দরবারের রাজস্ববিভাগে কর্ম্ম করিতেছিলেন। কিন্তু উদ্ধত সৈনিকদিগের প্রাধান্যে ইঁহাদের ক্ষমতা অনেকাংশে সঙ্কুচিত

হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে একজন ধর্ম্মোন্মত্ত মৌলবীর আবির্ভাব হয়। এ ব্যক্তি সিপাহীদিগের মধ্যে এরূপ প্রাধান্য বিস্তার করেন যে, উহাতে লক্ষ্ণৌর দরবারকেও বিব্রত হইতে হয়। ইঁহার কথা বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এই মৌলবীর নাম আহম্মদ উল্লা শাহ। ১৮৫৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে আহম্মদ উল্লা কতিপয় সশস্ত্র অনুচর লইয়া ফৈজাবাদের মস্‌জিদে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে যাবতীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। মৌলবী এই আদেশপালনে অসম্মত হয়েন। কর্ত্তৃপক্ষ অগত্যা বল প্রকাশ করেন। গোলযোগে মৌলবী স্বয়ং আহত এবং তাঁহার দুই তিন জন অনুচর নিহত হয়। প্রথম বারে মৌলবীর বিচারে লক্ষ্ণৌর প্রধান আদালত, অধস্তন আদালতের ব্যবস্থা নামঞ্জুর করেন। দ্বিতীয় বারের বিচারে বিলম্ব ঘটে। ইহার মধ্যে ফৈজাবাদে বিপ্লব উপস্থিত হয়। মৌলবী কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধ্যক্ষ হয়েন। কিন্তু তিন দিন পরে সিপাহীরা ইঁহার কর্ত্তৃত্বে এরূপ বিরক্ত হয় যে, তাহারা তিন শত টাকা দিয়া, ইঁহাকে বিদায় দেয়। মৌলবী লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন। হজরত মহল ইঁহার অভ্যর্থনা করেন। ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ইঁহাকে প্রতিদিন বহু অর্থ দেওয়া হয়। ইংরেজের পরাক্রমে অনেক সিপাহী দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়া, লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইতে থাকে। ইহারা মৌলবীর অধীনতা স্বীকার করে। এইরূপে বলসম্পন্ন হইয়া, মৌলবী গোমতীতটে—গোঘাটে অযোধ্যার পূর্ব্বতন মন্ত্রী আলি নকি খাঁর বিস্তৃত বাসভবনে অবস্থিতি পূর্ব্বক উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে থাকেন। এই ঘোষণাপত্রে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বিশদরূপে পরিব্যক্ত হয়। দরবার হইতে যে আদেশপত্র প্রচারিত হয়, মৌলবী তাহার বিরোধী হওয়াতে অবরুদ্ধ হয়েন। শেষে দিল্লীর সিপাহীরা ইঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। মৌলবী অতঃপর আপনার ক্ষমতায় বহুসংখ্য সশস্ত্র লোকের অধিনায়ক হইয়া উঠেন।

ওয়াজিদ আলির ন্যায় মহারাজ মানসিংহও কৈশরবাগে অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করেন। মানসিংহের কর্ম্মচারী অনন্তরাম অবরুদ্ধদিগকে বিমুক্ত করিতে সবিশেষ মনোযোগী হয়েন। যাঁহারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, ওয়াজিদ আলির চেষ্টায়, তাঁহাদের শৃঙ্খল অপসারিত হয়।

মৌলবী সন্দিগ্ধ হইয়া, এই বিষয় জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ওয়াজিদ আলি চরদিগকে অর্থ দিয়া, এরূপ পরিতোষিত করেন যে, তাহারা মৌলবীকে প্রকৃত সংবাদ জানাইতে নিরস্ত থাকে। যে দিন সেনাপতি হাবেলক্ ও আউট্রাম লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন, সেই দিন মৌলবীর আদেশে উনিশ জন ইংরেজের প্রাণনাশ হয়। জাক্‌সন্ সাহেবের যে ভগিনী পথে তাঁহার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। * ওয়াজিদ আলি এবং রাজা মানসিংহ ইঁহাদের প্রাণরক্ষার জন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মৌলবী এবং তাহার অধীন সিপাহীদিগের (ইহারা দিল্লী হইতে আসিয়াছিল) জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ওয়াজিদ আলির উপর মৌলবীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। ওয়াজিদ আলি প্রকাশ্য ভাবে চেষ্টা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহার প্রাণ যাইত।

২৬শে অক্টোবর হইতে ১৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত মম্মু খাঁ প্রায়ই কয়েদীদিগের সহিত দেখা করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কাপ্তেন অর্ দ্বারা তিনি সেনাপতি আউট্রামের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখাইবেন যে, যদি ইংরেজেরা একবারে অযোধ্যা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে দরবার কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। জাক্‌সন্ সাহেব এবং কাপ্তেন অর্, উভয়েই এই ভাবে পত্র লিখিতে অসম্মত হয়েন। পরে মম্মু খাঁ ইঁহাদিগকে রেসিডেন্সির অবরোধকারী সিপাহীদিগের অধিনায়ক হইতে বলেন। আফিসরেরা ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত এই প্রস্তাবেও অসম্মতি প্রকাশ করেন। উভয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া, মম্মু খাঁ কয়েদীদিগের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। কয়েদীরা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের অন্তিম কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

পরিশেষে তাঁহারা যাহা ভাবিতেছিলেন, যাহার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, ধীরভাবে যাহার আলিঙ্গনে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল। ১৪ই নবেম্বর কয়েদীরা দূরে কামানের গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে আসিতেছেন। পর দিন

* বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা কাচিয়ানির অবরুদ্ধ ইংরেজ নহেন।

দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইল। এই দুই দিন কৈশরবাগে এরূপ গোলযোগ ঘটিল যে, দূরবর্তী কামানের ধ্বনি অবরুদ্ধদিগের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল না। ১৬ই নবেম্বর বেলা নয়টার সময় ৭১ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া, সাহেবদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আসিল। ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। পুরুষেরা ধীরতার বিসর্জ্জন দিলেন না। কাপ্তেন অর, সংসারে যাহা তাঁহার প্রিয়তম, যাহা তাঁহার পরমস্নেহাস্পদ, তাহার নিকটে সজলনয়নে বিদায় লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল। রক্ষকগণ অবরুদ্ধ মহিলাদিগকে বুঝাইল যে, কয়েকটি এতদ্দেশীয় কয়েদীকে গুলি করা হইতেছে। কিন্তু শেষে সমুদয় প্রকাশ পাইল। মহিলাগণ রক্ষকশূন্য হইলেন। স্বামী, ভ্রাতা ও অভিভাবকেরা ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর রোগে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। প্রহরীদিগের এক ব্যক্তি দয়া করিয়া, এবং অপর ব্যক্তি টাকা পাইয়া, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোনরূপে বালিকাটির সমাধি দেয়। এখন দুইটি মহিলা, একটি বালিকা অবশিষ্ট থাকে।

এই সময়ে লক্ষ্ণৌবাসিনী একটি দয়াশীলা নারী বালিকার জীবনরক্ষার জন্য যত্নবতী হইয়া উঠে। অযত্নসম্ভূত স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া, এই অবলা আর্ত্তপরিত্রাণ রূপ পবিত্র কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য ওয়াজিদ আলির সহিত সম্মিলিত হয়। ওয়াজিদ আলি ইহাকে অবরুদ্ধ মহিলাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

দরবারের হাকিম সদয়প্রকৃতি ও পরোপকারী ছিলেন। অবরুদ্ধ কুলনারী দুইটির অবস্থা দেখিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখিত হয়েন। ওয়াজিদ আলির মন্ত্রণায় তিনি দরবারের কর্ত্তৃপক্ষকে কহেন যে, কয়েদীদিগের বালিকাটি একান্ত পীড়িত হইয়াছে। হাকিম প্রত্যহ এই সংবাদ দরবারের গোচর করিতে থাকেন। প্রত্যহ দরবারের প্রধান কর্ম্মচারীরা হাকিমের নিকটে অবগত হয়েন যে, বালিকাটির অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। কিন্তু এ সময়ে হাকিমের ন্যায় প্রহরীদিগের অধ্যক্ষকেও বশীভূত করা আবশ্যক হইয়াছিল। নচেৎ ওয়াজিদ আলির সঙ্কল্প প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ইহার মধ্যে দরবারের আদেশে প্রহরীদিগের অধিনায়ক অন্য কর্ম্মে নিয়োজিত হইল। ইহার স্থানে যে ব্যক্তি আসিল, ওয়াজিদ আলি তাহাকে এবং তাহার লোকদিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত

করিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত হাকিম দরবারে জানাইলেন যে, বালিকাটির মৃত্যু হইয়াছে। এখন লক্ষ্ণৌর উক্ত নারী বালিকার উদ্ধারে উদ্যত হইল। সে উহার গায়ে রঙ মাখাইয়া দিল, উহাকে কাপড়ে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিল, পরে উহাকে লইয়া, এই ভাবে রোদন করিতে করিতে যাইতে লাগিল যে, সে যেন আপনার মৃত শিশুসন্তানকে সমাধি দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। এইরূপে উক্ত দয়াবতী নারী প্রহরীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, আপনার স্নেহময় বহনীয় পদার্থ রাজা মানসিংহের গৃহে লইয়া যায়। কিছু দিন পরে বালিকাটি নিরাপদে আলমবাগের ইংরেজশিবিরে সমানীত হয়।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত অবরুদ্ধ মহিলা দুইটি আপনাদের পরিত্রাণের উপায় দেখিতে থাকেন। এ সময়ে যদিও চারি দিকে ইংরেজের জয়লাভ হইতেছিল, তথাপি লক্ষ্ণৌ সহরে এবং উহার প্রান্তভাগে উত্তেজিত সিপাহীগণ দলবদ্ধ ছিল। কিন্তু ওয়াজিদ আলি মহিলা দুইটিকে রক্ষা করিতে উদাসীন ছিলেন না। তিনি পাল্কীতে করিয়া ইহাদিগকে অনেক কষ্টে কৈশরবাগের অন্য গৃহে লইয়া যান। এই সময়ে প্রহরীরা এরূপ সাবধান হইয়াছিল যে, ওয়াজিদ আলিকে ছদ্মবেশে কয়েদীদিগের সহিত দেখা করিতে হইত। ওয়াজিদ আলি কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিতে পারিলে, সেনাপতি আউট্রাম তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও সম্মতি ছিল। ওয়াজিদ আলি অবরুদ্ধ মহিলাদ্বয়ের সমক্ষে আপনার সন্তানদিগের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত স্থল নিরাপদ বোধ না হওয়াতে ওয়াজিদ আলি মহিলাদ্বয়কে অন্য বাটীতে আনয়ন করেন। ওয়াজিদ আলির পরিবারবর্গ এই স্থানে থাকিত। মহিলারা, ওয়াজিদ আলির স্ত্রী এবং সন্তানদিগের সহিত অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তাঁহাদের যাবতীয় অভাবের মোচন হয়। বিবি অর্ এই স্থান হইতে একখানি পত্র লিখিয়া ওয়াজিদ আলির একজন আত্মীয়ের হস্তে এই বলিয়া সমর্পণ করেন যে, প্রথমে যে ইংরেজ আফিসরকে পাওয়া যাইবে, তাঁহাকেই যেন উক্ত পত্র দেওয়া হয়। বিধাতা এ সময়ে অনুকূল হইলেন। পত্রবাহক বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে এক দল গুর্খা ও দুই জন ইংরেজ আফিসরকে দেখিতে পাইলেন।

পত্র সমর্পিত হইল। আফিসরেরা ত্বরিতগতিতে মহিলা দুইটির উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, ইঁহারা আপনাদের কুলকামিনী-দিগকে পাল্কীতে তুলিয়া দিলেন। বাহক উপস্থিত ছিল না। আফিসরদিগের ভৃত্য এবং কতিপয় গুর্খা বাহক হইল। আফিসরেরা সহরের সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক উক্ত পাল্কী সেনাপতি মাক্‌গ্রেগরের শিবিরে লইয়া গেলেন। পর দিন মহিলা দুইটি সেনাপতি আউট্রামের শিবিরে উপনীত হইলেন। যে দেশের এক শ্রেণীর লোকে ইঁহাদের দুঃসহ যাতনার কারণ হইয়াছিল, ইঁহাদিগকে প্রিয়তম আত্মীয়জন হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, সেই দেশের অন্য শ্রেণীর লোকেরই অনন্ত করুণায় এইরূপে ইঁহাদের জীবন রক্ষা হইল। *

অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের মধ্যে এইরূপ উত্তেজনা এবং তৎপ্রযুক্ত এইরূপ ভয়াবহ বিপ্লব ঘটাতে প্রধান কমিশনর স্যার হেন্‌রি লরেন্স সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু উদ্বেগের আবেগে তিনি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে নিরস্ত থাকেন নাই। অপ্রতিবিধেয় বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় অন্তর্হিত হয় নাই। অযোধ্যার কর্ম্মভার গ্রহণ করার পরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। তাঁহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক প্রসন্ন মুখশ্রী দিন দিন পরিম্লান হইয়া যাইতেছিল, তথাপি তিনি কর্ত্তব্যকর্ম্মসম্পাদনে পরিশ্রম করিতে বিরত হয়েন নাই। ১১ই জুন পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে অযোধ্যার রাজধানী এবং কাণপুর, এই দুই স্থান ইংরেজের অধিকারে ছিল। ১১ই জুনের পর হইতে লক্ষ্ণৌ রক্ষার জন্য স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের অধিকতর উদ্যমের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। রাত্রিতে প্রায়ই তাঁহার নিদ্রা ছিল না। তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশে নগরের নানাভাগ পরিদর্শন করিতেন। সময়ে সময়ে কামানের পার্শ্বে শয্যা পাতিয়া গোলন্দাজ সৈনিকদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু এ শয্যাও তাঁহার নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইত না। তিনি শয্যায় থাকিয়া, নগররক্ষার প্রণালী অবধারণ করিতেন। কিরূপে আত্মবলের বৃদ্ধি ও বিপক্ষবলের ক্ষয় করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণের জন্য গভীর চিন্তায়

* *English Captive in Oudh : Edited by M. Wylie, p. 29-47.*

নিযুক্ত থাকিতেন। সংক্ষেপে আপনার রক্ষণীয় নগরে তিনি সর্ব্বব্যাপী ছিলেন। সকল স্থানেই তাঁহাকে দেখা যাইত।*

নগরে সামরিক আইন অনুসারে লোকের দণ্ডবিধান হইতেছিল। মচ্ছি-ভবনের পার্শ্বে কতকগুলি ফাঁসি কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। যাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া ধৃত হইত,এই স্থানে তাহাদের যাবতীয় বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটিত। স্যার হেন্‌রি লরেন্স নরহত্যার একান্ত বিরোধী ছিলেন। যাহাতে লোকের জীবনরক্ষা হয়, তৎপ্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। দুর্ঘটনার গুরুত্বে বাধ্য হইয়া, তিনি নিরতিশয় মনঃকষ্টের সহিত এইরূপ দণ্ডের অনুমোদন করিতে লাগিলেন। সৈনিক প্রহরিগণ ইউরোপীয় অধিনায়কদিগের অধীনে থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ নিয়মিতরূপে আপনাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ দিকে যাহার উপর যাবতীয় গুরুতর কর্ম্মের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, যিনি প্রবলবাত্যাতাড়িত মহাসমুদ্রে তরণীর একমাত্র কর্ণধার ছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতি হইল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স ক্রমেই ক্ষীণ—ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। গাবিন্স্ সাহেব এই সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন। তিন দিন মাত্র সমিতির অধিবেশন হইল। কিন্তু এই তিন দিনেই বিপদ গুরুতর হইয়া উঠিল।

৩০শে মের ঘটনার পর গাবিন্স্ সাহেব সমগ্র সিপাহীদলের নিরস্ত্রীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান কমিশনর এ বিষয়ে তাহার একান্ত বিরোধী ছিলেন। এ সময়ে তিনি ভারতবাসীর সকলকেই শত্রুভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কৃষ্ণবর্ণ অপরাপর ইংরেজের ভয়ের কারণ হইলেও, স্যার্ হেন্‌রির পক্ষে উহা অনেক সময়ে সাহসের আশ্রয়, আশার অবলম্বন এবং বিপত্তিনিবারণের প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। তিনি ভারতবাসীর প্রভুভক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিলেও তিনি মনে করিতেন যে, ঐ সিপাহীদিগের মধ্যেও প্রভুভক্ত লোকের অভাব নাই। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি সমুদয় সিপাহীকে সৈনিকদল হইতে

* *Rees, siege of Lucknow, p. 39.*

নিষ্কাশিত করিতে চাহেন নাই। কিন্তু গাবিন্স্ সাহেব কয়েক দিনের জন্য শাসনসমিতির অধ্যক্ষ হইয়া, আপনার সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিনায়ক সিপাহীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করিলেন, এবং তাহাদিগকে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিদায় দিয়া, আপন আপন বাটীতে যাইতে কহিলেন। এই বিষয় অবিলম্বে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের গোচর হইল। স্যার্ হেন্‌রি অমনি রোগশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে রুগ্নশরীরে সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক সমিতির অনুমতি রহিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আদেশে সিপাহীদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। প্রায় ৫০০ পাঁচ শত নিরস্ত্র সিপাহী প্রফুল্লভাবে—সহাস্য-বদনে ফিরিয়া আসিয়া, আপনাদের চিরাভ্যস্ত সৈনিকব্রত গ্রহণ করিল। ইহারা অবরোধের সময়ে প্রভুভক্তির সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। * রেসিডেন্সি-রক্ষার জন্য ইংরেজদিগের পর্য্যাপ্তপরিমাণে সৈন্য ছিল না। বিশ্বস্ত সিপাহীগণ প্রত্যাবৃত্ত ও সামরিক পরিচ্ছদে পুনরায় সজ্জিত হইলেও, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের বলবৃদ্ধি হয় নাই। এই জন্য স্যার্ হেন্‌রি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হই-লেন। এই ব্যবস্থাতেও তাঁহার কৃষ্ণবর্ণের প্রতি অপরিসীম প্রীতি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল। যে সকল সিপাহী দীর্ঘকাল কোম্পানির কর্ম্ম করিয়া আপনাদের আবাসপল্লীতে পেন্সন ভোগ করিতেছিল, তাহাদিগকে আহ্বান করা হইল। প্রধান কমিশনরের সাদর আহ্বানে প্রায় পাঁচ শত জরাগ্রস্ত সিপাহী লক্ষ্ণৌতে আসিল। স্যার্ হেন্‌রি ইহাদের যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাদের অনেকে কোম্পানির কার্য্যসাধনের জন্য সমরক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়াছিল। কাহারও চক্ষু গিয়াছিল, কাহারও হস্ত নষ্ট হইয়াছিল, কেহ কেহ বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ইহারা, এক সময়ে যাহাদের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে শোভিত ছিল, যাহাদের নিকটে রণকৌশল শিখিয়া, বীরেন্দ্রবর্গের বরণীয় হইয়াছিল, যাহাদের জন্য সমরক্ষেত্রে দেহপাতেও উদ্যত ছিল, উপস্থিত বিপত্তিকালে আবার তাহাদেরই জন্য এই বার্দ্ধক্যকালে—এইরূপ বিকলাঙ্গদেহে লক্ষ্ণৌতে

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 499.*

সমাগত হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এই প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের মধ্যে ১৭০ জনকে বাছিয়া লইলেন। ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন দল হইতে শিখসৈনিক-দিগকে একত্র করা হইয়াছিল। এইরূপে প্রায় ৮০০ এতদ্দেশীয় সৈনিকপুরুষ লক্ষ্ণৌরক্ষার জন্য সংগৃহীত হইল।

১২ই জুন বিপদের সূচনা হইল। যে সৈনিকদল পুলিশের কর্ম্মে নিয়োজিত ছিল, তাহার পদাতিগণ ১১ই জুন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। পর দিন অশ্বারোহিগণ ইহাদের পথে পদার্পণ করিল। ইহারা সুলতানপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। একজন ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সৈন্য লইয়া, ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ইহাদের অধিনায়কও ইহাদিগকে বুঝাইতে গেলেন। অধিনায়ক উপস্থিত হইয়া, আপনার লোকদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার কথা শুনিতে চাহিল না। এই সময়ে যে ব্যক্তি তাহাদের পরিচালক হইয়াছিল, সে নিষ্কোষিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে ইহাতে বাধা জন্মাইতে লাগিল। এক জন সিপাহী আপনাদের ইংরেজ সেনানায়ককে মারিবার জন্য বন্দুক ঠিক করিল। অমনি এই বন্দুক ফেলিয়া দিতে আর বারটি বন্দুক উত্তোলিত হইল। বার জনে বন্দুক তুলিয়া, সন্ধানকারীকে বাধা দিয়া কহিল, "কে এইরূপ সাহসিক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে?"* অধিনায়ক অক্ষতশরীরে ফিরিয়া গেলেন।

এই সময়ে সেনাপতি স্যার্ হিউ হুইলার সাতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশায় তিনি স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। গাবিন্স্ সাহেব কাণপুরের উদ্ধারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে অপর কেহ সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ও ইহাতে অমত প্রকাশ করেন। তাঁহার সৈনিকবল অল্প ছিল। ঈদৃশ বিপত্তির সময়ে তিনি নিজেই আত্মবলের অল্পতায় চিন্তিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু গঙ্গার তটভাগে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতে-ছিল। সুতরাং গঙ্গা পার হওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অল্পমাত্র সৈন্য গঙ্গা পার হইয়া, সিপাহীদিগের বিপুল শ্রেণী ভেদ করিয়া যাইতে পারে, এমন

* *Rees, Siege of Lucknow, p. 61.*

সম্ভাবনা ছিল না। এই হেতু স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ নিরতিশয় ক্ষোভের সহিত কাণপুরের সেনাপতির প্রার্থনাপূরণে অসম্মত হয়েন। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দয়া বা সমবেদনার অভাব দেখিতে পাইবেন না। তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, কেহই উহার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এ সময়ে প্রায় সকল স্থানেই ইংরেজদিগকে অল্পমাত্র সৈন্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এক স্থান নিরাপদ করিতে হইলে, অন্য স্থানের বলক্ষয় হইত। গন্তব্য পথ বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি কাণপুরের সেনাপতির সাহায্যার্থে অল্পসংখ্যক সৈন্য পাঠাইলে বহুসংখ্যক সিপাহী গঙ্গা পার হইয়া আসিবে। অধিকন্তু তাঁহার নিজেরও বলক্ষয় হইবে। ইহা ভাবিয়া, তিনি গভীর দুঃখের আবেগে কাণপুরের বিপন্ন সজাতির জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ঘোরতর বিপত্তির মধ্যে আপনার রক্ষণীয় স্থানের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদারতা ও সমবেদনা, এ সময়ে তদীয় বিপক্ষদলের স্বদেশবাসীদিগেরও দয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার সমবেদনা প্রযুক্ত লক্ষ্ণৌ কাণপুর হইতে পারে নাই। ভারতবাসিগণের অনেকে এ সময়ে বিশ্বস্তভাবে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল। যখন অযোধ্যা অধিকৃত হয়, তখন নবাবসরকারের কয়েক শত গোলন্দাজ ব্রিটিশ কোম্পানির চাকরী করিতে সম্মত হয় নাই। এখন ইহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাদের অধিনায়ক মীর ফরজান্দ আলীর সহিত ইংরেজের সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করিবার জন্য উপস্থিত হয়। ইহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নাই। অবরোধের সময়ে ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। ইহারা ইংরেজের পক্ষসমর্থনের জন্য দেহবিসর্জ্জনে কাতর হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহীরা ফরজান্দ আলীর গৃহস্থিত বহুমূল্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ না করিলে ফরজান্দ আলী আপনার অপরিসীম প্রভুভক্তির বিনিময়ে কোন ফল লাভ করিতে পারিতেন না।"*

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 190.*